# গীতার বাণী

( ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায় )

মদীয় আচার্য্যদেব শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেবের বেদচ্ছন্দা মুখে কথিত, মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টিকা-টিপ্পনী, ভাষ্য-রহস্যাদি এবং প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গীতা ব্যাখ্যাতৃগণের মতালোচনাসহ সঙ্কলিত।

সঙ্কলয়িত্রী—শ্রীসাধনাপুরী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
বরানগর, কলিকাতা—৩৬

প্রকাশিকা ঃ

শ্রীসুমনাপুরী কর্তৃক সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মাতৃমন্দির হইতে প্রকাশিত।

প্রথম্ সংস্করণ ঃ শুভ গুরুপূর্ণিমা ১৩৬২

প্রাপ্তিস্থান ঃ

**শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**

২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬।

**শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**

সিউড়ী, বীরভূম।

**ন্যাশন্যাল পাবলিশিং হাউস**

সি, ৫১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২।

**মহেশ লাইব্রেরী**

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

**দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল** দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির।

মুদ্রণ ঃ

প্রিণ্ট ও প্রিণ্ট

৬, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬

# ॥ উৎসর্গ ॥

যাঁর অফুরাণ প্রেরণায় ও শক্তিতে লেখনী ধরেছিলাম

যাঁর কণ্ঠ হতে গীতাভাষ্য দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, আলঙ্কারিক দর্শনের ভিত্তিতে শুনেছিলাম—

বেদচ্ছন্দা মুখে ভাষ্য যিনি প্রকাশ করেছিলেন—

গীতার যিনি বেদ্য সেই প্রভু সত্যানন্দের শ্রীচরণে গঙ্গাজলে—গঙ্গাপূজা করার মতই এনসাইক্লোপিডিয়া অফ গীতা আজ শুভ গুরু পূর্ণিমা তিথিতে উৎসর্গীত হল।

অতি দুর্ভাগ্য, বিষ্ণুর করকমলের মত শঙ্খচক্র চিহ্নধারী, সেই জাগ্রত ভগবান শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের করকমলে ধরে দেবার সৌভাগ্য আমি হারিয়েছি—তবু চোখের জলে তাঁরি চরণে উৎসর্গীকৃত হল এই গ্রন্থ।

———

# অধ্যায়-সূচী

# সঙ্কলয়িত্রীর নিবেদন

'গীতার বাণী' প্রথম খণ্ডে লিখেছি মদীয় আচার্য্য শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবেরই শুভ ইচ্ছায় ও দিব্য প্রেরণায় এই সংক্ষিপ্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ গীতা' গ্রন্থখানি রচিত। 'গীতার বাণী' প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে শ্রীঠাকুর স্থূল চোখে দেখে যান নি, কিন্তু প্রতিটি ছাপা ফর্মা দেখেছেন, আনন্দ করে ভক্তদের দেখিয়েছেন, ওঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

শ্রীঠাকুর দীর্ঘ দিন গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন, সে সময়ে উপস্থিত সাধু ও ভক্তগণ যোগ দিতেন সেই পাঠের আসরে। আমি শ্রীঠাকুরের ব্যাখ্যাগুলি শুনতাম ও গভীর রাত্রিতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করতাম। যখন 'গীতার বাণী' প্রথম খণ্ড গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া স্থির হল তখন শ্রীঠাকুর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রতিটী শ্লোক একটী নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে ভালো করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। ঐ সময়ে প্রতিটী শ্লোক দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যাগুলি আরো উপযোগী করে বলে দিতেন। দ্বিতীয় খণ্ড 'গীতার বাণী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ইচ্ছায়, ঠিক প্রথম খণ্ডের মত নির্দিষ্ট ভাবে আলাদা একটি বিশদ ব্যাখা করার প্রার্থনা একাধিক দিনই জানাতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীঠাকুরের শারীরিক স্বাচ্ছন্দের অভাবের জন্যও বটে, আবার অনেকটা এ জগৎ থেকে মন তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মহাভাবে মগ্ন হয়ে যাওয়ার জন্যও বটে, দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যাগুলি নতুন করে ঐভাবে শ্রীঠাকুরের আর বলা হয়ে ওঠে নি। নিত্য পাঠের আসরে যা বলেছেন সেগুলিই রইল লিপিবদ্ধ।

১৯৫৫ এর ৫ই আগষ্ট নেমে এলো হরি বিরহের কাল সন্ধ্যা—সমস্ত ভক্ত-গোষ্ঠী, সাধুগোষ্ঠী ও আমাদের সকলেরই তখন দিশাহারা অবস্থা—পায়ের তলার

মাটি যেন চকিতে গেল সরে—এক বিমর্ষ অর্দ্ধ উন্মাদের মত হতচেতনায় দিন কাটতে লাগল। সেই রকম বিরহ কাতর অবস্থায় কয়েক দিনই শ্রীঠাকুরের অনুযোগ ভরা কণ্ঠ শুনি ধ্যানের মধ্যে, শুনি স্বপ্নের মধ্যে, 'আরতি গীতা বইখানি তৈরী করে নিবি না।' শ্রীঠাকুরের এই দিব্য আদেশে ভাঙ্গা মন নিয়ে উঠে বসি—বহু বছরের খাতাপত্র খুঁজে লেখা সুরু করি। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করে শ্রীঠাকুরেব ব্যাখ্যাত মন্ত্রগুলি ধারাবাহিক-ভাবে লিখে চলি।

প্রতিদিন রাত্রে গীতা পাঠের আসরে একটী করে মন্ত্রপাঠ ও আলোচনা হত। এইভাবে ক্রমে গীতা ব্যাখ্যা হতে হতে সেই সেই মন্ত্রগুলির পুনরায় ব্যাখ্যা-কালে অনেক সময় শ্রীঠাকুর আরও নতুন কিছু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। ভিন্ন ভিন্ন বছরে ব্যাখ্যা লেখা সেই সব খাতা নিয়ে পর্য্যায়ক্রমে গুছিয়ে একত্র লিখে নিতে পরিশ্রমও করে চলি সাধ্যমত—শ্রীঠাকুরের অনন্ত শয্যার নীচে বসে চোখের জলে প্রার্থনা জানাই, 'শ্রীদেহে থাকলে ঠাকুর তুমি আরও কত ভাল করে বলে দিতে, প্রথম খণ্ডের মত এগুলি তো অত ভাল লেখা হবে না—বলে দাও ঠাকুর, কত কথা তোমার আছে বলার, যা লিখতে হয়েছে ত্রুটি, শুনতে হয়েছে ভুল!' এই দীন কন্যার কাতর প্রার্থনা কিন্তু পৌঁছায় তাঁর কানে—'গীতা' যে তাঁর প্রাণ। আমার প্রার্থনা অনেকাংশেই করেন পূরণ। যখন লেখার অবসর সময়ে ধ্যান করি বা অত্যধিক পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কৃপার দর্শনের রাজ্য যায় খুলে—পরম করুণায় আবির্ভূত হয়ে করুণাময় ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেব একাধিক দিন বলে দেন, 'অমুক শ্লোকের ব্যাখ্যার জন্য আমার World Philosophy-র অমুক পাতা পড়ে দেখ।' কখনও বলেন 'Encyclopedia of Religion and Ethics বইটি খুলে দেখ 'belief' সম্বন্ধে আমারই হাতের লাল কালি দিয়ে underline করা

অংশগুলো দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রে আমার ব্যাখ্যাত অংশের শেষে তুলে দে।' শ্রীঠাকুরের কণ্ঠ শুনে চমক ভাঙ্গে, সম্মোহিতের মত বই খুলে দেখি ঠিক যা বলেছেন তাই! সংযোগও করি নির্দেশ মত। এইভাবে অনেক দিনই দর্শন দিয়ে বলে দিয়েছেন কিছু কিছু অংশ যা আমার খাতায় লেখা ছিল না।

তৃতীয় খণ্ড, অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাও যখন ধারাবাহিকভাবে লিখি, যেগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে, তখনও ঐভাবে দর্শন দিয়ে বলেন—'আরতি, খাতাগুলো ভালো করে খুঁজে দেখ, এই এই শ্লোক সম্বন্ধে আমি আরো বলেছি' ইত্যাদি। তৃতীয় খণ্ডের কথা পরে বলার ইচ্ছা রইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের কতকগুলি মন্ত্রের কথা এখানে বলি, বিশেষভাবে যেগুলির আরো কিছু ব্যাখ্যা ওই সূক্ষ্ম দেহে, সূক্ষ্ম রাজ্য থেকেই নতুন করে বলেছেন, তন্মধ্যে—

'বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং',
'জীবনং সর্ব্বভূতেষু', 'তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা',
'তপাম্যহমহং বর্ষং', 'মদ্‌ভাবা মানসা জাতা'

ইত্যাদি মন্ত্রাংশ। এই মন্ত্রাংশগুলির ঐ ব্যাখ্যা শোনা ও মনে রেখে লিপিবদ্ধ করা যে কি করে সম্ভব হয়েছে সে কথা সব অসম্ভব সম্ভবকারী করুণাময় শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ হরিই জানেন।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর আমি চেয়েছিলাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে শুধু শ্রীঠাকুরের ভাষ্যই প্রকাশিত করতে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাণিকজ্যাঠা, আমাদের বর্ত্তমান সঙ্ঘপতি স্বামী নির্ব্বেদানন্দ মহারাজ বললেন'—না মা শ্রীঠাকুর যেমন প্রথম খণ্ডে সমস্ত আচার্য্যদের ভাষ্যের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের ভাষ্য দিয়ে মুদ্রিত করিয়েছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও ঠিক সেইভাবে লিখে যাও।'

যাই হোক শ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও মাণিকজ্যাঠা প্রমুখ গুরুজনদের

উৎসাহে ভাঙা মন নিয়েই জোর করে সুরু করলাম এবং গীতার বাণীর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুরো তৈরী হয়ে গেলে দেখা গেল প্রকাশনী তহবিলে অর্থ বিশেষ নাই। শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শ্রীঠাকুর রচিত কয়েকটি বই ইতিমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে, সেজন্য তহবিল থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। অনেকে বললেন, 'অত কঠিন বই জনসাধারণেরও খুব চাহিদা নাই, তাতে এই দুর্মূল্যের বাজার, ইত্যাদি, কিন্তু শ্রীঠাকুর সুদীর্ঘ বৎসব ধরে গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, আর এখনও দিব্য প্রেরণা দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন যে ভাগবতী গ্রন্থ, সেটি মুদ্রিত হবে না, এতে আমারও মন সাড়া দিল না। অর্থ সংগ্রহ সুরু করলাম। ভক্তজনের অনেকেই এগিয়ে এলেন এবং শ্রীঠাকুরই স্বয়ং ধীরে ধীরে ভরিয়ে তুললেন আমার ঝুলি।

শ্রীঠাকুরের গীতা ভাষ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি বর্ত্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেণ্ট ও শ্রীঠাকুরের দরদী ভক্ত শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংশোধন করে দিয়েছেন। স্বামী বিমলানন্দ শ্রীঠাকুরের ভাষ্যের, আমার হাতের লেখাটির, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি দিকগুলি দেখে দিয়েছেন। শ্রীঠাকুরের জ্ঞানীগুণী ভক্তরা সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত। কাজেই পুরো গীতা revise করে দেওয়া বা প্রুফ সংশোধনের জন্য কারো সাহায্য পাওয়া যায় নি। প্রথম খণ্ড 'গীতার বাণীর' প্রুফ যত্ন সহকারে দেখে দিয়েছিলেন আমাদের শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজনীয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ। কিন্তু এবার তিনি বিশেষ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দের জন্য পারেন নি। আমারও একান্ত ইচ্ছা—শ্রীঠাকুরের 'গীতার বাণী' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করতেই হবে—মহাকালের চক্রে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। বিখ্যাত কবির কথা মনে পড়ল—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।

৺স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কিছু দিন প্রুফ দেখে দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি গুরুতর অসুস্থ থাকায় সে কাজ তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী করতে সক্ষম হন নি। সেজন্য শুধুমাত্র আমার মত নিতান্ত অযোগ্যার দায়িত্বে গ্রন্থ-খানি মুদ্রিত হওয়ায় ছাপার মধ্যে বেশ কিছু ভুল থেকে গেছে। তাই 'গীতার বাণীর' উদ্গাতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের শ্রীচরণে ও পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে ও ভক্তগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার একান্ত অনুরোধে স্বামী বিবিদিষানন্দ মহারাজ 'গীতার বাণীর' ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ও একটী শুদ্ধিপত্রও তাঁর দ্বারাই তৈরী হয়ে এতে যুক্ত হল। বিবিদিষানন্দ মহারাজকে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই। অর্থ সাহায্য যাঁরা করছেন শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণসমীপে তাঁদের একান্ত কল্যাণ কামনা করি।

—ইতি

শ্রীঠাকুরের ও শ্রীঠাকুরের ভক্তজনের কৃপা প্রার্থী—

সাধনাপুরী—

# ভূমিকা

ওঁ সদাশিব স্বভাবায়

চিৎশক্তি স্বরূপায়

রামকৃষ্ণবতারায়

সত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তয়ে

হরয়ে শ্রীগুরবে নমঃ।

'গীতার বাণী' দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা-ভাবনা ও লিখন 'ভগবানেরি কাজ' করার একটি সুযোগ বোধে কৃতজ্ঞ চিত্তে বরণ করেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাব্য ও ভগবান সত্যানন্দ দেবের ভাষ্য—দুইটিই সুধা সিন্ধু। প্রথমটি ঐতিহাসিক হয়েও শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠে নিরীশ্বর নৈরাশ্যের নিঃশেষ অবসানে ভগবৎ লাভ, ভগবৎ দর্শন ও শ্রীভগবানে মিলনের নিত্যনাদ—নাদব্রহ্ম।

(১) অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভং পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ

(২) ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমে বংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ॥

(৩) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ বরণীয়, সাতিশয় স্মরণীয় ভগবৎ আদেশ
'মামনুস্মর'··· · মামেকং শরণং ব্রজ।

আর দ্বিতীয়টি, ভগবৎ গীতার ভগবৎ ভাষ্যটি তিরিশ বৎসর ব্যাপী নিত্য স্বাধ্যায় অনুষ্ঠানে শিষ্য-সেবক-ভক্ত-অনুরাগীদের ধর্ম্মলাভ কল্পে বাহিত যোগ-

ক্ষেমরূপে ভগবান সত্যানন্দের আত্মদান। ইং ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে মহাসমাধির পূর্বে গুরুভাবাঙ্গ স্বাধ্যায় লীলায় সিংহ-কটি, সিংহগ্রীব, পুরুষ কেশরী, পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা আমাদের শ্রীঠাকুর নৃসিংহ-বিক্রমে আমাদের ভিতর ব্রহ্ম বল, ব্রহ্মবীর্য্য, ঈশশৌর্য্য, ঈশ-শক্তি জাগ্রত করিতে যখন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ···উত্তিষ্ঠ···যুধ্যস্ব···জেতাসি···' মন্ত্রাভিষেকে শক্তি সঞ্চার করিতেন, প্রাণের প্রকম্পে তাঁর প্রাণপ্রিয় ব্রতবাণী 'ব্রহ্মচর্য্যস্তপোত্তমঃ' মন্ত্রোচ্চারণান্তর ফলশ্রুতি কর্ণে দিতেন

(১) 'যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ—

আবার বিষয় বিনিবর্ত্তন ও বিষয় রস নিবর্ত্তন ব্রত উদ্‌যাপন কল্পে ভগবৎ দর্শনলাভের সাধনে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শুনাইতেন 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'—আবার ভয় বারণে অভয় মুদ্রায় আহ্বান জানাইতেন 'প্রশান্তত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—শুনাইতেন 'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি', বলিতেন 'বীতরাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ'—আবার অন্যদিকে ব্রহ্মনির্ঘোষ, ব্রহ্ম-দুন্দুভি ধ্বনিত হইত কণ্ঠে—

'কাম ক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্

তখন শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যা ব্যয়স্য চ শাশতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ' এই মহামন্ত্র মূর্ত্তিতে ভাস্বর হইতেন। প্রেম-প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞা প্রতিমা, পরমার্থ পুরুষ আমাদের ভগবান সত্যানন্দ দেব ভালবাসিতেন অভেদ-স্বরূপ ঈশ্বর-ঈশ্বরীর সর্ব্বোত্তর স্বারাট্য, absoluteness বা অনপেক্ষতা এবং তারই পাঞ্চজন্য-নাদ

'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ'।—

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার সত্যানন্দ ভাষ্যের বাদী স্বর এইটিই এবং পীযূষপয়োধি প্রতিম এই দেববাণী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার আধুনিকতম তথ্য সমৃদ্ধ এবং সাহিত্যের স্বাদুতম, রসপুষ্ট।

কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাব ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা প্রপন্ন শিষ্য আমাদের সকলকে এই শ্রেয় ও নিশ্চিত সত্য সুধা শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং আকণ্ঠ পান করাইতেন।

ইংরাজী ১৯৪০ সালের দোল পূর্ণিমায় প্রাতপূজা, আরতি, হোমাদি অনুষ্ঠান মাধ্যমে এই দয়িতকে দীক্ষা দান লগ্নের পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত' মূর্ত্তি আত্মদাতা দেবতা সত্যানন্দদেবের যে ভূভারহারী হরি লীলা তাঁরই কৃপায় প্রথম পরিচয় প্রদানের প্রথম ক্ষণের প্রসাদে দেখিয়াছি মায়া-কায় এষণা-ত্রয়-তনু আমাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কারপুঞ্জ সঞ্জাত অজ্ঞান অবোধ অবিবেক প্রসূত বাসনা-বহ্নিতে আমাদেরি আত্মপ্রদ হরির পূর্ণাহুতির ক্ষণ পর্য্যন্ত সমগ্র কাল তাহা আমাদের এই পরম পুরুষে শ্রীপুরুষোত্তমেরি প্রতিষ্ঠার প্রকাশ—যাহা 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু' বেদ-মন্ত্র-মূর্ত্তি, যাহা 'সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম', যাহা 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম', যাহা 'অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ··· মন্ত্রোঽহমেবাজ্যমহমাগ্নিরহং হুতম্' গীতা মন্ত্রমূর্ত্তি।

ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেবের সাধন লীলার সুরু হইতে ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমারের ভগবদ্গীতার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁহার লীলা সহচর। আবার তাঁহার শ্রীগুরুভাব লীলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিভিন্ন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ নিত্য স্বাধ্যায় অনুষ্ঠানে পঠন-পাঠন ও সকলকে লইয়া আলোচনা অপরিহার্য্য ছিল। আলোচন-পরিশেষে সেদিনকার পাঠের শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্য দিনক্রমে কালের

অগ্রগতিতে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়া 'গীতার বাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশমান। এই হেতু শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যের বৈশিষ্ট্যের সামান্যই যা মাদৃশ আধারে বোধিত তাহারই কিছু উল্লেখে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই ভূমিকা সমাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ মন্ত্রে আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের কথা, 'গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'—অর্থে পণ্ডিতগণ জীবিত বা মৃত কারো জন্য শোক করেন না। শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে প্রশ্ন 'শোক্, কার হয়' 'কিসের থেকে উৎপন্ন হয়'—উত্তর 'অজ্ঞান থেকে। যা ছিল আর যা থাকবে আশা আছে তা যদি হারিয়ে যায় তাহলে শোক হয়'। কিন্তু জগৎ তো অনিত্য—থাকা, থেকে যাওয়ার আশা এবং হারিয়ে যাওয়া তিনই অনিত্যতা স্পৃষ্ট—জগৎ-ধর্ম্মী, উৎপত্তি-স্থিতি-লয় ধর্ম্মী। জাগতিক যা কিছুর এই পূর্ব্বসর্ত্ত অনুসারে, জন্ম মৃত্যু একান্তই প্রাকৃতিক বলিয়া শোকের বিষয় নহে। এই জ্ঞানের অভাবেই শোক। অজ্ঞানীর অজ্ঞানজ শোক। তাঁরই সৃষ্টি—তিনিই অবুঝকে বুঝিয়ে না দিলে, তার অজ্ঞান অবিদ্যা নিরসন না করে দিলে অবুঝ বুঝতে পারে না। অজ্ঞানীর অজ্ঞানটি বাজিকরের খেলা, যে খেলার কারণ বাজিকরের মজা—তাঁর আনন্দের উপায় উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ ইহাই। 'যাঁর সৃষ্টি তিনি যেদিন বুঝিয়ে দেবেন সেদিন শোক অশোক সবই মিথ্যা হয়ে যাবে, আর যিনি জানাবেন ও যিনি জানবেন দুই-ই এক হয়ে যাবে।' শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যের এই সারল্য পাঠকের অসামান্য সহায় এবং বিশেষ সহায় তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্ধৃতি 'যতক্ষণ আমি বোধ তিনি রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ সবই আছে—স্বপ্নবৎ বলবার যো নাই, নীচে আগুন জ্বালা আছে তাই হাঁড়ির ভিতর ডাল ভাত, আলু-পটল সব টগবগ করছে লাফাচ্ছে আর যেন বলছে আমি লাফাচ্ছি, তেমনি শরীর যেন হাঁড়ি—মন বুদ্ধি জল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন তাদের অভিমান, আমি টগবগ্ করছি, আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি—আসলে তাদের লাফাবার ক্ষমতা নাই, আগুনের

প্রভাবেই ফুটছে—কিন্তু যে ছোট ছেলে সে জানে না, সে বলে, আলু পটলগুলো কি রকম লাফাচ্ছে। এই ছোট ছেলে, যে জানে না, সেই অজ্ঞানীর উপমাস্থল। তার 'আমি' তাকে ওই অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যাত্মক জ্ঞান দিয়ে বলাচ্ছে, 'মা আলু পটলগুলি কি রকম লাফাচ্ছে। অর্জ্জুনের 'আমি' তার ক্ষেত্রে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞানগ্রস্থ হয়ে অশোচ্য বিষয়ে তাকে শোকগ্রস্ত করেছে এবং অজ্ঞান হয়ে প্রজ্ঞানীর মত কথা বলাচ্ছে। এই ·'আমি' বোধের বিদ্যমানতায় অন্য সকল কিছুর বর্ত্তমানতা বাস্তব সত্য—যেটি বোঝাতে শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে পাই পুরুষ প্রকৃতি সন্নিধি-উদ্ভব বুদ্ধি চেতনায় 'সক্রিয়তা ও তদাশ্রিত সুখ দুঃখ, নিষ্পন্ন হয়—সংক্রামিত হয়। একথা আচার্য্য জগদীশ বসু প্রমাণ করেছেন'। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে একটি অভেদানন্দ উদ্ধৃতি 'আমাদের মৃত্যুর পর একটি elemental body বা লিঙ্গ শরীর বেরিয়ে যায় ও পরে অন্য শরীর গ্রহণ হয়। ( বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ) এই লিঙ্গ শরীরের পরিবর্ত্তন নাই, 'কিন্তু দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সূত্রে শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে একটু পরেই পাই মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ বা শরীর ধ্বংস হয় আর মোক্ষলাভে সব কোষই ( প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আনন্দময় ) ধ্বংস হয়। তাহলে দেখা যায় পরিণাম বিকার ধ্বংস ইত্যাদি এই শরীরের। আর এটি হবেই, কাজেই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে অর্জ্জুনের শোক অনুচিত। শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে অসামান্য সরল দান নিচয়ের এটি একটি উদাহরণ।

আবার বৈজ্ঞানিক একটি উদাহরণ—'মাত্রাস্পর্শ আসে চলে যায় অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। Impression ( স্পর্শ সঞ্জাত ছাপ বা স্পর্শ স্বাক্ষর ) আসে চলে যায়। মাধ্যম দেহ মন। চিৎ সঞ্চর রশ্মি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে পড়ছে বস্তুর ওপর, বস্তুটি উত্তপ্ত বা আলোকিত হচ্ছে—কিন্তু মাধ্যম যদি জড় না হয় তাহলে অবিকৃত থাকে। দেহ মনের মধ্যে যতটুকু জড়, যতটুকু crude ততটুকুই

Susceptible, তারই বিকৃতি। যদি Vacuos medium হয়, তার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহিত হলেও সে নিজে অবিকৃত থাকে—তেমনি আমাদের যেটুকু স্থুল সত্ত্বা তারই বিকৃতি। সূক্ষ্ম অংশ অবিকৃত। তাই impressions (বা স্পর্শ স্বাক্ষর) আসুক যাক্—তারা একান্তই 'আগমাপায়ী।'

এবার সাহিত্য রস মাধুরীর একটি উদাহরণ, 'তাঁর লীলা বিলাসের প্রথম দিকে যেদিন থেকে এই সৃষ্টি একরূপে সেই বিরাটের থেকে অংশীকৃত হয়েছে সেই দিন থেকেই ক্রম বিবর্তনের ধারায় এই জীবের যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রা —সেই বিরাটের সঙ্গে আবার মিলবার জন্য, সেই যাত্রাপথে এই সুখ দুঃখ-রূপ বাধা—তাকে তাঁর দান বলে মেনে নিয়ে সহ্য করাই সাধনার অঙ্গ—তাহলেই যাত্রা হবে সুগম।'

আর একটি উদাহরণ, 'সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে'—ইহার শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে পাই 'অর্জ্জুনের তুল্য খ্যাতিমান বীরকে চতুর চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানেন কেমনভাবে যুদ্ধে বিমুখীনতা থেকে যুদ্ধার্থে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, তাই এখানে বললেন যতদিন ইতিহাস ততদিন ব্যাপী অপমান কু-যশ অপেক্ষা যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হয়ে মৃত্যুও কাম্য। অতিরিক্ত অপমানে ভগ্ন মন বিষাদজীর্ণ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল—তাতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে উন্নতির আশা থাকে। এখানে সেক্সপীয়রের কবিতা মনে পড়ে—

He who steals my purse steals trash
But he who filcheth me of my good name
Makes me poor indeed,

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলাবণির হৃদয়-হরা, চিত্ত-চোরা রূপ-রেখায় আমরা বহুশঃ সার্থক নয়ন হয়েছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭১ মন্ত্রে শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যেরই একটি ভাষাঙ্কণ উদ্ধৃতিতে কৃতার্থ হই—'এই শ্লোকটিতে গীতায় ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব রূপের খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। রণ

কোলাহল মুখর বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সমবেত হয়েছেন—তার মধ্যে রথের সপ্তাশ্বের বল্গা ধরে বিদ্যুৎবেগে অথচ কৌশলের সঙ্গে রথ পরিচালনা করছেন, সমস্ত যুদ্ধ তাঁর নখাগ্রে বিধৃত হয়ে রয়েছে অথচ তিনি নিস্পৃহ, কোন অস্ত্র ধরলেন না—শান্ত, সমাহিত, আষাঢ়ের নীল জলদজালের মত রূপ, নয়নে পরম শান্তি, গীতা বলে যাচ্ছেন অনর্গল। অপূর্ব্ব লীলার ছবি ফুটে উঠেছে এই শ্লোকে। কোন মমতা নাই, স্পৃহা নাই, যুদ্ধের ফলাফল, পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান, যদু কুল ধ্বংস সবই জানছেন—কাজেই একেবারে নিস্পৃহ। একদিকে 'বিচরন্তি' কথার মধ্যে চরম dynamism এর মূর্ত্ত রূপ, আর 'শান্তিম' কথাটিতে static এর রূপটি প্রকাশ করেছেন। তিনি একাধারে dynamics ও statics এর পূর্ণ বিগ্রহ।'

এবার শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে ভগবান শ্রীসত্যানন্দদেবের জ্ঞানী ও ভক্তভাবে লীলায় সহাবস্থানের পরিচয় পাই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের 'সমগ্রং মাম্ কথার টীকায়। 'সমগ্র মানে আমাদের দিক থেকে সমগ্র। তাঁর দিক থেকে সমগ্রভাবে জানবার ক্ষমতা ওইটুকু বুদ্ধিতে কুলোয় না। আমাদের দিক থেকেও আমরা তাঁকে সমগ্ররূপে জানতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানে বলে যে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে একটা atom কেও বুঝতে পারি না। কাজেই ভগবানকে আমরা সমগ্রভাবে তা দূরের কথা—আংশিকভাবেও ঠিক ঠিক জানতে পারি না। এখানে তাহলে সমগ্রভাবে অর্থাৎ, আমরা আমাদের আধার অনুযায়ী যেটি পূর্ণভাবে জানতে পারি, সেইটিই আমাদের কাছে সমগ্রভাবে জানা। তাই বলে ভগবানের সমগ্র নয়। আবার বিজ্ঞানে বলে তিনি প্রত্যেক atom এর মধ্যেও সূক্ষ্মাকারে ও সমগ্ররূপে আছেন, সেই হিসেবে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র অংশ জানলেও প্রকারন্তরে সমগ্রকেই জানা।

ভক্তরূপে ভগবান সত্যানন্দ তাঁর শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানকে পূর্ণভাবে জানার সম্ভাবনা স্বীকার করিবেন না—আবার কিন্তু logicaly minded ন্যায়-নিষ্ঠ

জ্ঞানী ভাবের লীলায় অতি ক্ষুদ্র আধারে আধার অনুযায়ী জানার পূর্ণতাটিকেও অস্বীকার কারলেন না, কেননা অণু হইতে অণীয়ানেও যে সেই মহৎ হইতে মহীয়ানই। অস্তিত্বে ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বোধে বিলাসে পূর্ণতমরূপে পূর্ণ, তাই সেটি মানিয়া লওয়া ও মানিতে বলা—সত্যব্রতের সত্যব্রত, সত্যানন্দের সত্যানন্দ—উপনিষদের ভাষায় 'সত্যস্য সত্যম্'।

মুগ্ধ হই 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে—পাই 'এই বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সে সব তো সেই একেরই বহু রূপে বিলাস, আর এই বিচিত্র বিলাস ভঙ্গীর মাঝে এমন কোন প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না, যা সেই আদি কারণ ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশাল সমুদ্রগর্ভে কত বিচিত্র বস্তু আছে—কিন্তু কোনটাই সমুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। জগৎ বা বিশ্ব সৃষ্টি relative, কিন্তু ভগবান বা পুরুষোত্তম আত্যন্তিক সত্য বস্তু। এজন্য তাঁর চেয়ে পরমবস্তু আর কি হতে পারে'?

আবার সৃষ্টির রূপকথা পাই 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব' এর —শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে, 'মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত হয়ে মালার সৃষ্টি করে তেমনি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ আমাতে গ্রথিত আছে। মণিমালা, মণিগুলি দেখা যায়, সূত্র অদৃশ্য থাকে—তেমনি এই জগতের সৃষ্টি-লয়ের আদি কারণ পুরুষোত্তম সূক্ষ্মরূপে কাছে অদৃশ্যই থাকেন। মণিগুলি আলাদা ছড়ানো থাকলে মূল্যও বেশী হয় না—সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করে না। সেই হিসাবে সূতোর প্রয়োজন খুব। গাঁথা থাকলে মণিগুলি হারিয়ে যায় না, দেখতেও সুন্দর হয়—ভগবান সূত্ররূপে অনুস্যূত হয়ে আছেন বলে, জগৎ বিধৃতও হয়ে আছে। আবার মাধুর্য্য পূর্ণও হয়ে রয়েছে।' শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্য 'True to heaven and hearth'.—মূল্যায়ণে, Idealistic and pragmatic standard এর যুগ্ম সুষমা। মণিমাণিক্য বিনা জগতের প্রায় অধিকাংশ লোক বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু সূতো বিনা…? সভ্যতার অগ্রগতিতে

সুতোর প্রয়োজন অনেক বেশী'—রকমারি সুতোর নবাভ্যুদয়। আবার পুরুষোত্তমের সৃষ্টিকর্তা বিভাবে ব্রহ্মারও একটি নাম সূত্রাত্মা।

'বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং' বা 'জীবনং সর্ব্বভূতেষু' এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে দেখি—'Dr. L. G. Zimmerman Ph. D. বলেন যে সমস্ত বীজের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে শক্তি অনুকূল আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারে নাই কে বীজের মধ্যে ওই প্রজনন শক্তি ও বর্দ্ধিত হওয়ার শক্তি দান করল, আর প্রথম বীজ বা প্রথম বৃক্ষই বা কোথা থেকে আবির্ভূত হল।' এস্থলেস্মরণযোগ্য বৈদিক জিজ্ঞাসা 'কো দদর্শ প্রথমং জ্যায় মানম্।'

'Dr. R. C. Artist 'Living cells speak their message' নামক প্রবন্ধে কি করে কি পদ্ধতিতে প্রাণের সৃষ্টি, প্রাণের অভিব্যক্তি--এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে স্বীকার করলেন এক 'বিরাট' বুদ্ধি সত্ত্বা, 'বিরাট মন'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাই, 'প্রকৃতিং মে পরাং জীবভূতাং'—এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে আমরা পাই 'এই পরা প্রকৃতিই প্রাণশক্তিরূপে জীব মধ্যে অবস্থিত এবং এই প্রাণ শক্তিই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণশক্তির জয়গান আমরা পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে—'যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর······পাই —প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ান্তি'—তৈত্তিরীয় উপনিষদ। আত্মা প্রাণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, প্রাণই যজ্ঞ, বৃহদারণ্যক ২।২।৩—আমরা জানি যজ্ঞই বিষ্ণু, যজ্ঞই পুরুষোত্তম যাঁর শ্রীমুখের কথা 'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' এবং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে' অধ্যাত্মরূপে স্বভাব তিনি; তাই সৃষ্টি যজ্ঞে, দহন যোগে, অধিভূত, অধিদৈবত, অধিযজ্ঞভাবে তিনি—নিষ্কম্প, 'যথা দীপ নিবাতস্থো'। ইহাই শ্রীসত্যানন্দ-দেবের দহন যোগ, তাঁহার অবতারলীলার, গুরুভাবলীলার পরম করুণ,

আত্মাহুতি। দহনযোগীর সঙ্গে 'প্রদীপের তুলনা করার আরেকটি কারণ হচ্ছে দীপ যেমন জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায় তেমনি ভগবৎ লাভের সাধনাতে সাধককে জ্বলে যেতে হবে। বাসনা কামনা, ভোগ সুখ, বিষয় তৃষ্ণা, সমস্ত কিছুকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। সমস্ত জ্বালা সহ্য করতে হবে, ভগবানের প্রীতির জন্য দহন যোগ চাই।'

'মম মায়া দুরত্যয়া' এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে আমরা পাই 'শঙ্কর বেদান্তে মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই মায়াকে পুরুষ-কারের দ্বারা জয়ের কথা বলা হয়েছে—কিন্তু fifty thousand billion years যে পৃথিবীর সৃষ্টি তার অর্দ্ধেক কাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটোজোয়া অর্থাৎ প্রাণপঙ্কের সৃষ্টি। তার পর জন্মজন্মান্তরের পর্য্যায়ক্রমে মানুষ এবং মানুষ জন্মও হাজার হাজার বৎসর ধরে হচ্ছে। কাজেই অসংখ্য জন্মের ভোগ-বাসনাযুক্ত আত্মা কি করে সংস্কারমুক্ত হবে? পুরুষকার, তপস্যা—মানুষ কতদিন করতে পারে? তার ফলে সমস্ত জন্মের বাসনা রাশি ক্ষয় পাওয়া সম্ভব নয়। এই মায়া উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পন্থা 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে', 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', 'হরের্নামৈব কেবলম্'—নাম করে যাওয়া, আকুল হয়ে—প্রকৃষ্ট শরণ, এছাড়া কোন উপায় নাই। 'সফল হইবে হরি করুণা বলে'—ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করতে হবে, ভজনা করতে হবে আকুল হয়ে···কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার নয়, 'যমে বৈষ বৃণুতে।'

বলং বলবতামহস্মি—'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি'-এর শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে আমরা পাই 'এখানে যে বলের কথা সেটি কিন্তু Pure energy-র কথা। Pure energy, যেমন electricity, তাকে ভাল কাজে লাগাও উপকার করবে, আবার মন্দ কাজে লাগাও অপকার করবে—অসাবধানতাবশতঃ shock লাগবে বা মৃত্যুও হতে পারে, কিন্তু তাতে electricity দায়ি নয়। ক্ষতি বৃদ্ধি কল্যাণ

অকল্যাণ আমাদের দিক থেকে energy ( বা বল ) ব্যবহারের উপর নির্ভর। বলবানদিগের মধ্যে যে বল বা energy, তার সূক্ষ্ম নির্লিপ্ত উৎস তিনি।

আবার তিনি সৃষ্টি পরিচালনার জন্য প্রতি জীবদহে কামরূপে বিদ্যমান, কিন্তু এই কাম ধর্ম্মবিরোধী, ভগবৎ বিরোধী কাম নয়—শুদ্ধমাত্র সৃষ্টি রক্ষার্থে জীবের মধ্যে যে সংযত কাম সেটি তিনি, কিন্তু এর বিকৃত রূপ জীবের মধ্যে কর্ম্মফল চক্রে এসে যায়। লোভ বশতঃ কাম কামনার বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত চাহিদাই রাগ। এই শ্লোকে communism এর বীজ রোপিত রয়েছে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামনা করা চলবে না। আমার কামনা বা সুখের জন্য অপরের সুখ বাধিত হবে না, communion থাকবে—commune with whole society। রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সমাজবিৎ লিখেছেন 'আমাদের যে communism এতদিনে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই communism কয়েক হাজার বৎসর আগেই ভারতে জন্ম লাভ করেছে। বেঁচে থাকতে গেলে, শরীর থাকতে গেলে কামনা থাকবেই, কিন্তু সে কামনা অন্যের সুখে বাধা সৃষ্টি করবে না, আর ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হবে না, মানে, অসংযত হবে না। সব সময় সংযত জীবন যাপন করতে হবে। এই যে সমস্ত কথা, এগুলি হচ্ছে communism এর কথা'। 'বলীর বলও ভগবানের। তবে দুষ্টের দমনে সাময়িকভাবে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষতিকারক নয়, মঙ্গল হয় সেক্ষেত্রে। ভগবানের বল, ভগবানের কাম-শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রসূত—'একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান'—এখানে ধর্ম্ম অর্থে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।'

শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য এবং ঔৎকর্ষ ও অভিনবত্ব উপভোগ নিমিত্ত অন্য বহু প্রসঙ্গ মধ্যে 'স্বধর্ম্ম', 'বিষয় ধ্যান', 'বিষয় সঙ্গ', 'বিষয় কাম', 'ক্রোধ' ক্রমে 'সম্মোহ', 'স্মৃতি ভ্রংশ', 'বুদ্ধি নাশ' ও 'প্রণাশ' এর ব্যাখ্যা এবং মুনি ও মানবের দিন রাত্রি, জাগৃতি ও সুপ্তি আদি সম্বন্ধে আলোচনা—আবার 'যথা দীপো নিবাতস্থো' উপমায় দহনযোগীর কর্পূরারতিবৎ নিঃশেষে আত্ম-

নিবেদন প্রসঙ্গে, আবার 'ময্যাবেশ্য মনো' 'শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা' আবার 'যুক্ততমা' ও 'নিত্যযুক্তা' প্রসঙ্গে বিশ্বাসের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও 'অনির্দ্দেশ্য' 'অব্যক্ত', 'অচিন্ত্য' 'কূটস্থ' 'অচল' 'ধ্রুব' 'অক্ষরের' তত্ত্ববিদ্যা বিচিন্তিত ব্যাখ্যা এবং পরম রহস্যের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় ( Einstin ) বলবত্তম ও মহত্তম উৎস প্রসঙ্গে রহস্যময়ের সুন্দরতম ও গূঢ়তম সংবেদন প্রসঙ্গ স্মরণে পুলকিত হই।

আবার বাস্তব সংসার জীবন যাত্রা তত্ত্ববোধে অনুধাবন করি--শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্র, আবার ষষ্ঠ অধ্যায় একবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতি মন্ত্র, সপ্তবিংশতি অষ্টবিংশতি মন্ত্র-ভাষ্য। শ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে feeling তত্ত্ব ব্যাখ্যা পাই সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তবিংশতি মন্ত্রে, 'ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি' প্রসঙ্গে প্রশ্ন ভগবান 'ইচ্ছাদ্বেষ' ব্যবহার করলেন কেন? তার উত্তর এই যে—ইচ্ছাদ্বেষ কথার মধ্যে willing তত্ত্বটি প্রকাশিত হচ্ছে—ইচ্ছাও will আবার দ্বেষও will —প্রিয় বস্তুর ইচ্ছা ও অপ্রিয় বস্তুর দ্বেষ। সুখ দুঃখ যেন মনের Passive ভাব, আর ইচ্ছা দ্বেষ তার active ভাব। জীব প্রলয়কালে নিজের নিজের সংস্কারের বীজ নিয়েই সেখানে অবস্থান করে—সৃষ্টির কালে আবার সেগুলি নিয়ে জন্ম নেয় বা সৃষ্ট হয়। ইচ্ছা দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব থেকে আসে মোহ অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ আর অপ্রিয় বস্তুকে দ্বেষ করতে করতে মন বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে—( আসে বিকর্ষণ )। আবার ( আকর্ষণ বিকর্ষণের ) এই মোহ বাড়তে বাড়তে ভীষণাকার ধারণ করে—সেটি সম্মোহ।

Mc Dougal instinct সম্বন্ধে বলেছেন, Instinct of combat হতে Disgus বা দ্বেষ আর hoarding instinct থেকে feeling of ownership অর্থাৎ ইচ্ছা। কাজেই ইচ্ছা ও দ্বেষ এ দুটি মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন instinct, 'সারা বিশ্বের সমস্ত কিছুর পিছনে এই দুটি instinct এর খেলা, ( এই দুইটি. 'মহাশনো মহাপাপ মা, বিদ্ধি এনং ইহ বৈরিণম—ভক্ত-সখা-ভ্রাতা-অর্জ্জুনের

কাতর জিজ্ঞাসা—কেন প্রযুক্তোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ' প্রশ্নের উত্তরে ভগবৎ উক্তি )

'ভক্তি বা মুক্তিলাভ করতে গেলে, ইচ্ছাদ্বেষ বা কামক্রোধ 'এই দুটি প্রবৃত্তিকে জয় করার চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে যেতে হবে'—তবেই হবে 'যেষাং ত্বান্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্ম্মণাম তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ' শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যে পাই। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সেই জীবভূত সনাতন রয়েছেন—কাজেই আমরা যদি চেষ্টা করি তো সে তাঁরই চেষ্টা এবং সেই বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা যুক্ত হয়ে কাজ হবে তাড়াতাড়ি।' এই ভরসা বাণী অসহায় জীবের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীসত্যানন্দ ভাষ্যের পরম প্রসাদ—যাহার শ্রীকৃষ্ণ কথা-কায় 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ'

শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সত্যানন্দার্পণমস্তু
স্বামী বিবিদিষা নন্দ

## ॥ প্রথম খণ্ডের সমালোচনা ॥

ওঁ

গীতার বাণী চিরন্তনী। কোন্ প্রাচীনকালে মহাভারতের মধ্যে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের সমরাঙ্গনে সারথি শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় বিমূঢ় অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইহা গাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সুর আজও প্রতি মানবহৃদয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং অনন্তকাল ধরিয়াই ইহা বাজিতে থাকিবে, কারণ ইহা সনাতন। মানব-জীবন নানা সমস্যাজর্জর, সঙ্কটাকুল ; সেই সমস্ত সমস্যা ও সঙ্কট প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দেখা দেয় এবং তখন সে সঙ্কট হইতে ত্রাণ চায় ,পথ খোঁজে। গীতা মানুষকে সেই পথ দেখায় 'জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'।

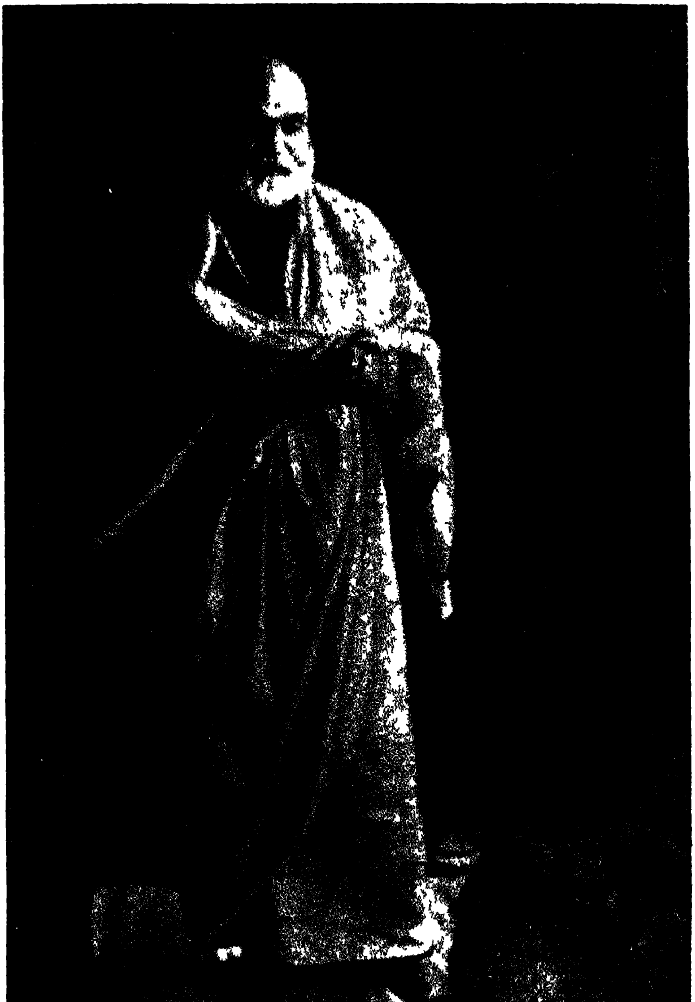
গীতার এই জ্ঞানদীপের আলোকচ্ছটায় যুগযুগান্ত ধরিয়া নানা জ্ঞানী-গুণী-মহাজন নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা গীতা হইতে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহা নিজেদের ভাষ্য-টীকা-বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের কাছে অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে গীতাকে অবলম্বন করিয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সকলেয় পক্ষে সেই বিশাল ব্যাখ্যা জলধি উত্তীর্ণ হওয়া এক জীবনে সম্ভব নহে॥ আলোচ্য গ্রহখানিতে শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের এবং শ্রীঅরবিন্দ, সন্তদাস, যোগানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আধুনিক আচার্য্যগণের বিশিষ্ট ব্যাখ্যা-সমূহ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে এবং প্রতিটি শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে একটি গ্রন্থের মাধ্যমেই জিজ্ঞাসু পাঠক গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যার আস্বাদ করিতে পারিবেন, ইহা কম কথা নহে। এজন্য সঙ্কলয়িত্রী শ্রীসাধনাপুরী যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলির বিশিষ্ট

অংশগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিদ্যাবত্তারই পরিচায়ক। ইহাতে তিনি বহু গীতা-পাঠকের একান্ত কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন।

সর্বোপরি এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেবের অভিনব সর্বসমন্বয়ী ব্যাখ্যা 'বেদচ্ছন্দা'র সংযোজন। তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন তাহারই আলোকে গীতার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি গভীর। তাই 'গীতার বাণী' এই গ্রন্থটি শুধু মাত্র সঙ্কলনগ্রন্থই নয়। একটি অভিনব সংযোজন। ইহাতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা আশাকরি আরও দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় প্রকাশিত হইবে। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু ও ধর্মপিপাসু মাত্রেই এই গ্রন্থটি সাদরে বরণ করিয়া লইবেন ও পরম লাভবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

*Dr. G. Mukhopadhyaya* M.A. D. Phil.
*Sankhyatirtha*
Dean of the Faculty of Arts,
Prof. & Head of the Department of Sanskrit



# সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

## শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১

শ্রীভগবান বললেন,—হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ ( আমাতে বা নিজ ইষ্টেই যার মন আসক্ত বা নিবিষ্ট ) মদাশ্রয়ঃ ( ভগবানের বা ইষ্টের শরণপ্রার্থী ) যোগং যুঞ্জন ( যোগে নিরত হয়ে ) সমগ্রং মাং ( নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর আমাকে ) যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি ( যেভাবে জানলে সমস্ত সংশয়ের অবসান হবে ) তৎ শৃণু ( সেই ভাবেই জান বা বলে যাই শোন )।

শ্রীভগবান বললেন—অর্জ্জুন, তুমি আমাতে অনুরক্ত চিত্ত এবং একমাত্র আমারই শরণাগত হয়ে, আমাতে বা ইষ্টে যুক্ত হলে, যে ভাবে ভগবানের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরাজি পূর্ণরূপে সংশয় বিহীন ভাবে জানতে পারবে, সেই কথা শ্রবণ কর।১

প্রথম ছয় অধ্যায় মধ্যে কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি নানাভাবে বলার পর শেষমন্ত্রে বললেন 'যোগীনাম্ অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা' অর্থাৎ ভগবানে বা বাসুদেবে তদ্গতচিত্ত হয়ে যিনি ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে কোন্ উপায়ে যোগী মদ্গতচিত্ত হতে পারে। সেইটীই আসল প্রশ্ন। এর উত্তর স্বরূপে

ভগবান দ্বিতীয় ষটকের অবতারণা করলেন। এই অধ্যায়গুলিতে ঈশ্বর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে—এই তত্ত্বজ্ঞানেই তদ্গতচিত্ত বা মদ্গত চিত্ত হওয়া যায়।

পরমেশ্বরে যাঁর মন একান্তভাবে আসক্ত হয়েছে—তিনিই **'ময্যাসক্ত মনাঃ'** আর পরমেশ্বরই যার একমাত্র আশ্রয় অর্থাৎ পুরুষার্থের কামনা করে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-দান ও তপস্যাদি কোন আশ্রয়ই গ্রহণ করে না এবং সমস্ত সুখের উপায়ই ত্যাগ করেছে সেই, **'মদাশ্রয়ঃ'**। 'ময্যাসক্ত' ও 'মদাশ্রয়' হলেই তবে ভগবানের কৃপায় তাঁকে সমগ্রভাবে জানা সম্ভব হয়।

( শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান )।

কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের সাধনাভূত ত্বম্পদার্থ প্রথম ষটকে বর্ণনা করে, দ্বিতীয় ষটকে ভগবান উপাস্য স্বরূপ তৎপদার্থ বর্ণনা করেছেন। বহুবিধ বিভূতি সমন্বিত পরমেশ্বরে সংসারের বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করে, চিত্ত নিবিষ্ট করাই **'ময্যাসক্ত'** ও **'মদাশ্রয়'** হওয়া।

( আনন্দগিরি )।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে পরম প্রাপ্য বস্তুকে লাভের উপায় বলার পর এই অধ্যায়গুলিতে সেই পরমবস্তু নারায়ণের স্বরূপ ও ভক্তি শব্দবাচ্য উপাসনা পদ্ধতি বলে যাচ্ছেন। চিত্তশুদ্ধি হলে নিশ্চলাস্মৃতি লাভ হয় ও সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়—ভক্তগণের এইটাই খুব প্রিয়। এবং এটি স্বরূপত ব্রহ্মদর্শনের সমান। অতএব এই উপাসনাই ভক্তদের শ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি, **'ময্যাসক্ত'** ও **'মদাশ্রয়'** হলেই তবে সমগ্রভাবে ভগবানকে জানা সম্ভব হয় ( রামানুজ )।

পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে নানা সাধন প্রণালী বর্ণনা শেষে যুক্ততমই শ্রেষ্ঠ, সেকথা বলার পর ভগবান নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন এই ছয় অধ্যায়ে একের পর এক। কারণ স্বরূপ জ্ঞান বিনা 'মদ্গত-প্রাণা' বা 'যুক্ততম' হওয়া যায় না ( শ্রীধরস্বামী )।

এই অধ্যায়ে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নিজ ঐশ্বর্য্যরাজি ও ভজন-শীল এবং কামী ইত্যাদি শ্রেণীভেদে উপাসকগণের কথা বলেছেন। ভগবানে অতিমাত্র আসক্ত হয়ে শরণাগত হওয়া রূপ যজ্ঞের কথা ও উপদেশ দিচ্ছেন এবং এরই ফলে ভগবানের কৃপালাভ হয় ও তাঁকে সমগ্রভাবে জানা যায় ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে আবার ভগবৎ তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও প্রাধান্য লাভ করেছে। যাঁর প্রতি ভক্তি বিনা মুক্তির কোন উপায় নেই যিনি সমস্ত যোগীরই বন্দনীয় — সেই যোগীশ্বর শ্রীচরণে প্রণাম।

'আসক্তমনাঃ' ও 'মদাশ্রয়ঃ' দুটী একসঙ্গে বলার অর্থ এই যে —রাজভৃত্য রাজাশ্রয়ঃ বটে তথাপি স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত কিন্তু ভগবত ভক্ত হবে—'মদেকশরণ' অর্থাৎ ভগবানই হবে তার একমাত্র আশ্রয়—মুক্তিকামী বলে তার আসক্তি থাকবে একমাত্র ভগবানে। অতএব 'ঈশ্বরাশ্রয়' ও 'ঈশ্বরাসক্তমনা' হয়ে যোগ সাধন করলে মুক্তি বা সমগ্রভাবে জানা সম্ভব ( মধুসূদন )।

প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে এই অধ্যায়গুলিতে জ্ঞানকে আরও পূর্ণতর ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্য জ্ঞানভক্তির সমন্বয় করেছেন ( শ্রীঅরবিন্দ )।

**সম্পূর্ণরূপে** আমাকে অর্থাৎ বাসুদেবকে কেমন করে লাভ করবে সেই তত্ত্ব এখানে বর্ণনা করেছেন ( গান্ধীজী )।

**'অহং' 'মৎ' 'ময়ি' 'মম' 'মাং'** এই শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈশ্বরার্থে গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ঈশ্বরভাবে নিত্য ভাবিত থেকে শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেছেন ( যোগানন্দ )।

**'ময্যাসক্তমনাঃ'**—পুরুষোত্তমে আসক্ত অর্থাৎ যিনি পুরুষোত্তমকে ভালবেসেছেন বা নিজ নিজ ইষ্টকে ভালবেসে আসক্ত চিত্ত হয়েছেন।

**'যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ'**—যিনি ঠিক যোগী তিনি কেবলমাত্র পুরুষোত্তমকেই আশ্রয় করেন। পুরুষোত্তম বা ইষ্ট ভিন্ন সেই যোগীর আর কেউ থাকে না।

**'অসংশয়ং'**—ভগবানকে জানলে তখনই সমস্ত সংশয় চলে যায় তার আগে নয়। একথা তো অন্য শাস্ত্রেও আছে—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে।

**'সমগ্রং মাং'**—ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে সমগ্র মানে আমাদের দিক থেকে সমগ্র—তাঁর দিক থেকে নয়। তাঁর দিক থেকে সমগ্র ভাবে জানবার ক্ষমতা মানুষের ওইটুকু বুদ্ধিতে কুলোয় না। তাঁর অনন্ত ভাব মানুষের জানা সম্ভব নয়। আমাদের দিক থেকেও আমরা তাঁকে সমগ্ররূপে জানতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সখা অর্জ্জুনের সঙ্গে, রঙ্গ করে বলেছেন যে, তুমি আমাকে সমগ্ররূপে জানবে—রঙ্গ-রহস্য এই হিসাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানে বলে যে, আমরা ঠিক ঠিকভাবে একটা atomকেও বুঝতে পারি না। কাজেই স্বয়ং

ভগবানকে আমরা সমগ্রভাবে তো দূরের কথা আংশিকভাবেও ঠিক ঠিকভাবে জানতে পারি না। কিন্তু এটী বললেন রঙ্গ করে। এখানে তাহলে দেখতে হবে সমগ্রভাবে অর্থাৎ আমরা আমাদের আধার অনুযায়ী যেটী পূর্ণভাবে জানতে পারি, সেইটিই আমাদের কাছে সমগ্রভাবে জানা—তাই বলে ভগবানের সমগ্র নয়। আবার বিজ্ঞানে বলে তিনি প্রত্যেক atom এর মধ্যেও সূক্ষ্মাকারে ও সমগ্ররূপে আছেন সেই হিসাবে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র অংশকে জানলেও প্রকারান্তরে সমগ্রকেই জানতে পারা ( বেদচ্ছন্দা— )।

গীতায় অন্যত্র—

যোগং যুঞ্জন্—১০।৬, ১২।৬, ১৫।৬, ১৯।৬, ২৮।৬।

**জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।**
**যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২**

অহং ( পরমেশ্বর ) তে ( তোমাকে—অর্জ্জুনকে ) সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানং ( বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞান ) অশেষতঃ বক্ষ্যামি ( সম্পূর্ণরূপে বলব ) যৎ জ্ঞাত্বা ( যেটী জানলে ) ইহ ( ব্যবহারভূমি এই জগতে ) ভূয়ঃ ( পুনরায় আর কিছু ) জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে ( জানার বাকী আর কিছু থাকবে না )।

পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অনুভব জনিত জ্ঞানের কথা বিশেষভাবে উপদেশ দিব। এই জ্ঞানলাভে ইহজগতে জ্ঞাতব্য আর কিছুই অসম্পূর্ণ থাকবে না।২

**কৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বললেন, 'পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক**

জ্ঞানের কথা—**অনুভূতিযুক্ত বিজ্ঞানের** কথা তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করব।' এই জ্ঞানলাভ হলে সাধনার আর প্রয়োজন হয় না। এবং এই জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব শোনার আগ্রহ অর্জ্জুনের যাতে বাড়ে সেজন্যে বললেন, 'এই বিজ্ঞানের কথা জানলে জগতে জানার আর কিছু বাকী থাকে না ( শঙ্করাচার্য্য, নীলকণ্ঠ, আনন্দগিরি ও হনুমান )।

বিবিক্তাকার বিষয়ক জ্ঞানকে **বিজ্ঞান** বলে। চিৎ অচিৎ সকল বস্তুর মধ্যেই কল্যাণ গুণ সমন্বিত ঈশ্বর বর্ত্তমান থাকলেও স্বীয় অনন্তত্ব মহত্ত্ব, বিভূতিমত্ত্বাদি হেতু জাগতিক সকল বস্তু হতে বিবিক্ত অর্থাৎ পৃথক। পরমেশ্বর সম্বন্ধে এই জ্ঞানই বিজ্ঞান ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধিই জ্ঞান। এই দুই তত্ত্ব এখানে বর্ণনা করবেন। বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞান অবগত হলে জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকতে পারেনা ( রামানুজ ও বলদেব )।

শাস্ত্র সম্বন্ধীয় **'জ্ঞান'** এবং **অনুভবযুক্ত** জ্ঞানই **'বিজ্ঞান'**। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান তত্ত্ব জানলে শ্রেয়োমার্গে জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না ( শ্রীধরস্বামী )।

ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান অপরোক্ষ হলেও অসম্ভবনা আদি প্রতিবন্ধক থাকায় অবিদ্যা নাশ করতে পারে না, অতএব এটী **জ্ঞান** বলে বর্ণিত হয়েছে আর অসম্ভবনাদি রূপ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত ও অবিদ্যা নাশ হয় এবং **বিজ্ঞান** উৎপন্ন হয় ওই জ্ঞানের সাধনাজনিত উপলব্ধিতে। এক্ষণে তোমাকে ভগবান জ্ঞানের সাধন এবং **জ্ঞানের ফল 'বিজ্ঞান'** বর্ণনা করবেন। পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় **জ্ঞানও বিজ্ঞান**—অর্থাৎ সাধন প্রণালী ও পরিণাম ফল কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকে না।

সকল জ্ঞানের যিনি উৎস এবং সকল তত্ত্ব যাতে পর্য্যবসিত— যিনি স্বয়ংই জ্ঞানময় সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধরূপে তিনি হৃদগত হলে অন্যজ্ঞান তখন গোষ্পদ তুল্য মনে হয় ( মধুসূদন )।

ভগবৎ বিষয়ক অনুরাগ জন্মাবার আগে ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ বিষয়ক ঐশ্বর্য্যময় **জ্ঞান** জন্মে, তদন্তর ভগবানের মাধুর্য্যময় ভাব উপলব্ধিরূপ **বিজ্ঞানের** আবির্ভাব হয়। এই উভয়ই অর্জ্জুনকে উপদেশ করছেন। এই পরম তত্ত্ব জানলে বা উপলব্ধি করলে জ্ঞাতব্য আর কিছুই বাকী থাকে না ( বিশ্বনাথ )।

ভগবানকে জানতে গেলে পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি সকল তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে জানতে হবে ; এই সমগ্র জ্ঞানে জগৎ সংসারের উৎপত্তি —প্রকৃতির পরম স্বরূপ সবই জানা যায়। এই জ্ঞানের ভিত্তিরূপে দুটী প্রকৃতির কথা গীতায় বর্ণিত হয়েছে এবং এই প্রভেদের ওপর গীতার যোগ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ( শ্রীঅরবিন্দ )।

বিজ্ঞান সমন্বিত আমার স্বরূপ বিষয়ের জ্ঞান তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করব। এই জ্ঞানলাভে জানার আর কিছু বাকী থাকে না ( সন্তদাসজী )।

পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বকে যথাক্রমে **জ্ঞান** ও **বিজ্ঞান** বলা হয়। তৎপরে পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ হল **জ্ঞান** নামে খ্যাত আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও **জ্ঞান** নামে খ্যাত এবং আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানের নাম **বিজ্ঞান** ( যোগানন্দ )।

পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ বুঝতে পারার নাম **জ্ঞান** এবং এটী শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ইত্যাদি দ্বারা আত্মায় অনুভব করার নাম

**বিজ্ঞান**। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ অতএব অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন উপেক্ষা করলেন না এবং বললেন ব্রহ্ম বস্তুকে জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ জানলে ও অনুভব করলে জীবের জানবার আর কিছু বাকী থাকে না ( কৃষ্ণানন্দ )।

অনুভবযুক্ত **জ্ঞান** তোমাকে পূর্ণরূপে বলছি—এই জ্ঞানলাভ হলে ইহলোকে ও পরলোকে আর জানবার কিছু বাকী থাকে না ( গান্ধীজী )।

**'জ্ঞান'** অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান বা গুরুমুখে অথবা আচার্য্যমুখে শাস্ত্র শ্রবণের নাম জ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞান কিনা বিশেষরূপে জানার নাম **বিজ্ঞান**। অর্থাৎ নিজে উপলব্ধি করা--যেমন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, যে দুধ দেখা বা দুধের কথা শোনা—**জ্ঞান**; আর দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম **বিজ্ঞান**।

ভগবৎ বিষযক জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব অবগত হলে **'ভুয়োঽন্যজ্-জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে'** জানার আর কিছু বাকী থাকে না। যিনি সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ, তাঁকে যাঁরা বিশেষরূপে জানেন তাঁদের তো আর অন্য জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন বা জানার কিছু বাকী থাকে না—তাঁরা ইচ্ছা করলেই ইহ জগতের যে কোনো বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করতে পারেন কিন্তু তাঁরা ওই পরম মাধুর্য্য-ময়কে জানার পর আর ইহ জগতের অকিঞ্চিৎকর বস্তু জানতে তাঁদের ইচ্ছাও করে না।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে—অর্জ্জুনকে জ্ঞানের কথা এখানে বললেন, সে কথা শোনার পরও, আরো অনেক অধ্যায়

গীতা অর্জ্জুনকে বলতে হয়েছিল—তাহলে এই জ্ঞান পেলে তার আর জানার কিছু বাকী থাকে না—এই কথার সার্থকতা কি হল? তাছাড়া অর্জ্জুন যুদ্ধের পরেও এই জ্ঞান সম্যক লাভ করেছিলেন বলে জানা যায় না—স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করতে গিয়ে দেহ পরে যায়—তার উত্তর কি?

উত্তর এই যে—যুদ্ধে অসম্ভব লোকক্ষয়ের কর্ম্মফল তো পেতেই হবে—যতই হোক—যে কোন কারণেই হোক তার তো একটা ফল আছেই,, কাজেই স্বশরীরে যাওয়া হল না—আর সাময়িকভাবে নরকবাস সেও কর্ম্মফল খণ্ডনের জন্য।

অর্জ্জুনকে যখন ভগবান বহুবার সখা বলেছেন—আজন্ম বন্ধুত্ব, তখন ভগবানের সখার মুক্তি নিশ্চয় হয়েছিল তবে ওগুলো সাময়িক-ভাবে লীলাপুষ্টির জন্যে ছিল ( বেদচ্ছন্দা )।

এই শ্লোকের অনুরূপ কথা আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতেও পাই, যথা :—ঈশ্বরকে লাভের পর জ্ঞানের আর অভাব থাকে না। মা রাশ ঠেলে দেন ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।৩।১ ; ৪।৯।২ )

উপনিষদের মধ্যে অনেকটা এই ধরণের কথা পাই—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

**এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক। উপাসনা সহায়ে যিনি এই জ্ঞানলাভ করেন তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই লাভ করেন। ( কঠোপনিষদ্ ১।২।১৬ )।**

**মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ॥**
**যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩**

মনুষ্যানাং সহস্রেষু ( সহস্র মানুষের মধ্যে ) কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি ( কদাচিৎ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের জন্য যত্ন করেন ) যততাম্ অপি সিদ্ধানাং ( তাদৃশ সাধন পথাবলম্বী পুরুষগণের মধ্যে ) কশ্চিৎ ( সেইরূপ সহস্রগণের মধ্যে হয়ত কোন ব্যক্তি ) মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি ( আমাকে বা নিজ নিজ ইষ্টবস্তুকে স্বরূপতঃ পরিজ্ঞাত হয় )।

সংখ্যাতীত মনুষ্যমধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি মদ্বিষয়ক বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। তাদৃশ সাধনারত যত্নশীল ব্যক্তিগণ মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে বা ভগবানকে স্বরূপত অবগত হয়ে থাকেন ।৩

মনুষ্যানাং সহস্রেষু ইত্যাদি কথায় যে জ্ঞান লাভের কথা ভগবান বলেছেন সে জ্ঞান লাভ করা খুব কঠিন। খুবই দুর্লভ সে জ্ঞান। কারণ সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কদাচিৎ কোন সুকৃতি পরায়ণ ব্যক্তির মনে এই জ্ঞান লাভের চেষ্টা জাগে বা জ্ঞানলাভে যত্ন পরায়ণ হয়। সেইরূপ যত্নপরায়ণ ব্যক্তিমধ্যে কদাচিৎ কোন কোন ভাগ্যবান তাঁকে তত্ত্বত জানতে পারেন ( আচার্য্য শঙ্কর )।

তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুর সংখ্যাও খুব কম। আবার এমন জ্ঞানেচ্ছুকগণের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন ( হনুমান )।

সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণীমধ্যে মানুষের সংখ্যাই অনেক কম। তারপর কোটি মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ শ্রেয় মার্গ লাভের জন্য সাধনা করে।

ব্রহ্মানুভব নির্ব্বিশেষভাবে অর্থাৎ যাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্নরূপে উপলব্ধি হয়—সেই ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দের অপেক্ষা সবিশেষ অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের লীলার আনন্দ সাক্ষাৎ অনুভব করা আরো সুগভীর সুখের বিষয় এবং তা ভগবৎ কৃপায় কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে ( বিশ্বনাথ )।

ভগবানে ভক্তি বিনা ভগবত জ্ঞান দুর্লভ। জগতে অসংখ্য প্রাণী মধ্যে একমাত্র মানুষেরই শ্রেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মায়। এই অসংখ্য মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন পুণ্যশীল মানুষের ভগবৎ তৃষ্ণা জাগে। আবার এমনি ভগবৎ তৃষ্ণাযুক্ত প্রযত্নশীল কদাচিৎ কোন মানুষের ভগবৎ জ্ঞানলাভ হয়। তাও ভগবানের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়। এইজন্য এই জ্ঞান দুর্লভতর ( শ্রীধরস্বামী ও বলদেব )।

মনুষ্যগণ মধ্যে শাস্ত্রাধিকার যোগ্যতাবশতঃ কদাচিৎ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যত্নশীল হয়। আবার এইরূপ যত্নশীল-গণ মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি আমারই অনুগ্রহে আমাকে জানে বা সিদ্ধিলাভ করে ( রামানুজ )।

বিজ্ঞানরূপ মহাফল লাভ ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে হয়না, এজন্য দুর্লভ। যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তির মনে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক লাভের চেষ্টা জাগে। আবার এরূপ সতত যত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কদাচিৎ ব্যক্তি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা লাভে বেদান্ত জ্ঞান লাভ করে ও ঈশ্বরকে জানে। অর্থাৎ প্রতি জীবে প্রত্যগাত্মারূপে ঈশ্বরের অভিন্নত্ব উপলব্ধি হয় ( মধুসূদন )।

হাজারো ব্যক্তিগণ মধ্যে কদাচিৎ সিদ্ধিলাভে যত্নশীল ও তদনুরূপ যত্নশীল সহস্র সহস্র ব্যক্তি মধ্যে কদাচিৎ কেউ বাস্তবিকভাবে আমাকে জানে ( গান্ধীজী )।

. অসংখ্য ব্যক্তি মধ্যে কদাচিৎ ভগবৎ জ্ঞান লাভে যত্নশীল ও তন্মধ্যেও কদাচিতের সিদ্ধিলাভ হয়—( সন্তদাসজী )।

ভগবানকে তাঁর পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি তত্ত্বে নিগূঢ়ভাবে জানতে হবে। তবে তাঁর সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান হবে। অতঃপর এরপর থেকে গীতা দুই তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন ( শ্রীঅরবিন্দ )।

পুরুষোত্তম লাভ যে কত শক্ত তা আমরা এই শ্লোক থেকেই বুঝতে পারি। কোটীতে একটি লোক তাঁকে লাভ করেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে সবাই তাঁকে লাভ করুক—তাঁর ইচ্ছা-সৃষ্টি বিলসিত হোক। সেইজন্য হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোন একটি লোক তাঁকে পাবার জন্য সাধনা কবে থাকেন আবার সেইরকম হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোন ভাগ্যবান তাঁকে লাভ করেন।

ভগবানকে চাওয়া খুব কঠিন বিষয়। জাগতিক ভোগ সুখ চাওয়াও সহজ, পাওয়ায় সহজ। সাধারণ মানুষের মন তো বিষয় সুখে উন্মত্ত, কাজেই তারা ঐহিক ভোগ সুখই চায় আর পায়ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। যেমন—রসগোল্লা আমাদের জিহ্বাকে প্রলুব্ধ করে আর পাওয়াও সহজ—তাই মানুষ রসগোল্লাকে চায়—আর বহু জন্মে, বহু যুগ সাধনা করে তবে হয়তো তাঁর কৃপা হল—কাজেই ভগবৎ প্রীতি বা করুণা ইত্যাদি চাহিদা কম।

সেইজন্য সহস্রের মধ্যে দুচারটির ভগবৎ চাহিদা জাগে আবার ভগবৎ চাহিদা জেগেছে এমন বহু সিদ্ধ সাধকগণের মধ্যে ক্বচিৎ দু-একটি ভগবানকে তত্ত্বত জানে,—( বেদচ্ছন্দা )।

যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান তাঁকে লাভ করেন। 'তত্ত্বতঃ' অর্থে এখানে কোন একটি বিশেষ বিভাগ জানতে পারেন। সেই পুরুষোত্তমকে তত্ত্বত জানার ক্ষমতা তো মানুষের নেই। সাধকের আধার অনুযায়ী জানাটাই তার পক্ষে যথেষ্ট বা তত্ত্বত জানা ( বেদচ্ছন্দা )।

অনুরূপ কথা আমরা অন্যান্য শাস্ত্র মুখেও পাই, যথা :—

'লক্ষের মধ্যে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়, অনেক তপস্যার পর, তাঁর কৃপায়' ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।১৯।৫, ৫।১৫।৪ )।

যথা উপনিষদে—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥'

পরমাত্মা বহির্মুখ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না। কিন্তু বিবেকীগণ বিশেষ অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়ে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ( কঠোপনিষৎ ২।১।১ )।

ভাগবতেও অনুরূপ কথা :—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

হে মহামুনি। জীবন্মুক্ত এবং সিদ্ধকোটি জনের মধ্যেও সর্ব্বোপদ্রব রহিত নারায়ণ সেবা অভিলাষী একজন ভক্তও সুদুর্ল্লভ।

( ভাগবৎ ৬। ১৪।৪ )।

অনুরূপ কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে পাই

ধর্ম্মচারীর মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ<br>
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥<br>
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত<br>
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ কৃষ্ণ ভক্ত ॥<br>
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত<br>
ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলি অশান্ত ॥

( মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ ৩৩৩ পৃঃ )

গীতায় অন্যত্র—তত্ত্বতঃ—২৮।৩, ৯।৪, ৩৪।৪, ৮।৫, ২১।৬, ৩।৭, ২৪।৯, ৭।১০, ৫৪।১১, ১২।১৩, ১।১৮, ২২।১৮, ৫৫।১৮

**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।**<br>
**অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪**

ভূমিঃ ( মৃত্তিকা ) আপঃ (জল) অনলঃ (আগুন) বায়ুঃ ( বাতাস ) খং ( আকাশ ) মনঃ ( মন ) বুদ্ধি ( মহত্তত্ত্ব ) এব চ অহঙ্কারঃ ( অবিদ্যা জনিত মোহ ) ইতি ইয়ং মে ( এগুলি আমার ) প্রকৃতিঃ ( ঈশ্বরীয় মায়া ) অষ্টধা ( আট রকম )।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহং তত্ত্ব এই আট ভাগে বিভক্ত আমার প্রকৃতি ।৪

বহু বিচিত্র ও অনন্ত ভোগ্য ভোগোপকরণ ভোগস্থান রূপ অবস্থিত এই জগৎ—**প্রকৃতি** ভূম্যাদি পঞ্চসূক্ষ্মভূত পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ থেকে সৃষ্ট হয়—এগুলির সংযোগে ও বিয়োগে বিশ্ব সৃষ্টি হয় ও লয় হয়। আর **মন** শব্দে তার কারণ স্বরূপ 'অহঙ্কার'—**বুদ্ধিশব্দে** তার কারণ স্বরূপ **'মহত্তত্ত্ব'** এবং **অহঙ্কার** শব্দে তার কারণ স্বরূপ অবিদ্যা বর্ণিত হল। সাংখ্যের সঙ্গে তফাৎ কেবল এই—সাংখ্য বলে অহঙ্কার, মহৎ ও অব্যক্ত; আর গীতার মতে—মন বুদ্ধি অহঙ্কার—এগুলি হচ্ছে ভগবানের অষ্ট প্রকার অপরা প্রকৃতি—এবং এগুলিকে ভগবানের ঐশী শক্তি ও মায়া বলে জানবে ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি হনুমান ও শ্রীধরস্বামী )।

সাংখ্যদর্শনে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই নিয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাখ্যাত। কিন্তু গীতা মতে ভগবান নিজ প্রকৃতিকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন. পরা-অপরা। এই দুই প্রকৃতিই ভগবানের চেতন শক্তি সম্ভূত জড়া কেউ নয়। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া।

গীতা মতে এই প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টি মুখে অন্যান্য তত্ত্বগুলির উৎপত্তি হয় ( বলদেব )।

এই অষ্টধা প্রকৃতি সংসার বন্ধনের হেতু বলে অপরা

( আনন্দ গিরি )।

এইভাবে শ্রোতাদের মন একাগ্র করত আত্মজ্ঞান দেবার মানসে বললেন আত্মা সর্ব্বাত্মক। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি সবই সেই আত্মতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ও ভগবানের **অপরা প্রকৃতি** নামে খ্যাত। সাংখ্য দর্শনের মত জড় নয়। এগুলি

সবই চৈতন্যময়। সাংখ্য মতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও গীতা সৃষ্টিতত্ত্ব দুটীর মধ্যে কিছু প্রভেদ বা পার্থক্য আছে ( মধুসূদন )।

**ভূমি** ইত্যাদি শব্দে অপরা প্রকৃতির বিষয় বলেছেন—আর **মন** শব্দটী মনের কারণ যে 'অহঙ্কার' তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। **বুদ্ধি** **শব্দটী অহঙ্কারের** কারণ বুঝিয়েছেন এবং **অহঙ্কার শব্দে সর্ব্বপ্রকার** বাসনা দ্বারা বাসিত যে অবিদ্যাত্মক অব্যক্ত সেইটিই বুঝিয়েছেন—উক্ত প্রকার অষ্টধাভেদযুক্ত পরমেশ্বরের শক্তি প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছেন। এটী ভগবানের ঈক্ষণ ও সংকল্প রূপের ফল ( মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ )।

গীতার এই অষ্টধা প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি জড়। গীতা এইখানেই থেমে যায়নি বলে, বিশ্ব প্রপঞ্চের খেলা—অজ্ঞানের খেলা বা মায়ার খেলা বর্ণনা করেনি। (গীতা উচ্চতর অধ্যাত্ম শক্তির সন্ধান দিয়েছে সেজন্য বিশ্বসৃষ্টির বা প্রকৃতির মূল আদ্যাশক্তি চৈতন্যময়ী। নীচের অপরা প্রকৃতি সেই পরা প্রকৃতি হতেই সৃষ্ট ও তাঁরই ছায়ামাত্র। ঐ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতেই নূতন জন্মলাভ করে, মর্ত্ত্যজীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করাই গীতার সাধন রহস্য ( শ্রীঅরবিন্দ ).)

· পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আট তত্ত্বযুক্ত স্বরূপ-ক্ষেত্র বা পুরুষ গীতা ১৩শ অধ্যায় ৫ম শ্লোক, ১১শ অধ্যায় ১৬ শ্লোক দেখলেই বোঝা যাবে ( গান্ধীজী )।

· ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অষ্টধা দৃশ্যমান জগদ্রূপা প্রকৃতিই ভগবানের অপরা প্রকৃতি নামে খ্যাত ( **সন্তদাসজী** )।

ঈশ্বরই অনন্ত জীব রূপে নিজ সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করে, অহং বশে ইন্দ্রিয় চালনামূলক কর্ম্ম সাধন করেন এবং সেই প্রভাবই কালে জীব চিত্তে সংস্কার রূপে সঞ্চিত হয়ে, প্রারব্ধ প্রকৃতির রূপ ধারণ করে সুদৃঢ় ও শক্তি যুক্ত হয়। সেই প্রকৃতি সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বপ্রকৃতি আর ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবের স্বভাব রূপে সংযুক্ত হয়ে প্রতি জীবের কর্ম্ম, ভবিষ্যৎ, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু দেহাদিভাব উৎপন্ন করে, নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত প্রকৃতিই জীবত্বের প্রধান উপাদান। সেই একই প্রকৃতি অষ্টধা রূপে বিভক্ত হয়ে জীবে অবস্থান করে, প্রথম পাঁচটি জীবের দেহভাব আর শেষের তিনটী মনোভাব স্বরূপ

( মহর্ষি যোগানন্দ )।

এই অষ্টধা প্রকৃতি সাংখ্যের অনুরূপ, কেবল পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করে ভগবান এ শ্লোকে তন্মাত্রকে লক্ষ্য করেছেন ; মন অব্যক্তবোধক, বুদ্ধি ও অহংকার স্বনাম প্রসিদ্ধ—অর্থ প্রকাশক।

( কৃষ্ণানন্দ স্বামী )।

এই যে বিশ্বসৃষ্টির আটটী উপাদান ভগবান গীতামুখে বর্ণনা করেছেন, আজ থেকে কত হাজার বছর আগে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এই আটটী উপাদানের বাইরে অন্য কিছু উপাদান, বর্ণনা নূতন করে বর্ত্তমান বিজ্ঞান করেনি—আর জীবভূত সনাতন ঘটে ঘটে বিরাজমান—তিনিই পরা প্রকৃতি—যার সমষ্টিরূপের দ্বারা সব বিদ্ধৃত, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'।

পাশ্চাত্ত্য গ্রীক দর্শনেও আদি প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে—কিন্তু কোন দার্শনিক তার সঙ্গে মন, বুদ্ধি, অহংকারকে জড়ায়নি ; এখন এটী

বুঝবার জিনিষ—ন্যায়শাস্ত্রে মনটাকে বলেছে—আদিতে মনটা জড়। গীতায় মন—অপরা প্রকৃতি, ভূমি ইত্যাদি সম পর্য্যায়ে পড়েছে! অভেদস্বামী মনকে subjective ও objective দুদিক দিয়ে বিচার করেছেন। মন, বুদ্ধি, অহংকার subjective দিক—জড়া প্রকৃতির সঙ্গে মনকে রাখা হয়েছে কিন্তু চেতন আত্মার সঙ্গে থেকে চৈতন্যবৎ প্রতীয়মান হয়—যেমন একটী লোহার বলকে আগুনে ফেলে দাও আগুনের মত লাল হয়ে যাবে—সাংখ্যের শুদ্ধ স্ফটীক জবাফুলের সংস্পর্শে লালরঙে প্রতীয়মান হওয়ার উদাহরণ মত—তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তো জড়চেতনের ভেদ অস্বীকার করে বর্ত্তমানে বলছে, সবই vibration এর খেলা—চৌকাটের ওপর আলোর vibration হল, আমরা দেখলুম চৌকাট—এও একটা vibration। চৌকাটকে চৌকাট বলে ধারণা করল যে মন, সেও একটা vibration, কাজেই mind ও matter সবই vibration। সেই হিসাবে গীতায় মনকে ভূমি ইত্যাদি পর্য্যায়ে ব্যাখ্যা করা ভুল হয়নি। অভেদস্বামী-পাদের বলা আছে 'mind is a fine vibration of matter'।

( বেদচ্ছন্দা )।

অনুরূপ কথা পাই তৈত্তিরীয়োপনিষৎ মন্ত্রে ;—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ"।

উক্ত আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ, ওষধি হতে অন্ন, অন্ন হতে পুরুষ উৎপন্ন হয় ( তৈঃ উপ ২।১।৩ )।

অনুরূপ কথা মুণ্ডকোপনিষৎ মুখে পাই

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ( মু ২।১।৩ )

এই পুরুষ হতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

থালেস সৃষ্টিমুখে অঘণীকরণ ও ঘণীকরণ দুটী প্রক্রিয়া মানলেন ;— তিনি বলেন অঘণীকরণ মধ্য দিয়া সেই অসীম সত্তা আগুনরূপে পরিবর্ত্তিত হয় এবং ঘণীকরণের মধ্য দিয়া বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি, জল, পাথর, মাটি ইত্যাদি নানারূপে রূপান্তরিত হয় ( থালেস )।

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতেও পাই ;—"সব তত্ত্ব শেষে আকাশ তত্ত্বে লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় আকাশ তত্ত্ব থেকে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অনুলোম, বিলোম, ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগৎকেও লয়" ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।৮।১ )।

গীতায় অন্যত্র—প্রকৃতি ৪৫।৩, ২৭।৩, ২৯।৩, ৩৩।৩, ৬।৪, ৪।৭, ৫।৭, ৭।৯, ৮।৯, ১২।৯, ১৩।৯, ২০।১৩, ২১।১৩, ২২।১৩, ২৪।১৩, ৩০।১৩, ৩৫।১৩, ৫।১৪, ৭।১৫, ৫।১৮ !

**অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।**

**জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫**

ইয়ং অপরা ( এই অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি ) ইতঃ পরাং ( এই প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ) অন্যাং জীবভূতাং ( তদতিরিক্ত জীবস্বরূপা ) মে ( আমার ) প্রকৃতিং বিদ্ধি ( শ্রেষ্ঠা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি আছে

জানবে ) মহাবাহো ( অর্জ্জুন ) যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে ( এই জগৎ বিধৃত রয়েছে )।

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত অষ্টবিধা প্রকৃতি আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি, তদতিরিক্ত জীবস্বরূপা চেতনাত্মিকা আমার পরাপ্রকৃতি আছে জানবে। হে অর্জ্জুন, সেই পরা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করে রয়েছে।৫

'অপরা' অর্থাৎ অবিশুদ্ধা নিকৃষ্টা প্রকৃতি—যেহেতু জীবের সংসারের বন্ধন কারণাত্মিকা এই 'অপরা' প্রকৃতি প্রভাবে জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মলাভ করে। 'অন্যাঃ'—আমার আত্মভূত বিশুদ্ধা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা বলে জানবে। ঐ প্রকৃতিই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপা এবং প্রাণীগণের প্রাণ ধারণের হেতু। এই পরা প্রকৃতি চৈতন্যরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে জীবগণকে ও জগৎকে ধারণ করে রেখেছে এবং এইটীই শ্রেষ্ঠ।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )।

ভগবান এই দুই শ্লোকে পরা ও অপরা দুই প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছেন। অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্র লক্ষণাক্রান্তা ও সেইহেতু জড়-ধর্ম্মা এবং সংসার বন্ধনের হেতুভূতা আর পরা প্রকৃতিই ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণাযুক্তা সেইহেতু চৈতন্যময়ী। এই পরা প্রকৃতি জগদ্ব্যাপারে অনু-প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে ধারণ করে রয়েছেন।

( বলদেব ও রামানুজ )।

যদি পরাপ্রকৃতি জড় জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট না থাকত তাহলে জড়ব্যাপারের অস্তিত্বই থাকত না। এই জন্যই পূর্ব্বকথিত জড়ধর্ম্মী সংসারের হেতুভূতা প্রকৃতির অবিশুদ্ধতা বা নিকৃষ্টতা,

এবং চেতন ধর্ম্মী ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব গুণগান করলেন। শ্রুতিতেও বর্ণিত হয়েছে জীবাত্মা রূপে জগতে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, নাম রূপ প্রকটিত করছে। এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা এইটী বোঝা যাচ্ছে যে, পরম পুরুষ জীবাত্মা রূপে সর্ব্বত্র অবস্থান করছেন বলেই জগতের ভূত সকল বিভিন্ন রূপে স্বতন্ত্র ভাবে নাম ও রূপ ধারণ করে।

( মধুসূদন )।

ভগবানের এই পরা প্রকৃতি তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তির চৈতন্যত্ব হেতু জীবভূতা ও শ্রেষ্ঠা ঐশী শক্তিরূপে জড় জগতের সৃষ্টি করছে—এই সৃষ্ট জড় জগৎ নিকৃষ্টা। আবার এই ঐশী শক্তিই অন্তরঙ্গ রূপে স্বকীয় ভোগ সাধনের জন্য জড় জগতের সব কিছুকে ধারণ করে ও গ্রহণ করে। এই শেষোক্ত শক্তিই শ্রেষ্ঠা।

( বিশ্বনাথ )।

এই পরা প্রকৃতিই বৈষ্ণব শাস্ত্রকার গণের মতে তটস্থা শক্তি ও ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ শক্তি ব্যতিরেকে প্রথমোক্ত অপরা শক্তির কোনই কার্য্যকারিতা থাকে না ( নীলকণ্ঠ )।

একমাত্র জীবভাব দ্বারা জগৎ বিধৃত, জীব না থাকলে জগৎ ও নাই—অষ্টধা প্রকৃতিও নাই। জীবের দেহ মন স্বভাব ছাড়া ও কোন এক চেতন অব্যক্ত ও অক্ষর পদার্থ প্রতিখণ্ড জীবদেহে থাকে, যাঁর জন্য অপরা প্রকৃতি জ্ঞান-কর্ম্ম-ইত্যাদি কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। এবং এটীই ঈশ্বরের জীবভূতা পরা প্রকৃতি ( যোগানন্দ )।

পরা প্রকৃতি অনন্ত, কালাতীত, পরম পুরুষের চৈতন্য শক্তি। এরই প্রভাবে সমস্ত জগৎ দেশকালের মধ্যে আবির্ভূত হয়। কিন্তু

বিচিত্র লীলাকে ধারণ করার জন্য অধ্যাত্মসত্ত্বার প্রয়োজন, তাই পরা প্রকৃতি জীবরূপে নিজেকে বিকশিত করছে। বহু জীব সেই একেরই প্রকাশ; এই অধ্যাত্মপ্রকৃতির একত্বানুভূতির দ্বারাই জগৎ বিধৃত ( শ্রীঅরবিন্দ )।

. সমস্ত জগৎ পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে চলছে অতএব পরাপ্রকৃতিই শ্রেষ্ঠা ( গান্ধীজী )।

'গীতার সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের এইখানেই তফাৎ—অন্যান্য শাস্ত্রে পুরুষ চেতন, আর সৃষ্টির যা কিছু সব প্রকৃতি জাত জড়া—কিন্তু গীতায় সৃষ্টিতত্ত্বে যে দুটী প্রকৃতি মানা হয়েছে একটী পরা ও আরেকটী অপরা, দুটীই কিন্তু চেতন। গীতায় জড় বলতে কিছু নেই। সবই পুরুষোত্তমের বিভাব—দুটীই চেতন। এই বিরাট পরা প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টধা অপরা প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত থেকে সমস্ত সৃষ্টি ধরে রেখেছেন—'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' ( বেদচ্ছন্দা )।

এই পরা প্রকৃতিই প্রাণশক্তি রূপে জীব মধ্যে অবস্থিত। এবং প্রাণশক্তিই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই প্রাণশক্তির জয়গান আমরা অন্যান্য শাস্ত্রে ও পাই "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরঃ" ( বৃহদারণ্যক ৩।৪।১ )।

আত্মা প্রাণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন। প্রাণই যজ্ঞ ( বৃহদারণ্যক ২।২।৩ )।

'প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি' প্রাণেই সর্ব্বভূত প্রবেশ করে—

'প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্তি' ( তৈত্তিরীয়, ভৃগুবল্লী ৩৷৩ )।

তথা বিষ্ণু পুরাণে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা।
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা॥
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির নাম পরা, জীবশক্তির নাম অপরা, মায়াশক্তির অন্য নাম কর্ম্মসংজ্ঞা—বিষ্ণুর এই তিন শক্তির উপলব্ধি হয়। বিষ্ণুপুরাণ ৬৷৭৷৬১

অনুরূপ কথা আমরা শ্রুতি মুখেও পাই

'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি'

আমি ( পরমাত্মা ) জীবে প্রবিষ্ট হয়ে নাম রূপ ( জগৎ ) প্রকাশ করি।

যথা চৈতন্যচরিতামৃতমুখে—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ॥ *
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান
গীতা-বিষ্ণু-পুরাণাদি ইথে পরমাণ॥

( চৈতন্যচরিতামৃত ৭৬ পৃঃ )।

**এতদ্‌ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।**
**অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬**

সর্ব্বানি ভূতানি ( সমস্ত ভূতবর্গ ) এতদ্‌ যোনীনি ( এই কারণ সম্ভূত ) ইতি উপধারয় ( জানবে ) অহং ( আমি বা পুরুষোত্তম স্বয়ং ) কৃৎস্নস্য ( সকল ) জগতঃ ( বিশ্বের ) প্রভবঃ ( আদি কারণ বা উৎপত্তি স্থান ) তথা প্রলয়ঃ ( এবং প্রলয় বা ধ্বংসেরও কারণ ) ।

যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ এবং ভূতবর্গ সবই এই পরা ও অপরা প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট এবং এই প্রকৃতি দুটি আবার আমার বিভাব। অর্থাৎ আমিই বিশ্ব ব্যাপারের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র কারণ স্বরূপ ।৬

এই **পরা ও অপরা** দুটী প্রকৃতিই সকল ভূতেব কাবণ বা জননী জানবে। আর যেহেতু এই দুটী প্রকৃতিই আমার, সেইহেতু আমি এই দুই প্রকৃতিকে দ্বারস্বরূপ করে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ জানবে ( শঙ্করাচার্য্য ) ।

জীবভূতা সনাতনী **পরা প্রকৃতি** রূপে আমিই বিদ্যমান। এই **অপরা প্রকৃতিও** আমার এবং জগতের একমাত্র উৎপত্তি কারণ ও বিনাশ কারণ—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনটীর কারণই আমি ( হনুমান ) ।

জড়ারূপা অপরা প্রকৃতি দেহরূপ পরিণাম গ্রহণ করেন, তাছাড়া দেহটীর আবাস ভূমি, বিচরণ ভূমি, যাবতীয় ভোগ্য দ্রব্য রূপে পরিবর্ত্তিত হন এবং আমারই অংশভূত আর একটি প্রকৃতি যেটী ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে ধারণ করেন। যেহেতু এই দুটীই আমার বিভাব, সেইহেতু আমি নিখিল বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি

কারণ, স্থিতি কারণ ও বিনাশ কারণ অতএব সকলের মূলই আমি এবং পরম কারণ ( আনন্দগিরি ও শ্রীধর )।

'সর্ব্বাণী ভূতানি' বলতে ভবনধর্ম্মা ( উৎপত্তিশীল ) চেতন ও অচেতন সর্ব্বপ্রকার পদার্থকেই বোঝায়। উপরি উক্ত দুই প্রকৃতিই সর্ব্বভূতের কারণ। সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত কার্য্যই চিৎ ও অচিৎ গ্রন্থি-স্বরূপ চেতন অচেতন সংযোগে উৎপন্ন জেনো। এই চেতন ও অচেতন বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকৃতিই যেহেতু ভগবানের উপাধিস্বরূপ, সেই-হেতু ভগবানই সর্ব্বজীবের সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অনন্তশক্তি সম্পন্ন উৎপত্তিস্থান—স্থিতিস্থান ও প্রলয় স্থান। স্বপ্ন দেখার সময় মানুষই যেমন অবিদ্যা প্রভাবে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করে এবং স্বপ্নভঙ্গে মিলিয়ে যায় তেমনি ভগবানই মায়াময় সৃষ্টি প্রপঞ্চ হন—মায়াবী নিজেই তিনি, মায়ার আশ্রয় ও বিষয় হয়ে ; উৎপাদক ও দ্রষ্টা হয়ে থাকেন ( মধুসূদন )।

এই সৃষ্টির চেতন, অচেতন উভয়শক্তি বা প্রকাশই ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি প্রসূত—কাজেই ভগবান বা পরম পুরুষই সবের উৎপত্তি কারণ এবং প্রলয় কালেও এই জড়া ও চেতনা প্রকৃতি ক্রমশঃ পরমেশ্বরে লীন হয়ে যায়—এবং এইসব কার্য্য সবই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় অতএব তিনিই সব কিছুর মূল।

( বিশ্বনাথ, নীলকণ্ঠ )।

যে দ্বিবিধ প্রকৃতির সাহায্যে জগৎ উৎপন্ন ও বিদ্ধূত হয় সেই সবই ভগবান হতে সম্ভূত (বলদেব )।

এখানে আমি শব্দে পুরুষোত্তমকেই বোঝাচ্ছে পরা ও অপরা

প্রকৃতি এবং পুরুষোত্তম একই। এই দুই প্রকৃতি তাঁরই কার্য্যসাধিকা-শক্তি, কোন স্বতন্ত্র সত্বা নয়। এইখানেই সাংখ্যকে গীতা অতিক্রম করে গেছে ( শ্রীঅরবিন্দ )।

গীতামতে **পুরুষোত্তমই** সবের কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সব তাঁরই ইচ্ছায়। কিন্তু মানুষ অহঙ্কার বশতঃ ভাবে আমি করছি ইত্যাদি। আসলে কিন্তু মানুষ বলতে কিছুই নাই, সবই তিনি। তিনি কারণ, তিনিই কার্য্য। তিনিই নিজেকে নানাভাবে সৃষ্টিতে বিলসিত করে নিজের সঙ্গে লীলা বিলাস করছেন। কাজেই আমাদের মধ্যেখান থেকে অহংকার করা উচিৎ নয়। ( বেদচ্ছন্দা )।

ষষ্ঠ অধ্যায় গীতা বলাতেও অর্জ্জুনের যখন ভগবানের কথায় যুদ্ধ ইচ্ছা, কর্ম্ম প্রবৃত্তি জাগছে না, নানা প্রশ্নের অবতারণা করে, নিজের মোহ নিয়ে মুহ্যমান হয়ে থাকছেন অর্জ্জুন—তখন ভগবান নিজের স্বরূপ শক্তি, বিভূতি, গরগর করে বলে যাচ্ছেন, আষাঢ়ের জলদগম্ভীর মেঘের মত রূপ নিয়ে—অর্জ্জুনের মনে ভয়, তেজ, বিস্ময় ও বিশ্বাস জাগানোর জন্যই ( বেদচ্ছন্দা )।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, প্রকৃতি থেকেই সমস্ত সৃষ্টি, প্রকৃতিতেই লয় হচ্ছে—by natural process এ, এর মধ্যে কোন দৈব পদ্ধতি নেই, যেমন 'হয়েল্' কিংবা 'হাবল' তাঁরা যে সমস্ত থিওরী করেন—বিশ্ব সৃষ্টির আগে বিরাট এক হাইড্রোজেন বেল্ট ছিল, সেটি একদিন হঠাৎ কি কারণে ঘুরতে সুরু করল, আর ঘোরার ফলে সেন্ট্রিপেটাল—(Centripetal) ও সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স (Centrifugal force সৃষ্টি হল ; তার থেকে কালক্রমে নেবুলা, গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ ইত্যাদি

সৃষ্টি হল, by natural process এ, তাদের কি উত্তর দেওয়া যায় ? গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, ওই চক্র যে ঘুরলো—কে ঘোরালো তাকে ? তার মধ্যে cause and effect মানতেই হবে—জগতের যত দূর Science যাচ্ছে—cause and effect আছেই—একটি ফল খসে পড়ল, তার একটি কারণ থাকতে হবে। ঝড়ের হাওয়া বোঁটা আলগা করে দিল অথবা gravitation, এসব আছেই, উড়িয়ে দেওয়া যায় না—কাজেই এরপর আসবে Telcology ইত্যাদি দর্শনের তত্ত্বগুলি—আর কার্য্য কারণ মানলে একটি কর্ত্তা মানতেই হবে—ভগবৎ সত্ত্বা এতে এসে যাবেই—প্রভবঃ কথার অর্থ ওখানেই স্বীকৃত বা প্রমাণিত হয়ে গেল।

Dr. Flint প্রমুখ চিন্তাশীল গবেষকগণ বহু গবেষণার পর স্বীকার করছেন, 'কার্য্যকারণ তত্ত্ব আমরা প্রজ্ঞালোকের মাধ্যমেই বিশ্বাস করি।' বিশ্বের সমস্ত কিছুর সুরু বা আরম্ভ আছে এবং চরম পরিণতি বা শেষও আছে। অতএব এ সমস্তের একটা অনাদি কারণও আছে। আমাদের যুক্তি বা বুদ্ধি যতদূর পৌছায় ততদূর আমরা দেখি সমস্ত বিশ্বের আদিকারণ একটী মাত্রই এবং তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, অনাদি ও অনন্ত।

কাজেই গীতামুখে ভগবানের বাণী 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ' কথাটী বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত হল ( বেদচ্ছন্দা )।

আর প্রলয় হলে কে তখন বিচার করবে ? প্রলয় তো হচ্ছেই চোখের সামনে—দার্জ্জিলিং পাহাড়ে ধ্বস নামল—তাছাড়া কত কত গ্রহ, উপগ্রহ মৃত হয়ে গেছে, বৈজ্ঞানিকগণই বলেন—এতেই

তো প্রমাণিত হচ্ছে প্রলয়ও আছে। খণ্ড প্রলয়ের এই দৃষ্টান্ত তো মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়ছেই। তাছাড়া Higher Physics (পদার্থবিদ্যা) ও Astronomy (জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান) উভয় মতবাদই মহাপ্রলয় স্বীকার করে Law of Thermodynamics (তাপবল-বিজ্ঞান) এর দ্বিতীয় নিয়ম বলে, Heat death বা (তাপমৃত্যু) হল বিশ্বজগতের পরিণতি; কাজেই খণ্ড প্রলয়, মহাপ্রলয় সব শাস্ত্র সম্মতভাবে ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে স্বীকৃত। আর গীতামতে এই সবেরই কর্ত্তা তিনি স্বয়ং (বেদচ্ছন্দা)।

অনুরূপ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই :—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম",

অর্থাৎ আমিই সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম, স্থূল সূক্ষ্ম—এবং স্থূল সূক্ষ্মের কারণ স্বরূপ প্রকৃতি বা অন্য কিছুই নাই, আবার সৃষ্টির পরে ও আমি আছি ; বর্ত্তমান বিশ্বও আমি, প্রলয়ে যা থাকে তাও আমি—

(ভাবগত ২।৯।৩২)।

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতে ও পাই :—

"ঈশ্বর তিনটী কাজ করছেন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়"।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।৩।৫)।

**মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।**
**ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ॥ ৭**

হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ (আমা অপেক্ষা অর্থাৎ ইষ্ট অপেক্ষা) পরতরং

( শ্রেষ্ঠ ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি ( অন্য কিছুই নেই ) সূত্রে মণিগণাইব ( মণিমালার মধ্যে সূত্রের ন্যায় ) ময়ি ইদং সর্ব্বং ( আমাতে এই সকল ) প্রোতং ( গাঁথা আছে )।

হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা অর্থাৎ পুরুষোত্তম তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ তত্ত্ব অন্য আর কিছু নেই। মণিমালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, সূক্ষ্মরূপে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূৎ হয়ে, আমিই সমস্ত কিছু বিদ্ধৃত করে রয়েছি।৭

শ্রীভগবান এই মন্ত্রে বলেছেন যে আমিই একমাত্র চরম কারণ। এই সৃষ্টি ব্যাপারে অদ্বিতীয় কারণ। আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কিছু নাই। যেমন দীর্ঘ তন্তু সমূহে পট কিংবা সূত্রে মণিগণ গ্রথিত হয়—বিশৃঙ্খলা আসার বা স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি পরমাত্ম-স্বরূপ আমাতে বিশ্বসৃষ্টি গ্রথিত আছে। আমি ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয়ে যায় ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান ও শ্রীধর স্বামী )।

শ্রীভগবান বাসুদেব বা পুরুষোত্তম সৃষ্টি ব্যাপারে একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ ও অদ্বিতীয় কারণ তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় আর কিছুই নাই। কার্য্যাবস্থা, কারণাবস্থা সমস্ত প্রকার চিৎ, অচিৎ বস্তুজাত আমার শরীর ভূত এবং মণিমালার মধ্যে সূত্রের ন্যায় আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুস্যূত। অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত।

( রামানুজ )।

কার্য্যশক্তি ও কারণশক্তি উভয়ের একত্ব হেতু আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। 'এই শ্লোকে অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বত্র তিনি বিরাজিত একথা প্রকাশিত করেছেন ( বিশ্বনাথ )।

ভগবানই যখন মায়া সহকারে নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু তখন পরমার্থতঃ 'মত্তঃ' ভগবান ছাড়া নহে। ঐন্দ্রজালিক যেমন ভেল্কী দেখায়—স্বাপ্নিক যেমন স্বপ্ন রচনা করে—তদ্ব্যতিরেকে ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নের অস্তিত্ব থাকে না। রজত যেমন শুক্তিকাখণ্ডবচ্ছিন্ন চৈতন্য হতে অতিরিক্ত নয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়, অশেষবিধ পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি, অধিষ্ঠান স্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক আমা-হতে (পরমেশ্বর হতে) অর্থাৎ যিনি সংরূপে এবং স্ফুরণরূপে, সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত, সেই পরমেশ্বর ছাড়া পরমতম শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই (মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ)।

ভগবান ছাড়া শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে, তেমনি নিখিল বিশ্ব ভগবানে আশ্রিত (গান্ধীজী, সন্তদাসজী)।

পরমাত্মা পরা ও অপরা প্রকৃতির সমস্ত বিভিন্ন বস্তুরাজির পরস্পরকে সম্বন্ধ যুক্ত রেখেছেন। তাদের মধ্যে অবস্থিত থেকে সকলকে সাজিয়ে রেখে এই বিশ্ব প্রপঞ্চ রচনা করেছেন। এ জগৎ-প্রপঞ্চ মায়া নয়—যাবতীয় পরমেশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত এবং তাঁর প্রভাবেই অনুপ্রাণিত (শ্রীঅরবিন্দ)।

**'মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যদস্তি'** পুরুষোত্তম তত্ত্বছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। এ জগতে কোন বস্তুই তিনি ছাড়া নয় ও তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে মুগ্ধ হয়—যেমন মালার মণিগুলি দেখে লোকে ভুলে যায় কিন্তু তার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত সূত্রটীকে কেউ চায় না, দেখতেও পায় না—তেমনি

জগতের সূক্ষ্ম আদি কারণ ভগবানকে কেউ চায় না, কেউ জানতেও পারে না—তাছাড়া এ জগতে সাধুই হও, আর ফকিরই হও, যেই হও—অর্থ, সুখ এ সব অন্ততঃ কিছু কিছু না হলে চলবে না কিন্তু তবু ভগবান কেন বললেন 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'—না—সেটা হচ্ছে যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন সঙ্গে শরীর এত প্রিয় জিনিষ ও সুখ, সাচ্ছন্দ, অর্থ, মান, যশ কিছুই যায় না তখন থাকেন একমাত্র ভগবান, কাজেই ঠাকুর বললেন 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'। তাছাড়া এই বিশ্বসৃষ্টির মাঝে যা কিছু আমরা দেখতে পাই সে সবই তো সেই একেরই বহুরূপে বিলাস, আর এই বিচিত্র বিলাস ভঙ্গীর মধ্যে এমন কোন প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না, যা সেই আদি কারণ ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিশাল সমুদ্র গর্ভে কত বিচিত্র বস্তু আছে কিন্তু কোনটাই সমুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। জগৎ বা বিশ্বসৃষ্টি relative কিন্তু ভগবান বা পুরুষোত্তম তত্ত্বই আত্যন্তিক সত্যবস্তু। এজন্য তার চেয়ে পরম বস্তু আর কি থাকতে পারে?

গীতার এই শ্লোকটীর সঙ্গে panentheism এর মিল দেখতে পাই তিনি জগৎ অতিরিক্ত আবার একরূপে তিনি সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত, মানব মনে অনুস্যূত আবার সবের অতীত (বেদচ্ছন্দা)।

**ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব**—মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত হয়ে মালার সৃষ্টি করে, তেমনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আমাতে গ্রথিত আছে। মণি-মালায় মণিগুলিই দেখা যায়, সূত্র অদৃশ্য থাকে, তেমনি এই জগতের সৃষ্টি-লয়ের আদি কারণ পুরুষোত্তম সূক্ষ্মরূপে সাধারণের কাছে অদৃশ্যই থাকেন। মণিগুলি আলাদা

ছড়ানো থাকলে মূল্যও বেশী হয় না। সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করে না, সেই হিসাবে সূত্রের প্রয়োজন খুব। গাঁথা থাকলে মণিগুলি হারিয়ে যায় না—দেখতে সুন্দরও হয়—ভগবান সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত হয়ে আছেন বলে জগৎ বিদ্ধতও হয়ে আছে আবার মাধুর্য্যপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

এখানে একটী প্রশ্ন আছে যে মণিগুলির মূল্যই তো বেশী আর সূত্রের মূল্য খুবই কম তাহলে ভগবান মণি বাদ দিয়ে নিজেকে সূত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন কেন? এখানে কথা হচ্ছে যে ঐশ্বর্য্যের বাহ্যিক চাকচিক্য খুব বেশী, এই দিয়ে ভগবান সকলকে ভুলিয়ে রেখেছেন কিন্তু যাদের ঐশ্বর্য্যের লোভ নেই, তাঁরা জানে মালা গাঁথতে হলে সূত্রের প্রয়োজন কত বেশী। সাধারণ মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ভুলে যায়—তাই মণিকে মূল্যবান মনে করে, আর সেই Standard of value ও নির্দ্ধারণ করেছে মানুষেই কিন্তু pragmatic value সূতোরই অনেক বেশী। মণি মাণিক্য বিনা জগতের প্রায় অধিকাংশ লোক বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু সূতো বিনা কে কজন বেঁচে রয়েছে—আর সভ্যতার অগ্রগতিতেও সূতোরই প্রয়োজন অনেক বেশী, সেজন্য সুতোরই pragmatic value বেশী (বেদচ্ছন্দা)।

ঈশ্বরই স্বয়ং কর্ত্তা এসম্বন্ধে আমরা উপনিষদে পাই :—

'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।'

অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে এরূপ করেছিলেন এইজন্যে তাঁকে সুকৃত বা স্বয়ং কর্ত্তা বলা হয়। যিনি স্বয়ং কর্ত্তা তিনিই রসস্বরূপ।

যথা ভাগবতে ঃ—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥

যেমন মহাভূত সকল সৃষ্টির পরে সর্ব্ববিধ প্রাণীর ভেতরে অবস্থান করে, আবার বাইরেও থাকে সেইরকম আমিও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট থেকে অন্তরে মনোবৃত্তিতেও প্রকাশিত হই আবার বাইরেও থাকি ( ভাগবৎ ২।৯।৩৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে অনুরূপ কথা—ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব (৫।১৫।৫ )।

**রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ।**
**প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮**

হে কৌন্তেয়, অহং অপ্সু ( জলের মধ্যে ) রসঃ—শশি সূর্য্যয়োঃ ( চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভা ) সর্ব্ববেদেষু ( বেদ সকলের মধ্যে ) প্রণবঃ ( ওঙ্কার ) খে ( আকাশে ) শব্দঃ, ( শব্দ ) নৃষু ( মানুষের মধ্যে ) পৌরুষং অস্মি ( হই )।

হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, জলের মধ্যে রসতত্ত্ব, শশিসূর্য্য মধ্যে কিরণ স্বরূপ। বেদ রাশির মধ্যে আমি ওঙ্কার, আকাশের মধ্যে আমি শব্দ, মনুষ্য মধ্যে পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষকার রূপে বিরাজ করি।৮

ভগবান এখানে সর্ব্বত্র নিজের বিদ্যমানতা বোঝাচ্ছেন, জলের সার অংশ রসস্বরূপ, সেটী তিনি নিজে। চন্দ্র সূর্য্যের প্রধান বস্তু তাদের দীপ্তি—এই দীপ্তি রূপে তিনিই বিদ্যমান চন্দ্র সূর্য্য মধ্যে। সমস্ত বেদের প্রধান বিষয় প্রণব ধ্বণি এবং ভগবানই ওঁকারধ্বণি রূপে

সর্ব্ববেদে বিদ্যমান। আকাশের প্রধান বস্তু শব্দ, অতএব তিনি শব্দরূপে আকাশে বিদ্যমান এবং সমস্ত পুরুষের মধ্যে বীর্য্যরূপে তিনি বিদ্যমান কেননা বীর্য্যই পুরুষের লক্ষণ। অর্থাৎ ভগবত তত্ত্বের মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোত রয়েছে।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )।

সব কিছুরই সারবস্তু ভগবান নিজে। জলের মধ্যে রসতন্মাত্র-রূপে—আকাশের বুকে শব্দতন্মাত্র রূপে ও সকল স্থূল ভূতের কারণ বা আশ্রয়তন্মাত্র তিনিই, আর চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে প্রকাশরূপ বিভূতি তিনিই ( শ্রীধরস্বামী )।

জগতের সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবান হতে উদ্ভুত। জীব তাঁব শুদ্ধা পরা প্রকৃতি, কারণ জীবরূপে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জগৎকে ধারণ করে আছেন। পঞ্চভূতের লক্ষণতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভগবানেরই অপরা প্রকৃতি। এই জগতে তিনি পরমতত্ত্ব, সর্ব্ব কারণ, তিনি জলের সার ভাগ বস, চন্দ্র সূর্য্যের দীপ্তি, সর্ব্ববেদ মধ্যে ওঁকার যেহেতু ওঁকারের মধ্যেই সমস্ত বাক গ্রথিত রয়েছে—। আকাশের বুকে পরমেশ্ববই শব্দতন্মাত্র রূপে অনুস্যূত রয়েছেন এবং পুরুষের মধ্যে বীরত্ব রূপে অধিষ্ঠিত ( মধুসূদন )।

সমস্ত কিছুর মধ্যে আমিই প্রধান ( সন্তদাসজী )।

জলের সার রস, চন্দ্র সূর্য্যের সার প্রভা, বেদের সার প্রণব, কেননা ওই শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে স্তব করা হয়, এইটাই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ নাম অতএব বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রণব, আর মানুষের সার অক্ষর আত্মা, এগুলি ব্রহ্মেরই স্বরূপ ( যোগানন্দ )।

'সৃষ্টির সব কিছুরই সূক্ষ্মতম অংশ বা মূল তন্মাত্রটি তিনি অর্থাৎ পুরুষোত্তম। তিনি সর্ব্বত্র রস স্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ, সবকিছু তিনি। বিজ্ঞানের Light, Heat, Energy মূলতত্ত্বগুলি সবই তিনি।'

( বেদচ্ছন্দা )।

সমস্ত বেদের মধ্যে ভগবানই ওঁকার রূপে বিদ্যমান রয়েছেন! এইরূপ কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাই ঃ—

"তদ্ যথা শঙ্কুনা, সর্বাণি পর্ণানি সংতৃন্নান্যেব এবম্ ওঁকারেণ সর্বা বাক্ সংতৃন্ন ওঁকার এবেদং সর্বম্" ( ছান্দোগ্য ২।২৩।৩ )।

যথা কথামৃত মুখে ঃ—

'তিনিই সব হয়েছেন' ( কথামৃত ৩।৯।২ )·

'তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।···বেলটা ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যাঁরই শাস, তাঁর বীচি, তাঁরই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, তাই আমি সবই লই।

( কথামৃত ১।১৩।৬ )।

গীতায় অন্যত্র—

ওঁম্ এই অক্ষরকে প্রণব বলে, ৮।৭, ১৩।৮, ১৭।৯, ২৫।১০, ২৩।১৭, ২৪।১৭

**পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি-বিভাবসৌ।**
**জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯**

[আমি] পৃথিব্যাং চ ( এই ধরণীতে ) পুণ্যঃ গন্ধঃ ( পবিত্র গন্ধ ), বিভাবসৌ চ ( অগ্নিতে ) তেজঃ অস্মি ( তেজস্বরূপ ) সর্ব্বভূতেষু

( সমস্তভূতে ) জীবনং ( প্রাণ ), তপস্বিষু চ ( তপস্বিগণের ) তপঃ অস্মি ( তপস্যা শক্তি )।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বজীব মধ্যে প্রাণ স্বরূপ, এবং তপস্বিগণের তপস্যা শক্তি।৯

এই পৃথিবীর বুকে যত সুগন্ধ আছে, সেই সমস্ত সুগন্ধের মধ্যে বাসুদেবই বিদ্যমান—পুণ্যগন্ধ বলতে পবিত্রতাই সূচিত হয়েছে। আর যা কিছু অদিব্য গন্ধ সেটী অবিদ্যা ও অধর্ম্মের প্রভাবে প্রবর্ত্তিত—অপবিত্র ভূতবিশেষের স্পর্শের জন্যই ওরূপ হয়। অগ্নিতে সেই বাসুদেব রূপে আমিই বিদ্যমান, তাই অগ্নি দীপ্তিমান, সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আমিই জীবন, নচেৎ তাদের অস্তিত্ব থাকত না—তপস্বিগণের মধ্যে আমারই শক্তি তপঃ রূপে বর্ত্তমান—

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও নীলকণ্ঠ )।

নিজের বিভূতির কথা এই মন্ত্রে বলতে গিয়ে আরও কয়েকটী উদাহরণ দিচ্ছেন। পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ রূপে, অগ্নিতে দীপ্তিরূপে, সমস্ত জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ও তপস্বিগণের দ্বন্দ্বসহনশীল তপঃ রূপে তিনিই বিদ্যমান ( শ্রীধর স্বামী ও বলদেব )।

পুণ্য গন্ধ বা সুরভিই পৃথিবীর তন্মাত্র নামে প্রসিদ্ধ। এস্থলে 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ' ওই 'চ' শব্দটী প্রয়োগেই বুঝতে হবে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এগুলি স্বভাবতই পুণ্য ও অবিকৃত, কিন্তু বিকৃতরূপ যেটী আমরা হতে দেখি, সেটী প্রাণিগণের অধর্ম্ম বিশেষেই ঐগুলি স্বভাবতই অবিকৃত থাকে না। অগ্নির দাহ্যশক্তি ও শুক্ল এবং

ভাস্বর রূপও তিনি নিজে, এস্থলে 'চ' শব্দটী যোগে পবিত্র, শীতল স্পর্শ বায়ুতেও তিনি রয়েছেন এইটী বুঝিয়েছেন। তপস্বিগণের মধ্যে তিনিই তপঃ রূপে বিদ্যমান রয়েছেন বলেই তারা দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা লাভ করে থাকেন—নচেৎ তা হত না। এস্থলে 'চ' কার রয়েছে এতে তপস্বিগণের বাহ্যতপ, আন্তরতপ উভয়ই বুঝিয়েছেন ( মধুসূদন ও কৃষ্ণানন্দ )।

সমুদায়ই ভগবানের শরীর স্বরূপে তাঁর আত্মভূত। সকলই সেই পুরুষোত্তমে বিদ্যমান, এই শ্লোকে সর্ব্ব শব্দ দ্বারা, সমান অধিকরণ রূপ বর্ণিত হয়েছে ( রামানুজ )।

তপস্বিগণের মধ্যে তিনি ক্লেশানন্দরূপে বিদ্যমান (বল্লভাচার্য্য)।

ভগবান তাঁর পরা ও অপরা দুই প্রকৃতিরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রয়েছেন ; ৮।৯ মন্ত্রে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা করলেন। সব কিছুর এক সনাতন সত্য বর্ত্তমান সেটী হচ্ছে শক্তি। এই শক্তিই ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে জীবাত্মার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। আবার ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মশক্তি সেটীও ওই সনাতন শক্তির অংশ। ভগবানই নিজের সচেতন লীলাশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হয়েছেন ( শ্রীঅরবিন্দ )।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র হতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত জন্মলাভ করে বলে পরমেশ্বর এই সকলের মূল কারণস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপ ( যোগানন্দ )।

**পুণ্যোগন্ধঃ**—অর্থাৎ যে গন্ধ মানুষের মনকে সূক্ষ্মে নিয়ে যায়—

ভগবৎ স্মরণ করিয়ে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেয়, সেইটি হচ্ছে পুণ্য গন্ধ, সে সবই তিনি। গন্ধ তন্মাত্র অর্থাৎ Indeterminate Perception কিন্তু যেই সেটী কিসের গন্ধ বোঝা গেল, অমনি হয়ে গেল গন্ধ তন্মাত্র—ন্যায় দর্শনের ভাষায় তন্মাত্র অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান।

অগ্নির মধ্যে অথবা জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে তেজস্বরূপও সেই পুরুষোত্তমতত্ত্ব। ভূতগণের মধ্যে জীপন স্বরূপ অর্থাৎ জীবভূত সনাতন —পুরুষোত্তমই সর্ব্বভূতমধ্যে জীবন স্বরূপ একথাটীও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। Dr. R. C. Artist তাঁর "Living cells speak their Massage" নামক প্রবন্ধে কি করে প্রাণের সৃষ্টি হল, এবং কি পদ্ধতিতে বর্ত্তমানরূপে প্রাণের অভিব্যক্তি সম্ভব হল, কে তাদের প্রাণ চঞ্চল করে তুলল, এসবের প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে তিনি স্বীকার করলেন এক বিরাট 'বুদ্ধি সত্তা' 'বিরাট মন' যিনি হচ্ছেন ভগবান, যিনি হচ্ছেন অনন্ত বুদ্ধির প্রকাশ বা উৎস। তিনিই জীবনরূপে সর্ব্বজীবে বিদ্যমান। বহু বহু বছর ধরে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও গবেষণাগারে অজীব বা জড় পদার্থ থেকে মানুষ সজীব পদার্থ বা জীবনের সৃষ্টি করতে পারেনি। এ বিষয়ে মানুষের যুগযুগান্তের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই তিনিই বা পুরুষোত্তমই প্রাণিগণের জীবন ও তপস্বিগণের তপস্যা-শক্তিও তিনি, কাজেই অহঙ্কারের প্রশ্নই ওঠে না এখানে। পুণ্যগন্ধ ইত্যাদি বলতে কিন্তু আরেকটী কথা এখানে মনে রাখতে হবে—যা কিছু সুন্দর, মঙ্গলময়—যা কিছু পবিত্র-জ্যোতির্ম্ময় তাতেই ভগবৎ বস্তুর প্রকাশ—পূতি দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষে ভগবানের প্রকাশ ধরা

চলবে না গীতায় পরে ভগবান বলেছেন 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং' ইত্যাদি কাজেই অসৎ বস্তু, মলিন, অপবিত্র কোন কিছুতেই ভগবানের প্রকাশ ধরলে হবে না : এ সম্বন্ধে দার্শনিক হেগেল বলেছেন —Panontheos অর্থাৎ তত্ত্বতঃ ভগবান সর্ব্বত্র—God is every where or all is in God. তাই বলে you can not imagine Him in the spitune থুথু ফেলতে গিয়ে সেখানেও ভগবান আছেন, একথা ভক্ত চিন্তা করতে পারে না। বড় জোর এমন ভাবে ওসব কাজ করব যাতে অন্যলোকের ওসব কাজে ক্ষতি না হয়—কিন্তু তাই বলে অপরিষ্কার হয়ে, জড় হয়ে এক জায়গায় বসে থাকা তো চলে না। দেহ দেব মন্দির কিন্তু হৃদয়েই ভগবানকে চিন্তা করে। তাই বলে কেউ Armpit এর মধ্যে বা নিম্নাঙ্গে কোথাও চিন্তা করে না। কাজেই ভগবান মঙ্গলময়, শিব-সুন্দর সর্বত্র অনুস্যূত হলেও ভক্ত তাঁকে সত্য-শিব-সুন্দরের মধ্যে চিন্তা করবে ( বেদচ্ছন্দা )।

গীতায় অন্যত্র—

জীবনং সর্ব্বভূতেষু—২৮।২, ২২।১০ তপঃ—তপ+অস্—যার দ্বারা তাপ সহ্য করা হয়—২৮।৪, ৪৬।৬, ৯।৭, ২৮।৮, ৫।১০, ১।১৬, ৫।১৭, ৭।১৭, ২৪।১৭, ২৫।১৭, ৪২।১৮ ৬৭।১৮

**বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।**
**বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০**

হে পার্থ, মাং ( আমাকে ) সর্ব্বভূতানাং ( সর্ব্বজীবের ) সনাতনং বীজং ( নিত্য আদি কারণ ) বিদ্ধি ( জানবে ) অহং ( আমি ) বুদ্ধিঃ

বুদ্ধিমতাং ( বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ) তেজস্বিনাং চ ( তেজস্বিগণের ) তেজঃ অস্মি (হই) ।

হে পার্থ, আমাকে বিশ্বচরাচরের বীজ বা আদি কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজস্বীতাও আমি।১০

ভগবান সনাতন, চিরন্তন, সকল ভূতের, বীজ অর্থাৎ প্ররোহ কারণ বা আদিকারণ। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বিগণের তেজ বলে ভগবানকে জানবে ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান )।

. আমি সবকিছুব আদি কারণ। তত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও আমি আর বলিষ্ঠগণের মধ্যে বল বা শক্তি ও আমি ( আনন্দগিরি )।

সমস্ত বিশ্বচরাচরের স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্বভূত ইত্যাদি সবকিছুই আমি ( ভগবান ) স্বজাতীয় যাবতীয় কার্য্যোৎপাদন সামর্থ্যযুক্ত বীজস্বরূপ। উত্তরোত্তরকালের নিত্য সমস্ত কার্য্যের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভবনা রূপে আমিই বর্ত্তমান থাকি। অর্থাৎ সবারই মধ্যে বিরাজিত আদি বীজ কিন্তু আমার উদ্ভব বীজান্তর সাপেক্ষ নয় ( শ্রীধর )।

এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বভূতের আমি একমাত্র বীজ বা আদিকারণ; আমি প্রত্যেকটী জীবের ভিন্ন ভিন্ন বীজ নই—তাহলে আমার নিত্য সত্তা তাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। আমিই সব কিছুর আদি বীজ এবং আমিই সবকিছু পালন করি, আমি নিত্য সনাতন—অনন্ত ( বলদেব )।

আমি সর্ব্বভূতের অবিকৃত বীজ স্বরূপ বা আদি কারণ।

( বিশ্বনাথ )।

আমি সনাতন অর্থাৎ নিত্য বীজান্তরানপেক্ষ ( যে বীজ অনাদি এবং অন্য বীজের অপেক্ষা করেনা ) সমস্ত বিশ্ব আমাতেই প্রোত রয়েছে। তেজস্বিগণের মধ্যে আমি তেজ অর্থাৎ অপরকে অভিভূত· করার যে সামর্থ্য এবং যে শক্তি অপরের দ্বারা অভিভূত হয় না। তেজস্বিগণের মধ্যে আমিই সেই তেজস্বরূপ ( মধুসূদন )।

যাবতীয় আত্মিক শক্তির বীজস্বরূপ হচ্ছেন ভগবান নিজে ( শ্রীঅরবিন্দ )।

সাধারণ সমস্ত বীজই অঙ্কুরোৎপাদনের পর স্বয়ং বিনষ্ট হয় কিন্তু সারা বিশ্বের বীজস্বরূপ ভগবান সেরূপ নহে। ভগবান হতে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু বীজস্বরূপ ভগবান ঠিক স্বরূপ অবস্থাতেই থাকেন ( কৃষ্ণানন্দ )।

ব্রহ্মকে সনাতন বা অক্ষর বীজ বলার কারণ এই যে জীবভাবের দেহ মন ইত্যাদি অপরা প্রকৃতি ধ্বংস হলেও ঐ চিদাত্মা বা অক্ষর পুরুষরূপ ব্রহ্ম বীজের নাশ হয় না ( যোগানন্দ )।

**বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি**

'বীজ যেমন আদি কারণ অঙ্কুরিত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, বিরাট বৃক্ষের রূপ ধারণ করে নিজে লুকিয়ে থাকে, ভগবানও তেমনি বিশ্বের আদি কারণ অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম হয়ে লুকিয়ে থাকেন।

সৃষ্টির বীজের কথা বলেছেন গ্রীক দার্শনিকেরাও—বলেন সমস্ত বীজ কিন্তু Trancendental World এ আছে সূক্ষ্মাকারে আর তার থেকেই সৃষ্টি।

ভগবানই যে সমস্ত বীজের আদি বীজ বা আদি কারণ একথা পাশ্চাত্ত্য দেশেও চিন্তাশীলগণ স্বীকার করছেন। Dr. L. G. Zimmer man. Ph. D. বলেন যে সমস্ত বীজের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে শক্তি অনুকূল আবহাওয়া ও পরিস্থিতিতে অঙ্কুরিত হতে পারে এবং বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি, কে বীজের মধ্যে ওই প্রজনন শক্তি ও বর্দ্ধিত হওয়ার শক্তি দান করল। আর প্রথম বীজ বা প্রথম বৃক্ষ বা চারা গাছই বা কোথা থেকে আবির্ভূত হল, এ কথাও বিজ্ঞান বলতে পারে না। দৈবাৎ বা Chance যদি বলি তাহলে সেকথা ন্যায় সঙ্গত বা Logical হবে না। কাজেই সর্ব্ব বীজের আদি বীজ বা আদি কারণ, একটী বিবাট বুদ্ধি সত্তা না মেনে কোন উপায় নেই এবং সেই সত্তাই যে ভগবান একথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

'বুদ্ধিমতামস্মি' ইত্যাদি কথায় দুটি জিনিষ লক্ষ করার বিষয়-এক হচ্ছে—বুদ্ধির অহং ; বা শক্তির অহং প্রকাশ করা কারো উচিৎ নয়, সবই তিনি—দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী এদেরকে অনেকেই হিংসা করে, নিন্দা করে, কিন্তু এটা ঠিক নয়, কেননা মনে রাখতে হবে বুদ্ধি ভগবানের দেওয়া একটি বিশেষ গুণ —হিংসা করলে ভগবানকেই করা হবে। বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি বলতে একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান মানুষ দুষ্ট প্রকৃতির হয় অসৎ দিকেই বুদ্ধির প্রয়োগ করে কিন্তু এখানে তাহলে কেন ভগবান নিজেকে বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি বলে বর্ণনা করলেন? এখানে বুঝতে হবে একটি কথা—'বুদ্ধি' এখানে 'বিবেক বুদ্ধি' অথবা

'শুভবুদ্ধি' 'কল্যাণকামী বুদ্ধি' বা 'ভাগবতী বুদ্ধি।' ( বেদচ্ছন্দা )।

বোধিস্বরূপ ভগবানই যে সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধিরূপে বিদ্যমান আর সমস্ত জীব মধ্যে বিশেষ করে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিরূপে বিদ্যমান গীতার ভগবানের এই বাণীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যও যথেষ্ঠ। মস্ত বড় বড় চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকগণ এবং দার্শনিকগণও ভগবানের অস্তিত্বেই বুদ্ধির বিকাশ এবং বিশ্বসৃষ্টি মধ্যে সেই ভাগবতী বুদ্ধিই কাজ করে যাচ্ছে—একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকাব করছেন 'The Evidencc of God ın an Expanding Universe' বইটীতে J. C. Monsma. ভগবানের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন তিনি বলেন 'ভগবৎ অস্তিত্ব বিনা কোনো অনুভূতি, চিন্তা বা বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্ভই নয়।' আবার এগুলি ভিন্ন কোন জাতি বাঁচতে পারে না। জাতির অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যায়। তিনি আরও এই কারণে ভগবানকে বিশ্বাস করেন, যেহেতু তিনি আমাদের নৈতিক বিচার শক্তি দিয়েছেন এবং সর্ব্বোপরি তিনি আমাদের বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন।

মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক Sir Jems Jins. তাঁর The Mysterious Universe বইটীতে স্বীকার করছেন—'বর্ত্তমানে বিশ্ব-প্রকৃতির যে ছবি বিজ্ঞান উপস্থিত করেছে, আর পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে বলে মনে হয়, তাদের সবই গাণিতিক ছবি।' তার মতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে খাঁটী গণিতের ধারা মেনে, আর মহান্ বিশ্বশিল্পীর ( ভগবান বা God ) আবির্ভাব হচ্ছে এক খাঁটী গণিত বেত্তারূপে ( Pure Mathematician )। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি গণিত বা গণিত বেত্তার মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ ভিন্ন তা সম্ভব হয়না। ভগবান

বুদ্ধিস্বরূপ সে কথা তো স্বীকৃত এখানেও হল। গীতাতে শুধুমাত্র ধর্ম্মীয় চিন্তা, দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্বকথা বর্ণিত হয়েছে তাই নয় গীতা একটী চমৎকার কাব্য—কাব্যিক অলঙ্কারও এখানে বর্ণিত হয়েছে ( বেদচ্ছন্দা )।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও দ্বিবিধ তেজের কথা আছে—একটী অন্নাদি জাত শারীরিক তেজ, আর একটী আত্মিক তেজ। আত্মিক তেজ ব্রহ্মের তেজ বলে বর্ণিত হয়েছে, যথা ঃ—

"স যস্তেজো ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ" ( ছান্দোগ্য ৭।১১।২ )

"অয়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব"

ইনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্ম ও তেজ।

( বৃহদারন্যক উপনিষদ ৪।৪।৭ )।

যেখানেই বিশেষ গুণ বা শক্তির প্রকাশ সেইখানেই ভগবান এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

'বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরও যেমন পিপড়ের ভেতরও তেমনি, কিন্তু শক্তি বিশেষ আছে।…দেখনা এমন লোক আছে যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে, আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়।'

গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক বা গান বাজনার জন্যই হোক বা আর কিছুর জন্য হোক 'নিশ্চিৎ জেনো যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।'

( কথামৃত ১।১২।৩ )।

গীতায় অন্যত্র ঃ-- ·

সনাতন—২৪।২। বীজ—১০।৭, ১৮।৯, ৩৯।১০, ৪।১৪,। তেজ—১২।১৫, ৩৬।১০, ৪১।১০,। তেজস্তেজস্বিনামহং ১০।৭, ৩৬।১০

**বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।**
**ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১**

হে ভরতর্ষভ অহং ( আমি ) বলবতাং ( বলিষ্ঠদিগের ) কামরাগ-বিবর্জ্জিতং বলং ( কামরাগ শূন্য বল ), ভূতেষু ( প্রাণীদিগের মধ্যে ) ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকহীণ কামঃ ( অভিলাষ ) অস্মি ( হই )।

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলিষ্ঠদের কামরাগবিহীণ বল অর্থাৎ স্বাত্ত্বিক বল এবং জীবগণের মধ্যে কামরূপে বিরাজিত আছি কিন্তু সেই কাম ধর্ম্মের অবিরোধী, ধর্ম্মলাভে প্রতিবন্ধকহীণ কাম, অর্থাৎ ধর্ম্মানুকূল শাস্ত্র সম্মত সংযত যে কাম, কেবল মাত্র সৃষ্টি রক্ষার্থে সংসার যাত্রার জন্যে যে 'কাম' সেটীই তিনি।১১

অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের যে দুরন্ত তৃষ্ণা তাই **'কাম'** এবং প্রাপ্ত বস্তু আরও অধিক লাভের যে দুর্জ্জয় অভিলাষ বা আসক্তি তাই **'রাগ'**। ভগবান এই কাম ও রাগ বর্জ্জিত **'বল'** বা শক্তিরূপে বলবানদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ দেহধারণোপযোগী বলই আমার স্বরূপ। এবং অশাস্ত্রীয় নয় যে কাম—যে কামের দ্বারা দেহধারণে সম্ভব হয় আমি সেই 'কাম' ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )।

**দৃশ্যমান বিষয় মাত্রেই তৃষ্ণা 'কাম' আর স্মর্য্যমান—বিষয় মাত্রেই**

তৃষ্ণা 'রাগ'—এই দুটী বর্জ্জিত যে শুদ্ধ কর্ম্মশক্তি সেইটী ভগবানের শক্তি ( হনুমান )।

অলব্ধ বস্তু প্রাপ্তি নিমিত্ত তৃষ্ণার নাম 'কাম' আর প্রাপ্ত বিষয় সকলের বিনাশ সম্ভবনা জেনেও সে সবের চিরস্থায়িত্ব চেষ্টাযুক্ত যে ভালবাসা তার নাম 'রাগ'। মানুষের যে শক্তি কামরাগাদিশূন্য পবিত্র ও স্বধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত হয় ও আত্মাকে রক্ষা করে সেটী ভগবানেরই সত্তা। আবার যে 'কাম' শাস্ত্র বিরোধী নয় শুধুমাত্র শাস্ত্রানুমোদিত ভাবে দ্বারাপুত্রাদি রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে তাও ভগবানেরই সত্তা ( শ্রীধরস্বামী, বলদেব ও কৃষ্ণানন্দ )।

লাভের সম্ভবনা নাই এমন না পাওয়া বস্তুর জন্য যে তৃষ্ণা সেটি 'কাম' ও ক্ষয়শীল জেনেও সেটী সংরক্ষণের জন্য যে মনোহর চিত্তবৃত্তি বিশেষ সেটি 'রাগ'। এই দুটী বৃত্তিশূন্য যে সাত্বিক 'বল' সেটী ভগবানের শক্তি। অথবা কামনা ও ক্রোধশূন্য বল বা শক্তিই ভগবানের বল। আবার ভগবান নিজেকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত 'কাম' বলে বর্ণনা করেছেন। যে 'কাম' শাস্ত্রীয় ভাবে দ্বারা পুত্রাদিতে জন্মায় সেটীও তাঁরই একটী শক্তি ( মধুসূদন )।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামনা বলতে শুধু কেবল শাস্ত্র বিহিত সাত্বিক কামনা বুঝায় না। উর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হতে স্বতঃ যে কামনা উৎসারিত হয়, মানুষের মধ্যে যা ভগবানের আত্মভোগেচ্ছা, তাই ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ কাম ( শ্রীঅরবিন্দ )।

প্রাণিগণের মধ্যে ধর্ম্মের অবিরোধী কাম আমি ( গান্ধীজী )।

আত্মা বা ঈশ্বরের লাভার্থ সত্য কামনার নাম ধর্ম্মাবিরূদ্ধ কাম।

বিশ্বহিতকর উদার বাসনা ও বল ঈশ্বরের ভাব। ঐ কামই সত্যকাম
( যোগানন্দ )।

বলং বলবতামস্মি—এখানে যে বলের কথা বলেছেন সেটী কিন্তু Pure Energyর কথা। Pure Energy যেমন Electricity তাকে ভাল কাজে লাগাও উপকার কববে, অবার মন্দ কাজে লাগাও অপকার কববে, অসাবধান বশতঃ ব্যবহারে Shock লাগবে বা মৃত্যু ও হতে পারে কিন্তু তাতে Electricity দায়ী নয়—

তার কোন ক্ষতি নেই, বৃদ্ধি নেই, পাপ পূন্য কিছু নেই—

কল্যাণ অকল্যাণ পাপ পূন্য আমাদের দিক থেকে। সেই Energy ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে। তিনি সমস্ত Energyর সূক্ষ্ম উৎস ও নির্লিপ্ত। আবার তিনি সৃষ্টি পরিচালনার জন্য প্রতি জীব দেহে কামরূপে বিদ্যমান কিন্তু এই কাম ধর্ম্ম বিরোধী, ভগবৎ বিরোধী কাম নয়—শুধু মাত্র সৃষ্টি রক্ষার্থে যে কামের প্রয়োজন হয় সেইটী। সব কিছুরই শুদ্ধ রূপ 'তিনি' এই তত্ত্ব বলেছেন এখানে। শুধু মাত্র জীবের মধ্যে যে সংযত কাম সেটী তিনি। কিন্তু এর বিকৃত যে রূপ জীবের মধ্যে প্রকাশিত হয় বা বর্ত্তমান থাকে সেটী তাদের কর্ম্মফল চক্রে এসে যায়—

প্রয়োজনাতিরিক্ত হলেও লোভ বশতঃ সেটীর আন্তরিক চাহিদাই 'রাগ'।

( বেদচ্ছন্দা )।

• 'এই শ্লোকে কমিউনিজমের বীজ রোপিত রয়েছে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ

কামনা করা চলবে না। এখন ধর্ম্ম অর্থে এখানে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়—আমার কামনার বা সুখের জন্য অপরের সুখ বাধিত হবে না Communion থাকবে। কমিউনিজম মানে কি ? Commune with whole society। রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিৎ লিখেছেন, "আমাদের যে Communism এত দিনে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই Communism আজ কয়েক হাজার বছর আগেই ভারতে জন্মলাভ করেছে। বেঁচে থাকতে গেলে, শরীর থাকতে গেলে কামনা থাকবেই, কিন্তু সে কামনা অন্যের সুখে বাধা সৃষ্টি করবে না। আর ধর্ম্মবিরুদ্ধ হবে না মানে অসংযত হবে না। সব সময় সংযত জীবন যাপন করতে হবে, এই যে সমস্ত কথা এগুলি হচ্ছে Communism এর কথা। বলীর বল ও ভগবানের। তবে অবশ্য দুষ্টের দমনে সাময়িক ভাবে বল প্রয়োগ প্রয়োজন হয় সেও ক্ষতিকারক নয়— মঙ্গল হয় সে ক্ষেত্রে—' (বেদচ্ছন্দা)।

ভগবানের কাম শুদ্ধ সত্ত্ব প্রসূত--যথা শ্রুতি মুখেঃ— "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েতি।" তৈঃ, উপ ২।৬ এই কাম ধর্ম বিরূদ্ধ ও নয় শুদ্ধ সত্ত্বগুণ জাত। এই কাম হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি—'একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩)।

**যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।**
**মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২**

যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বগুণ প্রধান) রাজসাঃ (রজোগুণজাত) তামসাঃ (তমোগুণ প্রধান) ভাবাঃ (ভাব) [আছে]

তান্ ( সেই সমস্তকে ) মত্তঃ এব ( আমা অর্থাৎ পুরুষোত্তম থেকে উদ্ভূত ) ইতি বিদ্ধি ( এটী জানবে ) তেষু ( সেই সব ) অহং ন তু ( আমি নই ) তে ময়ি ( তারা আমার মধ্যে রয়েছে )।

শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাজসিক ভাব, শোক, মোহাদি তামসিক ভাব, এই সব ত্রিগুণের ভাবই ভগবান বা আমা থেকে উদ্ভূত। আমি কিন্তু সে সকলে অবস্থিত নই অর্থাৎ মানুষের ন্যায় সে সবের অধীন নই। কিন্তু সেই সকল, আমাতে অবস্থান করছে। এবং সেগুলি আমার অধীন।১২

রজোগুণ জাত, তমোগুণ জাত এবং সত্ত্বগুণ জাত ভাব সকল যা প্রতিটী প্রাণীর কর্ম্মফল বশতঃ উৎপন্ন হয়, সে সকলেরই উৎসস্থল আমি কিন্তু তবু আমি তাদের অধীন নই, ওই ত্রিগুণের বশীভূতও নই ( শঙ্করাচার্য্য )।

পদার্থ সমূহ ভগবৎ বস্তু থেকে সৃষ্টি হলেও শ্রীভগবান সে সবের অধীন নন। শ্রীভগবান পরমার্থতঃ সত্য কিন্তু পদার্থরাজি কল্পিত মাত্র। সেই জন্য সৃষ্টবস্তু সকলের গুণদোষ ভগবানকে লিপ্ত করতে পারে না। ঈশ্বর কারণ কিন্তু ত্রিবিধ গুণ তাঁর কার্য্য হলেও তাঁকে বশীভূত করতে পারে না ( আনন্দগিরি )।

ভগবান, গীতা সপ্তম অধ্যায় সুরুতেই প্রকৃতি বা অবিদ্যায় অচেতন ও চেতন বা পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতিদ্বয় হতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় সংগঠিত হয়, আর সে দুটী প্রকৃতিই ভগবান থেকে সৃষ্ট বা ভগবানের প্রকৃতি, একথা উল্লেখ করেছেন। এই কয় শ্লোকে বহির্জগতের স্থাবর বস্তুরাজি ছাড়া, জীবের বিশেষ করে মানুষের

আন্তরিক শক্তি ও ধর্ম্ম তিনি নিজে সে কথা—বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, তপস্বীর তপস্যা, ধর্ম্ম-সঙ্গত কাম, ইত্যাদি ইত্যাদি কথায় প্রকাশ করলেন। এক্ষণে সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণের কথা বললেন—সে গুলিও প্রকৃতিজাত এবং প্রকৃতি যেহেতু ভগবানের, সেহেতু ভগবানই সব-কিছুর আদিকারণ। কিন্তু এসব ভগবানের কল্পিত। রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদি যেমন রজ্জুর দ্বারা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়না তদ্রূপ ভগবানে কল্পিত বস্তু ও গুণ সকল দ্বারা ভগবানের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হলেও ভগবান—তদাধীন নয়।

( মধুসূদন ও শ্রীধর স্বামী )।

সত্ত্ব, রজ ও তম তিনগুণ হতে যে বিভিন্ন ভাব সমূহের উদয় হয় ও প্রাণিগণের ভোগ্য, দেহ ইন্দ্রিয় তত্ত্বাবতের হেতুরূপে অবস্থান করে সে সমস্তই ভগবানের হলেও ভগবান তদাধীন নন।

( রামানুজ ও বলদেব )।

আমার অধীন বস্তুমাত্রই আমার বিভূতি। শমদমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষদর্পাদি রাজসিক, শোকমোহাদি তামসিক গুণজাত সবই আমার কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট হলেও জীব যেমন যখন যে জন্মগ্রহণ করে সেই প্রভাব প্রাপ্ত হয় আমি কিন্তু সেরূপ হইনা ( বিশ্বনাথ )।

সৃষ্ট বস্তু সকল, গুণ সকল, প্রাণী সকল সবই ঈশ্বরের নিয়ন্তাধীনে বা ঈশ্বরের প্রভাবে সৃষ্ট হলেও রজ্জুতে সর্প ভ্রমে যেমন সর্প হয়ে যায় না, তেমনি ঈশ্বরও কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না।

( কৃষ্ণানন্দ ও সন্তদাসজী )।

ত্রিগুণ ভগবানের সৃষ্ট হলেও ত্রিগুণের মধ্যে ভগবান নেই—

এসবের অস্তিত্ব প্রাতিভাসিক মাত্র। অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার ফলে সবই উল্টা ও বিকৃত দেখায় ( শ্রীঅরবিন্দ )।

উপরি উক্ত ভাব রাশির ওপর পরমাত্মা নির্ভর করেন না কিন্তু এইভাব তাঁর ওপর নির্ভর করে, ওইভাব তাঁর আশ্রিত ও বশীভূত কিন্তু তিনি নিজে গুণমুক্ত ( গান্ধীজী )।

একথা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগে আরও ভালো করে বুঝিয়েছেন ঐ সকল ভাব রূপ, শক্তি সৃষ্টি করে, ঈশ্বর জীবের ভিতর দিয়ে তাঁরই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়ে নেন ( যোগানন্দ )।

এখানে প্রথমে ত্রিগুণের কথা বর্ণনা করলেন—সাংখ্য দর্শনেও আমরা ত্রিগুণের খেলায় জগৎ একথা পাই--কিন্তু গীতায় এই তিন গুণ—সবই সেই পুরুষোত্তম থেকে উদ্ভূত এবং এই তিনগুণ থেকেই সৃষ্টি। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বর্ণিত আছে Instinct ই মানুষকে বা সর্ব্বজীবকে কর্ম্ম প্রেরণা দেয়। সেই সমস্ত Instinct ই এই তিনগুণের মধ্যে পড়ে যায়। কাজেই এখানে সাংখ্য ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে গীতার মিল পাচ্ছি।

এখন সেই সব গুণ ভগবানের আছে, অথচ ভগবান তার মধ্যে নেই এটী বুঝবার বিষয়—নৌকা যেমন জলে থাকে কিন্তু নৌকাতে জল থাকেনা বা জল ঢুকলে ডুবে যায় বলে জল থাকা চলে না। তেমনি এই সৃষ্টি পুরুষোত্তম থেকে উদ্ভূত এবং তাঁতেই বিদ্ধৃত কিন্তু তাঁতে সৃষ্টি নেই। তিনি সৃষ্টির অতিরিক্ত। তিনি এই সৃষ্টিতে অনুস্যূত হয়ে থাকলেও জগদাতিরিক্ত না হলে সীমায়িত হয়ে যান কিন্তু তিনি তো শান্ত হয়েও অনন্ত।

সত্ত্ব, রজ, তম সমস্ত ভগবান থেকে, ভগবান তাতে লিপ্ত নন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এটা কি করে সম্ভব? তার উত্তরে বলা যায় যে খণ্ড বস্তুতে, সসীম বস্তুতে, ঠিক একই সময়ে হ্যাঁ এবং না দুটী বিপরীত গুণ সম্ভব না হলেও অনন্ত অসীম সত্তায় সবই সম্ভবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বও এখানে ছুঁইয়ে গেলেন গীতার ভগবান ( বেদচ্ছন্দা )।

ভগবান কল্যাণ গুণের আকর, তাতে সত্ত্বগুণ থাকলেও রজ, তমের থাকা কি সম্ভব? এ সমন্ধে বলা যায়—সৃষ্টির আদিতে তিনগুণ সমভাবে বিদ্যমান থাকে কিন্তু ভগবান তাতে লিপ্ত বা বন্ধনগ্রস্থ হন না। যেমন সাপের মুখে বিষ থাকে এবং সেই বিষে অন্যের ক্ষতি হলেও সাপের নিজের কোন ক্ষতি হয় না— তাছাড়া এই তিন গুণের বৈষম্য নিয়ে যে জগৎ ; সেই জগতে মানুষের কর্ম্মফল অনুসারে সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণ কমা বাড়া হয় ও মানুষ সেই কর্ম্ম বন্ধনে বা গুণ প্রভাবে বন্ধন যুক্ত হয় কিন্তু ভগবান নিজে নির্লিপ্ত থাকেন।

( বেদচ্ছন্দা )।

ভগবানেরই বা ঈশ্বরেরই তিনগুণ এবং তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান, আবার তিনিই ত্রিগুণাতীত এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে পাই ঃ—'চিদাত্মা আর চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি আদ্যাশক্তি···এর ভিতরে তিনগুণ।

ঐ চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয় ; আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তি ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর

তার তির্য্যকগতি। ব্রহ্ম বলি কখন? যখন নিক্রিয় বা কার্য্যে নির্লিপ্ত। ···সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত' (কথামৃত ২।১৯।৩)।

'এই জগতে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে, সৎ অসৎও আছে। ভাল ও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

যেমন—প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবৎ পড়ছে, আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

সূর্য্য শিষ্টের ওপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের ওপর ও দিচ্ছে যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল ভাব তবে কি? তার উত্তর এই যে ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত' (কথামৃত ৩।১।৩)।

অনুরূপ কথা ভাগবতেও পাই :-

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্য্যর্যথা বুদ্ধি স্তদাশ্রয়া।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই এই যে, সবই ভগবৎ সৃষ্ট প্রকৃতির গুণবুদ্ধি ইত্যাদি সব কিন্তু ঈশ্বর এইসব গুণে মুগ্ধ বা লিপ্ত হন না।

**ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।**
**মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩**

এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবের প্রভাব) মোহিতং (মুগ্ধ) ইদং সর্ব্বং জগৎ (এই সমস্ত বিশ্বজগৎ)

এভ্যঃ পরং ( এই সমস্ত ভাব হতে শ্রেষ্ঠ অথবা অতীত ) অব্যয়ং মাং ( নির্ব্বিকার আমাকে ) ন অভিজানাতি ( জানতে পারে না )।

এই তিন প্রকার গুণময় ভাবের প্রভাবে সমস্ত জগৎ বা জীবসকল। মুগ্ধ রয়েছে—এ সবের অতীত অক্ষয় আনন্দঘন সত্ত্বা আমাকে তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ জানতে পারে না।১৩

আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা অথচ নির্গুণ, আমি সংসার কারণ অথচ শুদ্ধাত্মা—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব এবং সংসার বন্ধন মুক্ত হতে গেলে আমার স্মরণ নিতে হয়—তবু জীব আমার স্বরূপ বুঝতে পারে না। সমুদয় জগৎ ত্রিগুণের ভাবে মোহিত থাকে। ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে, বিবেক শূন্য থাকে, সেজন্য আমার অব্যয় বা জন্ম ইত্যাদি ছয় প্রকার বিকার রহিত সত্তার কথা জানতে পারে না ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )।

গুণত্রয়ের বিকারভূত ক্ষণবিধ্বংসী পদার্থ সমূহ এমন মোহজাল সৃষ্টি করে এবং জীব পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে এবং দেহেন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু-লাভে এমন মোহিত হয় যে অসংখ্য কল্যাণ গুণের আকর, সর্ব্বপ্রকার পরম বা শ্রেষ্ঠ ভগবৎ বস্তুকে জানতে পারে না ( রামানুজ )।

আমারই সৃষ্ট ত্রিগুণের মায়ায় মোহিত হয়ে জীব আমার পরমতম কল্যাণতম সত্তা ও অব্যয় সত্তার কথা জানতেও পারে না—আর আমিই সৃষ্টির মূল, সে কথাও জানতে পারে না। এসব আসলে ত্রিগুণজাত অজ্ঞান থেকেই সৃষ্ট ( হনুমান )।

যেমন রজ্জুকে সর্পভ্রমে মানুষ আকুল হয়ে ভয়ে চীৎকার করে ও প্রকৃত পদার্থ নির্ণয়ে অক্ষম হয়, অর্থাৎ সেটী যে সর্প নয় রজ্জু, এ

বোধের শক্তি হারিয়ে ফেলে তেমনি গুণবিকার মোহে মুগ্ধ হয়ে মানুষ সেই গুণবিকার রহিত পরব্রহ্মকে চিনতে পারে না।

( নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ )।

পূর্ব্বকথিত ত্রিগুণজাত কাম, লোভাদি গুণবিকার বা স্বভাব মানুষকে এমন অভিভূত করে যে, অব্যয়, নির্ব্বিকার ভগবানকে জানতে পারে না ( শ্রীধর স্বামী )।

এই পরিদৃশ্যমান অধিকরণাত্মক জগৎ বিমোহিত থাকায় ভগবানকে জানতে পারে না ( বল্লভ )।

দেবাসুর মনুষ্যাদিরূপে অবস্থিত জীববৃন্দ অবিবেকতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে ভগবানকে বুঝতে পারেনা—অর্থাৎ ভবনধর্ম্মী ক্ষণপরিনামী যে ভাব কর্ম্মানুসারে গুণ, শরীর ও ইন্দ্রিয় রূপে অবস্থিত জীবসমূহ মোহগ্রস্থ হয়েছে তাই বুঝতে পারে না ( বলদেব )।

ত্রিগুণমোহিত জগতের জীবগণ সৎ, অসৎ পার্থক্য নির্ণয়ে অসামর্থ্যতা বশতঃ এই গুণময় জীব ও জগতের চেয়ে যা 'পরম' সেই অব্যয়কে অর্থাৎ যা সর্ব্ব বিক্রিয়া রহিত, আনন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকে জানতে পারেনা এবং সেই কারণে বারংবার এই জগতে যাতায়াত করে কর্ম্মফল ভোগ করে ( মধুসূদন )।

যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকিয়ে জীব তাতেই মুগ্ধ হয়ে সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পায়না, তেমনি ত্রিগুণ মুগ্ধ জীব সেই সর্ব্বগুণের আশ্রয়দাতা অথচ গুণাতীত ভগবানকে আত্মার আত্মীয়রূপে অবস্থান করা সত্ত্বেও জানতে পারেনা।

( কৃষ্ণানন্দ স্বামী )।

ত্রিগুণমুগ্ধ জগৎ অক্ষয় নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত ভগবানকে জানতে পারে না ( সন্তদাসজী, গান্ধীজী )।

নীচের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি জীবকে এমন মুগ্ধ করে যে জীব প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম হয়ে অনন্ত অবিনাশী ভগবানকে জানতে পারে না। মানুষ যদি জানতে পারে ভগবানই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য, তা হলে আমাদের জীবন ও কর্ম্ম দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )।

ত্রিগুণের বহু ব্যাখ্যা আমরা পরে গীতা মুখেই বহু অধ্যায়ে পাব, এখানে বললেন তিনগুণ সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ বা মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। 'মোহিতং' শব্দটী এখানে তাৎপর্যযুক্ত—'মোহ' অর্থ হচ্ছে মিথ্যা অভিনিবেশ। মোঃ—( মূহ+অল ভাবে )—মূর্চ্ছা, ইতি অমরঃ। অবিদ্যা, ইতি মেদিনী। দুঃখম্ ইতি—শব্দে তিনটী পেলাম, তিনটী অর্থই প্রযুক্ত হতে পারে। মোহ অর্থে মূর্চ্ছা ধরলে অজ্ঞান অবস্থায় যথার্থ চিন্তা শক্তি হারিয়ে যায়, পরম অব্যয় পদ চিন্তা বা জানা কিছু সম্ভব হয় না। মোহ অর্থে অবিদ্যা ধরলে আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, অবিদ্যার দুটী শক্তি আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তি—ইত্যাদি, কাজেই মোহ বা অবিদ্যা ঈশ্বরের স্বরূপকে আবরণ করে রাখে ও চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সেজন্য ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে দেয় না আবার দুঃখম্ এই অর্থ ও প্রযুক্ত হতে পারে--দুঃখের জন্যই জগৎ হতে শ্রেষ্ঠ অক্ষয় আনন্দ স্বরূপ অব্যয় তত্ত্বকে জানতে দেয় না কাজেই দুঃখই থাকে।

**নাভিজানাতি**—অর্থাৎ জানা কিন্তু এখানে শুধু মাত্র ভগবৎ

কথা শ্রবণ বা পাঠ করে জানা বোঝায় নি--জানা অর্থে এখানে বোধে বোধ—বা উপলব্ধি।—ত্রিগুণের প্রভাবে মুগ্ধ হলে গুণাতীত অব্যয় পদকে জানা যায় না—ত্রিগুণাতীতকে জানতে গেলে ত্রিগুণাতীত হ'তে হবে। তবে তাঁর অব্যয় স্বরূপের আভাষ মাত্রও উপলব্ধি হবে এবং এটীর জন্য চাই চেষ্টা ও প্রার্থনা।

( বেদচ্ছন্দা )।

জীব ঈশ্বরের স্বরূপ কেন জানতে পাবে না সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই 'জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে···এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না। মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।'

'আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে, লক্ষণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ আমি এই গামছা খানা মুখের সামনে আড়াল করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পারছ না।

জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাঁদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়ছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে' ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।৪৬ )।

'ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়না' ( কথামৃত ৫।৫।২ )।

যথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ মুখে—

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

জীব অবিদ্যা প্রভাবে আপনাকে ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভিন্ন মনে করে, সর্ব্বপ্রাণীর জীবনকারণ ও লয়স্থান এই ব্রহ্মচক্রে ভ্রামিত হয়ে যাতায়াত করে। সেই জীব আপনাকে পরমাত্মা হতে অভিন্ন-রূপে সেবা করলে সেই সেবার ফলে অমর হয় (শ্বেতাশ্বতর—১।৬)।

গীতায় অন্যত্র—পরমবায়ম্ ১৬।৫, ৭।৭, ২৪।৭, ১৩।৭, ৩।৮, ১১।৯, ১২।১০, ১৮।১১, ৩৭।১১, ৩৮।১১, ৪৭।১১, ৩৫।১৩, ১৯।১৪, ৬২।১৮, ৬৪।১৮।

**দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।**
**মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪**

এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিক) মম মায়া হি দুরত্যয়া (আমার মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমনীয়া) যে (যারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনাকরে) তে (তারা) এতাং মায়া তরন্তি (এই মায়া অতিক্রম করে)।

এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া আমারই কিন্তু নিতান্ত দুরতিক্রমনীয়া। যারা কেবল মাত্র আমারই একান্ত শরণ নিয়ে ভজনা করে, শুধু তারাই মাত্র দুস্তরা মায়া অতিক্রম করে আমাকে লাভ করে।১৪

বিষ্ণুস্বরূপ আমি এবং আমার আত্মভূতা মায়া এই কারণে দৈবী বা বৈষ্ণবী মায়া গুণময়ী এবং দুরত্যয়া অর্থাৎ অনেক ক্লেশে যা অতিক্রম করা যায়। এই মায়া দুরতিক্রমনীয়া হলেও, যদি জীব সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে সর্ব্ব-মোহিনী মায়া হতে উদ্ধার পায় অর্থাৎ তারাই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )।

ভগবান এই সৃষ্টিতে বিলাসের জন্য যে ত্রিগুণময়ী মায়ার সৃষ্টি করেছেন, সেই মায়া ভগবৎ সৃষ্ট বলে দৈবী, এই মায়াকে জয় করা বা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। ঐন্দ্রজালিক যেমন মন্ত্র ও ঔষধাদির প্রভাবে ইন্দ্রজাল রচনা করেন বলে তাকে মায়া বলা হয়, তেমনি ভগবানও বিলাসের জন্য মায়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজে মায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন, তাই জীব ভগবানকে জানতে পারে না বা জানতে চায়ও না। কিন্তু মায়ার হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে, আনন্দস্বরূপ ভগবানকে পেতে গেলে পরম কারুণিক, সর্ব্বশরণ্য সেই ভগবানের শরণ নিতে হবে— তবে ভগবানের দুরতিক্রমণীয়া মায়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে ( রামানুজ )।

সর্ব্বেশ্বররূপ আমার, অতি বিচিত্র অনন্তসৃষ্টির কারণরূপা এই মায়াও অতি বিচিত্র এবং অলৌকিকী—অদ্ভুত। এই মায়া গুণময়ী এবং যেহেতু জীবকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করে বলে মায়াকে মহাপাশ রূপা বলা হয়েছে। জীব নিজে এই মায়ার অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এজন্য সর্ব্বেশ্বর, মায়ার নিয়ন্তা, প্রপন্ন বৎসল

শ্যামসুন্দর বা ভগবান বিষ্ণুর শরণ নিতে হয়। একমাত্র তিনিই জীবের মুক্তিদাতা (বলদেব ও বিশ্বনাথ)।

ভগবানের মায়া দৈবী মায়া বলা হয়েছে। তাছাড়া শ্রুতিতেও বলা হয়েছে 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' (শ্বেতাঃ উপ ৬।১১) অর্থাৎ সর্ব্বজীবে এক অদ্বিতীয় দেব, স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ গূঢ় (অবিদ্যাচ্ছন্ন) রয়েছেন। একেই আশ্রয় করে মায়া বা অবিদ্যার বিলাস চলে তাই দৈবী মায়া বলা হয়েছে এবং এই মায়া ত্রিগুণময়ী। রজ্জু যেমন দৃঢ় বন্ধন করার পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন খুবই সুদৃঢ় সেজন্য 'দুরত্যয়া' বলা হয়েছে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজগতের কারণ, মায়াবী পরমেশ্বরের অধীন হওয়ায় জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহিকা। এটী আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তির জন্যই দুরতিক্রমনীয়। এই মায়া থেকে রক্ষা পেতে গেলে ভগবান বাসুদেবের শরণ নিতে হবে, একান্তভাবে অনন্যচিন্ত হতে হবে (মধুসূদন)।

মায়াবচ্ছিন্ন অর্থাৎ মায়ার কোনই সংস্পর্শ নাই, তিনি মায়াতাত। কিন্তু মায়ার দ্বারাই সকল সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। মুক্ত পুরুষ-গণ এই মায়াকে অতিক্রম করার জন্য জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ সম্যক্রূপে অবগত হন। এ জন্য ঈশ্বর তত্ত্বানুসন্ধানই মায়া পরি-ত্রাণের একমাত্র উপায় (নীলকণ্ঠ)।

এই মায়া ভগবানের প্রকৃতি হতে সৃষ্ট এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই মায়াজাল বুনেছেন, পরা প্রকৃতি এর তন্তুতে তন্তুতে অনুস্যূত রয়েছে। এই মায়াই অহংজ্ঞান ও ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে।

অতএব শুদ্ধ স্বরূপে ফিরে যেতে গেলে, দুরতিক্রম্য মায়াকে জয় করতে গেলে, বাসুদেবে অনন্য স্মরণ নিতে হবে ( শ্রীঅরবিন্দ )।

ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া ঈশ্বর লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যায়না সেজন্য দুরতিক্রমনীয়া। মায়া উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ভগবানকে ভজনা করে যেতে হবে ( যোগানন্দ )।

আমার শরণ নিলে মায়াকে অতিক্রম করা যায় ( গান্ধীজী )।

**'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'**—ভগবানের সৃষ্টিতে ভগবানেরই ত্রিগুণীময়ী মায়ার খেলা চলছে, শঙ্কর বেদান্তে বলা হয়েছে মায়ার দুটী শক্তি আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তি, এরই ফলে মানুষের ভগবৎ জ্ঞান আবৃত থাকে। 'আবরণী' শক্তিতে মানুষের ভগবৎ অস্তিত্ব, কৃপা এবং ভগবানই একমাত্র পরম কাম্য বস্তু এই বোধ বা জ্ঞান তাদের আবৃত থাকে, আর 'বিক্ষেপণী' শক্তি প্রভাবে সৎবস্তু স্থলে অসৎ মিথ্যা বস্তুর সৃষ্টি করে একমাত্র বস্তু পরম কল্যাণময় ভগবানের স্থলে ক্ষণ ভঙ্গুর জগৎ কে প্রধান বলে মনে হয়। কাজেই ভগবানেরই এই মায়াশক্তি প্রভাব দুরত্যয়া সত্যিই ( বেদচ্ছন্দা )।

**'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'**—এই শ্লোকটী বিশেষ মূল্যবান। আসল কথা এখানে নিহিত, যে ভগবানের মায়া অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। সারা সৃষ্টিকে এই মায়া বিভ্রান্ত করে রেখেছে—এই মায়াকে অতিক্রম করে ভগবানকে পেতে গেলে একমাত্র ভগবানের শরণই সম্বল—দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন 'বিড়াল সব জিনিসকে কামড়ায়, ইদুরকে যখন ধরে কেমন কামড়ে ধরে, আর যখন নিজের বাচ্চাকে ধরে এখান থেকে ওখান

নিয়ে যায়, তখন কত আলতো করে ধরে, তেমনি মহামায়ার যদি শরণ নাও, মাতৃভাবে সাধনা কর, তবেই 'তরন্তি'—মুক্তি লাভ সহজ হবে। সব সময় মা মা বলে মহামায়া থেকে সরে আসবে।

শঙ্কর বেদান্তে মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই মায়াকে পুরুষকারের দ্বারা জয় করার কথাও বলা হয়েছে কিন্তু Fifty thousand Billion years যে পৃথিবীর সৃষ্টি তার অর্দ্ধেক কাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটাজোওয়া ইউনিসলুলা অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র প্রাণপঙ্কের সৃষ্টি ; তারপর জন্ম জন্মান্তরের পর্য্যায় ক্রমে মানুষ এবং মানুষ জন্ম ও হাজার হাজার জন্ম ধরে হচ্ছে, কাজেই অসংখ্য জন্মের ভোগ বাসনা যুক্ত আত্মা কি করে সংস্কার মুক্ত হবে? যদি বল পুরুষকার, তপস্যা—মানুষ কতদিন করতে পারে? বড় জোর বিশ—ত্রিশ বছর, তাতে বিশ—ত্রিশ বছরের তপস্যার ফলেও সমস্ত জন্মের বাসনা রাশি ক্ষয় পাওয়া সম্ভব নয়; এমন কি জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনার ফলেও তা সম্ভব নয়।

এই মায়া উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পন্থা 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' অর্থাৎ ভগবানের শরণ নেওয়া—'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—'হরের্ নামৈব কেবলম্'—নাম করে যাওয়া আকুল হয়ে, এছাড়া কোনো উপায় নেই।

'প্রপদ্যন্তে' কথাটীর ওপর জোর দিতে হবে—অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভাবে স্মরণ নিতে হবে। 'সফল হইবে হরি করুণা বলে', 'যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্' ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করতে হবে, ভজনা করতে হবে আকুল হয়ে। কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার নয়—তাই উপনিষদেও বলেছে "যমেবৈষ বৃনুতে" ( বেদচ্ছন্দা )।

অনুরূপ কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতেও পাই ঃ— 'ঈশ্বর লাভ না করলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় না ( কথামৃত ১।৬।২ )। ঈশ্বর যদি কৃপা করে দর্শন দেন বুঝা যায় ( ১।১২।৯ )। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের ওপর একবার ধর ( ১।৪।৭ )। তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তি রূপিনী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ ক'রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়।

ঈশ্বর কল্পতরু যে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরুর কাছে থেকে চাইতে হয়। ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।৯।৩ )।

বন্ধন আর মুক্তি দুই এর কর্ত্তাই তিনি, তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনিই ভববন্ধনের বন্ধন হারিণী তারিণী' ( কথামৃত ১।২।৫ )।

কাজেই এইসব বাণী থেকে দেখলাম গীতার মন্ত্রের সঙ্গে কথামৃত মুখের মিল রয়েছে। মায়ামুক্ত ত্রিগুণাতীত হতে গেলে চাই ঈশ্বর কৃপা। কাজেই ঈশ্বরের শরণ নিতে হবে।

মৃত্যুকে অতিক্রম করতে গেলে বা মায়াকে অতিক্রম করতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান প্রয়োজন, এসম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রে পাই "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ তাঁকে জেনে মুক্তি লাভ করেন ( শ্বেতাঃ—উপনিষদ ৬।১৫ ) 'আত্মেত্যেবোপাসীত" ( বৃহদাঃ-উপ—১।৪।৭ ) আত্মাকেই উপাসনা করবে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে অনুরূপ কথা পাই ঃ—

"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
... ... ...
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা—৩৫১ পৃঃ)।

'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

(চরিতামৃত—৩৮১ পৃঃ)।

তথাহি ভাগবতে

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

অনন্ত ভগবান যাঁদের প্রতি দয়া করেন, তাঁরা যদি অকপটভাবে তাঁর চরণ চিন্তা করে তাহলে দুরন্ত মায়ার হাত থেকে রক্ষা পায় ও দেহাদিতে অনাসক্ত হয় (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৭।৪২)।

গীতায় অন্যত্র—

দৈব—অলৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম কারণ সম্বন্ধীয়—এজন্য

বিশেষ কারণ যে প্রকৃতি, শক্তি, গুণ, মায়া, বুদ্ধি, চিত্ত, মন প্রভৃতিই দৈব,—১১।৩, ৮।৮, ১০।৮, ২০।৯, ১২।১০, ৪০।১০, ৫।১১, ৮।১১, মায়া—৬।৪, ১৪।৭, ১৫।৭, ২৫।৭, ৬১।১৮।

**ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।**
**মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫**

দুষ্কৃতিনঃ ( পাপকর্ম্মী ) মূঢ়াঃ ( বিবেকহীন ), নরাধমাঃ ( নিকৃষ্টেরা ) মায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ ( মায়ার প্রভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে ) আসুবং ভাবং আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে (আসুর স্বভাব হয়ে যাওয়ায় আমাকে আরাধনা করে না। )

পাপকর্ম্মকৃৎগণ, বিবেকহীন অধম মানুষেরা, জ্ঞানহীন হয়ে আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে আরাধনা করে না।১৫

যদি ভগবানের আশ্রয় নিলে সমস্ত মায়া থেকে উদ্ধার লাভ হয় তাহলে সমস্ত জীবই ভগবানের শরণ কেন নেয়না—এই প্রশ্নের মীমাংসার্থে যেন ভগবান এই মন্ত্রের অবতারণা করেছেন। দুষ্কৃতিকারী বা পাপকারী নির্ব্বোধ—নিকৃষ্ট মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করে না. মায়ার দ্বারা তাদের জ্ঞান নষ্ট হয় ও হিংসা মিথ্যাচার ইত্যাদি আসুরী বৃত্তি তারা অবলম্বন করে
( শঙ্করাচার্য্য )।

মায়াকে অতিক্রম করার জন্য সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবন্নিষ্ঠ হওয়া উচিৎ, কিন্তু পাপাচরণ হেতু বিবেকবোধ হারিয়ে হিংসা ও

মিথ্যাচারে লিপ্ত হওয়ায় ফলে ভগবৎ স্মরণরূপ সুকৃতি অর্জ্জন করতে পারে না ( আনন্দগিরি )।

যে হতভাগ্য দুষ্কৃতিকারিগণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করে না তাদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাদের অজ্ঞানের স্থূলতা অনুসারে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। চতুর্ব্বিধ শ্রেণী যথা—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান এবং আসুর ভাবাশ্রিত। আমার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা অসদভাবনাদি যুক্ত এবং কূটযুক্তিব ফলে যাদের জ্ঞান অন্তর্হিত হয় তারা মায়াপহৃতজ্ঞান। আমার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা আমার সম্বন্ধে হিংসাপরায়ণ, তাদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান দোষেই পরিণত হয়, তারা আসুর ভাব-আশ্রিত হয়ে যায় ( রামানুজ )।

সমস্ত মানুষের মধ্যেই সেই নিকৃষ্ট, যে ভগবানের ভজনা করে না —এবং নরাধম। এবং সে মূঢ় যেহেতু তার বিবেক অপহৃত হয়। এবং তাদের বিবেক শক্তি অপহৃত হওয়ায় এবং মায়ামুগ্ধ হওয়ার ফলে তাদের শাস্ত্রজ্ঞান কোন শুভ ফল উৎপাদন করেনা বরং দম্ভ, দর্প, ক্রোধ এসব আসার ফলে আসুর প্রভাবে পরিণত হয়।

( শ্রীধরস্বামী ও হনুমান )।

অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ভগবানের ভজনা করে না। এতাদৃশ পণ্ডিত কুপণ্ডিত রূপেই পরিচিত। ঠিক ঠিক পণ্ডিত চিরদিনই ভগবানকে ভজনা করে থাকে কিন্তু কেবল পণ্ডিতাভিমানী যারা, তারাই মূঢ়তাবশতঃ ভগবৎ ভজনায় অবহেলা করে। আর যারা বিষ্ণু বা ভগবানকে জীবের ন্যায় কর্ম্মাধীন বলে

মনে করে তারা নরাধম। আর অসংখ্য শ্রুতি দ্বারা ভগবানের সর্বজ্ঞত্ব, মুক্তিদায়িত্ব ইত্যাদি ভুলে যারা সাংখ্যাদি মত গ্রহণ করে, তারা মায়াপহৃতজ্ঞান এবং বৈকুণ্ঠে অবস্থানকারী নারায়ণকে ভজনা করলে ভক্তি হবে আর ভগবানের অবতার ভক্তির অযোগ্য এসব যারা মনে করে তারাই মায়াপহৃত জ্ঞানের উদাহরণ। চতুর্থ, আসুর ভাবাশ্রিত-গণ ভগবানের অবতারের প্রতি শত্রুভাব আচরণ করে জরাসন্ধাদি এর দৃষ্টান্তস্বরূপ ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )।

দুষ্কৃতির অর্থাৎ পাপের সঙ্গে যারা নিয়ত সংস্পৃষ্ট তারা দুষ্কৃত নরাধমা, তারা ইহলোকে ও পরলোকে বহুলোকে বহু অনর্থভোগী, যেহেতু তাদের বিবেকবোধ অপহৃত হওয়ার জন্য তারা মূঢ়। যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত তারা মায়াপহৃত আর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি স্বভাবের যারা—তারা আসুর স্বভাবের। এই কারণে এরা কেউ আমার উপাসনা করে না ( মধুসূদন )।

পাপী ভগবানকে পায়না, অহংই তার ভগবান তুল্য—অহং এর তৃপ্তিতেই সে ব্যস্ত। ত্রিগুণময়ী মায়া পরিচালিত যারা, তারা কামনার যন্ত্র, আত্মার যন্ত্র নয়—উর্দ্ধলোকের চিন্তা—সূক্ষ্মচিন্তা অহং স্বভাবের ফলে আসেনা, কাজেই সাত্ত্বিক জীবন, ধর্ম্মলাভ, অধ্যাত্মভাব লাভ, এসব করতে পারে না ( শ্রীঅরবিন্দ )।

যারা মলিন কাজ করে তারা নরাধম। তারা ভগবানের আরাধনা করেনা, কেননা নিজের মঙ্গলবোধ তাদের নাই—তারা মূঢ়। অবিদ্যা দোষে বিবেকবুদ্ধি দূষিত হওয়ায় দম্ভ, দর্পে উন্মত্ত। তারা ভগবানকে চায়না ( কৃষ্ণানন্দ )।

মায়ার দ্বারা যার সত্যজ্ঞান অপহৃত বা আবৃত হয়, যারা দুষ্কৃতি-কারী বা পাপী, যারা মোহমুগ্ধ ও যারা আসুরী প্রকৃতির তারা ভগবানকে লাভ করতে পারে না ( যোগানন্দ )।

এই শ্লোকটি আগের শ্লোকের Continuation। আগে বলেছেন যারা আমার শরণ নেয়, তারা মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে। কাজেই যারা আসুর স্বভাব, মূঢ়, দুরাচারী, অধম মানুষ তারা ভগবানের শরণ নেয় না, আর সেই জন্য জগৎরূপ মায়াচক্র থেকে মুক্তিও পায় না ও তাদের জ্ঞান ও অপহৃত হয়। এখানেও শঙ্কর বেদান্তের বর্ণিত মায়ার দুটী শক্তি খেলা করছে, আবরণী ও বিক্ষেপণী ; সে জন্য ভগবৎ জ্ঞান তাদের আবৃত থাকে ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চে মুগ্ধ হয়। ( বেদচ্ছন্দা )।

দুষ্কৃতিকারীরা যেমন ভগবানের আরাধনা করে না তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিগণ অপ্রমত্ততার পথগ্রহণ করে না। গীতার মন্ত্রের সঙ্গে বুদ্ধবাণী ধম্মপদং এর অনুরূপ মিল যথা—

পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা।
অপ্‌পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠংব, রকখতি।
মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতিসন্থবং
অপ্‌পমত্তো হি ঝাযন্তো পপ্‌পোতি বিপুলং সুখং।

অর্থাৎ মূর্খ, দুষ্প্রাজ্ঞ, ব্যক্তিগণ প্রমাদের পথ গ্রহণ করে কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তি প্রমাদকেই গ্রহণ করে না। প্রমাদের অধীন ও কামনায় আকুল হবে না। অপ্রমত্ততার সঙ্গে ধ্যান কর, প্রভূত আনন্দ লাভ কর ( ধম্মপদং অপ্‌পমাদবগ্‌গো ২৬-২৭ )।

**চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।**
**আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬**

হে অর্জ্জুন,—আর্ত্ত (রোগপীড়াদি বিপন্ন) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞান-লাভে-ইচ্ছুক) অর্থার্থী (ইহলোকে ভোগলিপ্সু) জ্ঞানী চ [এই] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ (পুণ্যাত্মা মানুষগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন)।

হে ভারতর্ষভ, হে অর্জ্জুন যে সমস্ত সুকৃতি পরায়ণ মানুষ আমাকে আরাধনা করে তারা চতুর্ব্বিধ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। ১৬

যারা নরকূলে পূণ্যকর্ম্মা তাঁরাই ভগবানের ভজনা করে। এরূপ ভক্ত চারিপ্রকার যথা 'আর্ত্ত' অর্থাৎ আর্ত্তিযুক্ত বা রোগগ্রস্থ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বা জীব আক্রান্ত, এককথায় বিপদগ্রস্থ মানুষ যখন ভগবানের শরণ নেয় তখন তাকে আর্ত্ত বলা হয়। 'জিজ্ঞাসু'—ভগবৎতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক। যে ব্যক্তি ধনলাভের আশায় ভগবানকে ডাকে তারাই **অর্থার্থী** এবং যে বিষ্ণুর তত্ত্ববিৎ সেই **জ্ঞানী**, এইটী গীতার মত (শঙ্করাচার্য্য)।

এখানে পুণ্যকর্ম্মা ভগবৎ ভজনশীলগণের ক্রম বলে যাচ্ছেন। প্রথম আর্ত্ত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাহীন—ঐশ্বর্য্যহারা ও বিপদগ্রস্তের যে আকৃতি বা আর্ত্তি। **'অর্থার্থী'** যে ঐশ্বর্য্য তার লাভ হয়নি সেটী লাভের আশায় যারা ভগবানকে ডাকে। **'জিজ্ঞাসু'**—প্রকৃতি বিযুক্ত হবার জন্য ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুক যারা। ভগবৎ আলোচনা করতে

করতে যখন মন অনন্যচিন্ত হয়ে যায় ভগবৎ ভজনায় কালাতিপাত করেন তখন তিনি জ্ঞানী নামে পরিচিত হন ( রামানুজ )।

এখানে কারা ভগবানকে ভজনা করে সে সম্বন্ধে বলছেন—বর্ণাশ্রম ধর্মী তিনজন কামী আর একজন নিষ্কামী। জনকাদি-শেষোক্ত শ্রেণীর ( বলদেব )।

সুকৃতিশালী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরায়ণগণই ভগবানকে ডাকে। আর্ত্ত রোগাদিগ্রস্থ, জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানার্থী, অর্থার্থী অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগকামী এরা সকলেই গৃহী। চতুর্থ বা শেষোক্তই নিষ্কাম ভক্ত। প্রথম তিন প্রকার কর্ম্মমিশ্রা। সকাম কর্ম্মের ফলে স্বর্গ প্রাপ্তি সংঘটিত হয় আর নিষ্কাম ভাবের দ্বারা নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয় ( বিশ্বনাথ )।

আর্ত্ত অথাৎ আর্ত্তিযুক্ত, ব্যাধি-শত্রু ইত্যাদি আপদগ্রস্থ হয়ে ভজনশীল যেমন বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদী, কুপিত ইন্দ্ররোষ থেকে ব্রজবাসীগণ, জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ রাজন্যবর্গ, এরা সকলে আর্ত্তভক্ত ; অর্থার্থী ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ অভিলাষী যেমন ধ্রুব, সুগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি। জিজ্ঞাসু আত্মজ্ঞানাভিলাষী যেমন মুকুন্দ, জনক, শ্রুতদেব ইত্যাদি। জ্ঞানী অর্থাৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান রয়েছে যাঁর—যিনি নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ করছেন—যেমন নারদ, শুকদেব, প্রহ্লাদ, পৃথু ইত্যাদি ( মধুসূদন )।

এই শ্লোক সম্বন্ধে গান্ধীজী, সন্তদাস, কৃষ্ণানন্দ স্বামী যোগানন্দ সকলেরই একমত।

**চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং**—আজ থেকে কত হাজার বছর আগে

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতা বলেছেন, তো সেই যুগ থেকে আজও মানুষের মধ্যে ঠিক এই চার শ্রেণীর লোকই ভগবানকে ডাকে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এছাড়া অন্য কোন প্রকার ভক্তের কথা এখনও দেখা যায় না। ( বেদচ্ছন্দা )।

**জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন**—এখন সুকৃতি কথাটী ব্যবহার করার পেছনেও অর্থ আছে, যে কোনো উদ্দেশ্য বা বাসনা নিয়েই হোক ভগবানকে ডাকতে পারাই তো মস্ত বড় সুকৃতি, যে কোন কারণেই হোক মনটা তো সাময়িক ভাবে আকুল হয়ে ভগবানকে স্মরণ করে কাজেই এর পেছনে রয়েছে সুকৃতি ( বেদচ্ছন্দা )।

**আর্ত্তো**—আর্ত্ত না হলে মানুষের মন ভগবানের দিকে যায় না। দুঃখ পাওয়ার পর, আঘাত পাওয়ার পর, তবে মানুষের মন ভগবৎ মুখী হয়। গীতার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে বিষাদ যোগ—অর্জ্জুনের মন বিষাদ মগ্ন হওয়ার পর তবে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি শরণাগতি এসেছিল, স্বামিজী আঘাত পেয়ে তবে ঠিক ঠাকুরের দিকে ঘুরেছিলেন। সারা পৃথিবী জুড়ে আর্ত্ত ভক্তের সংখ্যাই বেশী, সেজন্য ভগবান ওই কথাটী আগে বললেন। বিপদে পড়লে অতিবড় পাষণ্ড, অতিবড় অবিশ্বাসী আসুর স্বভাব লোকও ভগবানকে ডাকে—

এমনিতে হয় তো নানান ইজম্ করে বেড়ায় কিন্তু তারাও পরীক্ষার সময় মা কালী, মা কালী করে প্রণাম করে, তারপর মৃত্যুশয্যায়, কি মামলা মোকদ্দমায়, কি কোন এ্যাকসিডেণ্টের সময় মানুষ ভগবানকে না ডেকে পারে না। এরা আর্ত্ত ভক্ত—ভগবানকে ডাকার প্রথম ধাপ আর্ত্তি।

**জিজ্ঞাসু**—ভগবানকে জানতে ইচ্ছুক—ভগবানকে জানার কিছু কিছু চেষ্টা অনেকের মধ্যেই থাকে বিশেষ করে তখনকার ভারত ছিল ধর্ম্মের দেশ। খুব গভীর ভাবে ইচ্ছুক না হলেও অল্প বিস্তর ভগবৎ চাহিদা-জিজ্ঞাসা তখন তো ছিলই, আজও আছে।

**অর্থার্থী**—আর অর্থ তো বিবিক্ত সন্ন্যাসী ছাড়া সকলেই চায়, তারি মধ্যে একদল আছে তারা শুধু অর্থ আকাঙ্খা নিয়েই ভগবানকে ডাকে—বিশেষ করে বর্ত্তমানের মানুষের অর্থের চাহিদা অতিরিক্ত বেশী।

**জ্ঞানী**—জ্ঞানীভক্তের সংখ্যা খুবই কম, সেজন্য সব শেষে বললেন তাদের কথা। জ্ঞানী কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীও হতে পারে, আবাব গীতা মতে নিত্যযুক্ত ও 'একভক্তির্বিশিষ্যতে'কেই বুঝিয়েছেন—অর্থাৎ যে জানা সব চেয়ে চরম জানা—সেই তত্ত্ব যিনি জানার চেষ্টা নিরন্তর করেন, তিনিই চরম জ্ঞানী।

একটী প্রশ্ন মনে জাগে গীতাতে প্রেমাভক্তির কথা কেন বললেন না? তার উত্তর এই যে উপনিষদের পরে সবে তখন ভক্তির উন্মেষ হচ্ছে—তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ভাগবতে প্রেমভক্তির কথা বলেছেন খুব। আর প্রেমাভক্তি ও 'একভক্তির্বিশিষ্যতে' 'নিত্যযুক্ত' তো প্রায় একই পর্য্যায়ের ( বেদচ্ছন্দা )।

অনেকটা এই ধরণের কথা আমরা ভাগবতেও পাই ঃ—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত্ পুরুষং পরম্॥

একান্ত ভক্ত অথবা সর্ব্ববিধ কামনাযুক্ত অথব৷ মুক্তিকামী এঁরা

যদি উদার বুদ্ধি হয় তবে ভক্তিযোগে পরম পুরুষ ভগবানকে ভজনা করে। ( ভাগবত ২।৩।১০ )।

এ সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত মুখে আমরা পাই ঃ—

আর্ত্ত অর্থার্থী দুই কামী ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয়ে শুদ্ধ ভক্তিমান॥

( চৈতন্য চরিতামৃত, ৪১৬ পৃঃ )।

**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।**
**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭**

তেষাং ( তাদের মধ্যে ) নিত্যযুক্ত ( সতত আমাতে সমাহিত চিত্ত ) একভক্তিঃ একমাত্র ভগবানেই অনন্য ভক্তি যুক্ত ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে ( সবচেয়ে প্রিয় ) অহং হি জ্ঞানিনঃ ( আমি জ্ঞানীর ) অত্যর্থং ( অতিরিক্ত প্রিয় ), স চ মে প্রিয়ঃ ( তিনিও আমার অতি আপন বা প্রিয় )।

এদের মধ্যে ভগবৎ জ্ঞানী ভক্তই প্রধান। তিনি সর্ব্বদাই আমাতে অনন্য ভক্তিমান বা নিত্যযুক্ত। সে জন্যে আমিও জ্ঞানীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ; জ্ঞানীও আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।১৭

পূর্ব্বোক্ত চার রকম ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী 'তত্ত্ববিৎ' ভক্তই শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁর ভক্তি করবার জন্য বা ভজনা জন্য আর অন্য কোন পাত্র বা বস্তু থাকে না। ভগবান বাসুদেবই তাঁর একমাত্র কাম্য এজন্য

তিনি একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী। বিশেষ আধিক্য লাভ করে অর্থাৎ সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু জ্ঞানীর কাছে আমিই একমাত্র কাম্য বস্তু, ধ্যেয়বস্তু, সেইহেতু জ্ঞানী অথবা অনন্যচিত্ত ভক্ত আমার অতি প্রিয় ( শঙ্করাচার্য্য )।

জ্ঞানী সবচেয়ে সেরা কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, তাঁরা নিত্যযুক্ত বলে সেরা। ভগবৎ বস্তু বা ব্রহ্ম বস্তুই তাঁর একমাত্র কাম্য, আর চিত্ত বিক্ষেপের কোন কারণ না থাকায় সে নিরন্তর সেটি লাভের চেষ্টা করে, নিরন্তর চিন্তা করে। ভক্ত বৎসল হরি যে ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন না তাই অনন্য চিত্ত ভক্ত তাঁর অতি প্রিয় হবেই ( রামানুজ, শ্রীধরস্বামী )।

চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী সবচেয়ে প্রিয় কেননা তাঁর একমাত্র কাম্য ভগবান, সেজন্য সে বিক্ষেপহীণ চিত্তে ভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করে। এই একভক্তি বিশিষ্ট ভক্তের কাছে পরমেশ্বর নিরুপাধিক প্রেমের আস্পদ সেজন্য পরমেশ্বরের কাছে ও ভক্ত অত্যধিক প্রিয়। কেননা পরমেশ্বর জ্ঞানীর আত্মভূত বলে অত্যন্ত প্রিয় আর জ্ঞানী পরমেশ্বরের আত্মভূত হওয়ায় তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ( মধুসূদন )।

জ্ঞানী নিষ্কাম বলে অন্য তিন প্রকার সকাম ভক্ত বা সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( বলদেব )।

যিনি সর্ব্বদাই সমাহিত, নিত্যযুক্ত, তিনিই পরমানুরক্ত। তিনি ভগবানকে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না, জানেন না, ভাবেন না অর্থাৎ ভগবান ছাড়া যার জ্ঞাতব্য, ধ্যাতব্য ও দ্রষ্টব্য অপর কিছুই নাই এজন্য একভক্তিযুক্ত ভক্ত ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ( কৃষ্ণানন্দ )।

জ্ঞান ভক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়। জীব ভগবানকেই সর্ব্বত্র সবকিছু বলে দেখে এবং তাতে আনন্দ পায়, আর ভগবানও তাতে আনন্দ পান ( শ্রীঅরবিন্দ )।

চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি ঈশ্বরেই যুক্ত থাকেন—বহু দেবতার উপাসনা করেন না—কামনা বাসনাও যার নাই, যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম, চিন্তা, বাক্য ও অবস্থার মধ্যে দিয়ে সর্ব্বদা এক ঈশ্বরের সঙ্গে মনের যোগ রাখেন তিনিই ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ( যোগানন্দ )।

**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত**—ভগবৎ বস্তুই জগতে একমাত্র কাম্যবস্তু —পরম রমণীয় বস্তু—এ জ্ঞান যার হয়েছে তিনিই 'জ্ঞানী'। 'নিত্যযুক্ত' অর্থাৎ অন্য ভক্তেরা সকাম চাহিদা নিয়ে ভগবানে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য মন যুক্ত করে—কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সে শুধু নিরন্তর ভগবানকে চায় তাই সে 'নিত্যযুক্ত।' ( বেদচ্ছন্দা )।

**একভক্তির্বিশিষ্যতে**—একমাত্র নিজের ইষ্টচিন্তা ছাড়া স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্য দেবদেবীর চিন্তাও করা চলবে না, গীতার জ্ঞানী তা করেও না—আর অন্য বিষয় চিন্তা তো সে মনে ঠাঁইই পায় না, জাগতিক বস্তুর জন্য চেষ্টিতও হয় না—তাই এখানে এক ভক্তির কথা বলা হয়েছে। ( বেদচ্ছন্দা )।

**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ**—

অন্য ভক্তেরা স্বার্থ সিদ্ধি হলেই তুষ্ট কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত কেবল মাত্র নিরন্তর ঠাকুরকেই চায় তাই জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের বেশী প্রিয়।

'স চ মম প্রিয়ঃ' কথায় একটি প্রশ্ন জাগে মনে, ঠাকুরের তাহলে পক্ষপাতিত্ব দোষ এসে যায় না কি ? তার উত্তরে বলা যায় যে গীতা মুখে ভগবান বলেছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" কাজেই জীবরূপে তো তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ করছেন কাজেই অবিচার যদি করেন তো নিজের উপরই নিজে করবেন এর বিচার কে করবে ?

আর একটি কথা ভগবানের বিচার করতে গেলে ভগবানের চেয়ে বেশী বড় হলে তবে করা চলবে--কিন্তু মানুষ তো তা নয় কাজেই বিচার করাটা ভুল। একটী নুড়ি পাথর হিমালয়ের বিচার কি করবে ? ( বেদচ্ছন্দা )।

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা, ভজনা বা প্রার্থনা ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হবার উপায় এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই ঃ—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশি।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

আমি যে প্রকার, যে পরিমাণ ও যৎস্বরূপ তা বারংবার হৃদয়ঙ্গম করে যাঁরা একান্ত মনে আমার সেবা পরায়ণ, তাঁরাই আমার প্রধান ভক্ত ( ভাগবত, ১১।১১।৩৩ )।

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখে 'যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু কিছু চেয়ে ফেলে সে আর খাতির পায়না, সে লোককে এক গাড়ীতে চড়তে দেয় না, আর যদি চড়তে দেয় তো বসতে দেয় না। তাই নিষ্কাম ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিৎ ( কথামৃত ৪।৮।৩, ৪।১৫।৩ )।

তাই বলে দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুরটী যে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার ভক্তকে ঠাঁই দেননি তা নয়—তাদের সম্বন্ধেও বলেছেন 'নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে। সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়।'

কথামৃত ( ৪।৯।৩ )।

একভক্তিবিশিষ্ট ভক্ত যে ভগবানের বিশেষ প্রিয় এবং এরূপ ভক্তের কাছে যে ভগবানই একমাত্র প্রিয় এ সম্বন্ধে আমরা কথামৃত মুখে পাই ঃ—

'ভক্ত যেমন ভগবান না পেলে থাকতে পারে না, ভগবান ও তেমনি ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্য দুটী হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।'

( কথামৃত ৫।১০।২।৯ )।

এমনি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্ত 'মোরে দেখে হীণ, আপনাকে দেখে বড়।' যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিছলেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তাঁকে কে দেখবে। কখনও ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ, ভগবান আকর্ষণ করে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনও ভক্ত চুম্বক পাথর হন ভগবান ছুচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।

( কথামৃত ১।১১।৭।১৭০ পৃঃ )।

**উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।**
**আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবনুত্তমাং গতিম্ ॥১৮**

এতে সর্ব্বে এব ( এরা সকলেই ) উদারাঃ ( শ্রেষ্ঠ ), তু ( কিন্তু ) জ্ঞানী মে আত্মা এব ( জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য আপন ) মতং ( এটীই আমার মত ) হি ( যেহেতু ) যুক্তাত্মা সঃ ( ভগবৎ যুক্ত সেই জ্ঞানী ) অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব ( সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় স্বরূপ আমাকেই ) আস্থিতঃ ( আশ্রয় লাভ করেছেন )।

সব ভক্তেরাই মহৎ। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মতুল্য আপন! এটীই আমার মত। যেহেতু ভগবানে একনিষ্ঠ চিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেহেতু পরম আশ্রয় আমাকেই লাভ করেন।১৮

তবে কি আর্ত্তভক্ত প্রভৃতি তিন প্রকার ভক্ত ঠাকুরের প্রিয় নয়? এই উত্তরে ভগবান বলছেন উক্ত তিন শ্রেণীর ভক্তই উদার এবং আমার প্রিয় কিন্তু তবু নিত্যযুক্ত অর্থাৎ প্রতি নিয়ত ভগবান বাসুদেব চিন্তা করতে করতে আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হওয়ার ফলে বাসুদেবময় হয়ে যায় এজন্যে এই নিত্যযুক্ত ভক্ত ভগবান বাসুদেবের সবচেয়ে বড় বা সর্ব্বাধিক প্রিয় সে যেন নিত্যচিন্তায় ভগবানে এক হয়ে যায় ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান )।

আর্ত্তাদি সকাম ভক্ত নিশ্চয় ভগবানের প্রিয়। আর ভগবান ও তাদের প্রিয় বস্তু কিন্তু তাঁরা ভগবানকে ডাকে প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য। প্রার্থিত বস্তু ত্যাগ করে তাঁরা ভগবানকে ডাকেনা কিন্তু জ্ঞানীভক্ত নিত্যভক্ত তাঁরা ভগবানকে ছাড়া আর কোন কামনাই করেন না। কোন প্রিয় বস্তুই তাঁর নেই ভগবান ছাড়া। সেজন্য এরূপ ভক্ত যে ভগবানের বিশেষ প্রিয় একথা নিঃসন্দেহ।

( আনন্দগিরি )।

জ্ঞানীভক্ত বা নিত্যভক্ত, এঁরা ক্ষণমাত্রও ভগবান ছাড়া থাকতে পারেন না। তাঁর মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা সবই ভগবানে যুক্ত কাজেই সেও ভগবানের বিশেষ প্রিয় আর ভগবান ও তাঁর একমাত্র প্রিয়।
(বলদেব)।

এখানে জ্ঞানী ভক্ত কেন সব চেয়ে বেশী প্রিয় সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ভক্ত একে তো এরা সকাম উপাসনা করে থাকে তার ওপর বেশীর ভাগ তারা বাসুদেবের উপাসনা করেই না, তারা ক্ষুদ্র দেবতা বা অন্য দেবতার উপাসনা করে। তারাও ভগবানের প্রিয় ঠিকই কিন্তু জ্ঞানীভক্ত নিরন্তর ঈশ্বর বা বাসুদেবের ভজনা করে তার স্বরূপই হয়ে যায় সেজন্য ভগবানের সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে থাকেন। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভক্ত ভগবানের ভজনা করে আবার কামনার বস্তুগুলিও তাদের লক্ষ্যভূত হয়ে থাকে কিন্তু সর্ব্বদা যাঁরা ভগবানে সমর্পিত চিত্ত হয়ে ভগবানকে চায়, ভগবৎ আনন্দেই বিভোর থাকে সে তো উত্তমগতি লাভ করবেই (মধুসূদন)।

জ্ঞানীভক্ত সর্ব্বস্থায় ভগবানেরই আরাধনা করেন—ভগবান ছাড়া অন্য বস্তুর অভিলাষ ও তাঁর নেই। দ্রষ্টব্য, ধ্যাতব্য ও জ্ঞাতব্য সবই তাঁর ভগবান—কাজেই সে ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যায়
(কৃষ্ণানন্দ)।

জ্ঞানীভক্ত ভগবানকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোন উচ্চতর গতি নাই এটী জেনে নিরন্তর ভগবানের ভজনা করেন সেজন্য ভগবানের সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে যায় (যোগানন্দ, সন্তদাসজী, গান্ধীজী)।

জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্তা, সর্ব্বময় সত্তাকে

আশ্রয় করে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত। দিব্য সত্তায় সে পূর্ণ, দিব্য ইচ্ছা-শক্তিতে সুবিকাশিত। প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ তাঁতেই জীবের লীলা সার্থক হয়েছে। এই ভাবেই জীবনের সমগ্র ও উচ্চতম সত্যলাভ করেছে ( শ্রীঅরবিন্দ )।

**উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী**—উদার অর্থাৎ দাতা, মহান্, সরলঃ, ইত্যমরঃ ( শব্দকল্পদ্রুমঃ )। এখানে যে জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হয়েছে সে সর্ব্বভূতে পুরুষোত্তম দর্শী—'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'—কাজেই সে সর্ব্বভূতে সর্বাপেক্ষা মহান্ ভগবানকে দর্শন, চিন্তা এসব করলে তো মহান হবেই। উদার শব্দের দাতা অর্থও এখানে প্রযোজ্য কেননা দেখা যায় ভগবৎ জ্ঞানীর স্বভার শ্রীরামকৃষ্ণ গীতায় যেমন বলা হয়েছে—'কেহ আম খায় পেট ভরে কেহ বা আপনি ভুঞ্জি বিলাইয়া দেয় ঘরে পরে—'তেমনি জ্ঞানী বা প্রেমীভক্ত আত্মস্থ হয়ে ভক্তবৎ চিন্তাই শুধু করে না, অপরকে সেই রসাস্বাদ করায়, অপরকে ভগবৎ নাম দান করে অতএব দাতাও বলা যায়। আবার সরল অর্থ ও প্রযুক্ত—কেননা তাঁরা জগতের সব Complexity ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানকে ধরে, কাজেই তাঁরা সরল ( বেদচ্ছন্দা )।

**আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্**—

যেহেতু উদার জ্ঞানীভক্ত একমাত্র ভগবানকে চায়, অন্য কিছু চায় না সেই হেতু তার পরম গতি পরমপদ তো লাভ হবেই—'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমঃ।' ( ৮।২১ ) গীতা মুখেই ভগবান বহুবার বলেছেন ( বেদচ্ছন্দা )।

অনুরূপ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই ঃ—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

হে উদ্ধব! আমার ভক্ত যেমন প্রিয় ব্রহ্মা ও শিব এবং সঙ্কর্ষণ আমার স্বরূপ এবং আত্মীয় হয়েও লক্ষ্মী ভার্য্যা হয়েও, ভক্তের মত প্রিয় নয়। এমন কি আমার নিজের আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নয়।

( ভাগবত ১১।১৪।১৫ )

তথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণভক্ত বড় করি মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে ॥

( চৈতন্য চরিতামৃত ৬৯ পৃঃ )

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে ঃ—

ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারেন না ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। ( কথামৃত—৫।১০।২ )

**বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।**
**বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মাসুদুর্লভঃ ॥১৯**

বহূনাং জন্মনামন্তে ( অসংখ্য জন্মের পর ) বাসুদেবঃ সর্ব্বং ইতি জ্ঞানবান্ ( বাসুদেবই সমস্ত কিছুর মূল উৎস এই জ্ঞান করে )

[ তিনি ] মাং প্রপদ্যতে ( আমাকে লাভ করে ) সঃ মহাত্মা সুদুর্ল্ভ ( অতিদুর্ল্ভ )।

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর, বাসুদেবই ঘটে ঘটে বিলাস করছেন এই জ্ঞানলাভ করে আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ মহাত্ম অতি দুর্ল্ভ।১৯

এখানে আবার জ্ঞানীর স্তুতি করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল সংস্কার যে সকল জন্মে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেই প্রকার বহুরকম জন্মের পর, জ্ঞানী ভক্ত আমাকে সকল জীবের মধ্যে উপলব্ধি করে ও প্রত্যক্ষতঃ দর্শন করে, সকল বস্তুই বাসুদেব। সর্ব্বভূতে বাসুদেব দর্শনকারী এরূপ আত্মা খুব কম। দুর্ল্ভই বলা ঠিক। সহস্র মানুষের মধ্যেও এরূপ মানুষ খুব কদাচিৎ দেখা যায়। ( শঙ্করাচার্য্য )

প্রত্যেক জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা শেষে জ্ঞানীভক্ত সমস্ত বিশ্বচরাচরের সর্ব্বজীবে বাসুদেব দর্শন করে থাকেন এবং সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে জ্ঞানবান আমার ভজনা করেন কিন্তু এরূপ ভক্ত খুব কদাচিৎ দেখা যায় লক্ষের মধ্যে দুটী একটী। ( শ্রীধর স্বামী )

আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে বহুজন্ম ধরে উত্তম বিষয়ানন্দ উপভোগ করে ; যখন বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য আসে তখন যে জন্ম হয়, সেই জন্মে বাসুদেব বা ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা জাগে এরপর বহু সাধনার পর, স্বরূপ জ্ঞানের পর, আমাতে যিনি প্রপন্ন হন তাঁর সর্ব্ববস্তু বাসুদেব দ্বারা ব্যাপ্য বলে উপলব্ধি হয়। ( বলদেব )

বহু পুণ্য জন্মের পরে ভগবান বাসুদেব বা ঈশ্বরই অনন্ত কল্যাণ-গুণের আকর, তাঁর থেকে প্রিয় বা শ্রেয় বস্তু আর কিছু নাই,

বাসুদেবই সর্ব্বাভীষ্ট পূরণে সক্ষম এবং বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্রই বাসুদেব ময় এই বোধ যাঁর হয় এরূপ মানুষ যুগে যুগে খুব দুর্ল্ভ।

( রামানুজ )

বহুজন্ম সাধনার পর সম্যক্ জ্ঞান লাভের পর এবং বহুজন্ম ধরে সেই জ্ঞান অনুসারে জীবন গঠন করে তবে পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান-স্থাবর জঙ্গম সবই পুরুষোত্তমময় এইটীই সমগ্রজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই অতি দুর্ল্ভ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

অনেক জন্মের পর জ্ঞানী ভগবানকে পায় কিন্তু সর্ব্বঘটে বাসুদেব দর্শন এ আরও অনেক কঠিন এবং দুর্লভ।

( গান্ধীজী ও সন্তদাসজী )

বহুজন্ম উপাসনা করে সমগ্র বিশ্বেই একমাত্র ঈশ্বর এই যে বোধযুক্ত পুরুষ এরূপ পুরুষ জগতে একান্ত দুর্লভ। প্রপদ্যন্তে কথার অর্থ এখানে অবগত হয়, ভজনা করে অর্থ চলবে না। বহুজন্ম জ্ঞানার্জ্জন করে ঈশ্বরকে পূর্ণ বিশ্বরূপে জানা বা পাওয়া। বাসুদেব ( বিশ্ব + ঝু ) বিশ্বেশ্বর ( যোগানন্দ )।

জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করে শেষে জ্ঞানবান ব্যক্তি ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হয়ে সমস্তই ভগবানময় দর্শন করে—যে দিকে তাকান সেই দিকেই ভগবানকে দর্শন করেন কিন্তু এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। ( কৃষ্ণানন্দ )

জ্ঞানবান্ অর্থেও কিন্তু গীতার পুরুষোত্তম জ্ঞানী—বহুজন্মের সাধনার পর মানুষ তার আধার অনুযায়ী ভগবানকে জানে—এও খুব

কঠিন কিন্তু ঘটে ঘটে বাসুদেব দর্শন হয় জীবভূতে তাঁর লীলাবিলাস দর্শন হয়—এ ভক্ত আবার খুবই দুর্লভ—অর্জ্জুন, জটাধারী, স্বামীজী, গোপালের মা ইত্যাদি ভক্তের সর্ব্বভূতে ভগবৎ দর্শনের কথা শোনা যায় তাও সব সময় এই উপলব্ধি স্থির ছিলনা। বাসুদেব পুরুষোত্তমের একটী নাম কিন্তু বুঝতে হবে এতে নিজের ইষ্টকে বুঝিয়ে যায়—।

বহু জন্মের সাধনার পরে মানুষ সাধক পর্য্যায় থেকে উন্নীত হয়ে জ্ঞানী ভক্ত হয় ও সর্ব্ব ঘটে ঘটে ইষ্টদর্শন বা বাসুদেব দর্শন হয়--

'যাঁহা যাঁহা নেত্র পরে
তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'— ( বেদচ্ছন্দা )

ভারতে সেই কত হাজার বছর আগে কমিউনিজমের কথা ঠাকুর বলে গেলেন। কমিউনিজম মানে কি ?

Commune with whole society 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' মানেই তো Communism এর মূল কথা। অবশ্য এটী Religious Communism.

( বেদচ্ছন্দা )

বাসুদেব সর্ব্বম্—এই কথার অনুরূপ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥

যিনি সর্ব্বজীবে দয়াশীল, অন্তরে হিংসার লেশ নাই, যিনি ক্ষমাশীল, সত্যবলশালী, নির্দ্দোষ, সমদর্শী ও সর্ব্বহিতৈষী তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধু বা ভক্ত। ( ভাগবত ১১।১১।২৯ )

সুদুর্লভ কথার মত আর একটী মন্ত্রও ভাগবতে পাই ঃ—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনেঃ॥

জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে ও সর্ব্বোপদ্রব রহিত নারায়ণ সেবা অভিলাষী একজন ভক্তও দুর্লভ। ( ভাগবত ৬।১৪।৫ )

প্রগাঢ় ভক্তিতে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শনের কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে পাই ঃ—

'প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়।"

নিষ্কাম কৃষ্ণভক্ত দুর্ল ভ—এসম্বন্ধে চরিতামৃত মুখে পাই ঃ—

'কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুল্ল ভ কৃষ্ণ ভক্ত ॥'

ভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করলে সর্ব্বত্র দর্শন হয় এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতেও পাই ঃ—

ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা হলে তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়।

তখন আবার তিনিই আমি এইটী বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হলে বলে আমিই কালী।

গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগল আমিই কৃষ্ণ।

তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে চাবিদিকে দেখা যায়—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যাদ একদৃষ্টে চেয়ে থাক তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়। ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩।২।২ )

'উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এইসব হয়েছেন, যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক একটী রূপ। তাঁকে দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়।
( কথামৃত ৩।৮।১ )

ভক্ত দেখে, যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন; তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর মায়া, জীব জগৎ এক দেখে। কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। কেউ রাধাকৃষ্ণময় দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে। ( কথামৃত ৫।৬।৪ )

স্বামীজীর অগ্নিঝরা বাণীর মধ্যে আমরা এই কথারই প্রতিধ্বণি শুনতে পাই ঃ—

'গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্য্যের নিশান—কায়-মনোবাক্য জগদ্ধিতায় দিতে হবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম্ম জানিবে।'

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই-জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

**কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।**
**তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০**

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ ( সেই সেই অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধনমান, যশ ইত্যাদি কামনা করে ) হৃতজ্ঞানাঃ ( জ্ঞানহারা ব্যক্তিরা ) তং তং নিয়মং ( সেই সব নিয়ম ) আস্থায় ( গ্রহণ করে ) স্বয়া প্রকৃত্যাঃ নিয়তাঃ ( নিজ স্বভাবের অধীন হয়ে ) অন্য দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে ( সকাম দেবতার ভজনা করে থাকে )।

স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি কামনার ফলে যাদের বিবেক বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, যারা স্বীয় বাসনাদিগ্ধ স্বভাব প্রেরণায় বশীভূত হয়ে সকাম দেবতার ভজনা করে ব্রত উপবাস ইত্যাদি নিয়মাবলী পালন করে তারা অন্য দেবতারই ভজনা করে।২০

বাসুদেবময় বিশ্ব—এ বোধ কেন সকলের হয়না এ সম্বন্ধে এখানে বলছেন—পশু, পুত্র ও স্বর্গাদি কামনার আশায় বেশীর ভাগ মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যদেবতার উপাসনা করে অভীষ্ট পূরণের জন্য। ঐ সব দেবতা বাসুদেবের অঙ্গীভূত এ কথা তারা জানে না। যে ভাবে আরাধনা করলে যে দেবতা সন্তুষ্ট হন সেই প্রথায় তারা উপাসনা করেন, এইভাবে কামনা বাসনায় তাদের প্রকৃতি এমন ভাবে অভিভূত থাকে যে তাদের ওই সর্ব্বত্র বাসুদেব জ্ঞান অনেক দূর হয়ে যায়।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )

জন্ম জন্মান্তর হতে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রেরণায় উৎকট সব কামনা পূরণের জন্য অনেক সময় মানুষ দুষ্কর সাধনায় বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও অন্য দেবতার ভজনা করে। কিন্তু যিনি সকল বাসনা অবহেলায় পূরণ করতে পারেন, যাঁর কৃপা কনিকায় ভবসিন্ধু পার

হয়ে মুক্তি মেলে, তাঁকে এইসব ভক্তেরা একমাত্র কামনার জন্য ভুলে যায়। ( শ্রীধরস্বামী মধুসূদন )

অজ্ঞানী ব্যক্তি বা ভক্ত, ভগবান পুরুষোত্তমের সেবা না করে নিজেদের কামনা বাসনা অনুযায়ী ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনেই অনুসরণ করে এবং সেইটাই পরম সত্য বলে মনে করে। অনন্ত সত্তার চিন্তা করার ক্ষমতাই তাদের নাই। ( শ্রীঅরবিন্দ )

নিজ প্রবৃত্তি বা কামনার দ্বারা প্রেরণা পেয়ে তদনুসারে বিভিন্ন বিবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে। ( গান্ধীজী, যোগানন্দ )

যে যেরূপ প্রকৃতির লোক সে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সেই রকম দেবতার ভজনা করে। এখানে অন্য দেবতা অর্থে কামনা বাসনা পূরণ করে যে দেবতা। যেমন সাপের ভয়ে মনসার পূজা, শীতলার পূজা, বিদ্যালাভের জন্য সরস্বতী পূজা, এসব হচ্ছে অন্য দেবতার পূজা। কামনার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান একথা বলার অর্থ এই যে জ্ঞান হলে মানুষ চায় মুক্তি বা ভক্তি আর তার জন্য ভগবানকেই চায় ও ডাকে কিন্তু মুক্তির জন্য কেউ কি শীতলা, মনসা, ধর্ম্মরাজ এদের ডাকে ? এদের শুধু ডাকে শুধু মাত্র নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য. সেজন্য এ কথা বলা। ( বেদচ্ছন্দা )

**যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।**
**তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১**

যঃ যঃ ভক্তঃ ( যে যে ভক্ত ) শ্রদ্ধয়া ( আস্তিক্য বুদ্ধিতে ) যাং যাং

তনুং ( যে যে দেবমূর্ত্তি ) অর্চ্চিতুম ইচ্ছতি ( ভজনা করতে ইচ্ছা করে ) তস্য তস্য ( সেই সেই ভক্তের ) তামেব ( সেই সেই দেবতা সম্বন্ধে ) অচলাং শ্রদ্ধাং ( নিশ্চল শ্রদ্ধা ) অহং বিদধামি ( আমিই প্রদান করি )।

যে যে সকাম ভক্ত, ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে যে দেব দেবী মূর্ত্তি পূজা করতে ইচ্ছা করে ; আমি ( অন্তর্য্যামীরূপে ) সেই সব ভক্তের, সেই সেই দেবদেবীতে অগাধ শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি দান করি।২১

সেই সমস্ত সকাম ভক্তগণের মধ্যে যে কামী শ্রদ্ধাশীল ও ভক্ত হয়ে যে যে দেবতার উপাসনা করে সেই সেই কামীর সেই শ্রদ্ধাকে আমিই দৃঢ়ীভূত করে দিয়ে থাকি অর্থাৎ আমি সেই সেই দেবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাকে স্থিরতা বিধান করি। ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান )

সেই কামনাযুক্ত ব্যক্তি বাসুদেবেরই প্রদত্ত অচলা শ্রদ্ধা সংযুক্ত হয়ে তাঁর অভীষ্ট পূরণকারী দেবতার আরাধনা করে। আর সেই সমস্ত ব্যক্তি সেই সেই দেবতার কাছ থেকে যে ঈপ্সিত ফল লাভ করে—সেই সেই দেবতার ও অন্তর্য্যামীরূপে সেই সেই ফল আমিই প্রদান করে থাকি কিন্তু সকাম ভক্তগণ অজ্ঞতাবশতঃ সেটী বুঝতে পারে না। ( মধুসূদন )

এই মন্ত্রে বোঝা যাচ্ছে সকাম উপাসকগণের ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবে ভক্তি হয়ে থাকে। কেননা বাসুদেব সর্ব্বাত্মক, সুতরাং তাঁকে যেভাবেই ভজনা করুক তাঁরই কৃপায় সেটী বাসুদেবের ভক্তি-তেই পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত দেবতাই ভগবান বাসুদেবের তনু ;

সকাম ভক্তগণ এটী না জেনেই আরাধনা করে ও বাসুদেবেরই অচলা শ্রদ্ধা লাভ করে। ( আনন্দগিরি )

বাসুদেব পরমেশ্বর সর্ব্বত্রব্যাপী। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে বিদ্যমান থেকে সমস্ত কিছু বিধান করেন। সকাম ভক্তগণ কামনার বশবর্ত্তী হয়ে যে যে মূর্ত্তি পূজা করে বাসুদেবই অন্তর্য্যামীরূপে সেই পূজকগণের হৃদয়ে তত্তন্মূর্ত্তি সম্বন্ধে অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করেন। ক্ষুদ্র দেবতাদের সে ক্ষমতা নেই।

( বলদেব ও রামানুজ )

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আধিক্যের তারতম্য হেতু যে ভক্ত যেরূপ দেবতার পূজা করে অর্থাৎ যক্ষ, রক্ষ, কুবের, ভূত, প্রেত, সূর্য্য, সর্প ইত্যাদি ইত্যাদি যে মূর্ত্তি পূজা করে আমি তাদের সেই সেই গুণানুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী, অথবা তামসী শ্রদ্ধা বিধান করে থাকি, কেননা আমিই ভগবান বাসুদেব-সর্ব্বেশ্বর।

( নীলকণ্ঠ, শ্রীধর )

ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক বা রূপ বর্ত্তমান থাকে ভগবান সেই সেই রূপই গ্রহণ করেন বা স্বীকার করেন এবং তিনি ভক্তের সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করেন। কেননা সকাম ভক্তগণের উপাসনা যতই সঙ্কীর্ণ হোক সেই শ্রদ্ধা দ্বারা মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি যোগ-সূত্র স্থাপিত হয়—আর ফলও পাওয়া যায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যে ভক্ত যে মূর্ত্তি বা রূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজা করতে ইচ্ছা করেন সেই ভক্তের সেই মূর্ত্তির প্রতি অচলা শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি।

( কৃষ্ণানন্দ ও সন্তদাসজী )

অন্য দেবতার অর্চ্চনা ঈশ্বরেরই অর্চ্চনা, তবে অবিধি পূর্ব্বক। কিন্তু অর্চ্চনার বিধান ও ঐ এক ঈশ্বরই করে দেন। ( যোগানন্দ )

যে ভক্ত যে দেবতার ভজনা শ্রদ্ধাশীল হয়ে করে, ভগবান বাসুদেব বা পুরুষোত্তম তাদের সেই দেবতার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করেন। এখানে একটী প্রশ্ন ওঠে যে সকাম ভক্তিতে অচলা শ্রদ্ধা আসে কি করে? অচলা শ্রদ্ধা এলে তো সব হয়ে গেল অথবা কাম্য বস্তু চাহিদাতেই অচলা নিষ্ঠা হয়ে গেল—তার উত্তরে বলা যায় অচলা শ্রদ্ধা লাভ এটী সকাম ভক্তের বা অন্য দেবতার কারোই ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেনা, এটী একমাত্র বাসুদেবই দিতে পারেন। তাও এখানে বলেছেন শ্রদ্ধাশীল হয়ে অর্থাৎ অস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত হয়ে ভজনা করার কথা—কামনা নিয়ে ভজনা করার কথা বলেন নি।

আরও একটী প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেখা যায় বেশীর ভাগ এই যে মানুষ, বাসনা বা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য দেবতার পূজা করে তাদের অনেকরই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্থসিদ্ধি হয়ে গেলেই অচলা শ্রদ্ধা থাকে না এমন কি পূজা ইত্যাদিও করে না, সে ক্ষেত্রে অচলা শ্রদ্ধা আসে কি করে? তার উত্তরে বলা যায় এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরুতেই বললেন 'শ্রদ্ধায়ার্চ্চিতুম' শুধু কামনার জন্যই নয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে—। আর অচলা শ্রদ্ধা পুরুষোত্তম দেন। ভগবান বা অবতার পুরুষ সব কিছুরই পরিপূষ্টি দান করেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মীয় রাম-লাল দাদার ছেলে নকুল মহারাজের কথা—গঙ্গার ঘাটে···পূজা হচ্ছে ঠাকুর দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছেন—তাতে রামলাল দাদা

যখন বলছেন 'খুড়ো ওখানে দাড়িয়ে ওসব কি দেখছ ?' তাতে ঠাকুর বললেন 'ও কিরে সব মানতে হয়'—তথা কথিত Low cultured লোকেরা সাঁওতাল, কোল, ভীল, হাড়ি, ডোম এরা কোথায় যাবে, এরা তো কিছুই জানে না, হয়তো কেউ সাপ পূজা করছে, কি কেউ হয়তো ধর্ম্মরাজ পূজা করছে, তাদের শিক্ষাও নেই, কিছুই নাই সরল মানুষ তখন সেই ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ দিনের নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে সেই সেই দেবতার প্রতিই ভগবান অচলা শ্রদ্ধা দান করেন। তখন ভক্তের মনে হয় দীর্ঘ দিনের পূজায় চিন্তায়—যে ইনিই সর্ব্ব অভীষ্ট দান করতে পারেন আর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাতেই তাদের বস্তু লাভ হয়। অন্য দেবতা অর্থাৎ সকাম পূজার্থীগণের দেবতারা যে বাসুদেব বা পুরুষোত্তমের অংশভূত, সৃষ্টির বিলাসের জন্য তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। কাজেই সকাম ভক্তদের কল্যাণের জন্য অভীষ্ট পূরণনের জন্য তিনিই দেবতাব রূপ পরিগ্রহ করেন—ও সেই দেবতায় বিশ্বাস শ্রদ্ধা গভীরতর করে দেন। ( বেদচ্ছন্দা )

সর্ব্বদেবতার মধ্যে সেই এক ঈশ্বর বা ভগবান বাসুদেবই বিদ্যমান একথা শ্রুতিমুখেও পাওয়া যায়।

"য আদিত্যে তিষ্ঠান্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মহন্তর্যাম্যমৃতঃ।"

( বৃহদারণ্য ৩।৭।৯ )

যিনি সূর্য্যের অন্তবর্ত্তী দেবতারূপে স্থিতিমান হয়ে তেজকিরণ সব নিয়ন্ত্রণ করেন—সূর্য্য তাঁকে না জানলেও তিনি সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী

থেকে নিয়মিত করেন—সেই আত্মা অন্তর্য্যামী পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও অক্ষয় পুরুষ। ( বৃহদারণ্যক ৩।৭।৯ )

যার যে মূর্ত্তি ভালো লাগে সে সেই মূর্ত্তিই পূজা করবে—সে সম্বন্ধে দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর বলছেন, 'যদি বল কোন মূর্ত্তির চিন্তা করব, যে মূর্ত্তি ভাল লাগে তাঁরই চিন্তা করবে। কিন্তু জানবে যে সবাই এক। কারু ওপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি—সবই একেরই ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

( কথামৃত ৪।২।১ )

**স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।**
**লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২**

সঃ ( সেই সকাম দেবভক্ত ) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ( সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ) তস্যাঃ ( সেই দেবতার ) আরাধনম্ ঈহতে ( উপাসনা করে ) ততঃ ( সেই দেবতা থেকে ) ময়া এব বিহিতান্ ( আমার দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট ) তান্ কামান্ ( সেই বাসনা বস্তুরাদি ) হি লভতে ( নিশ্চয়ই লাভ করে থাকে )।

কিন্তু অল্প বুদ্ধি সেই দেবতা আরাধনাকারীর সাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল। দেব আরাধনাকারী—দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন।২৩

সকাম ভক্তগণ ভগবান বাসুদেবের দেওয়া শ্রদ্ধালাভ করে থাকেন ও শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করে আরাধিত দেবতার নিকট হতে তার অভীষ্ট ফললাভ করেন। সর্ব্বানুস্যূত এক ঈশ্বর বা

বাসুদেবই সেই সেই দেবতার মধ্যে থেকে সেই অভিলষিত ফল দান করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সকল কর্ম্মফলের নিয়ামক—কাজেই সকাম দেবতারূপে কাম্যফল তিনিই দান করেন।

( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

আমারই ইচ্ছায় ও অনুকম্পায় ভক্তগণ আরাধ্য দেবতার নিকট হতে নিজ নিজ প্রার্থনা অনুযায়ী ফল লাভ করে। ভক্তগণ জানুক বা নাই জানুক, ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই আমারই অংশ সম্ভূত।

( রামানুজ )

আমারই অনুগ্রহে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করে ও আরাধ্যদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হয় এবং অভীষ্ট ফললাভ করে। কিন্তু আমি অন্তর্য্যামী ভক্তের হৃদয় ভাব বুঝি ও ফলদান করি।

( শ্রীধর স্বামী )

সকাম ভক্তেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করে যে অভীষ্ট ফললাভ করে সে সব আমারই আজ্ঞানুসারে প্রদত্ত হয়ে থাকে।

( বলদেব, নীলকণ্ঠ )

সকাম পূজারিগণের নিজ নিজ অভীষ্ট পূরণকারী অন্য দেবতায় অচলা শ্রদ্ধাও আমিই বিধান করি এবং সেই সেই দেবতারও অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বফলদায়ী আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব সংকল্পিত সেই সমস্ত কামনা পরিপূরিত হয়ে থাকে। 'হিতান' কথাটীতে হিতকর বুঝায় না। 'মনঃ প্রিয়' বুঝায়। এরূপ বলার অর্থ যে বাস্তবিক পক্ষে যেগুলি হিতকর বলে মনে হয় ( মধুসূদন )।

সর্ব্বানুস্যূত সেই ভগবান ভিন্ন ফলদাতা বা অন্তর্য্যামী কেউ

নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা মাধ্যমে সেই ভগবান ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করেন। যেমন একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের যদি কোন বৃহৎ নদীর সঙ্গে যোগ থাকে তবেই যত জলই নেওয়া হয় ফুরায় না কিন্তু সেক্ষেত্রে জানতে হবে যে সব জল নদীই যোগাচ্ছে, সেরূপ ক্ষুদ্র দেবতা কাম্য-বস্তু প্রদান করলেও ঈশ্বরের বলে বলীয়ান হয়েই সে দানে সক্ষম হয়।
( কৃষ্ণানন্দ )

সমগ্র গীতায় মৎ, মাং, ময়া, প্রভৃতি শব্দে প্রায় সকল স্থলেই বিশ্বরূপ অদ্বৈত ঈশ্বরকে বুঝতে হবে। ( যোগানন্দ )

সকল আন্তরিক ধর্ম্ম বিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুত সেই এক পরমেশ্বরেরই উপাসনা। আন্তরিক শ্রদ্ধা সহায়ে যে দেবতারই পূজা হোক ভগবানই সেই রূপের মধ্য দিয়ে ভক্তের প্রার্থিত ফল দান করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভক্তগণ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই সেই অভীষ্ট পূরণকারী দেবতার অর্চ্চনা করে এবং পুরুষোত্তম বা বাসুদেব প্রদত্ত ফলই কাম্যাভীষ্ট পূরণকারী দেবগণের মাধ্যমে লাভ করে—। এখানে একটী কথা মনে রাখতে হবে সকাম ভক্তগণ অন্য দেবতার ভজনা করে, কিন্তু বাসুদেবই তাদের অভীষ্ট পূরণ করেন অন্য দেবতা মাধ্যমে, এই হিসাবে যে এই অধ্যায়েই আগে বলেছেন, 'ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব' পুরুষোত্তম সৃষ্টির বিলাসের জন্য বিশেষ বিশেষ শক্তিযুক্ত পীঠস্থান, দেবতা ইত্যাদিতে বিলসিত হয়েছেন—সত্যই দেখা যায়—'সিজেকণ্ডাং এ হাঁপানী ভালো হয় 'বেলের ধর্ম্মরাজ' বাত:ভালো করেন 'দেওঘরে' 'তারকেশ্বর' ইত্যাদি স্থানে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়—অথচ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণর লীলাস্থান, সাধনাস্থান, দক্ষিনেশ্বরে কই এতটা হয়না—ওখানে গেলে মার প্রতি ভক্তি লাভই সুলভ হবে ইত্যাদি।

( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র

শ্রদ্ধা—১৭শ অধ্যায়ে পূরোপূরি ভাবে বলা আছে।

এছাড়াও ৩১।৩, ৩৯।৪, ৪০।৪, ৩৭।৬, ৪৭।৬, ২১।৭, ২২।৭, ৩।৯, ২৩।৯, ২।১২, ২০।১২, ৭১।১৮ শ্রদ্ধাবৃত্তিটী মানুষের স্বভাব হতে স্বতঃ উৎপন্ন অনুকূল ভাব।

**অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্‌ভবত্যল্পমেধসাম্।**
**দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩**

তু ( কিন্তু ) অল্পমেধসাং তেষাং ( ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই মানবগণের ) তৎ ফলং ( সেই ফল ) অন্তবৎ ভবতি ( ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ), হি ( যেহেতু ) দেবযজঃ ( সকাম দেবতা ভজনকারী ) দেবান্ যান্তি ( দেবগণকে লাভ করেন ), মদ্ভক্তাঃ ( আমার ভক্তগণ ) মাং যান্তি ( আমাকে লাভ করেন )।

কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি সেই সকাম দেবতা ভজনাকারিগণের উপাসনা লব্ধ ফল ক্ষয়শীল, অন্য দেবতা ভজনাকারিগণ দেবলোক লাভ করেন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন অর্থাৎ অক্ষয় পদলাভ করেন।২৩

অল্প বুদ্ধি 'অবিবেকী' ভক্তগণ সকাম উপাসনা কল্লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণের পূজা করে কিন্তু তাদের লব্ধ ফল চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণ-স্থায়ী এই দেবোপাসকগণ মৃত্যুর পরেও, সেই, বিনাশশীল দেবতা-

গণকে প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই সকাম ভক্তগণকে অবিবেকী বলা হয়েছে। কিন্তু আমাকে অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবকে যাঁরা ভজনা করেন তাঁরা অনন্তকালের জন্য আমাকেই লাভ করেন।

( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান, আনন্দগিরি ),

পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা হলেও সাধকের কামনা ও সাধনা অনুসারে সে ফলের পার্থক্য হয়, সেই কথাই এই শ্লোকে বোঝানো হয়েছে। ( শ্রীধর )

যেহেতু সকাম ভক্তগণের অভিলষিত ফলও ক্ষণস্থায়ী এবং তাদের উপাস্য দেবগণও বিনাশশীল সেইহেতু তাদের অল্পবুদ্ধি বা অবিবেকী বলা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ভগবানের আরাধনা করে তাঁরা ক্ষণস্থায়ী কাম্যবস্তু প্রার্থনা করেনা বলে তাঁরা জ্ঞান লাভ করে ও তাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। ( রামানুজ )

ভগবান এই মন্ত্রে দুই প্রকার ভক্তের পার্থক্য দেখাচ্ছেন। যারা ভগবান লাভের জন্য চেষ্টিত না হয়ে অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান হয়ে থাকেন তারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি সন্দেহ নাই—কেননা আশু ফলের আশায় অনন্তফল ত্যাগ করে। ( বিশ্বনাথ ও বলদেব )

যদিও সমস্ত দেবতা মধ্যে এক ঈশ্বর বা আমিই বর্ত্তমান—সকাম ভক্তগণের ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা আমারই উপাসনা তথাপি একটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অপরটী অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সকাম ভক্তগণের বস্তুবিবেক নাই কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভক্তগণের বস্তুবিবেক আছে। সেইজন্য উভয় শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে ফললাভের ও পার্থক্য আছে। বস্তু বিবেকহীন সকাম ভক্তগণের অভিলষিত ফলও অভীষ্ট পূরণকারী

দেবতা দুইই বিনশ্বর কেননা মহাপ্রলয়ে দেবগণেরও লয় হয়ে যায় সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে। আর আমার ভক্তগণ বস্তুবিবেক বশতঃ আমারই ভজনা করে এবং উপাসনার পরিপক্কতা হেতু আনন্দস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ( মধুসূদন )

সকাম ভক্তগণ যে ফললাভ করেন তা অস্থায়ী এবং তাদের ফল-দাতা দেবতা অবিনাশী নয়; যারা নিষ্কাম হয়ে ও ভক্তি সহায়ে সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত জীবন, পরম ভগবানে নিবেদন করেন, তাঁরা ভগবানকে তাঁর পূর্ণ সচ্চিদানন্দ রূপে লাভ করতে পারেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঈশ্বর ব্যতীত আর যত অনন্ত প্রকার প্রীতিপদ ও কাম্য বিষয় আছে সবই অনিত্য, তাদের সম্ভোগজনিত রসও চিরকাল থাকেনা, সত্বরই অবসাদ ও ক্লান্তি জন্মে থাকে সেই সুখের প্রতি সুখানুভূতি লোপ করে দেয়। ( যোগানন্দ )

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করে উপাসনা করলেও, ভগবানই সেই সেই দেবতার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে, তাদের অভীষ্ট ফলদান করেন কিন্তু স্বরূপের পূজা করলে যে ফলপ্রাপ্ত হয় অন্য দেবতা পূজারীরা তা পায়না। তমোগুণী, রজোগুণী ও সত্ত্বগুণী ভক্তেরা নিজ নিজ পছন্দমত দেবতাকে অর্চ্চনা করে যে ফললাভ করে, তা খুব সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মুমুক্ষু কেবল ভগবানেই পূজা করে এবং অন্তে মুক্তিলাভ করে এবং এই ফল চিরস্থায়ী। ( কৃষ্ণানন্দ )

এখানে ভগবান বাসুদেব নিষ্কাম ভক্তের কেবলারতির কথা ও সকাম ভজনার পার্থক্য বলে যাচ্ছেন। সকাম ভক্তের ভজনায় কামনা সিদ্ধ হয় কিন্তু সে সাময়িক ভাবে যেমন স্বর্গাদি ফল লাভ এগুলি সব

কিছুদিন পরে ফুরিয়ে যায়—কিন্তু যে ভক্ত একমাত্র তাঁকেই চায়, তাঁর ভজনালব্ধ ফল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী নয়। তিনি তাঁকে ভজনা করেন এবং লাভ করেন আর সেই ফলের আর ক্ষয় হয়না। গীতাতেই অন্যান্য অধ্যায়ের শ্লোকে এই কথা আগে ও পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে' ( ২।৪০ ) 'সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ, ( ৮।১৫ ) 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' ( ৮।১৬, ) 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, ( ৮।২২ ) ইত্যাদি বহু শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথা বহুবার বর্ণনা করেছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতার ভাষায় **'অন্যদেবতা'** ক্ষুদ্র দেবতাগণ বাসনা মেটাতে পারেন, বিপদে রক্ষা করতে পারেন কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না। যেমন বনবিবি বাঘ তাড়ানোর জন্য পূজা পান। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির পূজার বহুল প্রচলন। বাসুদেব পুরুষোত্তমই সৃষ্টিমুখে বিশেষ বিশেষ শক্তির আধার করে রেখেছেন—বৃষ্টির দেবতা, সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা ইত্যাদি সব তাঁর শক্তিতে শক্তিমান তবে মুক্তি লাভ করতে গেলে অন্য দেবতার ভজনা ছেড়ে বাসুদেব অর্থাৎ এক দেবতার স্মরণ নিতে হবে যিনি সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা।

বৈদিক যুগে বহু দেবতা চিন্তার কথা ছিল কালক্রমে সেই বহু দেব-বাদ কিন্তু এক দেবতায় পরিণত হল। পাশ্চাত্য দর্শনেও তাই Monotheism ইত্যাদি শেষে Pantheism ই পরিণত হল।

( বেদচ্ছন্দা )

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকাম প্রার্থনা সম্বন্ধে আরও তীব্র ভাষা ব্যবহার করেছেন।

'ঠিক ভক্ত যে সে কোন কামনা করেনা কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায়না।' ( কথামৃত ২।১৪।১ )

সকাম ভক্তের চাহিদা পূরণ ও ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই :—

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে বসে যে যা চাইবে তাই পাবে। এজন্য সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। কেমন জান? একজন কোন সময়ে ভ্রমণ করতে করতে খুব বড় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হল। পথে রোদে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসলে। মনে মনে ভাবলে যে, 'এই সময় একটা ভালো বিছানা পাই, তাহলে তাতে শুয়ে ঘুমুই।' সে যে একটা কল্পতরুর নীচে বসেছিল তা সে জানতো না। মনে মনে যাই এই বাসনা হল, তখনই একটী উত্তম বিছানা এসে পড়ল। তখন সে খুব আশ্চর্য্য হয়ে তাতে শুল, আর মনে মনে ভাতে লাগল 'এই সময় একটী স্ত্রীলোক এসে আমার পদসেবা করে, তাহলে খুব সুখে নিদ্রা যাই।' এই মনে হওয়া যেমন, অমনি তখনই এক যুবতী এসে তার পদসেবা করতে লাগল তখন তার আনন্দের সীমা রইলনা। তারপর তার খুব ক্ষুধা পেল। তখন সে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'যা চাইলুম তাই ত পেলুম, তবে কি কিছু খাবার পাবো না?' বলতে না বলতে তার কাছে অমনি নানা রকম খাবারও এসে জুটল। সে সেইগুলো খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, 'এই সময় যদি একটা বাঘ এসে পড়ে তাহলে কি হয়?' যেমন মনে হওয়া অমনি এক লাফ দিয়ে এসে একটা বাঘ

তাকে মেরে ফেললে। এই সংসারে জীবের ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে, বিষয় ধন, জন, অথবা মান, যশ ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে বাঘেরও ভয় থাকে অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয় নাশরূপ বাঘ—স্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষগুণে কষ্টদায়ক।'

(কথাসার)

কি আর বলব,—সব দেখছি কলাইএর ডালের খদ্দের। কামিনী কাঞ্চন ছাড়তে চায়না লোকে মানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়—

(কথামৃত ২।২৩।২)।

সকাম ভক্তেরা নানা অভীষ্ট পূরণের জন্য অন্য দেবতার যেমন ভজনা করেন কিন্তু নিষ্কাম ভক্তেরা তদ্রূপ করেন না এ সম্বন্ধে উপনিষদেও পাই ঃ—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

বিবেকী পুরুষ অর্থাৎ মন যার অধীন, তিনি সংসার মার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন, উহাই সর্ব্বোত্তম ও সুবিশাল আশ্রয় বা অধিষ্ঠান—উহাই সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুপদ। (কঠোপনিষৎ—১।৩।৯)

**অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।**
**পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪**

অবুদ্ধয়ঃ (ক্ষীণবুদ্ধি বিবেকহীণগণ) মম (আমার) অব্যয়ং

( অক্ষয় ) অনুত্তমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পরম ভাবং ( শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ) অজানন্তঃ ( না জেনে ) অব্যক্তং মাং ( বিশ্বাতীত আমাকে ) ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যতে ( সৃষ্ট মানুষ মনে করে )।

অল্প বুদ্ধি মানুষ আমার নিত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম স্বরূপ না জেনে বিশ্বাতীত আমাকে সাধারণ জাগতিক মানুষ মনে করে।২৪

অবিবেকিগণ কেন সর্ব্বানুস্যূত ভগবৎ সত্ত্বা বা ভগবান বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইকথা এই মন্ত্রে বলেছেন। আমি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর হলেও আমাকে সাধাবণ প্রাণীর ন্যায় প্রথমে অব্যক্ত অপ্রকাশ থেকে পরে এইক্ষণে বা প্রকাশ প্রাপ্ত বলে বিবেচনা করে। অবিবেকিগণ আমার পরমাত্মা স্বরূপ বুঝতে পারে না বলে এই রকম বিবেচনা করে। ( শঙ্করাচার্য্য )

অবিবেকিগণ প্রথমে অপ্রকাশ পরে লীলা বিগ্রহ অবস্থায় শরীরী-রূপে প্রকাশিত মনে করে। কিন্তু ভগবান সোপাধিক নিরুপাধিক দুই—তিনি অনুত্তম এসব তারা বুঝতে পারেনা। ( আনন্দগিরি )

জীবের প্রতি পরম কারুণ্যবশতঃ, বাৎসলা বশতঃ ব্যক্তরূপে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হলেও আমার পরম ভাব যে অব্যক্ত সেকথা অল্প-বুদ্ধিগণ জানে না এজন্য আমার আশ্রয়ও গ্রহণ করেনা—আমার আরাধনাও করেনা। ( রামানুজ )

আমাকে লৌকিক শরীর প্রাপ্ত সাধারণ জীবের পর্য্যায়ে গ্রহণ করে বলে অবিবেকিগণ আমার অনুত্তম সত্ত্বার কথা জানতেও পারেনা এবং সেইসূত্রে তাদের অভীষ্ট পূরণ জন্য অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে ভজনা করে। ( হনুমান )

আমাকে মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ ও বাসুদেব ইত্যাদি লৌকিক শরীর-ধারী মনে করে অল্পবুদ্ধিগণ আমার সর্ব্বনিয়ন্তা সত্তা, সর্ব্বময় সত্তা, অনুত্তম সত্তার কথা জানতে পারেনা বা জানতে চায় না এবং সেইজন্য দ্রুত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে যে দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করলে, সেই দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে ও ক্ষণস্থায়ী ফললাভে মুগ্ধ হয়। ( শ্রীধরস্বামী )

ভগবান বলেছেন যারা অল্পবুদ্ধি তাদেব তো কথাই নেই, যারা বিদ্যাবলে বলীয়ান, শাস্ত্রে পারদর্শী তারাও আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেনা। ভগবৎ বস্তু নিতান্ত দুর্জ্জেয়। দেবতারা জানেন না, মুনিগণও জানেন না। যারা অবিবেকী তারা আমার অক্ষয়, সনাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব জানেনা। জন্ম-মৃত্যু বিরহিত, সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য, প্রপঞ্চাতীত আমাকে তারা মৎস কূর্ম্মাদিরূপ প্রাপ্ত বলেই মনে করে। রূপ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন -ভগবানের স্বরূপ, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, লীলা সকলই আদি অন্তশূন্য সুতরাং নিত্য। একমাত্র ভক্ত জানতে পারে বা দর্শন পায়। ( বিশ্বদেব, বলদেব )

ভগবান ওই অবিবেকী ভক্তগণকে ত্যাগ করেন না কারণ তাঁর পরম স্বরূপ জানা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং মুক্তিদাতা তবে তাঁকে ছেড়ে অন্য দেবতার স্মরণ কেন নেয়, তার কারণ তারা অবিকেকী, ভগবান সর্ব্বকারণের কারণ সচ্চিদানন্দঘন সুন্দর একথা না জেনে মীন, কূর্ম্মাদি এবং মানবাদি জীব বলে জ্ঞান করে ও ক্ষুদ্র দেবতার আশ্রয় নেওয়ার জন্য ক্ষণ বিধ্বংসী ফল লাভ করে। ( কৃষ্ণানন্দ )

অল্পবুদ্ধি মানুষ আমাকে মানুষ ভাব প্রাপ্ত কৃষ্ণ রূপেই জানে।

ভগবানের অবতার তত্ত্ব বুঝতে পারে না, ভগবানের অব্যক্ত ভাব বিশ্বাতীত ভাব বুঝতে পারে না।

এখানে একটা প্রশ্ন অভক্তেরা বা তার্কিকেরা তুলতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের অহং তত্ত্ব এখানে প্রকাশিত হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু একটা কথা এর উত্তরে বলা যায়—মাঝে মাঝে নিজের স্বরূপ না বললে ধরা না দিলে তো মানুষ বুঝতে পারে না অবতারকে—তাছাড়া রাজ্যের রাজা যদি প্রজাদের অভয় না দেন নিজের ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বলে আস্থা স্থাপন না করান তবে প্রজারা সাহস পাবে কি করে? এটাকে Egoism বলা মিথ্যা। ( বেদচ্ছন্দা )

অবিবেকী সকাম ভক্তগণ ভগবানের সত্য স্বরূপ বুঝতে না পেরে শুধু মনুষ্য বা জীবদেহধারী মনে করে এ সম্বন্ধে আমরা ভাগবতে পাই :—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করছি অজ্ঞ মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে যে কেবল প্রতিমাদিতে বা অন্য দেবতায় পূজা করে থাকে কিন্তু সেটী বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতাত্মা ঈশ্বররূপী আমাকে অবহেলা করে নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ দেবার্চ্চনা করে, সে ভস্মে হোম করে অর্থাৎ ফল ক্ষণস্থায়ী।

( ভাগবত ৩।২৯।২১-২২ )

সমস্ত বিশ্বের একমাত্র কারণ ও একমাত্র কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান যখন মানুষ দেহ ধারণ করেন, অবতীর্ণ হন, মানুষ তাঁকে চিনতে পারেনা। মানুষ মনে করে এ সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা বলা আছে তন্মধ্যে একটী কথা এখানে উদ্ধৃত হল 'অল্পবুদ্ধি লোকের তো কথাই নাই, এমন কি অনেক ঋষিরা পর্য্যন্ত অবতারকে চিনতে পারেন না। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারো জন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি'। ( কথামৃত ২।২।৩।১৯ )

**নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।**
**মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫**

অহং যোগমায়া সমাবৃতঃ ( যোগমায়ায় আবৃত থাকায় ) সর্ব্বস্য ( সকলের কাছে ) প্রকাশঃ ন ( প্রকাশিত হই না ), [ এতএব ] মূঢ় অয়ঃ লোকঃ ( এই সব নির্বোধ লোক ) মাম্ ( আমাকে ) অজম্ ( জন্মহীন ) অব্যয়ম্ ( ক্ষয়রহিত ) [ বলে ] ন অভিজানাতি ( জানতে পারে না )।

আমি যোগমায়ায় নিজেকে আবৃত করে রাখায়—সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। সেজন্য মূঢ়মতি সাধারণ লোকে জন্ম মৃত্যু বিনাশবিহীণ আমাকে ভগবান বা পরমেশ্বর বলে জানতে পারে না। ২৫

কেন সাধারণ লোকে বুঝতে পারেনা তার কারণ এখানে বলা হচ্ছে। ভগবান সকল লোকের সমক্ষে প্রকাশিত হন না। কতক-

গুলি ভক্তই কেবল মাত্র ভগবানের স্বরূপ বুঝতে পারে এইটী অভিপ্রায়। কারণ ভগবান নিজেকে যোগমায়ায় আবৃত রাখেন। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যোগই এস্থলে যোগ শব্দের অর্থ। এই যোগই 'যোগমায়া।' তাতে যারা সমাচ্ছন্ন এইটী বোঝাচ্ছে। এরই ফলে মূঢ় লোকে ভগবানের অব্যয় স্বরূপ জানতে পারেনা।

( শঙ্করাচার্য্য )

পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন হীনমতি মানুষ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেনা ও মনুষ্যাদিরূপে প্রকাশিত মনে করে। তাদের এই ভুলের কারণ বলে যাচ্ছেন এখানে। ভগবান নিজেকে সর্ব্বদা যোগমায়ায় আবৃত রাখেন এজন্য একমাত্র কতকগুলি ভক্ত ছাড়া তাঁকে সাধারণে বুঝতে পারেনা। তাঁর ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন পটীয়সী যোগমায়াই এর কারণ তাই জীব ভগবানের স্বরূপ বুঝতে পারেনা।

( শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি, ও হনুমান )

আমি ক্ষেত্রজ্ঞ ও অসাধারণ সংস্থান হলেও সর্ব্বদা যোগমায়া সমাবৃত থাকি এজন্য সকলের নিকট প্রকাশিত হইনা। ত্রিগুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন জীব আমাকে মানুষ মনে করে ও ইন্দ্রাদি দেবতা অপেক্ষা শক্তিমত্তার কথা জানলেও জগতের একমাত্র কারণ সর্ব্বেশ্বর জগতের একমাত্র আশ্রয় এসব জানেনা ও মানুষ মনে করে।

( রামানুজ )

ভগবান যোগীর ধ্যানের ধন। ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপে সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই, ঐশ্বর্য্যের তুলনা নেই—যিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের নায়ক, সর্ব্ব অবতারের শিরোমনি, সুরাসুর বিজেতা আবার দীনের হরি

তবুও অবিবেকিগণ তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারেনা। কেবলমাত্র ভক্তেরাই তাঁর স্বরূপ জানতে পারে, তার কারণ ভগবান নিজেকে যোগমায়ায় সমাবৃত রাখেন। ভগবানের সঙ্কল্পই যোগ; এই সঙ্কল্প বশবর্ত্তিনী মায়াই যোগমায়া এরই প্রভাবে ভগবান সাধারণের কাছে আবৃত থাকেন এইজন্য ওই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিমান ভক্ত ছাড়া ভগবানকে অজ, অব্যয়, অনাদি, পরমেশ্বর বলে চিনতে পারেনা। সাধারণ মায়ার প্রভাবেই মানুষ অতি অসুন্দর শরীরকে পরম রমণীয় বলে মুগ্ধ হয়, বারাঙ্গনাকেই চরম সতী বলে মনে করে। এই মায়ার প্রভাবে সর্ব্বত্র লৌকিক মায়ারই এত প্রভাব তখন ভগবানের যোগমায়া যে অঘটনঘটন পটীয়সী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ( মধুসুদন )

সূর্য্য যেমন নিরন্তর বিরাজিত থেকেও সুমেরু শৈলের আবরণে সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচর হয়না—আবার অন্যস্থানের লোকেরা প্রতিনিয়তই দেখতে পায়, তেমনি ভগবান অবতীর্ণ হন যখন, তখন যোগমায়া সমাবৃত থাকেন তাই তাঁর অবতীর্ণ হওয়া সকলে বুঝতে পারে না শুধুই বাসুদেবাত্মজ মনে করে, অজরত্ব অমরত্ব ইত্যাদি বুঝতে পারে না, কল্যাণগুণ সত্তারও পরিচয় পায়না—এবং হয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ভজনা করে না হয় অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

( বিশ্বনাথ ও নীলকণ্ঠ )

যোগমায়া শব্দ গীতাতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে একথা ব্যবহৃত হয়নি। এই মায়া দৈবী, গুণময়ী ভগবানেরই মায়া ও প্রকৃতি, ভগবানে যুক্ত, ভগবানের নিয়ন্ত্রিতরূপে ক্রিয়াশীল এজন্য যোগমায়া নামে অভিহিত। ( দেবেন্দ্র বিজয় )

যোগমায়া প্রভাবে ভগবান জগতের সঙ্গে এক হয়েও জগতের অতীত। সর্ব্বত্র অনুস্যূত থেকে ও অপ্রকাশ। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত থেকেও রহস্য গহীণ। লৌকিক মানুষ মনে করে এসব কেবল তাঁর কর্ম্ম, তাঁর শক্তি, তাঁকে আড়াল রাখার আবরণ মাত্র।

( শ্রীঅরবিন্দ )

জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি ধারণ করেও নির্লিপ্ত থাকার জন্য পরমাত্মার অদৃশ্য ভাবই যোগমায়া। ( গান্ধীজী )

জগৎ ব্যাপার সাধিনী মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় আমার প্রকৃত স্বরূপ সকলের নিকট অপ্রকাশ থেকে যায়।

( সন্তদাসজী )

একান্ত অনুরাগ ভিন্ন ভগবানকে জানা যায়না। ভগবানের সঙ্কল্প শক্তিই যোগমায়ারূপে সকলকে ভুলিয়ে রাখে, ভগবানকে জানতে দেয় না। তাঁকে জানতে একান্ত ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তি-হীনের কাছে তিনি মেঘাচ্ছাদিত দিনের মত থেকে যান।

( কৃষ্ণানন্দ )

লীলা বিলাসের জন্য পুরুষোত্তমই যোগমায়া সমাবৃত হয়ে লীলা করেন—তিনি নরদেহে অবতার রূপে লীলা করলেও মূঢ় মানুষ তাঁকে অজ, অব্যয় ইত্যাদি বলে বুঝতে পারে না। সকলেই যদি তাঁকে বুঝতে পারে তা হলে লীলা বিলাস চলে না, সৃষ্টি চলে না, কাজেই তিনিই সৃষ্টির বিলাসের জন্য যোগমায়া স্বরূপ ঢেকে রয়েছেন, কেননা ভগবানকে জানলে যত পাপী, তাপী, চোর-জোচ্চর, মাতাল, দুষ্ট লোকে, ঘিরে ধরবে, বিরক্ত করবে, কষ্ট দেবে সেই দেব

দেহকে, কাজেই যোগমায়া সাধারণের কাছ থেকে ভগবানকে আবৃত করে রেখে লীলার সহায় হন। সহজে চিনতে দেননা।

অথচ যোগমায়ার মধ্যে একটু আকর্ষণ শক্তি আছে যার জন্য মানুষ অবতার পুরুষের আকর্ষণ অনুভব করে, সঙ্গও করে তবু সকলে চিনতে পারেনা—। অবতার পুরুষের চারদিকে ওই যোগ-মায়া Body guard এর মত থাকে, সহজে সকলকে এগোতে দেয়না। যোগমায়ার হাত থেকে নিস্তার হলে তবে ভগবান লাভ হয়। দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর মহামায়ার জোর বেশী। জজের চেয়ে জজের প্যায়দার ক্ষমতা বেশী।

( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা রামায়ণেও পাই ঃ—

ত্বামহং মায়াচ্ছন্নং লীলয়া মানুষ্যাকৃতিম্।
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুণম্॥

যোগমায়া সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই—'যোগমায়ার আকর্ষণ ভেল্কী লাগিয়ে দেয়।'

………"হরিলীলা সব যোগ মায়ার সাহায্যে।" ( কথামৃত ৩।১২।৩, ৪।২২।১ )

তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন। (কথামৃত ৪।৮।৩।৫৬ পৃঃ )

এজন্যই জীব তাঁকে চিনতে পারেনা। 'তাঁরে কেউ চিনলিনারে। ও সে পাগলের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে। ( কথামৃত ৩।১৯ ৩।২৩৮ পৃঃ )

**বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।**
**ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬**

হে অর্জ্জুন, অহং সমতীতানি (অতীত) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যানি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেউ) মাং ন বেদ (আমাকে বা পুরুষোত্তমকে জানতে পারে না)।

হে অর্জ্জুন আমি অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে বা সৃষ্টিকে জানি—কিন্তু আমাকে কেউ জানে না ॥২৬

যে যোগমায়া প্রভাবে সকল জীব মুগ্ধ, সেই যোগমায়া আমারই অধীন। আমিই মায়া সৃষ্টিকারী মায়াধীশ এজন্য এই মায়া আমার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনা। এই কারণেই আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান 'সমতীত' অতিক্রান্ত হয়ে বিরাজ করি এবং সমস্ত প্রাণীকেই জানি। একমাত্র আমার ভক্ত আমার শরণ নিয়ে আমাকে তত্ত্বত জানতে পারে কিন্তু অপর কেহই আমাকে জানতে পারে না।

(শঙ্করাচার্য্য)

ত্রিগুণাত্মিকা মায়াপ্রভাবে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত জীব মুগ্ধ, সেজন্য ভগবানের অব্যয় ও উৎপত্তি বিনাশরহিত স্বরূপ কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু ত্রিগুণ ও ত্রিকাল অতিক্রম করে অবস্থান করছি—আমি সবই জানি। (হনুমান)

লোকে যোগমায়া দ্বারা মোহিত হয় বলে আমার অব্যয় স্বরূপ, নিত্য স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এই মায়া আমারই

আশ্রিত বলে স্বীয় আশ্রয়ের ব্যামোহকর হতে পারে না। আমার জ্ঞানশক্তি অনাবৃত এজন্য আমি সর্ব্বোত্তম এবং ত্রিকালবর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূতগণকে আমি জানি। ( শ্রীধর )

আমার তত্ত্বদর্শী ভক্তগণ ব্যতীত অপরাপর সকলেই মায়া মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমার আরাধনা বিমুখ হয়ে অন্য দেবতা ভজনা করে। কোটী কোটী মানুষের মধ্যে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞ দুর্লভ। আমি সর্ব্বদা মায়ার অতীত। মায়া আমার তেজ প্রভাবে অভিভূতা, আমার অধীন, আমার সেবায় নিযুক্ত। সেজন্য আমার কোন বিকৃত হয়না। আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় না বলে আমি সব জানতে পারি। ( বলদেব )

আমার কৃপায় আমার বিশেষভক্ত ছাড়া আমার স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। তারা আমার সঙ্কল্পানুসারিণী যোগমায়া প্রভাবে আমার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। কিন্তু আমি নিজে মায়ারহিত বলে আমায় ত্রিকালদর্শী সত্তায় সর্ব্বজীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রতিভাত হয়। যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় মায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখি সেই হেতু আমার সম্বন্ধে অজ্ঞগণ আমাকে উপাসনা করেনা।

( মধুসূদন )

এইভাবে মানুষকে নিজের প্রকৃতি প্রভাবে বিমূঢ় করে তিনি যদি নিজেকে ধরা না দেন তাহলে মায়াবদ্ধ কোন জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাবার কোন আশা থাকেনা। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবান সর্ব্বজ্ঞ বলে যোগমায়া প্রভাবে তাঁর নিজের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু অঘটন পটিয়সী মায়া জীবকে এমনই অভিভূত করে

যে ভগবানের স্বরূপ বুঝতে দেয়না সূর্য্যকিরণে কুজ্ঝটিকা অপসারণের ন্যায় একমাত্র ভগবৎ ভক্তিতে ভগবানকে জানা যায়। ( কৃষ্ণানন্দ )

অর্জ্জুনকে ভগবান বললেন, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ভূত সকল সব কিছুই জানেন এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টিই তো আত্যন্তিকে ভগবানের অংশভূত আর সৃষ্টির যা কিছু হয়েছে সবই এককালে--সেই বিরাট মনে সৃষ্টির ইচ্ছা হল—অমনি সৃষ্টি সব এক কালেই হয়ে গেল, আর আমরা এই যে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করছি এও এককালে হয়ে আছে আমরা জানতে পারছি দেরীতে, তবে সৃষ্টি সবই সেই একক্ষণে হয়েছে কাজেই ভগবান তো সব জানবেনই কিন্তু কোন সৃষ্ট প্রাণীই ভগবান বা সেই বিরাট সত্তা সেই পুরুষোত্তমকে জানতে পারে না সত্যিই তো নারদ, শুকদেব, জনক ইত্যাদি সিদ্ধপুরুষ বা সাধকই বলো তাঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানে—যা জানে বা উপলব্ধি করেন সেটা তার দিক থেকে যথেষ্ট হলেও পুরুষোত্তম তত্ত্বের তুলনায় কিছু না—সেজন্য অন্যত্র 'যো মাম্ বেত্তি তত্ত্বতঃ' ইত্যাদি ইত্যাদি বললেও এখানে কিন্তু বললেন "মান্ত বেদ ন কশ্চন'।

ভগবান এখানে নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করলেন আর কি। যেমন চিকের আড়ালে আগেকার দিনে মায়েরা অভিনয় যাত্রা ইত্যাদি সবই দেখতেন অথচ তাদের কেউ দেখতে পেত না—এ যেন ঠিক তাই। ( বেদচ্ছন্দা )

**ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।**
**সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭**

হে ভারত, হে পরন্তপ সর্গে ( সৃষ্টিতে অর্থাৎ জীবদেহের উৎপত্তি কালে ) দ্বন্দ্বমোহেন ( ইচ্ছা দ্বেষ জনিত সুখ-দুঃখ মোহ ইত্যাদি প্রভাবে ) সর্ব্বভূতানি ( জীব সকল ) সম্মোহং যান্তি ( মোহিত হয়ে যায় )।

হে পরন্তপ, সৃষ্টি সময়ে অর্থাৎ স্থূল শরীর সৃষ্টি হলেই জীবকূল রাগ-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-ইত্যাদি দ্বন্দ্ব প্রভাবে মোহগ্রস্থ হয়—সেজন্য আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে জানতে পারে না। ২৭

ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কারণ কি? যার ফলে মানুষ তাকে জানতে পারে না। এখানে ভগবান সেই কথাই বলছেন। সুখ দুঃখ, শীত, গ্রীষ্মাদি বিরুদ্ধ অনুভূতিই দ্বন্দ্ব। ইচ্ছা ও দ্বেষ এই দুইটী মূল দ্বন্দ্ব। যা পেলে দুঃখ হয় তাতে মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ থাকে আর যা পেলে খুব সুখ বোধ হয়, সেটী লাভের জন্য জাগে ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে জাগে গভীর মোহ—এই মোহ সাধারণ জাগতিক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধক কাজেই ভগবৎ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক তো হবেই। ( আচার্য্য শঙ্কর )

প্রাণিগণের যখন স্থূল দেহসৃষ্টি হয় তখনই তাদের ইচ্ছাদ্বেষ জন্মে। মনের অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত অবস্থাই ইচ্ছা এবং বিরাগপূর্ণ অবস্থাই দ্বেষ। এর থেকে মোহ সৃষ্টি হয় ও প্রাণিগণ সেই মোহের অধীন হওয়ায় ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে অধিকারই থাকে না ( রামানুজ )।

জীব স্থূল শরীরে জন্মগ্রহণ করলে প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মায়। এই ইচ্ছার প্রভাবে মানুষ ক্রমাগত মুগ্ধ হয়

ও বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে কাজেই ভগবৎ জ্ঞানও আদৌ লাভ করেনা। (শ্রীধরস্বামী ও সন্তদাসজী)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে বিষয়ে ইচ্ছা ও দ্বেষ থাকে পরজন্মেও তারই সংস্কার আবির্ভূত হয় ও তৎ তৎ বিষয়ে মোহাসক্ত হয়। এই অত্যাসক্ত ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয় না। (বিশ্বনাথ ও বলদেব)

পছন্দমত বস্তুতে বা অবস্থাতে আসক্তি ইচ্ছা, আর পছন্দ বর্হিভূত বস্তু বা পরিস্থিতিতে বিদ্বেষ মানুষ জন্মের পর থেকে লাভ করে এবং ক্রমশঃ এটী মোহে রূপান্তরিত হয় ও বিবেক জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। অর্জ্জুনকে এখানে ভগবান 'হে ভারত' 'হে পরন্তপ' এই বলে সম্বোধন করবার অভিপ্রায় এই যে অর্জ্জুনের বংশমহিমা ও নিজশক্তি প্রভাবে দ্বন্দ্ব ও মোহ নাশ করবার শক্তি জাগিয়ে দেওয়া। কেননা দ্বন্দ্ব ও মোহ যাকে পেয়ে বসে বা অভিভূত করে, তার জাগতিক জ্ঞান লাভই সম্ভব হয়না কাজেই ভগবৎ জ্ঞানও হয়না। এজন্য সমস্ত প্রাণীই স্ব স্ব অন্তরে অবস্থিত পরমেশ্বরকে জানতে পারেনা ও উপাসনাও করেনা। (মধুসূদন)

শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব, মোহ মানুষকে আমি দুঃখী, আমি সুখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত করে ও যোগমায়ার ন্যায় এই দ্বন্দ্বসৃষ্টি ও ভগবদ্দর্শনের প্রতিবন্ধক। (কৃষ্ণানন্দ)

রাগ ও দ্বেষ জয় করতে পারলেই অবিদ্যা মোক্ষণ হয়। কামাদি ষড়রিপু ঐ রাগদ্বেষের থেকেই সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব মোহের উৎপত্তি হয়।

(যোগানন্দ)

হে ভারত, হে পরন্তপ, দ্বন্দ্বের মোহে পড়ে প্রাণী মাত্র এই জগতে মূর্চ্ছিত থাকে। (গান্ধিজী)

**ইচ্ছাদ্বেষ** কেন বললেন, আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৮ মন্ত্রে বলেছেন, 'সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' এছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২১।২৩ মন্ত্রে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের কথা বলেছেন এই সুখ—দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব কথা বলাতে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত Feeling তত্ত্বটী প্রকাশিত হয়েছে। সত্যই Feeling তত্ত্বের মধ্যে ওই দুটী মাত্রই পড়ে কেননা জগতের যত অনুভূতি বা Feeling সবই ওই দুটীর মধ্যে পড়ে যায়—হয় আমরা সুখ অনুভব করি—না হয় আমরা দুঃখ অনুভব করি। এই দ্বন্দ্বটী বেশ বোঝা যায় কিন্তু ইচ্ছা দ্বেষ কেন ব্যবহার করলেন তার উত্তর এই যে, ইচ্ছা দ্বেষ কথার মধ্যে Willing তত্ত্বটী প্রকাশিত হচ্ছে—ইচ্ছা ও Will আর দ্বেষ ও Will প্রিয় বস্তুর ইচ্ছা ও অপ্রিয় বস্তুর দ্বেষ। সুখ দুঃখ যেন মনের Passive ভাব আর ইচ্ছা দ্বেষ তার Active ভাব। মনোবিজ্ঞান অনুসারে যেন সমস্ত মনের ছবি ফুটে উঠেছে।

এখন আরও একটি প্রশ্ন হচ্ছে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীব কি করে এইগুলি নিয়ে জন্মায়? উত্তর, সৃষ্টি অনাদি অনন্ত চক্রাকারে চলছে কাজেই জীব প্রলয়কালে যখন বীজাকারে অবস্থান করে তখন নিজের নিজের সংস্কারের বীজ নিয়েই সেখানে অবস্থান করে সৃষ্টির কালে আবার সেগুলি নিয়ে জন্ম নেয় বা সৃষ্ট হয়। কাজেই জন্ম সময় থেকেই সেগুলি আসে। আর এই ইচ্ছা-দ্বেষ রূপ দ্বন্দ্ব থেকে আসে মোহ অর্থাৎ প্রিয় বস্তুগুলিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ বা ইচ্ছা

করতে করতে আর অপ্রিয় বস্তুকে দ্বেষ করতে করতে মন মোহগ্রস্থ হয় অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। আবার এই মোহ বাড়তে বাড়তে ভীষণ আকার ধারণ করে তখনই সেটী **সম্মোহ** বলে কথিত হয়।

মনোবিজ্ঞান মতে দেখা যাচ্ছে মানুষ বহু কাজই করে থাকে তার নিজের নিজের Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী Mc Dougall Instinct সম্বন্ধে বলেছেন Instinctive action নয় রকমের, তার মধ্যে Instinct of combat থেকে Disgust অর্থাৎ দ্বেষ—আর Hoarding instinct থেকে আসে Feeling of ownership অর্থাৎ ইচ্ছা। কাজেই ইচ্ছা ও দ্বেষ এ দুটীই মনোবিজ্ঞানের দুটী প্রধান Instinct, সারা বিশ্বের সমস্ত কিছুর পেছনে এ দুটি Instinct খেলা করছে। কাজেই ভক্তি বা মুক্তিলাভ করতে গেলে এই দুটি প্রবৃত্তিকে জয় করার চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে যেতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে—

কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ান মন কুড়ান দায় ( ৪।২৬।২ )। কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝতে দেয়না ( ৪।৩।১ )। কামিনী কাঞ্চনে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না (১।১২।৫)। কামিনী কাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয় ( ৫।১৫।৬ )। কামিনী কাঞ্চন মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না ( ৩।১৭।৪৪।২১।৩ )।

**যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।**
**তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮**

যেষাং তু ( কিন্তু যে সমস্ত ) পুণ্য কর্ম্মনাং জনানাং ( পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের ) পাপম্ অন্তগতং ( পাপরাশি ক্ষীণ হয়েছে ) দ্বন্দ্বমোহ নির্ম্মুক্তাঃ ( দন্দ্বমোহহীন ) তে ধীরব্রতাঃ ( সেই ধীরব্রত শীলসাধক গণ ) মাং ভজন্তে ( আমাকে ভজনা করেন )।

কিন্তু পূণ্যকর্ম্ম, শুভকর্ম্ম, সাধনাভ্যাসে যাদের মন পাপমুক্ত হয়েছে—সেই দ্বন্দ্বমোহহীণ ব্যক্তিগণ আমাকে অর্থাৎ বাসুদেব পুরুষোত্তমকে ভজনা করেন। ২৮

এখানে ভগবান কিরূপ ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। যাদের পাপ ক্ষীণতম হতে হতে দূরীভূত হয়, যাদের চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে, যারা পুণ্যকর্ম্মা, তাদের মন দ্বন্দ্বমুক্ত, মোহমুক্ত হয় এবং এই আত্মাই পরমার্থতত্ত্ব, এর কোনরকম অন্যথা নেই, এই দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞান যাদের আছে তাদেরই দৃঢ়ব্রত বলা হয়। (শঙ্করাচার্য্য)

মোহগ্রস্থ ব্যক্তিরা ভগবানকে ডাকে না কিন্তু কিরূপ ব্যক্তি ভগবানকে ডাকে তার লক্ষণ বলে যাচ্ছেন। যারা দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছে তারাই আমাকে আত্মভাবে যথাশাস্ত্র ভজনা করে থাকে। এবং বহুজন্মের সুকৃতির প্রভাবে যাদের পাপ ক্ষয়িত হয়েছে তাদৃশ ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি হয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন ও সম্ভব হয়ে দাড়ায় কাজেই দ্বন্দ্বাতীত ও মোহাতীত হওয়ায় পরমাত্মরূপ ভগবানকে ভজনা করেন।

( আনন্দগিরি ও হনুমান )

ভগবান আগে বললেন––দ্বন্দ্বমোহগ্রস্থ মানুষ ভগবানকে ভজনা করেনা কিন্তু ভগবানের 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্' বলে যাদের কথা বলেছেন তারাও তো দ্বন্দ্বাতীত নয়—তাহলে এই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ? সেই উত্তরেই এই শ্লোকের অবতারণা।

যে লোক সুকৃতি হেতু সমস্ত পাপ মুক্ত হয় তারাই আমার ভজনা করে। ভগবৎ ভজনশীলরা কখনই সাধারণ লোক নন। এই পুণ্য-কর্ম্মিগণ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপ থেকে মুক্ত হয়—পাপমুক্ত হলে দ্বন্দ্ব-মোহও মুক্ত হয় ও স্বতই রাগদ্বেষাদি মুক্ত হয়ে এবং ভগবানই একমাত্র ভজনীয় এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা সঙ্কল্প বদ্ধ হয়ে ভগবানকে ভজনা করতে থাকে। ( মধুসূদন )

ক্ষয়িতপাপা পুণ্যাত্মাগণের সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়, মোহেরও নাশ হয় এবং মোহমুক্ত তাদৃশ ব্যক্তি একনিষ্ঠ হয়ে আমার ভজনা করে।

( বিশ্বনাথ )

দ্বন্দ্বমুক্ত মানুষ সত্ত্বপ্রধান হয়, দৃঢ়ব্রত হয়ে প্রথমে আমাকেই ভজনা করে। ( শ্রীধর )

সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে শুভ কর্ম্মে ব্রতী থাকবে এতে কাম-ক্রোধমুক্ত হওয়া যায়, মহাশান্তি ও ক্ষমতা লাভ করা যায়, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ভক্তির বিকাশও চাই সর্ব্বভূত মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করতে হবে, সম্পুর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তখন সেই আত্মসমর্পণ ও ভক্তি থেকেই তার জীবনের ও কর্ম্মের একমাত্র নীতি লাভ হবে।

( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবানের কথিত পরস্পর মন্ত্রগুলি অর্জ্জুনের মনে পাছে বিভ্রান্তি জাগায় তাই এই মন্ত্র বলে যাচ্ছেন—আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু এদেরও মোহ থাকে কিন্তু জন্মজন্মান্তরের শুভ কর্ম্মের দ্বারা তাদের পাপরাশি ধৌত হয়ে যায় ও ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্বাতীত হয়ে যাওয়ায় চিত্তের একাগ্রতা সংকল্পের দৃঢ়তা ও ভক্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। ( কৃষ্ণানন্দ )

সেই দৃঢ়নিশ্চয় সাধনা পরায়ণ মানবগণ সেই দ্বন্দ্বমোহ হতে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে সেবা করে তাঁকে প্রাপ্ত হয়। ( যোগানন্দ, সন্তদাসজী )

'দৃঢ়ব্রতাঃ' কথাটীর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন অর্থাৎ ঠাকুরের নাম করে দৃঢ়তা সর্ব্ব সময়ের জন্য রাখতে হবে। অলসভাবে গতানুগতিক ভাবে ভগবানের নাম নিলে হবে না—সর্ব্বসময়ের জন্য দৃঢ়তা সহকারে ভগবানকে ডাকলে তবেই একেবারে পাপক্ষয় হবে—বা সর্ব্বদ্বন্দ্ব নির্ম্মুক্ত হতে পারবে। তা না হলে কিছু কিছু পাপ থেকে যাবেই।

এখানে ভগবান পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তার স্থান দিলেন। সবই যদি ঈশ্বরাধীন তবে ভগবান এখানে কেন দৃঢ়তার কথা বা পুরুষকারের স্থান দিলেন? তদুত্তরে বলা যায়—যে আমাদের ভেতরে সেই 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' অর্থাৎ জীবভূত সনাতন রয়েছেন কাজেই আমরা যদি চেষ্টা করি তো সে তাঁরই চেষ্টা—কাজেই সেই বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা যুক্ত হয়ে কাজ হবে তাড়াতাড়ি—তাই বললেন একথা। ( বেদচ্ছন্দা )

ভগবৎ লাভ করতে গেলে মনকে দ্বন্দ্বমুক্ত করতে হবে। এই দ্বন্দ্ববোধ মোহ থেকে আসে। বিজ্ঞানের গবেষণার দীর্ঘ ইতিহাস

আলোচনায় শেষকালে দেখা যাচ্ছে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের অযার্থতা প্রমাণিত হওয়ার পর স্বীকৃত হল শুধু Matter আর Energy—কিন্তু আইনষ্টাইন-এর আবিষ্কারে জানা গেল এই মহাবিশ্বে —রয়েছে শুধু মাত্র Energy। Matter ও Energy-র বিভেদও অস্বীকৃত হল। এক বিরাট Energyই সমস্ত বিশ্বে বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে তাপরূপে, আলোরূপে, জড়রূপে চেতনরূপে—আসলে সব একেরই প্রকাশ—কাজেই দ্বন্দ্বমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও হতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

অনেক জন্ম ধরে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে করতে মানব ক্রমে চিত্তশুদ্ধিলাভে আত্মজ্ঞান বা ভগবান লাভে সমর্থ হয় এসম্বন্ধে পাতঞ্জল সূত্রে পাই :—

জাত্যন্তর পরিণামঃ
প্রকৃত্যাপূরাৎ। ( পাতঞ্জল সূত্র। ৪।২ )

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই :—

'কাম, ক্রোধ, লোভ, এসব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়' (৫।৩।২ )। 'কাম ক্রোধাদির মোর ফিরিয়ে দাও।'

বিষয়াসক্তি যত কমবে ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে (১।৭।৪) ( ৪।১৩।২ )।

ভোগবাসনা থাকতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়না ( ১।৬।৩ )।

জরামরণমো ক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মচাখিলম্ ॥২৯

যে ( যারা ) জরামরণমোক্ষায় ( জন্ম-জরা-মৃত্যু ইত্যাদির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য ) মাম্ আশ্রিত্য ( আমার শরণ লয় ) যতন্তি ( যত্ন করেন ) তে ( তারা ) তৎব্রহ্ম ( সেই সনাতন ব্রহ্মকে ) কৃৎস্নং অধ্যাত্মং ( সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ের ) অখিলং কর্ম্ম চ ( এবং সমস্ত কর্ম্মফল ) বিদুঃ ( জানেন )।

যারা বারংবার জন্মমৃত্যু ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় প্রযত্ন সহকারে ভগবানের শরণ লয় তারা—সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং সমস্ত কর্ম্ম তত্ত্ব জানেন।২৯

জরা ও মরণ থেকে মোক্ষ পাবার জন্য পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে ও পরমেশ্বরেই চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক যারা যত্ন সহকারে ভজনা করে থাকে তারা সেই সকল ভূতের উপাদান যে পরব্রহ্ম তাঁকে অধ্যাত্ম অর্থাৎ প্রত্যাগাত্মভাবে সর্ব্বজীবে অবস্থিতরূপে জানতে সক্ষম হন। (শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান )

দ্বন্দ্ব মোহ নির্ম্মুক্ত ভগবানে ভজনাকারী ভক্তগণের কি লাভ হয় সে সম্বন্ধে এখানে বলে যাচ্ছেন—ভগবানকে ভজনা করলে মানুষ জরামরণরূপ যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে। আধারভেদে এই ভজনা তিন প্রকার উত্তম মধ্যম ও অধম। অধমেরা ভগবানের ভজনা করেই না, মধ্যমেরা সগুণ সপ্রপঞ্চ ভগবানকে সেবা করে ও উত্তমগণ নির্গুণ নিষ্প্রপঞ্চ ভগবানের সেবা করে এবং এরাই জন্ম, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। ( আনন্দগিরি )

পূর্ব্বে আর্ত্ত অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু এই তিন শ্রেণীর সকাম ভক্তের কথা উল্লেখ করেছেন এখানে তাদের জ্ঞাতব্যের বিশেষত্ব ও উপাদেয়ত্ব

কীর্ত্তিত হয়েছে। জরা মরণের হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে আত্মজ্ঞান দরকার ও তন্নিমিত্ত প্রযত্ন প্রয়োজন। এটী যাঁরা করে চলেন তাঁরা সেই ব্রহ্মকে জানেন বা অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করেন।

( রামানুজ )

জরা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার লাভের জন্য আমার স্মরণ যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা পরব্রহ্মকেও জানেন অথবা যে অধ্যাত্ম জ্ঞানেব দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় সেটী লাভ করেন। ( শ্রীধর )

পূর্ব্ব বর্ণিত অন্য দেবতা ভক্তগণ ও বাসুদেব ভজনাকারী, আর্ত্ত অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ছাড়া এখানে আর এক প্রকার জ্ঞানী ভক্তের কথা বলে যাচ্ছেন। জরা, মরণ, নাশের জন্য যে সকল যোগী যত্ন পরায়ণ হন অর্থাৎ যাঁরা মোক্ষলাভে যত্নশীল তাঁরা মদ্ভক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি তত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি সব জানেন।

( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

জরা মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতিকামী প্রযত্নশীল আমার ভক্তগণ পরব্রহ্মকে জানতে পারেন কিন্তু হিরণ্যগর্ভাদির বা বিরাট উপাসনা কারিগণ ব্রহ্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন। ( নীলকণ্ঠ )

কামনা সিদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল মুক্তির জন্য সাধনা করেন তাঁরা সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা ছাড়া সফল হন না। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় পাপ মোচন হয় না—যেহেতু তিনি নির্ব্বিকার সেই হেতু ভক্তের জন্য তাঁর ভাবান্তর না হওয়ায় ভক্তের পাপও মোচন হয়না। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করলে নির্গুণ ব্রহ্মকেও লাভের উপায় জানা যায়। ( কৃষ্ণানন্দ )

যে সকল সকাম ভক্ত জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভের আশায় সাধনা সুরু করে তারা ঈশ্বরকে আশ্রয় করে সাধনা করার জন্য নির্গুণ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে সমষ্টি পরমাত্মনকে এবং যাবতীয় কর্ম্ম রহস্যকে জানতে পারেন। ( যোগানন্দ )

সমগ্র জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। প্রাচীন কালে লোক জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা করত। গীতায় বললেন যে গীতোক্ত সাধনের দ্বারা এই মুক্তি পূর্ণভাবেই লাভ হয়, পুরুষোত্তমতত্ত্ব জানলেই ব্রহ্মকেও সমগ্রভাবে জানা যায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এখানে একটা প্রশ্ন—যতবড় সাধক—মহাপুরুষ হন—জন্ম হলে মৃত্যু তো হবেই আর দীর্ঘজীবি হলে জরাও আসবে তবে একথা কেন? এর উত্তরে বলা যায় ভগবানের আশ্রয় নিলে পুনর্জ্জন্ম হবে না—কাজেই বারংবার জন্মের যে জরা, মৃত্যু সে সব থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু এর জন্য 'মামাশ্রিত্য' ভগবানের আশ্রয় নিয়ে 'যতন্তি' সাধনা করে যেতে হবে তবেই 'সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব' 'অধ্যাত্মতত্ত্ব' ও 'কর্ম্মতত্ত্ব' জানতে পারবে। এই কথাগুলি অবশ্য পরে গীতামুখে নিজেই বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন অতএব এখানে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র—

মাংআশ্রিত্য—১।৭, ৯।৩২

তে ব্রহ্ম—১৭।২৩

**সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।**
**প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০**

যে চ ( আর যারা ) সাধিভূতাধিদৈবং ( অধিভূত ও অধিদৈবের সঙ্গে ) সাধিযজ্ঞ ( এবং অধিজ্ঞের সঙ্গে ) মাং বিদুঃ ( আমাকে জানেন ) তে যুক্তচেতসঃ ( সেই সমাধিযুক্ত চিত্ত সাধকগণ ) প্রয়াণ কালেঽপি মাং বিদুঃ ( মৃত্যুকালেও আমাকে জানতে পারেন )।

যারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে আমাকে সমগ্রভাবে জানেন সেই সব সাধকগণের চিত্ত আমাতে বা ভগবানে আসক্ত হওয়ায় মৃত্যুকালে আমাকে জানতে পারেন—অথাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হয়েও আমাকে বা ইষ্টকে ভুলে যান না ।৩০

**সাধিভূতাধিদৈবং**—অর্থাৎ অধিভূত ও অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে বিদ্যমান আমাকে যারা জানতে পারেন তারা মৃত্যুকালেও আমাকে প্রত্যক্ষ করেন। ( শঙ্করাচার্য্য )

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিৎগণ, অধ্যাত্মবিদ্ ও কর্ম্মবিৎ তাঁদের কখনও যোগ ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কারণ অন্তিম কালেও সেই পুরুষ মদেকনিষ্ঠ থাকেন। মৃত্যু যন্ত্রণাতেও আমাকে বিস্মৃত হন না।

যত্নসহকারে কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। বিজ্ঞান যোগের একটীই ভাবার্থ। ( শ্রীধরস্বামী )

যে সব ভক্ত প্রকৃতরূপে আমার তত্ত্ব জানেন তাঁরা মায়াকে অতিক্রম করে থাকেন। ( বলদেব )

ভক্তগণই শ্রীহরির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়ে মায়াকে অতিক্রম করেন।

তাদৃশ ভক্ত ছয় প্রকার। এই অধ্যায়ে সেই কথাগুলিই বর্ণিত হল।
( বিশ্বনাথ )

মন যদি চিরদিন বিষয় চিন্তায় অভ্যস্থ থাকে তাহলে মৃত্যু সময় তার নিজেরতো ভগবৎ স্মরণ হয়ই না—অপর কেউ নাম শোনালেও হরিস্মরণ হয় না। কিন্তু চিরদিন যারা ভগবৎ স্মরণ করে চলেছেন তাঁদের মৃত্যু যন্ত্রণা সত্বেও ভগবৎ স্মরণ হয়। শিশু চলতে চলতে পরে গিয়ে অজ্ঞান হলে মা যেমন এসে তুলে কোলে নেন তেমনি ভক্তও মরণমূর্চ্ছায় অচেতন হলে চৈতন্য স্বরূপ ভগবান ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রকাশিত হন।
( কৃষ্ণানন্দ )

এই মন্ত্রের মত অধিভূতাদির মন্ত্র অষ্টম অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। এই মন্ত্রের বিশেষ অর্থ ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই। তিনিই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা সব। এই কথা জেনে মৃত্যু সময়ে শান্ত হয়ে ঈশ্বরে যে তন্ময় থাকে ঐ সময় কোনও বাসনা যার হয়না—ঈশ্বরকে যিনি জেনেছেন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। ( গান্ধীজী )

অধিযজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূতের সঙ্গে আমাকে যারা জানে সেই সমাহিত পুরুষ মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন। ( সন্তদাসজী )

জল একই অথচ বিভিন্ন পরিণামের উত্তাপবশতঃ যেমন বরফ বাষ্প ও জলরূপে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয় কিন্তু ঐগুলিকে জলের বিকার বলা ঠিক নয়, তেমনি পরম সত্তা যে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি একই অথচ ঐ অসৎ স্বরূপ মায়ার ভাবান্তর হেতু সেই ব্রহ্মকে পরম (১) অক্ষর (২) পরমাত্মা (৩) অধিযজ্ঞ (৪) অধিদৈব (৫) অধিভূত

এবং (৬) জীবের বিকাশ স্বরূপ কর্ম্ম ছয় প্রকার প্রধান বিভাবে, জীবভাবের বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা জানা যায়। এই সকল ভাব তাঁর বিকার নয়। (যোগানন্দ)

পুরুষোত্তম সাধনাশীল ব্যক্তি মৃত্যুমুখেও ভগবৎ স্মৃতি অটুট রাখতে পারেন তাদের সত্তা পুরুষোত্তমের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সক্ষম হন বলে তাঁকে লাভ করেন। নির্গুণ ব্রহ্মে স্বতন্ত্র ব্যষ্টি সত্তার লয় করে জন্মমৃত্যুর অতীত যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করা যায় তারাও সেই পদ লাভ করেন। (শ্রীঅরবিন্দ)

অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ও অধিভূত কথাগুলির ব্যাখ্যা পরের অধ্যায়ে ভগবান নিজেই গীতা মুখে বলেছেন। এখানে বললেন আমার আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ নিরন্তর ইষ্ট নাম স্মরণ করতে করতে সাধনা করতে হবে এবং এইভাবে যুক্ত হয়ে সাধনা করে গেলে ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর যোগ সূত্র সৃষ্টি হবে তখন আর বিস্মৃতির প্রশ্নই আসে না, ভগবান নিজেই তখন স্মরণ পথে উজ্জ্বল থাকবেন।

(বেদচ্ছন্দা)

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—o—

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

**অর্জুন উবাচ**

**কিংতদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।**
**অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১**
**অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।**
**প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২**

অর্জ্জুন উবাচ—হে পুরুষোত্তম তৎব্রহ্ম কিম (কি?) অধ্যাত্মং কিম্? (কর্ম্ম কি?) অধিভূতঞ্চ কিমপ্রোক্তম (কাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবং (এবং অধিদৈব কাকে) উচ্যতে (বলে)? হে মধুসূদন অত্র (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণ কালে চ (এবং মৃত্যু কালে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতমন সাধক কর্ত্তৃক) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (তোমাকে জানতে পারা যায়)?

অর্জ্জুন প্রশ্ন করলেন—হে পুরুষোত্তম ব্রহ্মতত্ত্ব কি? অধ্যাত্ম কি? অধিভূত কাকে বলে অধিযজ্ঞ ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? দেহ থাকাকালীন সময়ে কেমন ভাবেই বা তিনি চিন্ত্যনীয়? হে মধুসূদন, অন্তকালেই বা সংযতহৃদয় ব্যক্তিগণ কেমন করে তোমাকে জানতে পারেন? ১।২

**শ্রীভগবানুবাচ**

**অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।**
**ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ ॥৩**

শ্রীভগবান উবাচ—পরমং অক্ষরং (যে পরম বা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর) [ তৎ ] ব্রহ্ম ( তাই ব্রহ্ম ) স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে ( অধ্যাত্ম বলে বর্ণিত হয় ) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ( জীবগণের সৃষ্টি কারী ) বিসর্গঃ ( দ্রব্যত্যাগ অথবা জন্ম ) কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মশব্দবাচ্য বলে জানবে)।

শ্রীভগবান বললেন, পরম অক্ষরই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলে কথিত হয়। আর সৃষ্ট জিবগণের উৎপত্তি কারক স্বানুভবানন্দ ত্যাগরূপ যে যজ্ঞ সেটীই কর্ম্মশব্দবাচ্য ।৩

'অর্জ্জুনের উত্তরস্বরূপ বলে যাচ্ছেন। এখানে **'অক্ষর** শব্দের দ্বারা পরমাত্মা বোঝাচ্ছে। **'পরম'** বিশেষণটী নিরতিশয় ব্রহ্মরূপ অক্ষরেই প্রযুক্ত হয়েছে। সেই পরব্রহ্মেরই প্রতিদেহে **প্রত্যগাত্মা** ভাবে অবস্থিতিকেই **'স্বভাব'** বলা হয়েছে। দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমার্থ বস্তু পর্য্যন্ত সকল পদার্থকে **'স্বভাব'** বা **'অধ্যাত্ম'** শব্দে প্রতিপাদিত করা হচ্ছে। **'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ'** ভূত অর্থে পৃথিবী ইত্যাদি যে 'ভাব' ( অর্থাৎ ) বস্তু তাই ভূতভাব। সেই ভূতভাবের **'উদ্ভব'** ( **সৃষ্টিই** ) যে করে তাঁর নাম 'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ'। বিসর্গ শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যের উৎসর্গ তাকেই বুঝিয়েছে। এই 'বিসর্গ ই' 'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ' অর্থাৎ ভূত সকলের উৎপাদক।

**'বিসর্গঃ'** শব্দে আসলে যজ্ঞকে বুঝিয়েছে। এই যজ্ঞই **কর্মসং-জ্ঞিতম'** অর্থাৎ যজ্ঞরূপ বীজ থেকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির উৎপত্তি।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

অক্ষর পরম ব্রহ্ম—তিনি স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ। তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ—সমষ্টিরূপে। কেননা শ্রুতিতে আছে "অব্যক্তম অক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে।" পরম অক্ষরে (ক্ষেত্রজ্ঞ সমষ্টি-রূপে) প্রকৃতি বন্ধন মুক্ত আত্মস্বরূপই 'স্বভাব'। অনাত্মভূত প্রকৃতি আত্মাকে সূক্ষ্মভূতরূপে ও বাসনাদিরূপে সম্বন্ধ করে। মনুষ্যাদি ভাবের সৃষ্টিকারী যে 'বিসর্গ' বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অনুসারে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ইত্যাদি পাঁচ প্রকার আহুতিই 'যজ্ঞ'। (রামানুজ)

যা পরম অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত জীবাত্মচৈতন্য—যাঁর ক্ষয় হয়না তাই ব্রহ্ম, ইনিই প্রত্যগাত্মারূপে অর্থাৎ প্রতি দেহে জীবাত্মারূপে বিলাস করছেন। শ্রুতিতে অনেকস্থলে 'আত্মা' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিয়েছে। জীবাত্মার সমন্ধীয় যে ভাব সেটী আত্মাতে সমন্ধযুক্ত বলে তাকে 'অধ্যাত্ম' বলে। আকাশ, পর্জ্জন্য, পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি ইত্যাদি পাঁচ প্রকার আহুতি অর্পিত হয় এইভাবে সৃষ্টিচক্র চলতে থাকে। (বলদেব)

যিনি অক্ষর পরমাত্মা তিনিই ব্রহ্ম, প্রতিদেহে ব্রহ্মের 'প্রত্যগাত্ম-রূপে' প্রবৃত্ত যা—তাই 'অধ্যাত্ম'। (হনু)

যাঁর ক্ষয় নাই যিনি অবিনশ্বর তিনি 'অক্ষর'। জীবকেও সেই হিসাবে 'অক্ষর' বলা চলে। তবে জীব পরম অক্ষর নন। এই 'পরম অক্ষর'ই সৃষ্টির মূল কারণ। আত্মা প্রতি দেহ অধিকার করে ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান থাকেন এইটীই 'অধ্যাত্ম' নামে খ্যাত।

(শ্রীধর)

'অক্ষরম্' যা ক্ষরিত হয়না, বিচ্যুত হয়না তারই নাম অক্ষর। আবার অক্ষর বলতে সর্ব্বব্যাপকও বোঝায়। 'পরমম্' অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ; কারণ প্রশাসন এবং সমগ্র জগতের বিধানরূপ যে লক্ষণ শ্রুতি মধ্যে বলা হয়েছে সেও ওই পরম ব্রহ্মেরই সম্ভব। 'স্বভাব' —স্ব—ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ যে প্রত্যক্ চৈতন্য তাই 'অধ্যাত্ম' বলে বর্ণিত হয়। আর যে বিসর্জ্জনরূপ, ত্যাগরূপ ব্যাপার হতে জীবভাবের সৃষ্টি হয় তাকেই 'কর্ম্ম' বলে। 'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ' ভূতগণের অর্থাৎ ভবনধর্ম্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবগণের ভাব অর্থাৎ উদ্ভব বৃদ্ধি সাধন করে থাকে ওই উপরি উল্লিখিত কর্ম্ম। ( মধুসূদন )

**অক্ষর**—অবিনাশী চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করে 'অধ্যাত্ম' নামে কথিত হয়ে থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাই কর্ম্ম বলে বর্ণিত হয। এই যজ্ঞাদি কর্ম্মই শষ্যাদি উৎপত্তির কারণ আর জিবগণের ব্যাধি ইত্যাদি সন্তাপহারী। ( কৃষ্ণানন্দ )

যে স্বপ্রতিষ্ঠ অক্ষর সত্তা ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, যা শ্রেষ্ঠ এবং পরিবর্ত্তনহীণ সমগ্র জগৎ এবং জগতের সকল বস্তুর গতি সৃষ্টি ইত্যাদি যাতে বিদ্ধৃতি পায় তাই 'অধ্যাত্ম'। পরা প্রকৃতিতে জীবের যে মূল প্রকাশধারা বা স্বভাব তাই 'অধ্যাত্ম'। ঐ অধ্যাত্ম হতেই 'কর্ম্ম' সৃষ্টি হয়। 'কর্ম্মই' হচ্ছে সৃজন মূলক শক্তি বা প্রেরণা। দাতৃ স্বভাব হতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হতে বস্তুরাজি সৃষ্টি হয়। স্বভাবের বশে কার্য্য করেই প্রকৃতি বিশ্বলীলা কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে।

( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবান বললেন ব্রহ্মের স্ব স্ব বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে বিকাশ তারই নাম **'অধ্যাত্ম'**, আর জীবের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি-রূপ ত্যাগকেই কর্ম্ম বলা হয়। ( সন্তদাসজী )

অক্ষর পুরুষ থেকে ও যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে পুরুষোত্তম বা পরম অক্ষর বলা হয়েছে। তিনিই তৎব্রহ্ম বা তৎস্বরূপব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের যে বিদ্যামায়াময় ভাব তাই **'অধ্যাত্ম'**। সর্ব্বব্যষ্টি আত্মার সমষ্টীভূত অবস্থার নাম অধ্যাত্ম। জীবভাবের উৎকর্ষ সাধক অর্থাৎ ব্রহ্মের দিকে আরোহণ মূলক সত্য ও শুদ্ধ কর্ম্মই গীতাতে **'কর্ম্ম'** নামে অভিহিত হয়, বাকী সব অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম। ( যোগানন্দ )

**অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং**-গীতার ভগবান এখানে ব্রহ্ম শব্দের যে সংজ্ঞা দিলেন সেটী অনেকটা শঙ্কর বেদান্ত বর্ণিত ব্রহ্মের মত অক্ষয় বিকার রহিত অবিনাশী ইত্যাদি কিন্তু সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য যে পুরুষোত্তম তত্ত্ব, অক্ষর পরব্রহ্ম তারই একটী বিভাব কাজেই ব্রহ্ম এখানে পুরু-ষোত্তমকেই বুঝিয়েছে। ( বেদচ্ছন্দা )

**স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে**—এখানে স্বভাব বা অধ্যাত্ম এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিদেহে জীবভূত সনাতন রূপে প্রত্যাগাত্মার যে স্থিতি বা বিলাস সেটীই অধ্যাত্ম বলে গীতায় বর্ণিত হয়েছে। আর এক অর্থে পুরুষোত্তম নিজের ভাব স্বভাব—কিনা—স্ব—ভাব পুরুষোত্তমের নিজের ভাব আমাদের বুদ্ধির বাইরে।

( বেদচ্ছন্দা )

**ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ**—এখানে কর্ম্ম শব্দের সংজ্ঞা দিচ্ছেন—সর্ব্ব জীবের উৎপত্তির জন্য ভগবান যে যজ্ঞ করলেব

তাতে আহুতি দিলেন স্বানুভবানন্দ এই যে যজ্ঞ বা কর্ম্ম পদ্ধতি এটাই এখানে **কর্ম্ম** শব্দ বাচ্য। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা শ্রুতি মুখেও পাই,—

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত' ইত্যাদি, অর্থাৎ গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে আছেন ইত্যাদি।

( বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৮।৯ )

'যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্'।

বিরাট রূপ যজ্ঞকারিগণের দুঃখ অতিক্রমণের সেতুস্বরূপও সেই অগ্নিস্বরূপ যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁকে আমরা জেনেছি।

( কঠোপনিষৎ ১।৩।২ )

অক্ষর পরম ব্রহ্মই মূল কারণ আর তাঁর থেকে সব সৃষ্টি; এসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র ও পাই—

'ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।'
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।
ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥

যে পরমাকাশরূপ অক্ষর ব্রহ্মে বেদ ও দেবতা সকল আশ্রিত

আছেন, বেদরাজি, যজ্ঞ, ক্রতু, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অপর যা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েছে তৎসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট। ব্রহ্ম, মায়া শক্তি অবলম্বনে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। এবং অবিদ্যাদ্বারা জীবরূপে আবদ্ধ। ( শ্বেতাশ্বেতরো ৪।৮-৯ )

'তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম।'

মাকড়সা নিজের মধ্যে থেকেই যেমন সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে তদ্রূপ অক্ষর হতেই সংসারে সকল বস্তু সৃষ্ট। ( শ্রুতি )

মনুসংহিতাতেও অনুরূপ কথা পাই ঃ—যজ্ঞ, কর্ম্ম, সৃষ্টি সম্বন্ধে আর অধ্যাত্ম সম্বন্ধে পাই ঃ—

'অথ অধ্যাত্মম্। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন···যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণম্ অন্তরো যময়তি, যমত্যেষ ত আত্মা, অন্তর্যামী অমৃতঃ।' ইতি অধ্যাত্মম্॥

**অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।**
**অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪**

হে দেহভৃতাং বর ( প্রাণি শ্রেষ্ঠ ) ক্ষরঃ ( নশ্বর—বিনাশশীল ) ভাবঃ ( পদার্থই ) অধিভূতং, পুরুষঃ ( পুরুষই ) অধিদৈবতং চ ( অধিদৈব ), অহম্ এব ( আমিই ) অত্র দেহে ( এই দেহে ) অধিযজ্ঞঃ [ রূপে আছি ]।

হে নর শ্রেষ্ঠ! নশ্বর বিনাশী দেহাদি বস্তুই অধিভূত। এবং তন্মধ্যে জীবভূত সনাতন অংশ 'অধিদেবতা' এই জীব দেহে আমিই 'অধিযজ্ঞ'।৪

জীবের ভোগের জন্য যা সৃষ্ট হয়েছে, তাই 'অধিভূত' বলে বর্ণিত হয়। আর 'ক্ষর' অর্থাৎ যা বিনাশ হয়। 'পুরুষ' অর্থাৎ যার দ্বারা জগৎ পরিপূরিত হয় অথবা দেহরূপ পুরে যিনি বাস করেন তিনিই 'পুরুষ'। আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রাণীর, সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গের নিয়ন্তা, তিনিই 'অধিদেবতা'। 'অধিযজ্ঞ' সকল যজ্ঞের উপর আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতার আছে সেই বিষ্ণুই 'অধিযজ্ঞ'। সেই বিষ্ণুই ভগবান এবং প্রতিটী জীবের মধ্যে বিলাস করছেন 'অধিযজ্ঞ-রূপে। (শঙ্করাচার্য্য)

'ক্ষর-ভাব' অর্থাৎ ক্ষয়শীল বা বিনাশশীল বস্তু। 'পুরুষ' এখানে সমষ্টি লিঙ্গশরীব স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ। তাঁরই আদেশে বা অনুগ্রহে ব্যষ্টিগত প্রত্যেক জীবের করণগ্রাম বা ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রেরিত হচ্ছে। এই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাই অধিদৈবত অর্থাৎ আদি কর্ত্তা। ইনি আদিত্যাদি দেবতাগণকে আশ্রয় করে জিবগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এক একজন যে দেবতা আছেন তাদের সকলকে স্ব-স্ব বিষয়ে প্রেরিত করেন। 'অধিযজ্ঞ' সকল যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা। শ্রুতিমুখে বলা হয়েছে 'যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ'। বাসুদেবই বিষ্ণু : মনুষ্যদেহ মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে ফলদাতা ভাবে তাঁর অবস্থানই 'অধিযজ্ঞত্ব'। ব্রহ্মের অবিকৃত স্বরূপস্থ জীবভাবই 'অধ্যাত্ম'। বিসর্জ্জনাত্মক কর্ম্ম হতেই ভূতের উদ্ভব। সৃষ্টির মধ্যে 'অধিভূত' ভাব অন্নময় কোষের সমপর্য্যায় 'অধিদৈবত' ভাব হচ্ছে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সমপর্য্যায়, অধিযজ্ঞভাব আনন্দময় কোষের সমপর্য্যায় বলে মনে হয়। (মধুসূদন)

এখানে অর্জ্জুনের তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রাণিগণকে অধিকার করে বর্ত্তমান থাকে যা, তাকে অধিভূত বলা হয়। যদি প্রশ্ন হয় তা কি? উত্তরে বলা যায় বিনাশী অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই 'অধিভূত' শব্দের লক্ষিত। 'অধিদৈবত' শব্দে পুরুষকে বোঝায়। যার দ্বারা সকলই পরিপূর্ণ থাকে তিনিই পুরুষ। 'অধিযজ্ঞ রূপে' যাবতীয় দেহধারী প্রাণিগণে তিনি অবস্থান করেন তাই তিনি অধিযজ্ঞ। ( আনন্দগিরি, হনুমান, নীলকণ্ঠ )

'অধিভূত' অর্থাৎ বিনাশশীল। পরিদৃশ্যমান জগতে সর্ব্বশরীরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ভগবানই 'অধিযজ্ঞ'। ইনিই সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ সেই অন্তর্য্যামী জীবের সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে দেহের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকেন। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তার প্রমাণ, একটী কর্ম্মফল ভোগ করে অপরটী দর্শন করে। অর্জ্জুনকে দেহভৃৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করার মূল অর্থ হল 'পরমাত্মার' প্রবৃত্তিতেই তোমার প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তিতেই তোমার অপ্রবৃত্তি এটী জেনে তুমিও পূর্ব্বোক্ত অন্তর্য্যামীর তত্ত্ব বোধ করতে সমর্থ। ( শ্রীধরস্বামী )

ক্ষয়শীল বা বিনাশশীল ভোগ্যবস্তুরাজি অর্থাৎ সাশ্রয় বিলক্ষণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ঐশ্বর্য্যাদিই 'অধিভূত'। পুরুষই 'অধিদৈবত' যিনি দৈবতের উপরে বর্ত্তমান তাঁকে 'অধিদৈবত' বলে। ইনিই সমস্ত দেবতার উপরে বিরাজমান বলে 'অধিদৈবত'। দেবতাগণ যে স্পর্শাদি ভোগ করেন তিনি সে সব থেকে পৃথক। ইনিই 'অধিযজ্ঞ' অর্থাৎ যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করেই সাধকগণ এর আরাধনা

করেন। যজ্ঞসমূহের দ্বারা ইনিই আরাধ্য। সমস্ত যজ্ঞের অধিদেবতা মধ্যে ইনিই বিরাজিত। জ্ঞান কর্ম্ম বা ভক্তি যিনি যে পথই গ্রহণ করুন না কেন সকলেরই ইনিই আরাধ্য। ইনি শ্রুতি শাস্ত্রের 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইনিই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বা পুরুষোত্তম। ( রামানুজ )

উপরোক্ত সমস্ত আচার্য্যগণের ব্যাখ্যাত অধিদেবতা, অধিযজ্ঞ, অধিভূত সবই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং ভগবানের সখা বলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; এইভাব জ্ঞাপনার্থে 'দেহভৃতাং বর' কথাটী বলে সম্বোধন করলেন। ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এবং ভগবানের সখা বলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইভাব জ্ঞাপনার্থে 'দেহভৃতাং' বর কথাটী বলে সম্বোধন করলেন।

( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে অর্জ্জুন! ক্ষয়শীল সৃষ্ট পদার্থ অধিভূত আর হিরণ্যগর্ভ নামক আদি, অধিদৈবত ও এই আমিই ( শ্রীকৃষ্ণ ) পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ। ( সন্তদাসজী, কৃষ্ণানন্দ )

অব্যক্ত ব্রহ্ম হতে আরম্ভ করে নাশশীল দৃশ্য, পদার্থ মাত্র পরমাত্মাই বটে ও সমস্তই তাঁর কৃতি। কাজেই মানুষ নিজের কৃতিত্বের অভিমান না রেখে পরমাত্মার দাস রূপে সকলই তাকে বা ভগবানকে সমর্পণ করবে এইটিই তার উচিৎ। ( গান্ধীজী )

যিনি সমস্ত রকম যজ্ঞে অধিষ্ঠিত সমস্ত তপস্যার বা যজ্ঞের ভোক্তা ঈশ্বর, ইনিই অধিযজ্ঞ, সর্ব্বগত প্রভু, পিতা, মাতা, নিয়ন্তা, উদ্ধারকর্ত্তা প্রভৃতি। ইনিই সৃষ্টিমুখে 'অধিভূত' 'অধিদৈব' ও অধিযজ্ঞ সবকিছু।

( যোগানন্দ )

পুরুষোত্তমই সবকিছু হয়ে রয়েছেন। তাঁরই ক্ষরভাব জীবের মধ্যে **'অধিভূত'** হয়ে রয়েছে আবার তিনিই এই দেহমধ্যে অক্ষর পুরুষ রূপে, **'অধিদেবতা'** রূপে রয়েছেন তিনিই আবার পুরুষোত্তম সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ভগবান বাসুদেব 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' গীতায় অন্যত্র প্রমাণ। (৩।১৫, ৯।১৬)

সমস্ত ভুতকে অধিকার করে রয়েছেন যিনি তিনি **অধিভূত** Cosmic self; **অধিদৈব**—সমস্ত দেবতার সমষ্টি ভূত বা সমস্ত দেবতাকে অধিকার করে রয়েছেন—পুরুষোত্তম তিনি। আর **অধিযজ্ঞো** অর্থে Individual self. এর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞকে অধিকার করে রয়েছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

অধিদৈব, অধিভূত, ইত্যাদি সম্বন্ধে, উপনিষদে পাই 'অথ অধিভূতম।' 'যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ যস্য সর্ব্বানি ভূতানি শরীরম্ যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যামী অমৃতঃ ইতি অধিভূতম।"

যিনি সর্ব্বভূতে, অন্তরবর্ত্তীরূপে থাকেন, সর্ব্বদেবতা যাঁকে জানেন না, সর্ব্বদেবতার অন্তরবর্ত্তীরূপে অবস্থান করে সর্ব্ব দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অন্তর্য্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। এই পর্য্যন্ত 'অধিভূত' দর্শন। ( বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৫ )

'যস্তেজসি তিষ্ঠন স্তেজোসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত ইতি অধিদৈবতম্॥" যিনি তেজদেবতার মধ্যে থাকেন অথচ

তেজদেবতা যাঁকে জানেন না, যিনি অন্তরবর্ত্তীরূপে থেকে তেজ দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন ইনি 'অধিদেবতা'। ( বৃহঃ ৩।৭।১৪ )

গীতায় বর্ণিত 'অক্ষর' 'পরমব্রহ্ম', 'স্বভাব', 'অধ্যাত্ম, 'অধিভূত', 'অধিযজ্ঞ', 'কর্ম্ম' ও 'অধিদৈবত' সবই সেই পুরুষোত্তম বা ভগবান নিজে এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই— "সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন ; জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভির কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।" ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।২।৪ )

**অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্।**
**যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫**

অন্তকালে ( মৃত্যুকালে ) মাম্ এব স্মরণ্ ( আমাকে স্মরণ করে ) কলেবরম্ মুক্ত্বা ( দেহত্যাগ করে ) যঃ প্রয়াতি ( যিনি মৃত্যুপথে যাত্রা করেন ) সঃ ( তিনি ) মদ্ভাবং যাতি ( আমার ভাব প্রাপ্ত হন ) অত্র সংশয়ঃ নাস্তি ( নাই )।

যিনি মৃত্যু কালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করেন ও পরলোকে গমন করেন তিনি আমারই অর্থাৎ ইষ্টের ভাব প্রাপ্ত হবেন এতে কোন সংশয় নেই।৫

মৃত্যু সময় অর্থাৎ দেহত্যাগ করার সময় যে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে

স্মরণ করতে করতে মহাপ্রয়াণ করে সে 'মদ্ভাব' অর্থাৎ বৈষ্ণবভাব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (শঙ্করাচার্য্য)

মৃত্যু সময়ে বিষ্ণু স্মরণ করলে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। (হনুমান)

মৃত্যু সময়ে অন্তর্য্যামীরূপ পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে অর্চ্চিরাদি মার্গে উত্তরায়ণ পথে গতি হয় এবং আমার রূপ বা পরমেশ্বরের রূপ লাভ করে। (শ্রীধর)

অন্তর্য্যামীকে কলেবর ত্যাগ কালে স্মরণ করতে করতে প্রয়াণ করলে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। (রামানুজ)

যে ব্যক্তি মৃত্যু সময়ে নারায়ণের সগুণ ভাবেব ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পিতৃযান মার্গ অবলম্বনে দেবযান মার্গ দ্বারা ক্রমশঃ হিরণ্যগর্ভাখ্য লোক সমূহ ভোগ করার নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আর নির্গুণ উপাসকগণ মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ আমার ভাব প্রাপ্ত হন শ্রুতিও একথা সমর্থন করেছে। অতএব বাসুদেব চিন্তানুগত ব্যক্তির দেহ নাশের পর ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ নাই। (মধুসূদন)

মানুষ নিরন্তর স্মরণ দ্বারাই আমার ভাবজ্ঞাত হয়ে মৃত্যুকালে মচ্চিত্ত পরায়ণ হয়ে আমার গুণাবলী প্রাপ্ত হয়। (বলদেব ও বিশ্বনাথ)

মৃত্যু মানেই শেষ নয়। অন্তিম মুহূর্ত্তে আমাদের চৈতন্য যে চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ থাকে তদনুযায়ী সে রাজ্যে আমাদের জন্ম হয়। যদি আমরা পুরুষোত্তম স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করি তাহলে তাঁরই ভাব প্রাপ্ত হব এবং তখনই কর্ম্ম বন্ধন খণ্ডন হবে এবং মুক্তি পাব। (শ্রীঅরবিন্দ)

যে ব্যক্তি অনুরাগ বশতঃ যে চিন্তা অবলম্বন করে তার সত্তা বা ভাবও তদনুরূপ হয়ে যায়। তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় হেতু ভ্রমর-কীটের চিন্তা করতে করতে সেই রূপই ধারণ করে। নন্দিকেশ্বর ও তদ্রূপভাবে সদাশিব সত্তা লাভ করে ছিলেন। সেরূপ মৃত্যু সময় স্থুল শরীর ত্যাগ করার সময়ে মনের সঙ্কল্প শক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করে থাকে সূক্ষ্ম শরীর তদনুরূপ ভাবায়তন রচনা করে নেয়। মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভাবে আত্মসমাধান করেন তিনি মুক্তি লাভ করেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

মৃত্যু সময়ে যে ভাব মনে দৃঢ়রূপে ধারণ করা যায়, মৃত্যুর পর স্বপ্নময় অভিজ্ঞানে তদ্রূপ দৃশ্য লোকই লাভ হয়। মদ্ভাব—ঈশ্বরের ভাব-সার্ষ্টি ইত্যাদি ভাব। ( যোগানন্দ )

**'মামেব'** অর্থাৎ পুরুষোত্তম বা নিজ নিজ ইষ্টকে যে প্রয়াণ কালে স্মরণ করতে পারে সে স্বারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত এই চার রকম অবস্থার যে কোন একটী অবস্থা লাভ করেন। গীতা মূলতঃ ভক্তি শাস্ত্র কাজেই এখানে ভগবানকে প্রয়াণ কালে স্মরণ করে ভক্তের অবস্থাই লাভ করে।

কিন্তু এটার পেছনে দীর্ঘদিনের সাধনা—অভ্যাসযোগের প্রয়োজন। সাধনা না থাকলে কখনও প্রয়াণ কালে ভগবান স্মরণ হয় না।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে 'অধ্যাত্ম', 'অধিভূত', 'অধিদৈব', 'অধিযজ্ঞ' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করে এবার প্রয়াণ কালে 'কথং জ্ঞেয়োঽসি' এর উত্তরে বললেন এই শ্লোক কিন্তু এর পরের দুটী শ্লোকে বললেন সদা

তদ্ভাব ভাবিত হতে হবে—'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর' ইত্যাদি হলে তবেই অন্তকালে ভগবানকে মনে পড়ে কিন্তু যদি আমরা ফাঁকি দিয়ে ভাবি শুধু মৃত্যুকালে ভগবানকে ডাকব—তাহলে হবে না। এসব কারণে অতি ছোটবেলা থেকে ভগবানকে ডাকার নিরন্তর অভ্যাস রেখে যেতে হয়। (বেদস্ছন্দা)

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও আমরা পাই—

ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয় আর এ সংসারে আসতে হয় না।

হাতীকে নাইয়েই যদি আস্তাবলে প্রবেশ করিয়ে দিতে পার তবে আর ধূলা কাদা মাখতে পারে না। যদি জীব মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করে তাহলে শুদ্ধ মন হয়, সে মন কামিনী কাঞ্চনে আবার আসক্ত হবার অবসর পায় না। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

তদাকারকারিত তদ্ভাবভাবিত হওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রুতি মুখে পাই অনুরূপ কথা ঃ—

'ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি'

(কৌষিকতী উপ—১।৪)।

"যত্রৈবংবিদ্‌ব্রহ্মা ভবতি।" অর্থাৎ যে যজ্ঞে এরূপ ব্রহ্ম থাকেন তা যেন সুচিকিৎসকের দ্বারাই (রোগীর সুস্থ হওয়ার মত) সংস্কৃত হয়ে থাকে। (ছান্দোগ্য, ৪।১৭।৮)

"তদব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান ভবতি।" ব্রহ্মের উপাসনায় উপাসক ব্রহ্মই হয়ে যান। (তৈত্তিরীয়, উপ—৩।১০।৪)

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—'দেহত্যাগের

আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে আর সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে ? হাতীর স্বভাব বটে নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধূলো কাদা মাখে, কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি আস্তাবলে তাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে তাহলে আর ধূলো কাদা মাখতে পায়না।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।২৫।২ )

ঈশ্বর চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয়না। ( কথামৃত ১।১২।৬ )

জপধ্যান পূজা এসব রাতদিন অভ্যাস করতে হয় তাহলে মৃত্যু-কালে ঈশ্বর চিন্তা আসে অভ্যাসের গুণে এরূপে মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। ( কথামৃত ৩।১৮।২ )

গীতায় অন্যত্র—

মদ্ভাবম্—৪।১০, ১৩।১৮, ১৪।১৯

**যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।**
**তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥৬**

হে কৌন্তেয়, অন্তে ( মৃত্যু সময়ে ) যং যং বা অপি ভাবং ( যে যে ভাব ) স্মরণ ( স্মরণ করে ) কলেবরম্ ত্যজতি ( শরীর ত্যাগ করে ) সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ( সর্ব্বক্ষণ সেই ভাবে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ) তং তং এব ( সেই সেই ভাবই ) এতি ( লাভ করেন )।

যিনি যে ভাব চিন্তা করতে করতে মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ

করেন, হে কুন্তী পুত্র তিনি সর্ব্ব সময় সেই ভাবে একাগ্রচিত্ত থাকায় সেই ভাবই লাভ করেন ।৬

এখানে ভগবান মৃত্যু সময়ে বা দেহত্যাগ কালে শুধু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করার কথাই বলছেন না। যে ভক্ত যে দেবতার ভাবনা করতে অভ্যস্ত, মৃত্যু সময়ে সেই সেই চিন্তা করতে করতে যদি তারা দেহত্যাগ করতে পারে তাহলে তারা দেহত্যাগের পর সদা 'তদ্ভাব-ভাবিত' হয়ে সেই দেবতা বিশেষকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই সেই দেবতার প্রতি ভাবকেই অর্থাৎ অনবরত স্মৃতির বিষয় করে নিয়ে অভ্যাসে পরিণত করাকে 'তদ্ভাবভাবিত' বুঝিয়েছেন।

( শঙ্করাচার্য্য )

পূর্ব্ব মন্ত্রে বলেছেন যে যে ব্যক্তি দেহান্তকালে ভগবচ্চিন্তাযুক্ত হয়ে শরীর ত্যাগ করেন তারা মৃত্যুর পর ভগবৎ ভাব প্রাপ্ত হয় বা ভগবৎ লাভ করে। আর এই মন্ত্রে বলছেন—মানুষ মৃত্যু সময়ে যে ভাবনা নিরত হয়ে দেহত্যাগ করে মৃত্যুর পর তাদৃশী ফল ভোগ করে থাকে। যে দেবতা বা যে বস্তু চিন্তা করে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর সেই সেই স্মর্য্যমান দেবতা বিশেষ বা বস্তু বিশেষকে প্রাপ্ত হয়। ( শ্রীধর, আনন্দগিরি, হনুমান, রামানুজ )

মানুষ নিজের নিজের বাসনা অনুযায়ী সারাজীবন যে যে দেবতা বা যে যে বস্তু চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় মৃত্যু সময় সেই পূর্ব্বাভ্যাস জনিত বাসনাই স্মর্য্যমান বস্তুর স্মরণ করিয়ে দেয়। কাজেই তখন চেষ্টা করে কোন চিন্তা করতে হয় না। এইজন্য ইহজীবনে সর্ব্বদা যেরূপ দেবতাদির ভাবনা অভ্যাস করা যায়, সেই ভাবনাই অন্তিম-

কালে স্মৃতিতে উদয় হয়, এবং সেই ভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ হয়। সেই প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারেই পরজন্ম প্রাপ্তি হয়।

( মধুসূদন, সন্তদাসজী )

মানুষ নিত্য নিত্য যে স্বরূপের ধ্যান করে, সেই সেই স্বরূপ অন্তকালেও স্মরণ করে দেহত্যাগ করে, ও সেই হেতু সেই স্বরূপ পায়। ( গান্ধীজী )

চৈতন্যের আছে সৃজনশক্তি। আমরা যা বিশ্বাস করি চিন্তা করি তাতে মন নিবিষ্ট হয়। আমাদের সত্তাও সেই ভাবেই গড়ে ওঠে। মৃত্যুর মুহূর্তে চিন্তার গতি কেমন থাকবে বা থাকে সে সম্বন্ধে গীতা বলে যাচ্ছেন এখানে। সমস্ত জীবন পাপাচরণ করলে মৃত্যুকালে হরিনাম স্মরণ, কাশীবাস এসবে মুক্তি লাভ হয়—না, এ কুসংস্কার। মৃত্যুকালে দিব্যভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখতে গেলে তার জন্য সারা-জীবন চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রস্তুত হতে হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

পঞ্চম মন্ত্রে কেবল ঈশ্বর ভাবকে ভাবনার ও তদ্ভাব প্রাপ্তির কথা বলে এখানে ষড়বিভাবের যে ভাবই মানুষ দৃঢ় ভাবে আশ্রয় করবে সেইটী প্রাপ্ত হবে এবং তজ্জন্য সারাজীবন ব্যেপে সেইভাবে ভাবিত হতে হবে এই কথা বলছেন। ( যোগানন্দ )

মৃত্যু এমন একটা অবস্থা, যা চিন্তা সেই সময় করা যায়—সেই চিন্তা ধারাই মনে মনে থেকে যায়; দেহ ছেড়ে যাবার সময় আত্মা সূক্ষ্ম মন নিয়ে যাত্রা করে কিন্তু মন তখন যে চিন্তায় মোহগ্রস্থ বা মূহ্যমান হয় সেটীই স্থায়ী হয়ে যায়, মন যদি তখন শোক দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে মুহ্যমান থাকে সেটীই থেকে যায়—নতুন কোন চিন্তাধারা

তখন আসে না। অনেকে তো মরে গিয়ে বুঝতেই পারেনা যে বেশ কিছু দিন আগে মরে গেছি। 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা'—সত্যি ঘটনা অবলম্বনে লেখা বইটীতে বলা হয়েছে ভৌতিক ঘটনা দীর্ঘ বছর ধরে রোজ একই ভাবে একই স্থানে ঘটতেও দেখা যায়—সে কথা খুব সত্য। উইনষ্টন চার্চ্চিলের যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ নিয়ে তার এক অনুচর খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে গুলি খেয়ে মারা পরে, তারপর থেকে সেই সংবাদ বাহকের মৃত আত্মাকে অনেকে একই স্থানে রোজ রাত্রে একই ভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখতে পেত, এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও দেখেছিলেন, সেই ঘটনা চমৎকার ভাবে লেখা হয়েছে অথচ সেই কত দীর্ঘ বছর আগের ঘটনা সেটী বইটী পড়লেই বুঝা যায়। তাছাড়া যারা টাকার শোক বা চিন্তা নিয়ে মরে তাদের সেই টাকার সিন্ধুকের কাছেই দেখা যায় একই ভাবে বসে থাকতে। অভেদ স্বামীপাদের Life beyond death গ্রন্থে আছে—পরলোকে কতকগুলো Abyss আছে, সাধারণ আত্মা মৃত্যুর পর বছরের পর বছর ধরে সেখানে ঘুমোয়, বুঝতে পারে না কাজেই সাবধান হতে হবে আমাদের।

প্রয়াণকালে যে যে ভাবে স্মরণ করে, বাসুদেব সেই ভাবানুসারেই তাদের গতি বিধান করেন। সুতরাং অভ্যাস করতে বলেছেন।

( বেদচ্ছন্দা )

মানুষ যে ভাবনায় অভ্যস্থ হয়ে দেহত্যাগ করে তদনুরূপ সত্তা পায় ও জন্ম নেয় এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ভরত রাজার কথা,

হরিণ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ হওয়ায় হরিণ জন্ম হল এবং পূর্ব্ব স্মৃতি বজায় থাকায় হরিণ জন্মেও অনুশোচনা হয় ও ভগবৎ চিন্তা নিরন্তর করার জন্য পুনরায় ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত হন। ভগবৎ স্মৃতি বজায় থাকার জন্য জড়ের ন্যায় অবস্থান করে নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ করে মুক্তি লাভ করেন।

'তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেন কলেবরম্ মৃতমনু নমৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরন্মৃগশরীরমবাপ ॥২৭

তত্রাপি হ বা আত্মনো মৃগত্বকারণং ভগবদারাধনসমীহানুভাবেনা-নুস্মৃত্য ভৃশমনুতপ্যমান আহ ॥২৮

তস্মিন্নপি কালং প্রতীক্ষমাণঃ সঙ্গাচ্চ ভৃশমুদ্বিগ্ন আত্মসহচরঃ শুষ্ক পর্ণতৃণবীরুধা বর্ত্তমানো মৃগত্বনিমিত্তাবসানমেব গণয়ন্ মৃগশরীরং তীর্থোদকক্লিন্নমুৎসর্জ্জ ॥৩১ ( ভাগবত ৫।৮ )

মৃতুসময়ে চিত্তে যে ভাব জাগরুক থাকে মরণান্তে সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে উপনিষদেও পাই—"তং যথা যথা উপসিতে তদেব ভবতি"···'তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদ্ভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ ইত্যাদি ···অর্থাৎ দেবতা হোক, ঋষি হোক, মানুষ হোক, যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। ( বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ )

কিন্তু ঠিক সেই চিন্তাগুলিই ভেসে ওঠে যে চিন্তাগুলি মানুষ সারাজীবন ধরে প্রবলভাবে করে থাকে

"আপ্রায়ণাৎ হি দৃষ্টম॥"

( বেদান্ত দর্শন ৪।১।১২ )।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতিতাদৃশী"

( পাতঞ্জল দর্শন )।

যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

( ব্রহ্মসংহিতা··· )।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে ও মানুষের বারংবার জন্মগ্রহণের কথা ও মৃত্যু সময়ে ঈশ্বর চিন্তার কথা পাই :—

'কুমোড়েরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাড়িও আছে? গরু টরু চলে গেলে কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোড়ে সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোন কাজ হয়না। কাঁচা হাড়ি ভাঙ্গলে তাদেব আবার লয়, নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নতুন হাড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই ততক্ষণ কুমোড়ের হাতে যেতে হবে অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয়না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হ'লে তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয়না, সে মুক্ত হয়ে যায়। ( কথামৃত ২।১৩।১ )

**তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।**
**ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭**

তস্মাৎ ( অতএব ) সর্ব্বেষু কালেষু ( সমস্তক্ষণ ) মাম্ অনুস্মর

( আমাকে ধ্যান করে ) যুধ্য চ ( এবং যুদ্ধ কর ), ময়ি অর্পিত মনো-বুদ্ধি ( আমাতে মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করে ) অসংশয়ম্ ( নিশ্চয়ই ) মাম্ এব এষ্যসি ( আমাকে লাভ করবে )।

সেইহেতু সর্ব্বসময়ের জন্য আমাকে অর্থাৎ নিজ ইষ্ট মূর্ত্তি স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর ( নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ) আমাতে বা ইষ্টে মন বুদ্ধি সমর্পন করলে নিশ্চয়ই ভগবৎ লাভ করবে।৭

সেজন্য মৃত্যু সময়ে যাতে আমার স্মরণ হয় তার জন্য সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য বা স্বধর্ম্ম। তুমি মন বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত রেখে আমাকে স্মরণ করবে তাহলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ( শঙ্করাচার্য্য )

নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ করতে হবে। মনবুদ্ধিগোচর ক্রিয়াকারক-ফলজাত সমুদায়ই ব্রহ্ম এইরূপ ভেবে যুদ্ধাদি করতে হবে।

( আনন্দগিরি )

চিত্তশুদ্ধির জন্য, অহঙ্কার ক্ষীণ করার জন্য ও পরিণামে জ্ঞানে স্থিতির জন্য ভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ রেখে স্বধর্ম্মাচরণ করতে হবে। স্বধর্ম্মাচরণ ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হয়না, সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তাও সম্ভব হয়না। মন অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করতে হবে। ( শ্রীধর স্বামী )

আমরণ অহরহঃ আমাকে চিন্তা ও সেই অনুসারে বর্ণাশ্রম অনুমোদিত যুদ্ধাদি কর্ম্ম ও শ্রুতিস্মৃতিবর্ণিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সহায়ে আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করতে হবে। এরূপ করলে অন্তিমে ও ঈশ্বর স্মরণ হবে এবং নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ হবে। ( রামানুজ )

যুদ্ধ, অর্থ লোকসংগ্রহার্থ যুদ্ধাদি, স্বধর্ম্ম পালন কর এবং আমাতে মনবুদ্ধি অর্পণ কর। এর ফলে আমাকেই লাভ করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ( বলদেব )

চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বর স্মরণ সম্ভব হয়না। এর জন্য চাই স্বধর্ম্মাচরণ। এই স্বধর্ম্মাচরণের সহায়েই ঈশ্বর স্মরণ হয়। কর্ম্ম করতে গেলে যে সঙ্কল্প ( মনের কাজ ) যে অধ্যবসায় ( বুদ্ধিক্রিয়া ) প্রয়োজন তাও ঈশ্বরে অর্পণ করতে হয়। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা এই-রূপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে মনবুদ্ধি অর্পিত হয়ে যায়। 'মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ম্'—এই কথায় এখানে সগুণব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হল। কারণ তাঁদের ভগবৎ প্রাপ্তি অন্ত্যভাবনা সাপেক্ষ অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে ভাবনার উপর নির্ভর করে কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবিৎ তাদের জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান ছিন্ন হয় ও মুক্তি হয়। সেজন্য নিরন্তর ভাবনা অপেক্ষা থাকেনা। ( মধুসূদন )

জীবনে যে সব ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বে আমাদের মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে তার মধ্যে ভগবানকে ভুললে চলবেনা, যদিও এটী খুব কঠিন এবং অসম্ভব বলেই মনে হয়ে থাকে। একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আমরা সর্ব্বভূতে একাত্মতা দর্শন করব এবং সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা করতে পারব তখনই সংসারের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হবে, কোলাহলের মধ্যেও সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে পারব, ভগবানের স্মৃতিই আমাদের চৈতন্যের মূল বস্তু হবে। তখন আমাদের জীবনই হবে যোগ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যে বিষয় তীব্রভাবে চিন্তা করা যায়, তাই মনোমধ্যে সংস্কাররূপে অবস্থিত থাকে। সেটী ইচ্ছাকৃত স্মরণ মনন ব্যতীতও সহসা আপ-

নিই উদয় হয়ে থাকে। যেমন শিশুকাল থেকে মা বাবা ডাকা অভ্যস্থ হওয়ায় হঠাৎ ভয় পেলে আপনিই মুখ থেকে বেড়িয়ে যায় বাবা শব্দ কি মা শব্দ সেই রকম শিশুকাল থেকে রামকৃষ্ণ, হরি শিব ইত্যাদি যে কোন নাম অভ্যাস করলে অচেতন অবস্থাতেও আপনা আপনিই উদয় হবে। অভ্যস্থ হলে হরি, কৃষ্ণাদি নামও আপনি আপনি উচ্চারিত হতে থাকবে। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ভগবৎ স্মরণ আপনিই হবে। ( কৃষ্ণানন্দ )

সর্ব্বদা একনিষ্ঠভাবে দৃঢ়ভাবে মনকে ভগবৎ বিষয়ে ন্যস্ত করতে হবে। এটী রাখতে পারলে মৃত্যু সময়ে তাকে পাওয়া যায়।

( যোগানন্দ )

**ময়্যর্পিত মনোবুদ্ধি**—সেজন্য ভগবান বললেন সদা সর্ব্বদা ভগবানের চিন্তা করতে এবং মনবুদ্ধি সব দিয়েই ভগবানকে ডাকতে বললেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটী কথার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বরাশি। মন দিয়ে চিন্তা করার পেছনে রয়েছে আন্তরিকতা, পাশ্চাত্ত্য মনো বিজ্ঞানে Conditions of Memory র আলোচনায় বলে Attention is the most important condition of retention. কিন্তু এই Attention will depend on the interest that we take in a thing. Of these conditions the first three are external and mechanical and the last three are mental.

কাজেই সমস্ত মনটী ভগবানে দিতে বললেন এবং ভগবৎ বস্তু সমন্ধে Interest থাকা চাই। আর বুদ্ধি কথাটীর পেছনেও বুঝবার

দিক আছে। কোন বস্তু দীর্ঘদিন ধরে রাখতে গেলে বুদ্ধিরও প্রয়োজন, সংকল্প বিকল্প মনের দুটী বিভাব; বুদ্ধিই নিশ্চয় করে, কাজেই ভগবৎ বিষয়ে মনকে ধরে রাখতে গেলে বুদ্ধিকে নিশ্চল করতে হবে ভগবৎ বস্তুতে।

**সর্ব্বেষু কালেষু**—এরও মানে আছে—আমাদের নিত্য দিনের চিন্তাধারা আমাদের মস্তিষ্কে Channel সৃষ্টি করে, আর পরবর্ত্তীকালে সেই Channel ধরেই আমাদের কামনা বাসনা ইচ্ছাশক্তি চলতে থাকে তেমনি সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা করতে করতে মস্তিষ্কে এমন Channel সৃষ্টি করতে হবে যাতে মৃত্যুর সময় অতি সাংঘাতিক অবস্থাতেও মন আপনিই ভগবৎ মুখী হবে ও মহাপ্রয়াণের পথে যাবে সেই ভগবৎ স্মরণ, এই জন্য ভগবান বললেন সদাসর্ব্বদা ভগবানের চিন্তা করতে এবং মন বুদ্ধি সব দিয়েই অভ্যস্থ না হলে হঠাৎ কখনও ভগবৎ স্মরণ হয় না। **'যুধ্য চ'** কথা বলার অর্থ বর্ণাশ্রম যুদ্ধ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করলেন আর গত শ্লোকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বললেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় জয়, না হয় মৃত্যু, কিন্তু সর্ব্বদা অভ্যাসের ফলে মৃত্যু হলে ভগবৎ নাম চিন্তা স্মরণের ফলে মুক্তিলাভ নিশ্চিত হয়ে যায়। আর 'যুধ্য' কথার দ্বারা তৎকালীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীয় যুদ্ধ ছাড়াও—প্রতি মূহুর্ত্তে, প্রতি যুগে প্রতিটী মানুষকে অর্থ, কামনা, বাসনা, রোগ, শোক, মোহ, অভাব, দুঃখ, মৃত্যু সব কিছুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং হবেও কিন্তু সেই যুদ্ধ ভগবানের নামের সহায়েই চালিয়ে গেলে জয় বা মুক্তি সম্ভব হবে।

**মামনুস্মর**—আমাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে বা নিজ নিজ ইষ্টকে এ অর্থও হতে পারে— (বেদচ্ছন্দা)।

এই মন্ত্রে যুদ্ধ কর কথাটী ভগবান বললেন ওটীর মধ্যে স্বধর্ম্ম আচরণের কথা বললেন ; এই স্বধর্ম্ম আচরণের সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তাটীও রাখতে হবে তাহলেই মুক্তিলাভ বা সিদ্ধিলাভ হবে একথা গীতা-মুখেই অন্যত্র বহু জায়গায় বলেছেন—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃনু ॥

এছাড়াও

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেনসর্ব্বমিদম ততম ।
স্বকর্ম্মণাতমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

অনুরূপ কথা বিষ্ণু পুরাণেও আছে :-–

বর্ণাশ্রমাচাররতো পুরুষেণ পরঃ পুমান বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎতত্তোষকারণম্।

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বিষ্ণুর আরাধনা এছাড়া আর পন্থা নাই।

মনুসংহিতাতেও অনুরূপ কথা পাই- --

"ব্রাহ্মণস্যতপোজ্ঞানং ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশস্য ত তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥"

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীতেও পাই :—

ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নামকীর্ত্তন অভ্যাস করতে হয়।

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে :—-

আমি যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলে, মেয়ের চিন্তা Will

( উইল ) করার চিন্তাই আসবে ; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নাম, কীর্ত্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫।১১।২ )

**অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।**
**পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮**

হে পার্থ, [ সাধক ] অভ্যাসযোগযুক্তেন ( অভ্যাসরূপ যোগের দ্বারা যুক্ত ) নান্যগামিনা ( তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ) চেতসা ( চিত্তসহায়ে ) অনুচিন্তন্ ( ধ্যান করে ) দিব্যং পরমং পুরুষং ( চিন্ময়-পুরুষকে ) যাতি ( লাভ করেন )।

হে পার্থ চিন্তা শক্তিকে বারংবার অভ্যাস সহায়ে ভগবৎ বিরহিত বস্তু থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ভগবানে স্থির করে সেই পরম মাধূর্য্য-ময় ইষ্ট মূর্ত্তিকে ধ্যান করলে সাধক সেই ইষ্ট বস্তুকেই লাভ করেন।৮

চিত্ত সমর্পণের একমাত্র বিষয়ভুত আমাতেই একাকার চিত্তবৃত্তির যে আবৃত্তি সেইটীই অভ্যাস। এবং অভ্যাসের সহায়ে নিরন্তর ভগবৎ যুক্ততাই অভ্যাস যোগ। (এবং ভগবানকে পেতে গেলে সমস্ত দিক থেকে চিত্তকে গুটিয়ে নিয়ে এসে ভগবানে অনন্যভাবে যুক্ত করতে হবে।) এই অনন্য অভ্যাসের সহায়তায় সেই আদিত্যমণ্ডল-বর্ত্তী পরম পুরুষকে চিন্তা করতে করতে তাঁকে প্রাপ্ত হবে।

( শঙ্করাচার্য্য )

অভীষ্ট ফললাভের প্রয়াস অন্তিম প্রত্যয় অধীন। অহরহ অভ্যাস ও যোগ দ্বারা যুক্ত সুতরাং অনন্যগামী চিত্ত সহকারে অন্তকালে

আমাকে চিন্তা করতে করতেই সাধক আমাতেই গমন করে। ভরত রাজার অহরহ মৃগ চিন্তার ফলে মৃগ জন্ম লাভ এবং সে জন্মেও অহরহ আমাকে চিন্তা করলে এবং অন্তিমকালেও সেই চিন্তা বজায় থাকলে আমারই স্বরূপ লাভ করতেন। সর্ব্বকালে ঈশ্বরের অবিরুদ্ধ বিষয়ের অনুক্ষণ অনুশীলনই অভ্যাস। ( রামানুজ )

নিরন্তর অনুচিন্তনের ফলে মৃত্যুকালেও সেই চিন্তা জাগরুক থাকে এবং সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। এখানে ভগবান কীটভৃঙ্গন্যায়ের উল্লেখ করছেন। তৈলপায়ী নামক পতঙ্গ কাঁচপোকাকে ধারণা করে করে অবিরত চিন্তাপ্রভাবে তৈলপায়ী কাঁচপোকার রূপধারণ করে। তেমন একাগ্রভাবে নিরন্তর বাসুদেব চিন্তনের ফলে বাসুদেব স্বরূপতাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ( বলদেব )

পরমেশ্বরের অনুক্ষণ ধ্যান করার নিমিত্ত স্বজাতীয় অনুশীলন অভ্যাসই যোগ নামে পরিচিত। ( শ্রীধরস্বামী )

বিজাতীয় প্রত্যয়হীন স্বজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহদ্বারা বিচ্ছেদহীন যে মদবিষয়ক বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানধারা তার নাম অভ্যাস যোগ। এরূপ অভ্যাসের ফলেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (মধুসূদন)

অভ্যাসযোগযুক্ত পূরুষ নিরন্তর মননের ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ( সন্তদাসজী )

গীতার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে এখানে সেই পরম পুরুষ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

অভ্যাসের ফলে চিত্তকে অন্য কোন দিকে দৌড়াতে না দিয়ে যে একমুখী ভাবে ধ্যানী থাকে সে দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ( গান্ধীজী )

যদি বিষয় চিন্তা বা অন্য কোন দেবতার চিন্তা চিত্তকে বিচলিত না করে তাহলে সেই একাগ্রচিত্তের যে পরমাত্ম-ভাবনার নিরন্তর চেষ্টা তার নাম অভ্যাস যোগ। নিত্য প্রচেষ্টা ব্যতীত সংস্কার গড়ে না। সংস্কার ব্যতীত ভগবৎ বিষয়ে চিন্তার একাগ্রতা ও দীর্ঘস্থায়ীত্ব ঘটেনা এজন্য, অভ্যাস যোগ প্রয়োজন। ( কৃষ্ণানন্দ )

'ধ্যান সহায়ে চিত্ত একমুখী করে পরম পুরুষে নিবিষ্ট করার প্রয়োজন—এখানে ভগবান বলেছেন কিন্তু এ যুগের মানুষ বড় অসহায় শরীর ইত্যাদিতে, জাগতিক জটিল পরিস্থিতিতে মানুষ এত অক্ষম হয়ে পড়ে যে, একমুখী ধ্যান সম্ভব নয়—কাজেই এযুগে অভ্যাসযোগ সম্ভব হবে ইষ্ট নাম অভ্যাসের দ্বারা, ইষ্ট নাম স্মরণ চেষ্টা করলে ট্রামে, বাসে, ঘরে, বাইরে, কাজে, কর্ম্মে, সর্ব্বত্রই সম্ভব হতে পারে সর্ব্বোপরি ঠাকুরের কৃপা আমাদের চেষ্টার সঙ্গে যদি প্রার্থনাও ভগবৎ কৃপা যুক্ত হয়ে যায়—তখনই সম্ভব হবে সবই"।

( বেদচ্ছন্দা )

'পাশ্চত্ত্য মনোবিজ্ঞান Habit সম্বন্ধে আলোচনায় সর্ব্বসাধারণের ক্ষেত্রে যদিও Habit কে Instinct এর কাছে পরাজিত বলে স্বীকার করেছে তবুও Habit অর্থাৎ অভ্যাসের ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। High Mental development এর ক্ষেত্রে Fine character formation এর ক্ষেত্রে Habit এর অদ্ভুত ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে Habit

Instinct কেও জয় করতে পারে এ কথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। 'Habit has an important bearing on mental economy and mental development. Habit renders movements easy and accurate. ( Psychology. P, 293. S. C. Dutt. )

পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন Instinct কে অনেকাংশে জয় করা সম্ভব যদি তার Earlier period এ তাকে জয় করার চেষ্টা করা যায়, অভ্যাসের ফলে—An instinct is arrested, modified or pronged by habit, এটী বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য। Formation of good chracter is only the formation, of right habits. আমরা যদি শুভ সংস্কার তৈরী করতে চাই তো শুভ অভ্যাসের প্রয়োজন আছে।

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে আমরা আমাদের পুরাতন সংস্কার বা অভ্যাস জয় করতেও পারি আবার নতুন অভ্যাসের ফলে নতুন সংস্কার গড়ে তুলতেও পারি। মনোবিজ্ঞানবিৎ James বলেন আমাদের অভ্যাস বা বারংবার আচরণের সংবিত্তি মস্তিষ্কে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। অভ্যাস সম্বন্ধে তিনি আরও বলছেন In getting out they leave their traces in the paths which they take. The only thing can do, in short, is to deepen old paths or to make new ones, কাজেই নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ বা ইষ্ট স্মরণের অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের মস্তিস্কে ভগবৎ স্মরণের নতুন Channel সৃষ্টি করতে পারি এবং জাগতিক ভোগসুখ চাহিদার অভ্যাসের channel গুলিকে অগভীর করতে করতে মুছে

ফেলতেও সক্ষম অনেকাংশেই হতে পারি। এজন্য গীতামুখে ভগবান অভ্যাস যোগের ওপর জোর দিলেন। তাছাড়া অভ্যাস যোগের Subjective valueর দিকটাও যেমন কার্য্যকরী হতে পারে তেমনি ভগবৎ চিন্তার একটী Objective Value-র দিকও তো আছে। Object এখানে ভগবান স্বয়ং কাজেই তাঁর স্মরণেই তো তিনি কৃপা করবেন। ( বেদচ্ছন্দা )

পাতঞ্জল যোগ দর্শনেও এই ধরণের কথা পাই ঃ—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

এই মন্ত্রোক্ত অভ্যাসযোগ সম্বন্ধে দক্ষিনেশ্বরের ঠাকুরের অনেক কথা বলা আছে। অভ্যাস যোগের অসম্ভব শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুর বিশেষ ভাবে বহু কথা বলেছেন।

"সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।

মন যেন ধোপা ঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত )

অভ্যাস যোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে হয়না, রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫।১৭।২ )

মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত ভালো। শেষ বয়েসে নির্জ্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁর নাম করা। হাতী নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধূলো কাদা মাখতে পারে না।

পরলোকের কথা বলছ। গীতার মত মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল· তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান পূজা এসব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়—তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপ মৃত্যু হলে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। ( কথামৃত ৩।১।১ )

**কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্**
**অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।**
**সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্**
**আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯**
**প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন**
**ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।**
**ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্**
**স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০**

কবিং ( সর্ব্বদ্রষ্টা ) পুরাণং ( আদি অন্তহীন ) অনুশাসিতারং ( সর্ব্বনিয়ন্তা ) অনোঃ অনীয়াংসং ( সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম ) সর্ব্বস্য ধাতারং ( সকলের নিয়ন্তা অচিন্ত্যরূপং ( মানুষের মনবুদ্ধির অগোচর ) আদিত্যবর্ণং ( সূর্য্যবৎ প্রকাশ শীল ) তমসঃ পরস্তাৎ ( সৃষ্টির অতীত প্রয়াণকালে ( মৃত্যু সময়ে ) অচলেন মনসা ( একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে ) ভক্ত্যা যুক্তঃ ( ভক্তি সহকারে ) ভ্রুবোঃ মধ্যে ( ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য ( প্রাণকে প্রকৃষ্ট রূপে ধারণ করে ) যঃ অনুস্মরেৎ ( যিনি চিন্তা বা স্মরণ করেন ) সঃ ( তিনি )

তং দিব্যং পরং পুরুষং (সেই চিন্ময় পরম বস্তুকে) উপৈতি (লাভ করেন)।

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা পুরুষোত্তম তত্ত্ব আদিঅন্তহীন, সমস্ত সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম—সকলের কর্ম্মফলদাতা, ভাগ্যনিয়ন্তা, জীবের চিন্তাশক্তির অগম্য, সূর্য্যবৎ স্বপ্রকাশ, পরা ও অপরা প্রকৃতির অতীত। যিনি মৃত্যুকালে মনকে একমুখা করে অনন্যভক্তি সহকারে এবং যোগ সহায়ে প্রাণশক্তিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে সেই ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্যাতিদিব্য শ্রেষ্ঠ পুরুষকে অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে লাভ করেন। ৯।১০

পূর্ব্ব শ্লোকে বললেন সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয় এখানে সেই পরম পুরুষ কিরূপ সে কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি **'কবি'** অর্থাৎ **'সর্ব্বজ্ঞ'**; **'পুরাণ'** অর্থাৎ সকল জগতের শাসনকর্ত্তা; এবং তিনি অনুর চেয়ে সূক্ষ্মতম, সকলের **'বিধাতা'**—কর্ম্মফল দাতা। সমস্ত কর্ম্মের যথাযোগ্য বিভাগপূর্ব্বক ফল যিনি প্রদান করেন। **'অচিন্ত্য-রূপ'**—যাঁর নিয়ত বিদ্যমান থাকলেও কেউ চিন্তা করে উঠতে পারে না। আদিত্যাদির ন্যায় নিত্য চৈতন্যময় ও প্রকাশশীল বর্ণ যাঁর তিনিই 'আদিত্য বর্ণ' বলে বর্ণিত হয়েছেন। এইরূপ বিশেষণ-যুক্ত পুরুষকে যে কোন ব্যক্তি অনুসরণ করেন—অর্থাৎ চিন্তা করেন তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করতে করতে তাঁকেই প্রাপ্ত হন। মৃত্যুসময়ে নিশ্চল হৃদয়ে ভজনশীল পুরুষ ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী নাড়ীদ্বারা ভূমিজয়ক্রমে প্রাণকে আবিষ্ট করে বুদ্ধিমান অপ্রমত্ত যোগী 'কবি', 'পুরাণ', ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত পুরুষকে প্রাপ্ত

হন। 'যোগবল' বলতে এখানে সমাধিসংস্কার দ্বারা চিত্তধৈর্য্যকে বুঝিয়েছেন। (শঙ্করাচার্য্য)

'কবি' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। 'পুরাণ' অর্থাৎ পুরাতন। 'অনুশাসিতা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতম। 'ধাতা' অর্থাৎ শ্রষ্টা। 'অচিন্ত্যরূপ' অর্থাৎ অবিজাতীয় স্বরূপ। অপ্রাকৃত অসাধারণ দিব্যরূপ—এই প্রকার বিশেষণযুক্ত পুরুষে ভক্তি ও যোগবল দ্বারা ভ্রূদ্বয় মধ্যে মনকে স্থির করে যে নিরন্তর চিন্তা করে সে সেই পুরুষের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। (রামানুজ ও হনুমান)

'কবি' এখানে দ্বিবিধ অর্থযুক্ত। 'কবি' এক অর্থে সর্ব্বজ্ঞ, আর এক অর্থে সর্ব্ববিদ্যা নির্ম্মাতা। 'পুরাণ' অর্থে অনাদি। 'অনুশাসিতা' অর্থে নিয়ন্তা। 'অণোরণীয়ান্ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দিক দেশকাল অপেক্ষা সূক্ষ্ম। 'ধাতা'—পোষক। 'অচিন্ত্যম্'—অর্থাৎ মনবুদ্ধির অগোচর। এইরূপ গুণাবলীযুক্ত পুরুষকে অনন্যভক্তি সহায়ে এবং বিক্ষেপ রহিত যোগ সহায়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে নিরন্তর চিন্তা করলে এবং প্রয়াণকালেও এই অভ্যাস জাগরূক থাকলে মুক্তিলাভ করবে। (শ্রীধরস্বামী)

যোগাভ্যাস বিনা মনশ্চাঞ্চল্য নিবৃত্তি সম্ভব নয় এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন সতত স্মরণময়ী ভক্তি। যোগ ও ভক্তি সহায়ে অন্তকালেও আজ্ঞা চক্রে পরম পুরুষের ধারণা করতে পারলে মুক্তি নিশ্চিৎ। (বিশ্বনাথ)

তিনি 'কবি'—ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ অতীত ও অনাগত প্রভৃতি অশেষবিধ বস্তু যিনি জানেন। তিনি 'পুরাণ'—চিরন্তন এবং

সকলের কারণ বলে অনাদি। তিনি 'অনুশাসিতা' অর্থাৎ নিখিল জগতের নিয়ন্তা। অপরিমিত মহিমাযুক্ত বলে 'অচিন্ত্যরূপ'। তিনি জগদবভাসক সেজন্য 'আদিত্যবর্ণ'। এরূপ পুরুষকে যে কেউ চিন্তা করুক না কেন, সেই ব্যক্তিই তাঁকে দিব্যভাবে লাভ করবে। তাঁকে একাগ্র মনে ও সমাধিজনিত সংস্কারযুক্ত হয়ে, প্রাণকে আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করে, অপ্রমত্ত অবস্থায় মৃত্যু সময়েও যদি সাধক ভক্তিযুক্ত হয়ে ভগবৎ স্মরণ করতে করতে দেহ থেকে উৎক্রান্ত হন তাহলে তিনি পরম পুরুষকেই লাভ করেন। ( মধুসূদন )

পরম পুরুষ কালাতীত সত্তায়, প্রপঞ্চাতীত এবং অব্যক্ত। তবুও শুধুই অনির্দ্দেশ্য নন, কেবল তাঁর সূক্ষ্মতা, দৃষ্টি ও চিন্তার অগোচর। তিনি অনন্ত জ্ঞানে জগৎ চালনা করছেন।

অন্তিমকালে যোগী কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা করেন সে কথাও গীতা এখানে বলছেন। শুধু জ্ঞানযোগে হয় না, শেষ পর্য্যন্ত ভক্তি যোগ না হলে কিছুই হয় না। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এই দুই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষোত্তম তত্ত্বের অনন্ত বিভব সম্বন্ধে কয়েকটী সংজ্ঞা দিলেন যেগুলি জানলে মনে আশা ও ভরসা দুই আসবে।

'কবি'—ক্রান্তদর্শী—সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ জগৎ সমুদয়ের পরিসমাপ্তি, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব যিনি জানতে পারেন। কবি শব্দের আরও অর্থ যথা কবিঃ—( কু + ইন্, যে )—( পুং )—ব্রহ্মা—ইতি হেমচন্দ্রঃ। ( শব্দকল্পদ্রুমঃ ) অর্থ কবি শব্দে আমরা ভাষাতত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মা মনে করলে তিনিতো প্রজাপতি ব্রহ্মা, সৃষ্টি কর্ত্তা

দেবতা বিশেষ—যার সৃষ্টি, যার প্রজা 'বৃংহতি' করছে অর্থাৎ বৃদ্ধিলাভ করছে।

কবি শব্দের অর্থ—পণ্ডিতঃ—ইত্যমবঃ—একথাও যথার্থ প্রযোজ্য যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আবার কবি অর্থাৎ যিনি কাব্য রচনা করেন এও হতে পারে, এই জগৎ সৃষ্টি তাঁর কাব্য আর যিনি তার রচয়িতা তিনিই কবি।

'পুরাণ'—শব্দের অর্থ এখানে আসবে পুবাণ—অর্থাৎ—শাশ্বত—চির শাশ্বত ও বর্ত্তমান। যখন মানুষ ইহজগতের আলো, হাসি, আনন্দ, গান, আত্মীয়, স্বজন সব যা এতদিন নিত্য আপন বলে মনে করেছে সে সব যখন অনিত্য করে ছেড়ে চ'লে যাবে তখন মানুষকে মৃত্যুর পর যে স্থানে যেতে হবে সে স্থান শাশ্বত হওয়া চাই—তাই ভগবান চরম আশ্বাস বাণী এখানে শোনাচ্ছেন।

এই শ্লোক দুটীর আরও লক্ষ্য করবার বিষয় ছন্দের পরিবর্ত্তন; এতক্ষণ দীর্ঘছন্দে গীতা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিন্তু প্রয়াণকালে অর্থাৎ মৃত্যু সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়—তখন সবই দ্রুত হয়ে যায়—তখন আর ওই গুরু গম্ভীর দীর্ঘপদী ছন্দ সুবিধা হয়না তাই শ্লোকগুলি লঘু ছন্দে বলেছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

'অনুশাসিতা'—সমস্ত জগৎ চক্রের, সমস্ত ব্যষ্টি মন ও সমষ্টিমনের তিনি শাসন কর্ত্তা। ও দেশের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক James jeans বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বহু গবেষণার পর বলেছেন "The universe shows evidence of a designing or controlling power that has something in common with our individual minds."

বর্ত্তমান বিজ্ঞান আজকে চিন্তা করছে যে এই বিরাট বিশ্বের একজন স্রষ্টা, নিয়ন্তা বা শাসন কর্ত্তা রয়েছেন, আর তিনি দেশ কালের পটভূমিকায় বিচিত্র সৃষ্টির রূপ দিচ্ছেন, শাসন করছেন কিন্তু শিল্পী যেমন ক্যানভাসের বাইরে থেকে ছবি আঁকে তেমনি ভগবান দেশ কালাতীত ও বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বসৃষ্টির সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন।

'অণোরণীয়ান্'—তিনি অনু হতেও সূক্ষ্ম—তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। আর এই পরমাণুতত্ত্ব মহর্ষি কণাদ স্বীকার করে রচনা করেছেন তাঁর বৈশেষিক দর্শন—অণু পরমাণু নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি তাঁর মতে। এছাড়া বর্ত্তমানে বিজ্ঞান স্বীকার করেছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, ফ্রোটন, পজিট্রন ইত্যাদি তত্ত্বে জগৎ সৃষ্টি। এ সবগুলি Physical রাজ্যের বস্তু আর ভগবৎতত্ত্ব Metaphysical রাজ্যের বস্তু কাজেই অণুর চেয়ে তিনি সূক্ষ্ম হতেই পারেন।

'ধাতা'—সর্ব্বজীবের কর্ম্মফল দাতা, বিধাতা—নিয়ন্তা। প্রাচ্যের সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে ভগবানকে কর্ম্মফলদাতা বলে মেনেছে। আবার আমরা কাণ্ট প্রমুখ বিদেশী দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যেও দেখি ভগবানকে কর্ম্মফল দাতা বলে গ্রহণের স্বীকৃতি। কাণ্ট বলেন, 'ভগবৎ ধারণা আমাদের নৈতিক জীবনকে সুদৃঢ় করে। এই জগতের পারে সূক্ষ্ম রাজ্যে ভগবানের Moral kingdom আছে সেখানে শুধু শুভ এবং নৈতিক কার্য্যাবলীর পুরস্কার লাভ হয়।' সেজন্য আমরা যদি কর্ম্মফল দাতা হিসাবে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের জীবন নৈতিক মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত হব না, ভুল পথে চলা

থেকে রক্ষা পাব। ভগবান সর্ব্বানুস্যূত ও সর্ব্বদর্শী কাজেই সর্ব্ব-জীবের তিনি কর্ম্মফল দাতা।

'অচিন্ত্যরূপং'—মানুষের চিন্তাশক্তি সহায়ে একটি ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারা যায় না—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই মত—কাজেই ভগবৎবস্তু পুরুষোত্তমতত্ত্ব তো চিন্তার অগম্য।—পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু তাঁর Magnitude এবং Value এত অনন্ত যে মানব চিন্তায় ঠিক ধরা পড়েনা।

'আদিত্যবর্ণং'—এই কথাটীর মধ্যে বিশেষ দ্যোতনা আছে—মানুষের চোখের সামনে থেকে যখন পৃথিবীর আলো নিঃশেষে নিভে যাবে তখন আত্মাটী যেখানে যাবে চরম আশ্রয় স্থল ভেবে সেই আশ্রয় স্থলে তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি না হলে হয় না—এখানেই আশার ও শক্তির বাণী শোনাচ্ছেন ভগবান। ( বেদচ্ছন্দা )

'তমসঃ পরস্তাৎ'—সমস্ত অন্ধকারের পারে—তমোগুণের পারে—চির সত্ত্বগুণের তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ—আবার গুণাতীত। ভগবানের রাজ্য-চিৎ জ্যোতির রাজ্য, চির জ্যোতির্ম্ময়-তাই গীতা মুখে বললেন তমসঃ পরস্তাৎ।

দশম মন্ত্রে যোগী ও ভক্ত দুয়ের কথাই বললেন। মৃত্যুকালে যোগী ভ্রূদল মধ্যে মনকে স্থির করে প্রাণায়াম করতে করতে সেই ভগবৎ তত্ত্ব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করবে। আর ভক্ত অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানে যুক্ত হয়ে শরীর ত্যাগ করবে। আবার গীতার ভক্ত যোগীও বটে ভক্তও বটে, এ যদি ধরা যায় তা হলে দুটীই এক

সঙ্গে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরতে হবে। আমরা যদি প্রতি নিয়ত ভগবানকে ডাকি তাহলে মৃত্যুর পর যখন আমাদের চোখ থেকে Physical light সরে যায় তখন আমাদের আর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে হবে না—তখন তাঁর Metaphysical light আমাদের চির জ্যোতির্ম্ময় লোকে জ্যোতিস্বরূপ করে তুলবে। এই কথা গুলি কিন্তু খুবই কঠিন হঠাৎ এক দিনে এক মুহূর্ত্তে হয় না, সেজন্য এই আদর্শ সামনে রেখে নিরন্তর আমাদের সাধনা করতে হবে নাম—প্রার্থনা—সহায়ে। তবে তো সে সময় স্মরণ হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

'কবি' শব্দে পরম পুরুষকে অভিহিত করা হয় অন্য শাস্ত্রেও দেখি—

'কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা সর্ব্বোত্তম ও স্বয়ম্ভু (ঈশোপনিষৎ– ৮)

'অনুশাসিতা'—অন্যশাস্ত্রেও তাঁর শাসন সত্তা নিয়ন্তা সত্তার কথা বলা হয়েছে যথা—

'এষ হি খল্বাত্মা শাস্তা' ( মৈত্রায়নী উপ—৬।৮ )

'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

( কঠো-উপ—২।৩।৩ )

অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, মৃত্যু, বায়ু সকলেই তাঁর ভয়ে কাজে ব্যস্ত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইতি' ( বৃহঃ-উপ-৩।৮।৯ )

'অনোরণীয়ান্' রূপের কথা অন্য শাস্ত্রে আছে ঃ—'অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" 'অনু হতে অনু তুমি—মহতো মহান্।'

( শ্বেতাশ্বতর ৩।২০, কঠ-উপ—২।২০ )

'ধাতা' শব্দেও সেই বিধাতৃ পরম পুরুষকে বুঝিয়েছে। উপনিষদ মুখে আমরা পাই—

'ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্' অর্থাৎ সেই বিধাতৃ পুরুষের কৃপায় আমরা তাকে জানি। ( শ্বেতাশ্বতর-৩।২০ )

এছাড়া আরও অন্যান্য উপনিষদের বাণীর সঙ্গেও গীতার এই বাণীর মিল অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই। পরম পুরুষের কৃপার দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় একথা বেদান্ত দর্শনেও পাই—

'তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি' ইতি শ্রুতৌ ব্রহ্মভাবনারূপঃ ক্রতুর্ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুরিত্যকাম্যতে। নহি প্রতীকোপাসকানাং ব্রহ্ম ক্রতুবস্তি যেন তে সত্যলোকং গচ্ছেয়ুঃ'

( বেদান্ত দর্শন ৪।৩।১৫—১৬ )

**যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি**
**বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।**
**যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি**
**তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১**

বেদবিদঃ ( বেদজ্ঞগণ ) যৎ অক্ষরং বদন্তি ( যাঁকে অক্ষর পরম পুরুষ বলে ব্যাখ্যা করেন ) বীতরাগাঃ (অনাসক্ত) যৎ বিশন্তি ( যাঁতে আশ্রয় লাভ করেন ) যৎ ইচ্ছন্তঃ ( যাকে পাবার জন্য ) ব্রহ্মচর্য্যং

চরন্তি ( ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন ) তৎপদং ( সেই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আমি ) তে ( তোমাকে ) সংগ্রহেণ ( সংক্ষেপে ) প্রবক্ষ্যে ( বলছি )।

বেদজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলেন, আসক্তিহীন যোগিগণ যাতে আশ্রয় লাভ করেন যাঁকে লাভ করার জন্য ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, সেই পরম তত্ত্বকে লাভ করার উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলছি।১১

যাঁকে জানতে অনেকেই তৎপর, বেদবিদগণ যাঁর স্বরূপ বর্ণনায় ব্যস্ত, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতা এখানে আরও অনেক কথা বলছেন। যাঁর ক্ষরণ অর্থাৎ ধ্বংস হয় না তিনি 'অক্ষর'। বেদবিদগণ তাঁকে অক্ষর বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রুতিমুখেও এরূপ উক্তি রয়েছে 'হে গার্গি ব্রাহ্মণগণ পরমাত্মাকে অক্ষর বলে নির্দ্দেশ করে থাকেন।' ব্রাহ্মণগণ আরও বলে থাকেন পরব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার ভেদ রহিত ইত্যাদি। 'যতি' অর্থাৎ প্রযত্ন পরায়ণ সন্ন্যাসিগণ সমস্ত বিষয় অনুরাগ ত্যাগ করে সম্যক্ জ্ঞান লাভের পর যাতে প্রবেশ করেন ; যে অক্ষর পুরুষকে জানবার জন্য ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন সেই অক্ষরতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

( শঙ্করাচার্য্য )

এখানে কৈবল্যার্থীর স্মরণের প্রকার বর্ণিত হচ্ছে। 'অক্ষর' অর্থাৎ অস্থূলাদি গুণযুক্ত বলে যাকে বেদবিদ্‌গণ বর্ণনা করেন ; যাঁকে লাভ জন্য 'বীতরাগা' পুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন সেই অক্ষর সম্বন্ধে এখানে ভগবান কিছু বলছেন। ( রামানুজ )

কেবল অভ্যাস যোগ অপেক্ষা প্রণব অভ্যাস অন্তরঙ্গ সাধন

সেই কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে'··· ইত্যাদি বলে বেদার্থ পরিজ্ঞাতাগণ যাঁর নির্দ্দেশ করেন, যতিগণ যাঁতে লীন হবার জন্য যত্নশীল হন, যাঁকে জানতে গুরুকূলে ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, সেই 'পদ' অর্থাৎ যা পাওয়া যায় বা যাতে গমন করা যায় তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁকে পাবার উপায় সম্বন্ধে এখানে কিছু কিছু বলছি। ( শ্রীধরস্বামী )

সেই অক্ষর যাঁকে ব্রহ্মবিৎগণ অস্থূল, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেন, যতিগণ যাঁকে পেতে যত্নশীল হন, সন্ন্যাসিগণ নিস্পৃহ হন, যাঁকে জানতে ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্যরূপ কঠিত তপঃ অবলম্বন করেন, সেই অক্ষর তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। এস্থলে অক্ষরকে ব্রহ্মের বাচকরূপে অথবা প্রতিমাদি যেমন বিষ্ণু আদি দেবতার প্রতীক সেরূপ উপাসনাই ভগবানের অভিপ্রেত। এজন্য এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ওঁকারের উপাসনা ও তার ফল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এই ওঁকারকে সগুণ ব্রহ্মের প্রতীক ভেবে উপাসনা করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ফল হয়ে থাকে। ( মধুসূদন )

এই পরম পুরুষকেই বেদজ্ঞানিগণ 'অক্ষর ব্রহ্ম' বলেছেন। সেই অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাই পরমপদ জীবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও গতি—কিন্তু এই পদলাভ করতে গেলে রাগ দ্বেষ মনের বিকার এসবকে জয় করতে হয়। রিপুগুলিকে সংযত করা অভ্যাস করতে হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )

'ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যিনি নিয়ত মনদ্বারা ব্রহ্মে বিচরণ করেন ও আচরণ করেন অর্থাৎ যোগ করেন। ( যোগানন্দ )

গীতা কর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহুরকমের জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র ছাড়াও গীতা একটী চমৎকার কাব্য। এই শ্লোকটীতে যে চমৎকার ছন্দ মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে একে কাব্য বলা চলে।
( বেদচ্ছন্দা )

এছাড়া অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বের কথা, যতিগণের কথা, অনাসক্তির কথা, ভগবান আগে ও পরে বহুবার বলেছেন কিন্তু এই শ্লোকে মূল শিক্ষার বিষয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা—এটী প্রত্যেকের পক্ষে প্রযোজ্য।

ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের তো এছাড়া পথই নেই—তাছাড়া গৃহীদেরও অনেকাংশে এই শিক্ষা গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে এযুগে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ তপস্যা। ( বেদচ্ছন্দা )

পাতঞ্জল দর্শনেও অনুরূপ কথা পাই ঃ—

'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা' ( পাতঞ্জল সূত্র—১।২৩ )।

'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' ঈশ্বর প্রনিধানের উপায় সেই প্রণব ওঁকার জপ ও আর তার অর্থ ভাবনা—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' ( ১।২৭, ২৮ )। এইভাবে পাতঞ্জল দর্শনেও প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলে বলা হয়েছে, উপনিষদেও একথা বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা আমরা অন্য দর্শনেও পাই। "ব্রহ্মচার্য্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।"

( ছান্দোগ্য-উপ-২।২৩।১ )

'সর্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ'॥

বেদরাশি একবাক্যে যে ইপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্ম্মরাশি যাঁর প্রাপ্তির সহায় এবং যার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ দিচ্ছি। ( কঠো-উপ-১।২।১৫ )

পরম অক্ষর সম্বন্ধে আমরা বৃহদারণ্যক মন্ত্রে পাই 'এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণো অভিবদন্তীতি'। ৩।৮।৮

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইতি'। ( বৃহদারণ্যক—৩।৮।৯ )

ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সর্ব্বপাপ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের কথা ভগবান বুদ্ধের বাণীতেও পাই

যো'ধপুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ বাহেত্বা ব্রহ্মচরিযবা।
সঙ্খায লোকে চরতি সবে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি॥

যিনি পাপপুণ্যকে প্রবাহিত করে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ন এবং জগতে জ্ঞান পূর্ব্বক বিচরণ করেন তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক নামে কথিত হন।

( ধম্মপদং ধম্মট্‌ঠবগগো—২৬৭ )

'ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে মানুষের মধ্যে কোন ও উন্নত শ্রেণীর শক্তি বিকাশ লাভ করতে পায়না। ইহাই মহত্ব সাধনের প্রথম সোপান'।

( স্বামী অভেদানন্দ )

**সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।**
**মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২**
**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।**
**যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৩**

সর্ব্বদ্বারানি ( সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার ) সংযম্য ( সংযম করে ) মনঃ হৃদি নিরুধ্য ( মনকে হৃদ্দেশে নিরোধ করে ) মূর্দ্ধ্নি ( ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ) প্রাণাং আধায় ( প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করে ) আত্মনঃ যোগ ধারণাম্ আস্থিতঃ ( সমাধি যোগ অবলম্বন করে ) ওম ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ( একাক্ষরী ওঁকার শব্দ ) ব্যাহরণ ( উচ্চারণ করতে করতে ) মাম্ অনুস্মরন্ ( আমাকে স্মরন্ করে ) দেহং ত্যজন্ ( শরীর ত্যাগ করে ) যঃ প্রযাতি ( যিনি পরলোক গমন করেন ) সঃ পরমাং গতিং যাতি ( তিনি পরম ধাম লাভ করেন )।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার নিরুদ্ধ করে, মনকে হৃদ্দেশে নিরুদ্ধ করে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ূকে ধারণ করে, সমাধি যোগ অবলম্বনে, ওঁ এই একাক্ষরী ব্রহ্মাত্মক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে চিন্তা করতে করতে যিনি শরীর ত্যাগ করে পরলোক যাত্রা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গতি, শ্রেষ্ঠ ধাম লাভ করেন। ১২—১৩

“স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ইতি তস্মৈ স হোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ইত্যুপক্রমস্য যঃ পুনরেতং ক্রিয়মাত্রেণ ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত” ইত্যাদিনা বচনেন ‘অন্যত্র ধর্ম্মদন্যত্রাধর্ম্মাৎ’ ইতি উপক্রম্য ‘সর্ব্বে বেদা যৎ

পদমাম্নন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁ ইত্যেতৎ।'

হে ভগবান মানবকুলে যে ব্যক্তি আমরণ ওঁকারের ধ্যান করেন তিনি কোন লোক জয় করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে, "হে সত্যকাম! শ্রুতি বলেছে এই ওঁকার পর ও অপর শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি ওঁকারের সাধনায় সেই পরম পুরুষের ধ্যান করেন আবার শ্রুতির অন্যত্র বর্ণিত যা ধর্ম্মের দ্বারা বা অধর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যায়না, সমস্ত বেদরাশি যে পদকে প্রকাশ করে থাকে, সকল তপস্যা যাঁকে লাভার্থে অনুষ্ঠিত হয়, যাঁকে পাবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতে হয় সেই পদ সংক্ষেপে তোমাকে বলছি—ওঁকারই সেই পদ"। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে বুঝতে হবে ওঁকারই ব্রহ্মের প্রতিপাদ্য। অল্প বুদ্ধি বা মধ্যমবুদ্ধি তাঁরা এইভাবে ওঁকার উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভ করেন। গীতাও সেই অনুসারে কবি, পুরাণ ও অনুশাসিতা ইত্যাদি বিশেষণ ছাড়াও ওঁকারই পরব্রহ্মের প্রতিপাদ্য এবং তৎসাধনায় মুক্তি লাভ হয় সে কথা এখানে বলে যাচ্ছেন।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করে হৃদয় পুণ্ডরীকে মনকে নিবেশিত করে ও অন্য বিক্ষিপ্ত ভাবকে জয় করে উর্দ্ধগামিনী নাড়ীর মধ্য দিয়ে মূর্দ্ধাদেশে নিজের প্রাণকে তুলে যোগ সাধনা অভ্যাস করতে হয় এইভাবে অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মের বাচক শব্দ ওঁকারের সাধনা করতে করতে অর্থাৎ ওঁকার স্বরূপ আমার বা ভগবান বাসুদেবের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি পরম প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন।

প্রয়াণ অর্থ এখানে শরীর ত্যাগ বুঝিয়েছে—বিনাশ বোঝায় নি। কেননা আত্মার বিনাশ নেই। ( শঙ্করাচার্য্য )

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করে এবং বাহ্যবিষয় স্মরণ না করে ভ্রূযুগ মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে আত্মসাধনায় ব্যাপৃত থাকতে হয়। ওঁকার ব্রহ্মবাচক, প্রতিমাদিবৎ ব্রহ্মের প্রতীক, অতএব এই ওঁকার সাধনায় দেহত্যাগ হলে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন পূর্ব্বক পরে মুক্তি লাভ করে। ( শ্রীধরস্বামী )

চক্ষু ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করে সকল প্রকার প্রাণ বায়ুকে নিরোধ করে হৃদয়ে আনতে হবে। তারপর হৃদয় থেকে প্রাণকে বাহির করে, সুষুম্না নাড়ী পথে কণ্ঠ, ভ্রূ ললাট ও পরে, মূর্দ্ধাতে নিয়ে যেতে হবে—তবে যোগ ধারণা সম্ভব হবে। এইভাবে ওঁকারের সাধনায় মুক্তি লাভ হবে। ( আনন্দগিরি )

বহির্জগতের জ্ঞান দ্বার স্বরূপ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্গকে স্ব স্ব বিষয়ে সংযত করে হৃদয় পদ্মদলে অক্ষর ভগবানে মনকে নিরোধ করে এবং যোগ অভিধেয় ধারণা দ্বারা অর্থাৎ ভগবানকে নিশ্চলভাবে অবলম্বন করে ওঁকাররূপ ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করতে করতে প্রাণকে মূর্দ্ধাদেশে আনায়ন করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি প্রকৃতি বিযুক্ত হয়ে পরমাগতি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবৎ সমাকৃতি লাভ করেন। তাঁর আর এই জগতে পুনরাবৃত্তি হয়না। ( রামানুজ )

অন্তর্জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মনকে হৃদিস্থিত হৃষীকেশে নিযুক্ত করে ও গুরুপোদিষ্ট মার্গে সাধনা সহায়ে ভূমি জয় করে ক্রমে প্রথমে ভ্রূমধ্যে ও পরে ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করতঃ প্রাণকে ধারণ করতে হয় ও

ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে স্মরণ করবে।

( বলদেব )

'পরমাগতি' বলতে ভগবৎ সালোক্য প্রাপ্তি এরূপ অর্থই বুঝতে হবে। ( বিশ্বনাথ )

'সর্ব্বদ্বারানি সংযম্য'—এই কথায় এখানে বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়জাল থেকে প্রত্যাহৃত করে—এবং 'মনোহৃদিনিরুধ্য চ' কথায়, মনে মনে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করতে বললেন। এইভাবে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় দুই সংযত করে প্রথমে হৃদয়ে পরে আজ্ঞা-চক্রে এবং মস্তকে প্রাণকে ধারণ করার অভ্যাস করতে বললেন এবং সেই সঙ্গে একাক্ষরী ওঁকার ধ্বণি সাধনাভ্যাস করতে বললেন, একাক্ষরী এইজন্য বললেন যে মৃত্যু সময়ে অনেক পদাত্মক বাক্য উচ্চারণ বা চিন্তা সম্ভব নয় অথচ একাক্ষরী ব্রহ্মবাচক ওঁকার চিন্তাসহজ সাধ্য। এইভাবে দেহত্যাগ হলে 'পরমাংগতিম' অর্থাৎ মৎস্বরূপতারূপ প্রকৃষ্ট গতি লাভ হয়। ( মধুসূদন )

এই হচ্ছে দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিকপদ্ধতি—অনন্ত, অনাদি বিশ্বাতীত সত্তার নিকট মানব সত্তার শেষ সমর্পণ। কিন্তু এটী কেবল একটী মাত্র, সবচেয়ে বড় কথা সারাজীবন এমন কি যুদ্ধ সময়েও সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ এবং ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগ স্থাপন করতে হবে। যিনি এরূপ পারেন তিনি ভগবৎ লাভে সক্ষম। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এই দুই মন্ত্রে ৬টী অবস্থার কথা বলা হয়েছে। (১) ইন্দ্রিয় সংযম (২) মন সংযম (৩) প্রাণকে মস্তকে ধারণ (৪) দীর্ঘকাল

কান নির্দ্দিষ্টভাবে বা মূর্ত্তিতে চিত্তের যে ধৃতি তাই ধারণা (৫) ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ (৬) ওঁ তৎ প্রতিপাদ্য ভগবৎ স্মরণ, এই ছয় পর্য্যায় সাধনার কথা বলেছেন। (যোগানন্দ)

**'সর্ব্বদ্বারাণি'**—ইন্দ্রিয়গুলিকে দ্বার স্বরূপ বর্ণনা গীতায় ভগবান পঞ্চম অধ্যায় করেছেন 'নব দ্বারে পুরে দেহী' ইত্যাদি মন্ত্রে। ইন্দ্রিয়-গুলি সত্যিই দ্বার স্বরূপ—জানলা দরজা দিয়ে যেমন বর্হিজগতের ঘাত, প্রতিঘাত, আলো, হাওয়া, শব্দ, কামনা বাসনা, সমস্ত বস্তু এসে পড়ে, মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে; তেমনি একাদশ ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বাসনা বস্তু এসে বাসনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে, চিত্তকে চঞ্চল করে, সেজন্য ভগবান বাসনা ভোগের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় গুলিকে নিরুদ্ধ করতে বলছেন। যোগসাধনার দ্বারা প্রাণায়াম করে মনকে ভ্রূদ্বয়ে নিবিষ্ট করে একাক্ষর ওঁকার উচ্চারণ পদ্ধতিও গীতাতে বললেন। গীতাতে তৎকালীন কোন দর্শন, কোন সাধন প্রণালী বলতে বাদ দেননি কিন্তু সবের মধ্যে স্থান দিলেন 'মামনুস্মর' ভগবৎ চিন্তা, ইষ্ট চিন্তাই প্রধান, এইটী করে গেলে শ্রেষ্ঠগতি লাভ হবে—'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।'

এই বাণী নিয়ে সম্পুর্ণ সাধনা অসম্ভব, এগুলি Ideal, কিন্তু এই Ideal সামনে রেখে যতটা সম্ভব নিরন্তর সাধনা করে যেতে হবে ইষ্টনাম ও চিন্তা সহায়ে। (বেদচ্ছন্দা)

গীতার বর্ণিত ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে অন্য-শাস্ত্রেও সে কথা পাই :—

"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"

(পাতঞ্জল দর্শন ২।৫৪)।

'মনোহৃদিনিরুদ্ধ চ' এইমত কথা আমরা অন্য শাস্ত্রেও পাই :—
'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।

'যোগধারণাম্' কথার মত অনুরূপ কথা অন্য শাস্ত্রেও পাই :— 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্যধারণা।'

নাভিদেশে, হৃদয়াকাশে, আজ্ঞাচক্রে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যাদি দেশে বিষয় থেকে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করে স্থিতি করার চেষ্টা ধারনা। ( পাতঞ্জল দর্শন—৩৷১ ব্যাসভাষ্য )

গীতোক্ত 'পরমাং গতিম্' শব্দটীর অনুরূপ কথা আমরা অন্য শ্রুতি মুখে ও পাই যথা—"এষোঽস্য পবমাগতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ।"

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই জীবের পরমগতি, পরম সম্পদ এবং পরম লোক এবং পরম আনন্দ। ( বৃহদারণ্যক-উপ-৪৷৩৷৩২ )

'সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য' এই কথার অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-মুখেও পাই :—

'গভীর ধ্যানে—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্যে তাক করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ী, ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল ব্যাধের কিন্তু হুস নেই, সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।"

'ধ্যানে এরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায়না—শোনাও যায়না। স্পর্শ বোধ পর্য্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের ওপব দিয়ে

চলে যায়, জানতে পারেনা। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারেনা সাপটাও জানতে পারেনা।

'ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসেনা—বাহিরে পড়ে থাকে।' ...গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বর্হিমুখ থাকেনা—যেন বারবাড়ীতে কপাট পড়লো—ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—বাহিরে পড়ে থাকবে।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।১৪।১ )

'মনোহৃদি নিরুধ্য চ' এসম্বন্ধে কথামৃত মুখে বলা আছে 'হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে অথবা সহস্রারে ধ্যান হতে পারে। এগুলি আইনের ধ্যান-শাস্ত্রে আছে। কোথায় তিনি নাই? তবে যখন সব স্থানই ব্রহ্মময়, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করতে পার। ( কথামৃত )

হৃদয় ডঙ্কামারা জায়গা। সেখানে ধ্যান কোরো।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।৬।৪ )

**অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।**
**তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪**

হে পার্থ, অনন্য চেতাঃ ( অনন্যচিত্ত হয়ে ) যঃ ( যিনি ) মাং ( আমাকে ) নিত্যশঃ ( চিরদিন ) সততং ( সর্ব্বক্ষণ ) স্মরতি ( চিন্তা করেন ) তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ( সেই নিরন্তর সমাহিত চিত্ত যোগীর নিকট ) অহং সুলভঃ ( অনায়াস লব্ধ )।

যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে প্রতিদিন নিরন্তর—ভগবৎ বস্তু চিন্তা করেন—সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।১৪

'অনন্যচেতাঃ' অর্থাৎ যার চিত্তে অন্য বিষয় স্থান পায়না, একমাত্র ভগবৎ বস্তু যার কাম্য বা ধ্যেয়। এইরূপ অনন্যচিত্ত যোগী 'সততং' —সর্ব্বদা আমাকে বা পরমেশ্বরকে নিত্য স্মরণ করেন। আর 'নিত্যশঃ' শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাপী অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে, ততদিন নিরন্তর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করবে সেই নিত্যযুক্ত ব্যক্তির কাছে আমি অর্থাৎ ভগবান বাসুদেব সুলভ হই।

(শঙ্করাচার্য্য, নীলকণ্ঠ)

নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুখলভ্য। (হনুমান)

পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যকামী ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল উপাসনা সম্বন্ধে কথিত হয়েছে। এখানে জ্ঞানিগণের ভগবৎ উপাসনার পদ্ধতি ও প্রাপ্তির পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষণ আমার প্রতি অতিশয় প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাব স্মরণ করেন তাদৃশ নিত্যযোগাকাঙ্খীর পক্ষে আমি সুলভ। এরূপ নিত্যযুক্ত ভক্তের বিরহ ভগবান নিজেই সহ্য করতে পারেন না। শ্রুতিতেও আছে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (রামানুজ)

এখানে ভগবান সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নির্গুণা কেবলাভক্তির বর্ণনা করছেন। যে ভক্ত মুক্তি কামনাতেও কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না, কেবল মাত্র নিরন্তর আমারই অর্থাৎ ভগবানেরই স্মরণ করেন, সেই ভগবৎ নিষ্ঠ পুরুষ অনায়াসে ভগবানকে লাভ করেন। এরূপ ব্যক্তির বিচ্ছেদ ভগবান

নিজেই সহ্য করতে পারেন না, তাই ভগবান তাঁর প্রতিকূল পরিস্থিতি ঘুচিয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেন। ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

পূর্ব্বে ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, তপস্যাদির কথা বলা হয়েছে। এখানে ভগবান বলছেন সে সব ছাড়াও প্রতি-নিয়ত ও নিরন্তর যদি অবিচ্ছেদ্য ভাবে ভগবৎ স্মরণ করে তাহলে তার ভগবৎ লাভ সুখলভ্য হয়ে দাঁড়ায়। ( শ্রীধরস্বামী )

যাঁর অন্তঃকরণে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হয়ে থাকে, ভগবান লাভের জন্য তাঁর কঠোর তপোব্রত, প্রাণায়াম ইত্যাদি কিছুরই দরকার হয়না। নিরন্তর ভগবৎ স্মরণই তার ভগবানকে লাভ সুখকর করে তোলে। ( কৃষ্ণানন্দ )

প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে, সমস্ত জীবনটাকেই ভগবৎ স্মরণ যোগে যুক্ত রাখতে হবে। যিনি এটি পারেন তাঁর পক্ষে ভগবৎ লাভ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তিনিই মহাত্মা, তিনি পরম সিদ্ধি-লাভ করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

অনন্যচিত্ত হলে ভগবান তাঁর কাছে সুলভ হয়ে যান কিন্তু এই অনন্যচিত্ত হওয়া অতি কঠিন কথা—একদিনে হয়ও না—বহুদিনের অভ্যাস সাপেক্ষ তাও ভগবৎ কৃপা ভিন্ন হয় না। এই শ্লোকটি ব্যাখ্যার কিছু নেই; এই মন্ত্র নিয়ে যুগ যুগ ধরে সাধনা করার বিষয়। ভগবানের এই বাণী মনে রেখে যতটা পারা যায় আমাদের সাধনা করতে হবে; কাজে-কর্ম্মে, চলায় ফেরায়, জপে ধ্যানে, নামকে এমন ভাবে গেঁথে ফেলতে হবে যাতে স্বপ্নের মধ্যে, ঘুমের মধ্যে, পর্য্যন্ত সেই নাম চলে। ( বেদচ্ছন্দা )

সুলভ কথাটী কিন্তু পরম আশ্বাস বাণী। এক জন্মের অনন্যচিত্ত হওয়াতেও ভগবৎ লাভের প্রস্তুতি কিছুই হয় না। এটি এক মাত্র শ্রীহরির করুণা। ভগবান নিজে কৃপা করে ধরা দেবেন এই আশ্বাস দিলেন। লক্ষ লক্ষ জন্মধরে জীব আহার নিদ্রা ইত্যাদিতে মগ্ন থাকে। সহস্র সহস্র বার মনুষ্য জন্মেও জীব নানা জাগতিক ভোগ সুখের কথা নিরন্তর চিন্তা করে থাকে। কিন্তু ভগবৎ লাভ হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ, সেই লাভ করতে গিয়ে এক জন্মের অনন্যচিত্ত হওয়া কিছুই না। কাজেই অনন্যচিত্ত ভক্তের কাছে সুলভ যে হন সে তাঁর কৃপা। (বেদচ্ছন্দা)

আমরা ভগবানকে পাই না কেন? দর্শন পাই না কেন? এ সবের উত্তর এখানে বলেই দিচ্ছেন; অনন্যচিত্ত হতে পারি না তাই। অনন্যচিত্ত দুরকমে হওয়া যায়, নিরন্তর ধ্যান নাম ইত্যাদি সহায়ে যুক্ততা হচ্ছে মুখ্য—আর সব কাজের ফাঁকে তোমারই কাজ করছি ইত্যাদি চিন্তা ও জপ সহায়ে কাজের ফাঁকে মনে ইষ্ট স্মরণ করা গৌণ যুক্ততা॥ (বেদচ্ছন্দা)

'অনন্যচিত্ত' হওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই :—
'যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করে, তার সন্ধ্যার কি দরকার'।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।২১।৫)

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

মহাত্মনঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে লাভ করেন)

দুঃখালয়ং (দুঃখের আগার স্বরূপ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য) পুনর্জ্জন্ম ন আপ্নুবন্তি (জগৎ চক্রে আর ফিরে আসতে হয়না) [যেহেতু] পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ (পরম মুক্তি লাভ করেন)।

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ভক্তগণ আমাকে (ভগবানকে) লাভ করে আর দুঃখের আবাস ভূমি অনিত্য পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন না। যেহেতু তাঁরা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ চরম সিদ্ধি লাভ করেন।১৫

ভগবান সুলভ হলে কি হয়? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন—ভগবানকে লাভ করলে ভগবানের ভাব লাভ হয়, আর এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করতে হয়না। এই পৃথিবী দুঃখময় এবং অনবস্থিত স্বভাব ও ক্ষণভঙ্গুর। মহাত্মাগণ মোক্ষরূপ প্রকৃষ্ট সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, আর ভগবৎ লাভ না হলেই এই পৃথিবীতেই বার বার জন্ম নিতে হয়। (শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর)

'অনন্যচিত্ত' সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিগণের ভগবৎ লাভ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বর সামীপ্য লাভ ইত্যাদি ভাব তাঁরা প্রাপ্ত হন এবং অনিষ্ঠা মিশ্রিত পুনর্জন্ম লাভ তাঁদের করতে হয় না। (আনন্দ গিরি)

আমাকে লাভ করলে আর দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করতে হয়না। মূঢ় ব্যক্তির কাছে এই পৃথিবী সুখের মনে হলেও সে সুখ ক্ষণভঙ্গুর, নশ্বর ও তুচ্ছ; মহাত্মাগণ ভগবৎ যুক্ততা হেতু জিতচিত্ত—এজন্য এই পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করতে চান না। মোক্ষলাভ রূপ পরম সিদ্ধিলাভ করেন। (নীলকণ্ঠ)

ভগবৎ লাভ হলে তাঁকে আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য জন্মগ্রহণ করতে হয়না। তাঁরাও আমার মত নিত্যভূত সুখ-সংবেষ্ঠীত অপ্রাকৃত

জন্মলাভ করেন। যাঁরা আমার ভক্ত ও অনন্যচিত্তে মৎপরায়ণ তাঁরা আমার লীলা সহচররূপ পরম সিদ্ধিলাভ করে থাকেন এই কথায় ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল। ( বিশ্বনাথ ও বলদেব )

ঈশ্বরকে লাভ করলে মাতৃগর্ভে জন্মাদি দুঃখ, দেহ সম্বন্ধ, দৃষ্টনষ্ট স্বরূপ ও ক্ষণিক এই জগতে বাস ইত্যাদি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ হয়। তাঁদের রজঃ তমোগুণ দূর হওয়ায় তাঁরা শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে পূর্ণ হয় ও মদীয় লোকে ভোগ উপভোগ করে পরিশেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তি লাভ করার পর অনন্তর তাঁরা সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে। একথায় ক্রমমুক্তির কথা প্রকাশিত হল। ( মধুসূদন )

এই স্থূল জগৎকে দুঃখালয় ও অতিক্ষণস্থায়ী অনিত্য বলা হয়েছে। পরলোকের জীবনও দুঃখপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ইহলোকের চেয়ে কম। 'পরমাসিদ্ধিং' এই কথাতে বোঝাচ্ছে সিদ্ধিরও স্তরভেদ আছে। ঈশ্বর লাভকেই পরমা সিদ্ধি বলে। ( যোগানন্দ )

যাঁরা চিরদিন ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের ভাবনা করে থাকেন তাঁরা ইহকালে তো কোন দুঃখ ভোগ করেন না, তৎসঙ্গে পুনর্জ্জন্ম ভোগ থেকেও মুক্তিলাভ করেন। ভগবচ্চিন্তা হেতু ত্রিগুণময়ী মায়ার বন্ধন ছিন্ন হয়, তাঁরা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করেন। এই ধামকেই কোন ভক্ত শিবলোক, কোন ভক্ত বিষ্ণুলোক, কোনও ভক্ত রুদ্রলোক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বর্ণনা করে থাকেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

মরজীবনের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে জীবের যে বাসনা, পুরুষোত্তমকে উপাসনা করলে সেই বাসনা পূর্ণ হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

'বার বার জন্মগ্রহণ করা ও কর্ম্মফল ভোগ করা ও নতুন কর্ম্ম বন্ধন সৃষ্টি করা সংসারে প্রতিটী জীবের কাজ। আর এই জন্ম মৃত্যু চক্র অনাদিকাল ধরে চলতে থাকে—এর ফলে জীব অশেষ দুঃখ ভোগও করে।

কিন্তু যে ভক্ত নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ করে, ভগবান করুণা করে তাদের এই ভব যন্ত্রণা থেকে তিনি নিজে মুক্তি দান করেন। জীবের প্রতি এটিও পরম আশ্বাস বাণী। (বেদচ্ছন্দা)

এখানে **'মামুপেত্য'** বলতে গীতামতে প্রধানত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, তাছাড়া গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্ব। আবার **'মাম্'** মানে—নিজ নিজ ইষ্ট—যে জ্ঞানী তাঁর ব্রহ্ম—যে যোগী তাঁর পরমাত্মন্। এ ব্যাখ্যা ও করা যায়।

অনন্যভক্তি দ্বারা স্মরণ করার অন্তত চেষ্টাটাও যদি করা যায় তাহলে মৃত্যুর পর যেখানে গতি হয়—সেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয়না। (বেদচ্ছন্দা)

**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।**
**মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৬**

হে অর্জ্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক থেকে) লোকাঃ (জীবসকল) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয় মাম্ উপেত্য (আমাকে বা ইষ্টকে লাভ করলে) পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে (বারং বার জন্মলাভ হয়না)।

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুণ্যলোক আছে—পুণ্য কামী ব্যক্তিগণ এ জগত থেকে সেই সেই লোকে গমন করলেও কর্ম্মফল ভোগ শেষে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে বা বাসুদেবকে লাভ করলে পুনর্জ্জন্ম আর হয়না।১৬

ভগবৎ লাভ ছাড়া কারোকে লাভ করলে পুনরাবর্ত্তন করতে হয় এ সম্বন্ধে এখানে বলছেন 'ব্রহ্মভুবন' অর্থাৎ যাতে প্রাণিগণ উৎপত্তি লাভ করে তাকেই বলা হয় 'ব্রহ্মভুবন'। ব্রহ্মার ( চতুরানন ) ভুবন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মার লোকের সঙ্গে অন্য সমস্ত লোকরই পুনরাবর্ত্তন স্বাভাবিক। কিন্তু একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির পর আর এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়না। ( শঙ্করাচার্য্য )

এখানে ঐশ্বর্য্যগতি প্রাপ্ত হওয়া এবং ভগবানকে লাভ করা দুয়ের কথাই বলা হয়েছে। ব্রহ্মাদি লোক পর্য্যন্তও গতিলাভ করে পুণ্যাত্মা মানুষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু নিখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও পরম করুণাময় ভগবানকে জানলে যে মুক্তি লাভ হয় তার আর বিনাশ হয়না। ( রামানুজ )

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় 'লোক' ভোগভূমি এবং পুনরাবর্ত্তনশীল কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশী। পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ব্রহ্মার সঙ্গে দেহলাভ করে পরিণামে জ্ঞানোৎপত্তি সহকারে 'পরমপদ' লাভ করেন। এখানে ক্রমমুক্তি ফললাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। কর্ম্মী কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ করলেও মুক্ত হয়না। কেবল যে মুক্তিকামী তারাই ব্রহ্মলোক থেকে ক্রমমুক্তি লাভ করে। ( শ্রীধরস্বামী )

সম্যক্‌দর্শিগণের ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। এ জগতে তাঁদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। 'ভুবন' অর্থাৎ যাতে ভূতগণের উদ্ভব হয় তার নাম ভুবন। সমস্ত 'লোকই' ভগবৎ বিমুখ অর্থাৎ ভোগভূমি এবং সেগুলি সবই পুনরাবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমাকে অর্থাৎ অক্ষর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হলেই আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম ঘটেনা। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ক্রমমুক্তিভাগী। ব্রহ্মাদি লোক ভোগের পর সেই ব্যক্তিগণের যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে তখন তারা মুক্তিলাভ করবে।

অনন্য স্মরণই ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায়। একমাত্র ভগবানকে লাভ করলেই মুক্তি লাভ হয়। ( মধুসূদন )

যে জীব পুরুষোত্তমকে লাভ করে সে বিশ্বের অতীত 'পরম' পদে স্থান লাভ করে, তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না। জ্ঞান যোগের সাধনায় অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করে যে ফলই লাভ হোক না; জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে সমস্ত কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা সর্ব্বভূতের সুহৃদ সেই পুরুষোত্তমের উপাসনা করেও সেই 'পরমপদ' লাভ করা যায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, দিব্যদৃষ্টি এবং আত্মদর্শন প্রভৃতি অবস্থা চিন্ময়, অব্যক্ত ও অক্ষর তপোলোকের অবস্থা। এটীই বৈষ্ণবোক্ত বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে কামনা, সংস্কার ও ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি মুক্ত হয়ে বিজিত অবস্থায় প্রবেশ করাতে ভক্তের আর পৃথিবীতে শরীর ধারণ করতে হয় না। জনলোক, মহর্লোক ইত্যাদি লোক এমনকি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মার আবাসস্থান সেখানে গমন করলেও এ জগতে

ফিরে আসতে হয়, অবশ্য সেখান থেকে ক্রমমুক্তিও সম্ভব। ব্রহ্মাদি লোকেও ত্রিগুণের কার্য্য চলে বলেই মর্ত্ত্যে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

(যোগানন্দ)

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন তারাও ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু একমাত্র ভগবানকে চিন্তা করতে করতে যাঁরা ব্রহ্মার সঙ্গে কৈবল্যলাভ করেন তাদের আর জন্ম হয়না। আসলে ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ, নচেৎ পুনর্জ্জন্ম অবধারিত।

(কৃষ্ণানন্দ)

গীতামুখে ভগবান অনেকবার বলেছেন অন্যদেবগণ সকাম ভক্ত-গণের অভীষ্ট ফল দান করতে পারেন এবং শীঘ্র দান করেন কিন্তু সকাম ভক্তগণ তাদের সাধনা অনুযায়ী বা কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানুযায়ী যে যে অভীষ্ট লোকে গমন করেন, মৃত্যুর পর সেই লোকে তাদের ফল ভোগ, পূণ্য ভোগ শেষ হয়ে গেলেই, তাদের আবার এই পৃথিবীতে বাবংবার জন্ম নিতে হয় ও অনিত্য সুখ দুঃখ উপভোগ করতে হয়। অন্যদেবতা অভীষ্টাদি পূরণ সক্ষম কিন্তু মুক্তিদানে অক্ষম, সেজন্য যাবা নিষ্কাম ভাবে নিজ নিজ ইষ্টকে বা পুরুষোত্তমকে ডাকে বা নিরন্তর স্মরণের চেষ্টা করে, ভগবান নিজে তাদের মুক্তি দেন।

মুক্তিদাতা পুরুষোত্তম তাদের জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ প্রভৃতি পূর্ণ অনিত্য পৃথিবীতে বারংবার গতায়াত থেকে রক্ষা করেন সে ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। সেজন্য মুক্তিলাভ করতে গেলে অন্য দেবতা ছেড়ে মুক্তি দাতারই শরণ নিতে হবে। (বেদচ্ছন্দা)

ব্রহ্মলোক বলতে কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মলোক বোঝায়নি। এখানে সৃষ্টিমুখে প্রজাপতি ব্রহ্মার লোক বুঝিয়েছে। সমস্ত বিশ্বের মূলতত্ত্ব ভগবৎ সত্তা, যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, একমাত্র তিনিই পারেন সমস্ত বন্ধন মুক্তি করতে—অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির বন্ধনে সকলকে বেঁধেছেন তিনিই পারেন মুক্তি দিতে কাজেই তাঁকেই ধরতে হবে মুক্তির জন্য। তাঁকে পেলে তবে মুক্তি লাভ হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই ঃ—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখ বদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক হতে নিম্নে স্থাবর জগৎ বা মাতৃস্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেও জিবগণ যা লাভ করতে পারেনা, বুদ্ধিমান লোকগণ সেটী লাভের জন্যই যত্ন করবেন। মহাবেগযুক্ত কালের প্রভাবে স্পষ্ট দুঃখের মতন সর্ব্বত্রই পূর্ব্বজন্মের সেই বিষয় সুখ লাভ হয়।

( শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।১৮ )

ভগবান বুদ্ধদেবের বাণীতেও পাই তৃষ্ণাই ( তণহাই ) বারংবার জন্ম মৃত্যুর কারণ, ব্রহ্মাদি ভুবন অতি সূক্ষ্মরাজ্য হলেও তৃষ্ণামুক্ত স্থান নয়। আমরা এখানে প্রথমে তৃষ্ণামুক্তের প্রশংসা ও পরে পুর্জ্জন্ম হয়না সে সম্বন্ধে বুদ্ধ বাণী উদ্ধৃত করলে দেখতে পাব ঃ—

যস্সিন্দ্রিয়াণি সমথং গতানি
অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা

পহীনমানস্‌স অনাসবস্‌স
দেবা'পি তস্‌স পিহযন্তি তাদিনো।

অর্থাৎ সারথি কর্ত্তৃক শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় যাঁর ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত এবং যিনি তৃষ্ণামুক্ত, কমনা বাসনার বশীভূত নন, এতাদৃশ উত্তম পুরুষ দেবগণেরও প্রিয়।

পুনর্জ্জন্ম কার হয়না সে সম্বন্ধে বলেছেন—

পীঠবীসমো নো বিরুঝতি
ইন্দখীলূপমো তাদি সুব্বতো,
রহদো'ব অপেতকদ্দমো
সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো॥

অষ্ট লোক ধর্ম্মে অবিচলিত সুব্রত ব্যক্তি পৃথিবীর ন্যায় সহনশীল, স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল এবং স্বচ্ছ হ্রদের ন্যায় অমলিন—এরূপ ব্যক্তিদের পুনর্জ্জন্ম হয়না। ( ধম্মপদং—অহরন্তবগ্‌গো ৯৪।৯৫ )

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে ঃ—

'যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক জন্ম মৃত্যু'।
( কথামৃত ৫।৭।৩ )

'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত হবে।' ( কথামৃত ৩।১৮।২ )।

**সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।**
**রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭**

সহস্রযুগপর্য্যন্তং ( সহস্র সহস্র যুগে ) ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ ( ব্রহ্মার যে দিন ) [ তথা ] যুগ সহস্রান্তাং রাত্রিং ( সহস্র যুগপরিমিত রাত্রি ) [ যাহারা ] বিদুঃ ( জানেন ) তে জনাঃ ( তারাই ) অহোরাত্রবিদঃ ( দিবারাত্রিবিদ্ )।

মনুষ্যের সহস্র সহস্র যুগ ধরে ব্রহ্মার একটী দিন এবং ওইরূপ সহস্র সহস্র যুগ ধরে একটী রাত্রি—যাঁরা জানেন তারাই প্রকৃত 'অহোরাত্রবেত্তা'।১৭

সমস্ত প্রাণীই যেহেতু কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেইহেতু ব্রহ্ম-লোকের সঙ্গে সকল লোকই পুনরাবর্ত্তন করে। সহস্র যুগে ব্রহ্মার দিন, আরও সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার রাত্রি অহোরাত্রবিৎগণ অর্থাৎ কাল পরিণামজ্ঞগণ এটী জানেন। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

মনুষ্য পরিণামের যে সহস্র যুগ অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ পর্য্যন্ত ব্যাপী যাঁর দিন এ সম্বন্ধে পুরাণে ও বর্ণিত আছে সহস্র সংখ্যক যে চতুর্যুগ তাই ব্রহ্মার দিন, এবং আরো সহস্র সংখ্যক যে চতুর্যুগ তাই ব্রহ্মার রাত্রি। চন্দ্রসূর্য্যের হিসাব অনুসারে যাঁরা গণনা করেন তারা ঠিক জানেন না, একমাত্র যারা অহোরাত্রবিৎ যোগী তারাই কেবল জানতে পারেন একথা। ( মধুসূদন )

কল্পান্তে ব্রহ্মার বিলয় সাধিত হয় কাজেই ব্রহ্মলোকের প্রসাদ-ভোগী জিবগণের এবং তন্নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রাদিলোকনিবাসিগণের যে অধঃপতন বা বিনাশ ঘটবে এবং পুনর্জ্জন্ম হবে সে আর আশ্চর্য্য কি ? 'ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।' ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্য্যন্ত

সমস্ত মায়া প্রভাবিত। এবং মায়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কারো মুক্তি লাভ হবে না। ( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

বহুকাল স্থায়িত্বই ব্রহ্মাদি লোকের বিশেষত্ব এই হেতু ভগবান এখানে কাল পরিমান প্রসঙ্গ অবতারণা করছেন। এই অভিপ্রায়েই তিনি স্বীয় কাল পরিমানানুসারে শতবর্ষ পরিমিত আয়ু সম্পন্ন ব্রহ্মার কীর্ত্তন করছেন। ( বিশ্বনাথ )

আমাদের রাতদিন কালচক্রের মধ্যে একমুহূর্ত্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এই হিসাবের কোন মূল্যই নেই তার। সেইহেতু কালে প্রাপ্ত ভোগ আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা—এটী বুঝে নিজে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে হবে। আর যেটুকু সময় নিজের হাতে সেটুকু সময় ভগবৎভক্তি ও সেবায় নিযুক্ত করে সার্থক করে তুলতে হবে। আর আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে।

( গান্ধীজী )

ব্রহ্মাদি সমস্ত লোক, সমগ্র বিশ্ব অনন্তকাল ধরে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ে আবর্ত্তিত হচ্ছে। সৃষ্টির প্রকাশ অবস্থাই ব্রহ্মার দিন বলা হয়, কালের পরিমানে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি সমান। চার-যুগে কালকে মহাকাল বলা হয়। সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন ও সহস্র মহাযুগে এক রাত্রি। ( শ্রীঅরবিন্দ )

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি মানবের এই চারি যুগে এক দৈব যুগ। এরূপ সহস্র যুগে চতুর্দ্দশ মনন্তর হয় এবং তাই সগুণ ব্রহ্ম, বা ব্রহ্মার একটী দিন। পরে তৎ পরিমাণ কালে ব্রহ্মার একটি রাত্রি হয়। ঐ রাত্রি কালে অবিদ্যাগ্রস্ত জীব মাত্রই ঐ ব্রহ্মা বা

ঈশ্বরে বিলীন থাকে। যাঁরা সত্যজ্ঞানে এই রহস্য জানেন তাঁরাই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ। ( যোগানন্দ )

ব্যাখ্যাকার অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা করেছেন—অহোরাত্র-বিৎ কথার, সমস্ত ষ্টেলারবিজেন অর্থাৎ বিরাট মহাকাশে সৃষ্টির যে বিচিত্র রূপ বিকশিত হয়েছে তার মধ্যে এক একটী জ্যোতিষ্কের বছরের হিসাব এক এক রকম—পৃথিবী ছাড়িয়ে পৃথিবীর ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর, মাইল, গজ, ফুট কোনটীর মূল্য নেই—বুধ সূর্য্যের সবচেয়ে কাছে, পঁচিশ দিনে সে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিন করে কাজেই আমাদের পৃথিবীর পঁচিশ দিনে তার এক বছর আবার বৃহস্পতি সূর্য্যকে আমাদের পৃথিবীর দুইশত তেইশ বছরে একবার পরিক্রমা করে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর দুইশত তেইশ বছরে বৃহস্পতির এক বছর। এই সৌরজগতে সূর্য্যের গ্রহগুলি মধ্যে এত তারতম্য, তাহলে সূর্য্য অপেক্ষা লক্ষ কোটী গুণ বড় তাদের হিসাব তো কত তফাৎ কাজেই সমস্ত সৃষ্টির যিনি অধিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি ব্রহ্মা—তাঁর একদিনে আমাদের কতদিন বা কত সময়, এক সহস্র যুগে একরাত্রি। এখন এই সহস্র যুগটী মহাকাশের কোন জ্যোতিষ্কের হিসাব ধরে হবে, বলা যায়না ; কাজেই এখানে সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা কত ক্ষুদ্র--কত অসহায়, মহাকাশেব সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে ! এই চিন্তা বা বোধ শক্তি একটুও যে রাখে তার সমস্ত অহং-ভোগ বাসনা স্তিমিত হয়ে আসে—সে শরণাগত হয়ে বলে—ঠাকুর তোমার কাছে আমরা কত ক্ষুদ্র, এই বোধ থাকলেই অহোরাত্রবিৎ হওয়া যায়। ( বেদচ্ছন্দা )

**অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।**
**রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮**

অহরাগমে ( প্রজাপতি ব্রহ্মার দিবসে ) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হতে) **সর্ব্বাঃ** ব্যক্তয়ঃ ( সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ) প্রভবন্তি ( উৎপন্ন হয় ); রাত্র্যাগমে ( ব্রহ্মার রাত্রি অথবা প্রলয়ে ) তত্র এব অবক্ত্য সংজ্ঞকে ( সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক আদিকারণে ) প্রলীয়ন্তে ( লয় হয় )।

ব্রহ্মার দিনে অব্যক্ত থেকে সকল বস্তু সৃষ্ট হয়। আবাব ব্রহ্মার রাত্রিতে অব্যক্ত উদ্ভুত সৃষ্টি অব্যক্তেই লয় হয়ে যায়।১৮

প্রজাপতি ব্রহ্মার রাত্রিতে ও দিনে যে কার্য্য সাধিত হয় এই মন্ত্রে সেটী বর্ণিত হচ্ছে। ব্রহ্মার নিদ্রিত অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়। এই অব্যক্ত অবস্থা থেকে সমস্ত প্রাণী গ্রহ নক্ষত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির প্রকাশ হয় প্রজাপতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দিবসের সমাগমে। এবং সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মম আকৃতি বিশিষ্ঠ বস্তুরাশি পূর্ব্বকথিত অব্যক্তে লীন হয়ে যায় ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে এইভাবে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় চক্রাকারে চলতে থাকে। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

প্রজাপতির অব্যক্ত কারণ হতেই ব্যক্তস্বরূপ স্থাবর জঙ্গমাদিব উৎপত্তি আবার কালান্তে তাতেই নিয়মিতভাবে তত্তাবতের প্রলয় ঘটে থাকে। ( হনুমান )

ব্রহ্মার দিন মানে ত্রিলোকান্তবর্ত্তী দেহেন্দ্রিয়াদি, ভোগ্যবস্তু, ভোগস্থান সবই সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মাও চতুর্ম্মুখে সব ভোগ করেন। আবার ব্রহ্মার রাত্রিকালে সব অব্যক্ত অবস্থায় বিলুপ্ত হয়।

( রামানুজ )

ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে যে অবস্থা—সমস্ত সৃষ্টি যখন প্রলয় মুখে লীন হয়ে যায়, অপ্রকাশ হয়ে যায় তখন সেই অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়। এই অব্যক্ত হচ্ছে সৃষ্টিরূপ কার্য্যের কারণাত্মক অবস্থা অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্য—আর অব্যক্ত কারণ। প্রজাপতির স্বরূপবস্থায় অব্যক্ত কারণ হতেই ব্যক্তস্বরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি ; আবার তাতেই কালান্তে প্রলয়। ব্রহ্মার এইরূপ দৈনন্দিন প্রলয় মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির ভূতপুঞ্জের যাতায়াত চলছে। ( শ্রীধর )

আহোরাত্রের তত্ত্বানুসারে ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বছর। অবশ্য সেটী সৌরজগতের একশত বছর নয়। ব্রহ্মার একশত বছরের পর ব্রহ্মার পরমায়ু খণ্ডিত হয়ে যায়—কাজেই আরো নিকৃষ্ট স্থান, কাল প্রাণী সকলেরই তদন্তর্গত হওয়ায় সে সবই বিনাশশীল এ তো অতি নিশ্চিত সত্য। অব্যক্ত অর্থ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিদ্রিত অবস্থা। 'অহরাগমে' অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণে সমস্ত প্রাণী, স্থান কাল, সবই প্রভাযুক্ত বা প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে সব সৃষ্টি সেই অব্যক্তে আবার বিলুপ্ত হয়। ব্রহ্মার পরমায়ু দীর্ঘ হলেও অনিত্য। ( মধুসূদন )

ব্রহ্মার সুষুপ্তিই অব্যক্ত ও জাগরণই ব্যক্ত। ব্রহ্মার চেতনায় শক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ সৃষ্ট হয় এবং সুষুপ্ত অবস্থায় সমস্ত সৃষ্টি কারণে লয় হয়ে যায়। ( কৃষ্ণানন্দ )

এক হিসেবে সমস্ত প্রাণীই অমর। জগৎ বা সৃষ্টি যখন ব্রহ্মার অব্যক্ত অবস্থায় লয় প্রাপ্ত হয়, তখন জীবের ধ্বংস হয়না কেবল বাহ্যরূপের ধ্বংস হয় মাত্র। ব্রহ্মার মধ্যে অপ্রকট অবস্থায় বা

অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে তারা, এতো কেবল সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। আবার নতুন সৃষ্টিতে সবকিছুই নতুন রূপে প্রকাশিত হয়ে দিব্য বিকাশের পথে অগ্রগতি লাভ করে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ব্রহ্মার দিনই ব্যক্ত এবং রাত্রিই অব্যক্ত। সৃষ্টি ও প্রলয়—এই তত্ত্ব জানলে বুঝতে পারা যাবে আমাদের সত্তা খুব অল্পস্থায়ী। উৎ-পত্তি ও নাশ সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধীভূত। ( গান্ধীজী )

সৃষ্টি ও লয়; জন্ম এবং মৃত্যু এই উভয় ঘটনায় সাধারণ জীবের কোন স্বাধীনতা নাই; প্রকৃতির নিয়মাধীন জিবগণ অবশভাবে ঐ সব দশা লাভ করে। ( যোগানন্দ )

'দিনমানে যেমন সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হয়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভাষায় মুখরিত হয়ে ওঠে, তেমনি প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃজনের দেবতার দিনমানে সমস্ত সৃষ্টি জেগে ওঠে, সেই অব্যক্ত তত্ত্ব থেকে—অব্যক্ত বললেন এইজন্য যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—সৃষ্টির আদিতে বা সুরুতে ভাষাও ছিলনা বা থাকে না আর সৃষ্টির অন্তেও ভাষা থাকে না, কাজেই সে অবস্থা তো সত্যই অব্যক্ত অর্থাৎ বর্ণনার অতীত—তাছাড়া সৃষ্টির আদি অন্ত সবই গূঢ় রহস্যাবৃত কাজেই এক কথায় অব্যক্ত। রাত্রিতে সমস্ত জাগতিক বস্তু যেমন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে তেমনি প্রলয়ের অন্ধকারে সমস্ত সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থা অব্যক্তে লয় হয়ে যাওয়া। ( বেদচ্ছন্দা )

জগতের বা বিশ্বের সৃষ্টির পেছনে ভগবৎ অস্তিত্ব বুদ্ধিমত্তা না মেনে উপায় নেই। জীববিদ্যাবিৎ Dr. R. L. Mixture ( Ph. D ) বলেছেন পৃথিবীতে খুব কম পক্ষে দশলক্ষ প্রকারের প্রাণী বা জীব

ার দুই লক্ষ রকমের বৃক্ষ গুল্মাদি আছে এই অসংখ্য প্রকারের জীব
উদ্ভিদরাজির জন্ম বৃদ্ধি, পুষ্টি, বৈচিত্র্য, মিল, পার্থক্য কে করে
লেছে? Logic আমাদের মানতে বাধ্য করছে, ভগবানের দিব্য
রিকল্পনা, চিন্তাধারা ও ইচ্ছা এসবের পেছনে কাজ করে চলেছে।
াজেই গীতামুখে ভগবান যে বললেন আমি সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি ও
য় সাধন করি একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। (বেদচ্ছন্দা)

শ্রুতি অনুসারে অব্যক্ত মহত্তত্ত্বের অতীত আর পুরুষ অব্যক্তেরও
তীত।

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"

(কঠো-উপ ১।৩।১১)

সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় পাই :—

আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি সবই সেই আদ্যাশক্তির,
ই চিৎশক্তির ঐশ্বর্য্য—সৃষ্টি, পালন, সংহার, জীব, জগৎ, আবার
ান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম, সব তাঁরই ঐশ্বর্য্য। (৫।৮।২)

সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় ক্রমে
ষ্টি হয়েছে অনুলোম, বিলোম। ভক্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেও লয়
াবার জীব জগৎকেও লয়। (কথামৃত)

**ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।**
**রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯**

হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ (সেই সেই প্রাণিগণই) ভূত্বা
া (বার বার জন্মগ্রহণ করে) রাত্র্যাগমে (প্রলয়ের রাত্রিতে)

প্রলীয়তে ( লয় পায় ) অহরাগমে ( দিনের আরম্ভেই ) অবশ ( অবশ হয়ে কর্ম্মফল বশে ) প্রভবতি ( সৃষ্ট হয় )।

হে পার্থ, এই সেই জিবগণই বার বার জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মার রাত্রিকালে লীন হয় ও দিনের আরম্ভেই আবার অবশ হয়ে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগার্থে জন্ম নেয় ।১৯

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হয়েছে ব্রহ্মার দিবাভাগে ভূতসমূহ সৃষ্ট হয় ও রাত্রিভাগে প্রলয়ে লীন হয়—এই নাশ ও সৃষ্টির ব্যাপারে অকৃত বস্তুর আগম ও কৃত বস্তুর নাশ এই দুই দোষ বা 'কৃতনাশ' কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভগবান এই দোষ পরিহার করার জন্য এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ নিমিত্ত কর্ম্মাশয়ের বশে অস্বতন্ত্র জিবগণ বারংবার ধ্বংস হয়, এই কারণে সংসারে বৈরাগ্য জন্মানোর জন্য এটী বললেন। এখানে আরও বলছেন যে স্থাবর, জঙ্গম, এই উভয়বিধ যা পূর্ব্বকল্পে ছিল তাই আবার পরিদৃশ্যমানরূপে সৃষ্ট হয়ে থাকে অন্য কিছু নয়। দিনের আগমনে হলে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয় ও রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ লয় হয়ে যায়।
( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

জীবজগৎ, বস্তুজগৎ যাবতীয় সৃষ্টিরই উদ্ভব ও লয় জগতের নিয়ম, ব্রহ্মাও এই নিয়মের অধীন যদিও তাঁর পরমায়ু দীর্ঘ। এ বিষয়ে জীবেরও কোন কর্তৃত্ব নাই ব্রহ্মারও নাই। কাজেই সৃষ্টি ও লয়ের অধিকর্ত্তা সেই ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নাই। বাধ্যতামূলক বারংবার গতাগতি বন্ধ করার শক্তি কারো নাই। একমাত্র ভগবৎ লাভ হলেই জন্মমৃত্যুরূপ ভবচক্র থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। ( রামানুজ )

জিবগণ স্বকর্ম্মাধীন হয়ে অবশ ভাবে ভবচক্রে বারংবার যাতায়াত করে। ( বলদেব )

সংসার আশু বিনাশী হলেও নিবৃত্ত হয়ে যাবার নয়। কেননা জিবগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও তাদের ক্লেশাদি কর্ম্মাশয়ের ফলে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুও হয়। জিবগণের স্বাধীনতা নেই। তারা কর্ম্মাধীন ও কর্ম্মফলাধীন। প্রলয়েও তাদের সূক্ষ্ম কর্ম্মাশয় থেকে যায়—এবং নূতন সৃষ্টিতে সেই অনুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুতে আবর্ত্তিত হয়। এটী না মানলে প্রতি সৃষ্টিতে নতুন নতুন জীবের জন্মলাভ মানতে হবে তাহলে অসৎ কার্য্যবাদ এসে পরে কিন্তু অসৎ কার্য্যবাদ যুক্তি বিরুদ্ধ। ভগবান এসব কথা বলে যাচ্ছেন সংসার বিষয়ে জিবগণের বৈরাগ্য আনার জন্য। ( মধুসূদন )

জিবগণের কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই বারংরার সংসারে যাতায়াতের কারণ, সেই অবিদ্যা থেকে নিবৃত্তি লাভের মনোভাব যাতে জাগে তার জন্য বলেছেন, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের অভাবেই মানুষ বারংবার এই ধরণীতে জন্মায় কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে যদি কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করে, তাহলে তাকে আর ভবচক্রে পূনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয় না। নচেৎ জিবগণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাসনা নিয়ে কারণে লয় হয়, আবার নূতন সৃষ্টিতে সেই সংস্কার অনুসারে পুনরায় জন্মলাভ করে। ( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

পুরুষোত্তমের স্বাধর্ম্ম লাভই জীবের লক্ষ্য ও পরম গতি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব দিব্য প্রকৃতির বিকাশ সাধন করে ঐ শ্রেষ্ঠ ভাব না লাভ

করছে, ততক্ষণে তাকে নিজস্ব ভাবের প্রভাবে বাধ্য হয়ে, অবশ হয়ে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

সৃষ্টি অনাদি এবং চক্রাকারে সৃষ্টি ও প্রলয় চলছে। ব্যষ্টি আত্মার মুক্তির কথা আলাদা, তারা সাধনা সহায়ে ও ভগবৎ কৃপায় মৃত্যুর পর আর আসে না এই জন্ম মৃত্যু চক্র রূপ পৃথিবীতে, কিন্তু মহা-প্রলয়,খণ্ড প্রলয়ে প্রতিটী জীব সূক্ষ্মাকারে নিজ নিজ সংস্কার সমেত অব্যক্তের মধ্যে লীনহয় কিন্তু তাদের মুক্তি হয় না—তাদের ব্যষ্টি সংস্কার রাশি, তাদের ব্যষ্টি কর্ম্মফল সব সুপ্ত থাকে। আবার যখন সৃষ্টি হয় তখন সেই সূক্ষ্ম বাসনা, সংস্কার সবই নিয়ে সুপ্ত জীবগুলিই আবার বার বার জন্ম নেয় মৃত্যু বরণ করে। যেমন একটী অতিসূক্ষ্ম বীজের মধ্যে একটী বিরাট বৃক্ষ সুপ্ত থাকে, তেমনি প্রলয়ে প্রতিটী জীবের বাসনা, সংস্কার ব্যষ্টি সত্তা বীজাকারে সুপ্ত থাকে।

( বেদচ্ছন্দা )

সৃষ্টি যে অনাদি ও চক্রাকারে চলছে এবং পূর্ব্ববৎই নূতন সৃষ্টি আবার রূপ পরিগ্রহ করে, সে সম্বন্ধে আমরা অনুরূপ কথা বেদেও পাই—

'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎদিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ।'

অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যেটী যেমন পূর্ব্বকল্পে ছিল বিধাতাপুরুষ উত্তরকল্পে ও সেরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্টির আবির্ভাব ও রাত্রিভাগে কারণ স্বরূপে তিরোভাব ঘটে থাকে। ( ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩ )

**পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।**
**যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥২০**

তু ( কিন্তু ) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ ( সেই অবক্ত থেকে পরঃ ( শ্রেষ্ঠ ) অন্যঃ সনাতনঃ ( নিত্য ) অব্যক্ত যঃ ভাবঃ ( অব্যক্ত পদার্থ ) সঃ ( তা ) সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ( সর্ব্বভূতের ধ্বংস হলেও ) ন বিনশ্যতি ( বিনাশ প্রাপ্ত হয়না )।

যে অব্যক্তে জীব প্রলয়কালে লীন হয়, সেই অব্যক্তেরও অতীত যে নিত্য অব্যক্ত তত্ত্ব আছেন, সমস্ত জীবের ধ্বংস হলেও তিনি অবিনাশীই থাকেন ।২০

এই অধ্যায়েই ত্রয়োদশ মন্ত্রে যে অক্ষরের বিষয় বলা হয়েছে তাঁকে পাবারও উপায় বলা হয়েছে। তার আগে সেই ব্রহ্মাব স্বরূপ বর্ণনা করে যাচ্ছেন। রাত্রি সমাগমে ব্রহ্মার নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত সৃষ্টিরূপ কার্য যে অব্যক্ত রূপ কারণে লয় হয়—সেই অব্যক্ত বা অপ্রকাশ অবস্থা ছাড়াও এই মন্ত্রে ভগবান আরও একটী অব্যক্তের কথা বলে যাচ্ছেন। এই শ্লোকোক্ত অব্যক্ত পূর্ব্বে উনবিংশ মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত হতে শ্রেষ্ঠ। উনবিংশ মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত অবিদ্যা লক্ষণ অব্যক্ত কিন্তু এই শ্লোকোক্ত অব্যক্ত সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন। ব্রহ্মাদি সকল জগৎ নষ্ট হলেও এই পরম অব্যক্ত কখনও বিনাশিত হননা।

( শঙ্করাচার্য্য )

অচেতন প্রবৃত্তিরূপ অব্যক্ত হতে শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন। ত্রয়োদশ মন্ত্রোক্ত ও বিংশতি মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত দুটীর মধ্যে প্রভেদ আছে আবার সজাতীয় মিল বা অভিন্নতাও আছে। দুটী অব্যক্তই প্রত্যক্ষাদি

ইন্দ্রিয় প্রমাণ দ্বারা প্রামাণ্য নয় এজন্য। হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত যেহেতু ভূতাভিমানযুক্ত এবং কার্য্যাভিমান সংশ্লিষ্ট, সেই হেতু পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু এই মন্ত্রোক্ত অব্যক্ত সনাতন অর্থাৎ বিনাশরহিত। যেহেতু এর কার্য্যাভিমান নাই, সেই হেতু উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নাই।

( রামানুজ, হনুমান )

ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত জিবগণ সকলেই পরিবর্ত্তনশীল এবং বিনাশশীল ও তাদের আশ্রয়স্বরূপ যে অব্যক্ত সেও পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু এই অব্যক্ত ছাড়াও এমন একটি অব্যক্ত সত্তা আছেন যিনি চিরদিনই অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন। ( বলদেব )

বিশ্বচরাচরের স্থূল প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ ও হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত তা অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ এবং হিরণ্যগর্ভের কারণ তিনি সনাতন অর্থাৎ নিত্য। তিনি সমস্ত ভূতবর্গ বিনাশ প্রাপ্ত হলেও বিনাশিত হননা, পরিবর্ত্তিত হননা। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভের কার্য্যস্বরূপ এবং সমস্ত ভূতবর্গের অভিমানী কাজেই সমস্ত ভূতবর্গের উৎপত্তিতে ও বিনাশে তাঁর বিনাশ হওয়া উচিৎ। পক্ষান্তরে এই শ্লোকোক্ত অব্যক্ত তিনি ভূতসমষ্টির অভিমানী নন এবং যিনি কার্য্যও নন, সেই যে পরমেশ্বর তাঁর উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নয়।

( মধুসূদন )

প্রলয়ের সময় জগৎ যে অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যক্তই ভগবানের আদি সত্তা নয়, তারও ঊর্দ্ধে এক অব্যক্ত পদ আছে, তা বিশ্বের অতীত নীচের অব্যক্তের মত তার পরিবর্ত্তন ক্ষয় ইত্যাদি কিছুই নাই। সেই সত্তা শাশ্বত, অক্ষর, স্বপ্রতিষ্ঠ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত ছাড়া দ্বিতীয় অব্যক্তভাব আছে, সমস্ত প্রাণী-নাশেও যাঁর নাশ নাই এবং যিনি সনাতন। ( গান্ধীজী )

এই মন্ত্রে শেষোক্ত পরম অক্ষর অব্যক্তকেও যে ভাব বলা হল সেটী বিশেষভাবে বুঝবার বিষয়। এই অক্ষর অব্যক্তকে কোন কোন শাস্ত্রে সৎ বলে বর্ণনা করা হয় এবং প্রথমোক্ত অব্যক্তকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ সৎ ও অসৎ কোন ভাবাতীত অবস্থা থেকে জন্মলাভ করে বলে অক্ষর অব্যক্তকে ভাব এবং শুধু বা প্রথমোক্ত অব্যক্তকে অভাব বলা হয়। এই অক্ষর অব্যক্তই সনাতন—প্রকাশমান বা ব্যক্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ে ঐ সনাতন অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের কোন মাত্র ব্যতিক্রম, পরিবর্ত্তন বা বিনাশ কিছুই হয় না যেহেতু ঐটী তাঁর ছায়ামাত্র। কিন্তু প্রথমোক্ত হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তের ভাবান্তর হয়। ( যোগানন্দ )

এই নিখিল বিশ্বচরাচর প্রলয়ে যে অব্যক্তে লীন হয় এবং নূতন সৃষ্টিতে যে অব্যক্ত থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয় সেই অব্যক্তের কারণ স্বরূপ আর একটী পরম অব্যক্ত আছে। এই পরম অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ রূপ অব্যক্ত থেকে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। পরম অব্যক্তের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই সুতরাং ঐটী সনাতন এবং মানব বুদ্ধি, বিচার, তর্ক ইত্যাদি সবের পারে। ( কৃষ্ণানন্দ )

গীতায় প্রকৃতি শব্দ ও অব্যক্ত শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

**প্রকৃতি**—পরা ও অপরা দুই অর্থে এবং ভগবান অবতীর্ণ হবার সময় নিজের বিশেষ প্রকৃতিকে আত্মবশে রেখে অবত্তীর্ণ হন বলেছেন। অব্যক্ত শব্দও দুটী অর্থে ব্যবহার করলেন, একটি অব্যক্ত

হচ্ছে সৃষ্টির Unmanifested অবস্থা—প্রলয়ের অন্ধকারাবৃত অব্যক্ত অবস্থা, যাতে সমস্ত জীব নিজ নিজ সংস্কার বীজাকারে নিয়ে সুপ্ত থাকে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার জেগে ওঠে, জন্ম চক্র সৃষ্টি চলতে থাকে কিন্তু এই প্রকৃতি অব্যক্তে প্রলয় কালে লীন হলেও জীবের বাসনার কিন্তু কিছুতেই একেবারে নিবৃত্তি হয় না; এছাড়াও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আরেকটি অব্যক্তের কথা এই শ্লোকে বললেন যেটী তাঁর নিজের পুরুষোত্তম বিভাবের একটী তত্ত্ব বা অবস্থা—নির্গুণ ও বলা যেতে পারে। এই অব্যক্ত কিন্তু সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থারও পার, সমস্ত ভূত ধ্বংস হয়ে গেলেও এটী অবিনাশী থেকে যায়।

মানব বুদ্ধির অগম্য রহস্যগহীন এই তত্ত্ব, এটী তাই সর্ব্বদা নিত্য বিরাজমান থেকেও অব্যক্ত বা অপ্রকাশ। (বেদচ্ছন্দা)।

'অব্যক্ত' বলতে আত্মা ব্রহ্ম ও মূলপ্রকৃতি এবং মহতত্ত্বকেই বুঝতে হবে। এই অব্যক্ত সম্বন্ধে গীতায় অন্যত্র :—

২৫।২, ২৮।২, ২৪।৭, ১৮।৮, ২০।৮, ২১।৮, ৪।৯, ১।১২, ৩।১২, ৫।১২, ৬।১৩।

**অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।**
**যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১**

[ যঃ ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ ( এই অব্যক্ত অক্ষর নামে পরিচিত ) তৎ ( তাকে ) পরমাং গতিং ( শ্রেষ্ঠ অবস্থা ) আহুঃ ( কথিত ) যং প্রাপ্য ( যা লাভ করলে ) ন নিবর্ত্তন্তে ( জিবগণ আর জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্ত্তিত হয়না ) তৎ মম ( সেটী আমার ) পরমং-ধাম ( শ্রেষ্ঠ ধাম স্বরূপ )।

যে অব্যক্ত, অক্ষর তত্ত্ব বলে বর্নিত হয়—সেটি পরমগতি বলে পরিচিত। যে গতি লাভ করলে আর পুনর্জ্জন্ম হয়না সেইটী আমার পরমধাম অর্থাৎ মুক্তিকামী জীবের আমিই ( পুরুষোত্তমই ) একমাত্র গতি—আমি ছাড়া জীবের জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করার কোন পন্থা নেই।২১

এই 'অব্যক্তই' অক্ষর বলে কথিত হয়। এবং এই পরম অব্যক্ত ও অক্ষরই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি। যে ভাবকে প্রাপ্ত হলে জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বা জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করতে হয়না, সেইভাবই প্রকৃষ্ট বা পরম ধাম অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ বলে জানবে। ( শঙ্করাচার্য্য ও হনুমান )

গীতোক্ত এই অক্ষর পরম অব্যক্তই পরম বা শ্রেষ্ঠগতি। শ্রুতি-শাস্ত্রে যথাবিধি উক্ত হয়েছে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' এই পরমপদ লাভ করলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না। ( আনন্দগিরি )

কূটস্থ অক্ষর ও অনির্দ্দেশ অব্যক্ত পরম সত্তাই জীবের পরমগতি। ইনি প্রকৃতির সংসর্গমুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন বা স্বরূপে অবস্থান করেন। এই পরমধাম লাভ করলে জীবও প্রকৃতি সংসর্গ মুক্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ধাম অর্থে স্থান হতে পারে, এবং প্রকাশ জ্ঞানও হতে পারে। প্রকৃতি সংস্পৃষ্ট জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি মুক্ত আত্মস্বরূপে স্থিত জীবজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন। যা এই অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানরূপ, তাই নিত্যধাম। ( রামানুজ )

গীতোক্ত পরম অব্যক্ত সত্তাই জীবের শ্রেষ্ঠগতি। এই গতি-লাভে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের হাত থেকে তো জীব মুক্তি পায়ই এবং তার

অন্যকিছু লাভের আর প্রয়োজনও থাকেনা—সেইজন্যই এই গতি শ্রেষ্ঠ গতি। ( শ্রীধরস্বামী )

আমার ধাম অর্থাৎ আমার স্বরূপ—আমিই সেই ধাম।

( বলদেব )

জীবজগতে যত প্রকার পুরুষার্থ লাভ ঘটে এই অক্ষর পরম অব্যক্তে প্রবেশ লাভ তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং এটী লাভ করলে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়না। এইজন্যই গীতামুখে ভগবান 'পরমাং গতি' কথাটী ব্যবহার করেছেন। 'তদ্ধামং পরমং মম' বলতে ভগবান ধাম এবং ভগবৎ সত্তা সম্বন্ধে অভেদে ভেদ প্রকাশ করেছেন। আসলে অভেদ ভেদ কল্পনা মূলক। আত্যন্তিকে পরমসত্তা ও পরমধামে কোন ভেদ নেই। ( মধুসূদন )

মুক্তিকামিগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থ স্বরূপ পরমানন্দধাম লাভ করেন তারই নাম 'পরমাং গতিম'। ( কৃষ্ণানন্দ )

বেদসকল অক্ষর পরব্রহ্মকে জীবের পরম গতি বলে বর্ণনা করেন। এই গতি লাভে মানুষ আর সংসারে জন্মগ্রহণ করেনা।

( সন্তদাসজী )

যে শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার ওপর পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশশীল জগৎ আকাশে বায়ুর ন্যায় বিদ্ধৃত, গীতায় সেই সত্তাকেই অক্ষর বলা হয়েছে। এই অক্ষর তার উচ্চতম সত্ত্বায় অব্যক্ত এবং বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয় স্থল হিরণ্যগর্ভ রূপ অব্যক্তের উর্দ্ধে। জীব যদি ওই অক্ষর পুরুষকে লাভ করে তাহলে সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )

যে ধামে জীবের যাবতীয় ব্যষ্টিভাবের ও জীবভাবের নির্ব্বাণ হয় এবং যে ধাম থেকে জীবের আর পতন হয়না সেই ধামই পরম ধাম। ( যোগানন্দ )

অন্য কোন হিন্দু দর্শন শাস্ত্র গীতার মত এত রহস্য গহীন নয়। এবং এর তত্ত্বগুলি পরিষ্কার ভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা করা খুব শক্ত। অচিন্ত্য এই গীতাতত্ত্ব। তবে আমাদের সাধনার সুবিধার জন্য এটুকু জেনে নিতে হবে যে পুরুষোত্তম লাভই জীবের মোক্ষের একমাত্র উপায়। ভববন্ধন চিরতরে মোচনের একমাত্র উপায় এবং এটী জেনে মুক্তির জন্য বা সেই পরমধাম লাভের জন্য নিরন্তর নাম, প্রার্থনা, ভগবৎ যুক্ততা রেখে যেতে হবে। শ্রেষ্ঠ পাওয়ার জন্য আকুতি বা চেষ্টাটীকেও জাগিয়ে রাখতে হবে নিরন্তর। ( বেদচ্ছন্দা )

তিনিই পরমগতি একথা অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই ঃ—

'এষাঽস্য পরমাগতিঃ।'

অর্থাৎ তিনিই জীবের পরমগতি। ( বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২ )

'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরম-গতি। ( কঠো-উপ, ১।৩।১১ )

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" সেই বিষ্ণুর পরম পদই সর্ব্বোত্তম অধিষ্ঠান। ( কঠো-উপ, ১।৩।৯ )

সেই অক্ষর পুরুষ থেকেই সব কিছু এসম্বন্ধে উপনিষদে পাই ঃ—

'যথোর্ণনাভিঃ···তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্' মাকড়সা যেরূপ

সূতো উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে—সমগ্র সৃষ্টি ও তদ্রূপ সেই অক্ষর পুরুষ থেকে সৃষ্ট। ( মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৭ )

সেই পরমপদ লাভ করলে আর এ পৃথিবীর বুকে বারংবার যাতায়াত করতে হয়না এ সম্বন্ধে অন্যশাস্ত্রেও অনুরূপ কথা পাই ঃ—
"স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদভুয়ো ন জায়তে॥" অর্থাৎ সেই পরম-পদ লাভে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়না। ( কঠ ১।৩।৮ )

'যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুঃ অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥" যাঁকে জানলে জীব অমৃতত্ত্ব লাভ করে। ( কঠো ২।৩।৮ )

'যমাপ্ত্বা ন নিবর্ত্ততে ( মৈত্রায়ণী উপ, ১।৩ )।

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে পাই ঃ—

ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।২৩।২ )

**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।**
**যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২**

হে পার্থ ভূতানি ( সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ) যস্য অন্তঃস্থানি ( যাঁর মধ্যেস্থিত বা আশ্রিত ) যেন ( যাঁর দ্বারা ) ইদং সর্ব্বং ( এই সমস্ত সৃষ্টি ) ততম্ ( ব্যেপে আছেন ) সঃ পরঃ পুরুষঃ ( সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ) তু অনন্যয়া ভক্ত্যা ( কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারা ) লভ্যঃ ( প্রাপ্য )।

হে পার্থ সকল সৃষ্ট পদার্থ বা জীব যাতে আশ্রিত, যাঁর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত হয়ে আছে ; সেই বিরাট এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ একমাত্র অনন্যাভক্তি সহকারেই লব্ধ হয়, আর অন্য কিছুতে নয়।২২

এখানে তাঁকে পাবার উপায় বলে যাচ্ছেন। মানব দেহরূপ পুরে অবস্থান করেন বলে তাঁকে 'পুরুষ' বলা হয় এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নেই বলে তাঁকে 'পর' বলা হয়। এই পুরুষকে কেবলমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। 'অনন্য' অর্থ আত্ম-বিষয়ক। কার্য্যস্বরূপ ভূতবর্গ যাঁর 'অন্তঃস্থ' মধ্যবর্ত্তী। কার্য কারণেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘটপটাদি যেমন আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত সেইরূপ পুরুষ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত রয়েছে। ( শঙ্করাচার্য্য )

সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষ গুণযুক্ত হওয়ার পর 'পরঃ' বলে ব্যাখ্যাত হয়েছেন তিনিই পুরুষ ; এখানে তাঁকে লাভ করার উপায় বলে যাচ্ছেন। সেই নিরতিশয় পুরুষকে লাভের উপায় ভজনা, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, সেবা, ইত্যাদি অনন্যভক্তি।

( আনন্দগিরি )

পরমপুরুষের বিশেষণ গীতাতেই বহু দেওয়া আছে 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়, ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব' 'মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম' এই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে লাভ করতে গেলে অনন্য ভক্তি প্রয়োজন। আত্মবিদ পরমপুরুষ অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে। অর্চ্চিরাদির গতি দু রকম—একদল পঞ্চাগ্নি বিদ্যাদ্বারা অর্চ্চনা করেন তাঁরা পুনরাবর্ত্তন করেন:কিন্তু যাঁরা পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তি সহায়ে অর্চ্চনা করেন তাঁরা তাঁকে লাভ করেন ও পুনরাবর্ত্তন করেন না।

( রামানুজ )

সেই পরমপুরুষ সর্ব্বভূতের অন্তর মধ্যস্থিত সর্ব্বকারণস্বরূপ ইত্যাদি ধারণাযুক্ত হয়ে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁর শরণ নেওয়াই

অন্তরঙ্গ উপায় এবং এই উপায়েই তাঁকে লাভ করা যায়।

( শ্রীধর, বলদেব, বিশ্বনাথ )

যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বকারণেরও কারণ তিনি কিরূপে ক্ষুদ্র মানুষের লভ্য হতে পারেন তদুত্তরে বলছেন একমাত্র অনন্যভক্তি সহায়ে। অনন্যভক্তি অর্থাৎ অন্য কোন চাহিদা না রেখে শুধু অক্ষর পরমাত্মনের আরাধনা করে। ক্ষুদ্র বীজ যেমন বিরাট মহীরুহের জন্মদান করে তেমনি অক্ষর পরব্রহ্মই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর আদি এবং সূক্ষ্ম কারণ। ( নীলকণ্ঠ )

আমি সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং আমাকে একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। অনন্যভক্তি অর্থাৎ যাঁর মধ্যে আর কোন বিষয়ের স্থান নেই তাদৃশী যে ভক্তি প্রেম। সেই পুরুষ অনুর চেয়েও সূক্ষ্ম মহানের চেয়েও মহান্ ; অব্যক্তেরও অব্যক্ত এবং সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ। কার্য্য যেমন কারণেই অনুস্যূত থাকে, বৃক্ষ যেমন বীজেই অনুস্যূত থাকে, তেমনি সব কিছুই সেই পরমপুরুষে অনুস্যূত। মানুষ কত ক্ষুদ্র তাঁর কাছে, কিন্তু অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করে সমস্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন সেই পরম অব্যক্তকেও লাভ করা যায় অনন্য ভক্তি দ্বারা। ( মধুসূদন )

প্রপঞ্চ বিষয় থেকে অন্তঃকরণ বৃত্তিকে প্রত্যাহার করে অনন্য ভাবে ভগবানকে ডাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়। প্রপঞ্চ ভাব দূরীভূত হলেই তখন তিনি ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা যেমন সূত্রা-য়ণকে বস্ত্র বলা যায়, সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র দুটীকে একই বলে

বোঝা যায়না, বস্ত্র দেখলে সূত্রভাব ভুল হয়ে যায় কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ যুগপৎ সূত্রে বস্ত্র এবং বস্ত্রে সূত্র দেখতে পান। ( কৃষ্ণানন্দ )

উত্তম পুরুষের দর্শন একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই সম্ভব হয়। ( গান্ধীজী )

যদিও সেই পরম পুরুষ বিশ্বাতীত ও চির অব্যক্ত তথাপি তিনি অনন্য ভক্তি দ্বারা লভ্য। তিনি একেবারে সকল সম্বন্ধশূন্য নন। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ার বিভ্রম নয়। পরম পুরুষ বিশ্বাতীত অব্যক্ত হয়েও সমস্ত বিশ্বকে নিজের সত্তার মধ্যে ধরে রেখেছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভৌতিক চরাচর অখণ্ডভাবে তাঁরই জ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করে এবং আত্মারূপে সর্ব্বব্যাপী। একাগ্রভক্তি দ্বারা তিনি লভ্য। বিষয় জ্ঞান ও ভেদ কর্ম্মদ্বারা তিনি অলভ্য। ( যোগানন্দ )

গীতা মূলত ভক্তিশাস্ত্র অনন্য ভক্তির কথা বহুবার বললেন। 'পরমবস্তু' বিশ্ব সৃষ্টি করে সমস্ত সৃষ্টিকে ব্যেপে অবস্থান করছেন। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন এবং সমস্ত বিশ্ব অতিক্রম করে রয়েছেন। তাঁকে লাভ করতে কিছুরই প্রয়োজন নেই শুধু-মাত্র ভক্তিসহকারে শরণ নেওয়া। দান, তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ, আসন, প্রাণায়াম, কৃচ্ছ্রতা কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই—ভগবৎ প্রাপ্তির এগুলি শুধু বহিরঙ্গ সাধন বা প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র। আসলে তিনি শুধু চান ভক্তি-কায়মনোবাক্যে অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবৎ স্মরণ করা। ( বেদচ্ছন্দা )

'যেন সর্ব্বমিদং ততম' পুরুষ সম্বন্ধে অনুরূপ কথা অন্যশাস্ত্রেও পাই :—

'অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূষু্ পূরিশয়ঃ' সেই পুরুষই নিখিল বিশ্বের দেহপুরে পুরিশায়ী হয়ে পুরুষ নাম ধারণ করেন। ( বৃহঃ ২।৫।১৮ )

পুরুষং এবেদং বিশ্বং···" পুরুষই এই কর্ম্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক বিশ্ব।

( মুণ্ডকোপনিষৎ-২।১।১০ )

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্॥" যা কিছু অতীত, যা কিছু ভবিষ্যৎ, যা কিছু বর্ত্তমান তা সবই সেই পুরুষ।

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-৩।১৫ )

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্,
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠ্যত্যেক—
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥

যার থেকে পর বা শ্রেষ্ঠও কিছু নাই, অপরও কিছু নাই; যার চেয়ে কোন বস্তুই অনু বা মহৎ নয়; সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের মত অচল, এবং তাঁর দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত।

( শ্বেতাঃ উপ-৩।৯ )

"যচ্চকিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃস্থিতঃ।

সৃষ্টিতে যা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নারায়ণ তৎসমুদয়ের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যেপে অবস্থান করছেন। ( মহানারায়ণোপনিষৎ-১১।৬ )

এই পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত মন্ত্রগুলি ছাড়াও এইসব শ্রুতিতেও আরো অনেক মন্ত্র আছে—

মহানারায়ণ উপঃ-১।২৩ শ্বেতাশ্বতর উপঃ-১।৭, ১।১২, ৩।১৮, ৩।৮,

ভক্তি সহায়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী-মুখে পাই 'সাকার রূপ মানো আর না মানো, এসে যায়না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি বলে বোধ থাকলেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয করেন, যে ব্যক্তি অনন্ত শক্তিযুক্ত ভক্তি পথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।' ( কথামৃত ১।৩।৪ )

তোমাদের ভক্তি পথ। ভক্তি পথ খুব ভালো আর সহজ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায় আর জানবারই বা কি দরকার ? এই দুর্ল্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। ( কথামৃত ১।৩।৫ )

জ্ঞানযোগ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই। ( কথামৃত ১।৪।৭ )

কিন্তু ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়না। প্রেমভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয়না। প্রেমাভক্তির আর একটী নাম রাগ-ভক্তি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায়না। ( কথামৃত ১।৪।৭ )

ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয় ; কিন্তু পাকাভক্তি চাই যেমন মার ছেলের ওপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর ওপর ভালবাসা···এই অনুরাগ, এই প্রেম এই পাকাভক্তি এই ভালবাসা যদি একবার হয় তাহলে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়। ( কথামৃত ১।৪।৭ )

ভক্তি সম্বন্ধে কথামৃত মুখে আরও অনেক কথা আছে—১।৭।৫ ; ১।১১।৪, ৩।১।৪, ৩।১।৬, ৩।৯।৪।

গীতায় অন্যত্র ঃ

পরঃ পুরুষঃ—৮।৮, ১০।৮, ২৩।১৩ পুরুষ—১৯।৩, ভক্তি—১৭।৭

**যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।**
**প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩**

হে ভরতর্ষভ—যত্র কালে ( যে কালে ) প্রয়াতা ( দেহত্যাগ করে মহাযাত্রা করলে ) যোগিনঃ ( যোগিগণ ) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম চ এব মোক্ষ বা পুনর্জ্জন্ম যান্তি ( পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভ করেন ) তৎকালং ( সেই সেই কালের বিষয় ) বক্ষ্যামি ( বলছি )।

হে ভরতর্ষভ—যে কালে ( পথে ) প্রয়াণ করলে যোগিগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন এবং যে মার্গে বা সময়ে প্রয়াণ করলে সমস্ত জন্মমৃত্যু বন্ধন ছিন্ন করে মোক্ষলাভ করেন—সে সম্বন্ধে আমি বলছি।২৩

প্রণবে যাঁরা ব্রহ্মবুদ্ধি করেন, তাঁরাই এখানে প্রকৃত যোগী, তাঁদের দেহত্যাগ হলে তাঁরা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। যে কালে গমন করলে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয় এবং ফিরে আসতে হয়না, এই দুই কালের এবং পথের কথাই ভগবান বলে যাচ্ছেন। যোগী শব্দের দ্বারা রাজযোগী ও কর্ম্মযোগী দুই যোগীরই কথা বলে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান, নীলকণ্ঠ )

'যত্র কালে' এই শব্দে যে মার্গে বা পথে গমন করা বোঝায় আবার কালাভিমানী অতিবাহিকী দেবতাগণ দ্বারা প্রাপ্য মার্গকেও বোঝায়। যে পথে গমন করলে যোগিগণের এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম

হয় এখানে সে কথাও বললেন, আবার যে পথে গমন করলে পৃথিবীতে পুনবাবর্ত্তন করতে হয়না সে সম্বন্ধেও বলে যাচ্ছেন। ( রামানুজ )

সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ সেই পরমপদ লাভ করার পর আবার পুনরাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না, মুক্ত হয়ে যান অথবা ক্রমশঃ মুক্তিলাভের অধিকার লাভ করেন। এরূপ সাধক ছাড়া অন্য সকলকেই জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্ত্তিত হতে হয়। মৃত্যুর পর কিরূপ মার্গে গমন করলে পুনর্জ্জন্ম হয়না এবং কিরূপ পথে গমন করলে আবর্ত্তন হয়ে থাকে, এখানে ভগবান সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। ( আনন্দগিরি )

স্বভক্তগণের মুক্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তির কথা বলে এক্ষণে স্ববিমুখ বা অন্য শ্রেণীর সাধক বা ভক্তের কথা বলে যাচ্ছেন। 'কাল' শব্দে কালাভিমানী দেবতাকেই বুঝিয়েছেন। ( বলদেব )

'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' ইত্যাদি মন্ত্রে নিজ অনন্য ভক্তের কথা বলে এখানে বলছেন ভক্তি হলেই মুক্তি বা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে রেহাই পাওয়া যায়না—ক্রম বা শ্রেণী আছে। ভগবৎ ভক্ত হতে হবে, তৎসঙ্গে গুণাতীত হতে হবে নচেৎ ভক্ত হলেও মৃত্যুর পর ক্রমমুক্তি লাভ হবে। সে সব সম্বন্ধে এখানে বলে যাচ্ছেন। ( বিশ্বনাথ )

এই মন্ত্রে কাল শব্দটী দ্বারা দিবা, রাত্রি আদিকালের অভিমানী দেবতা বা মার্গ বিশেষ বুঝিয়েছেন। মৃত্যুর পর গতি সম্বন্ধে এরপর বলে যাচ্ছেন—এ মন্ত্রে তারই সূচনা করলেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁরা সেই পদ লাভ করে আর

পুনরাবর্ত্তন করেন না কিন্তু ক্রমমুক্তি লাভ করেন। আর যাঁরা ব্রহ্মবিৎ তাঁরা মহাপ্রয়াণের পর কোন মার্গে অপেক্ষা করেন না, তাঁরা একেবারে মুক্ত হয়ে যান। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁদের মার্গকে দেবযান মার্গ বলে। এবং যারা পিতৃযান মার্গে গমন করেন তারা সাময়িক ভাবে অবস্থান করলেও কর্ম্মফল ভোগ শেষে আবার এই পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেন। দেবযান মার্গীদেরও বিভাগ আছে। এই মন্ত্রে 'কাল' শব্দটীর অর্থ কালাভিমানী দেবতা যে মার্গের জ্ঞাপক সেই মার্গের কথা বোঝাতেই 'কাল' শব্দটী প্রযুক্ত হয়েছে। ( মধুসূদন )

যোগী যদি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে চান তাহলে তাকে কোন সময়ে দেহত্যাগ করতে হবে এবং যদি পুনর্জ্জন্ম এড়াতে চান তাহলেই বা কোন সময়ে তাকে দেহত্যাগ করতে হবে সেই সম্বন্ধে প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকদের মত এখানে বলে যাচ্ছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যে জাতীয় মৃত্যুকে মৃত সাধকগণ এই জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন না এবং যে জাতীয় মৃত্যুতে মৃত সাধকগণ এ জগতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, এই মন্ত্রে সেই উভয় মৃত্যুর কথা বলে যাচ্ছেন। 'কাল' শব্দে এখানে মৃত্যুকেই বুঝিয়েছেন আর 'যোগী' শব্দের দ্বারা যোগাভ্যাসকারীকে বুঝিয়েছেন কেননা সিদ্ধযোগীর তো মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ হয়। ( যোগানন্দ )

তখনকার মানুষের ধারনা ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহাপ্রয়াণ করলে মুক্তি হয়; বাকী অন্য সময়ে যাত্রা করলে আবার এই জন্ম জরা, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পূর্ণ পৃথিবীতে বারংবার জন্ম নিতে হয়

ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ছিলেন, অসংখ্য শরে বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রনা ভোগ করলেন এবং অপেক্ষা করে করে সেই উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলেন। তখন বেদ-উপনিষদ, গীতা, ষড় দর্শন ইত্যাদির যুগে মানুষের মনে মুক্তি লাভের অভিলাষ ছিল এবং বিশ্বাস ছিল কাজেই মুক্তি অনেকে লাভ করতেন। কিন্তু বর্ত্তমানের মানুষের সে মুক্তি লাভের ইচ্ছাও নেই, বিশ্বাসও নেই। আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ঠিক ঠিক কি অর্থে প্রয়াণের কাল নির্দ্দেশ করলেন সে কালের কথা বর্ত্তমানের মানুষ জানেও না। ( বেদচ্ছন্দা )

**অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।**
**তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪**

অগ্নির্জ্যোতিঃ ( জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি ) অহঃ ( দিন ) শুক্লঃ ( শুক্লপক্ষ ) উত্তরায়ণং ষন্মসাঃ ( উত্তরায়ণ ছয় মাস ) তত্র প্রয়াতাঃ ( সেই মার্গে গমন করলে ) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ( ব্রহ্মবিৎগণ ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ( ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় )।

অগ্নির্জ্যোতি, দিনমনি, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস—এই সময় ব্রহ্মবিদ্ পুরুষগণ দেহত্যাগ করেন ও ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।২৪

অগ্নিতে অভিমান যাঁর, সেই দেবতাই কালাভিমানী দেবতা। ন্যায় শাস্ত্র বলেন, বেশীর নির্দ্দেশের মধ্যেই অল্পের নির্দ্দেশ থেকে যায়। কালাভিমানী দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ও জ্যোতির নামকরা হয়েছে, অন্যান্য কালাভিমানী দেবতারাও এই শব্দে সূচিত হচ্ছে। এইসব দেবতারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির মার্গভূত হয়ে সাহায্য করেন।

অহঃ শব্দে দিনের দেবতা—ষন্মাসা ও উত্তরায়ণ দ্বারা ও তত্তৎ অভিমানী দেবতাকে বোঝায়। এইসব মার্গে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক-গণ গমন করেন ও ধাপে ধাপে এইসব দেবতাদের লোকে অবস্থান করেন, ক্রমে সেই সেই অভিমানিনী দেবতাদের সহায়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও ক্রমমুক্তি লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ তাঁরা সদ্যোমুক্তি প্রাপ্তির যোগ্য। (শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনুমান)

অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, শুক্ল ও ষন্মাসাদি অভিমানিনী দেবতা-গণের কথা উল্লেখ করেছেন। ( রামানুজ )

সাধারণতঃ যাঁরা ব্রহ্মোপাসক বা ভগবন্নিষ্ঠ, তাঁদের গতির প্রণালী এখানে আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপাসক মাত্রেই মৃত্যুর পর দেবযান পন্থা অবলম্বন করে। উপনিষদে বলা আছে দেবযান মার্গীরা প্রথমে অর্চ্চিমার্গে গমন করেন আর গীতায় বর্ণিত হল প্রথমেই অগ্নির কথা কিন্তু অগ্নি ও অর্চ্চি উভয় শব্দই প্রজ্বলন ক্রিয়া সূচিত করে সুতরাং বস্তুতঃ একই। ( শ্রীধরস্বামী )

সাধক, শরীর হতে উৎক্রান্ত হয়ে প্রথমে অর্চ্চিলোকে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে তৎ মুহূর্ত্তে তত্রত্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁকে শুক্লপক্ষ দেবতার লোকে বহন করে নিয়ে যান। এইভাবে সেখান থেকে ক্রমে বিদ্যুল্লোকে গমন হলে এক অমানব পুরুষ তাকে ব্রহ্ম-লোকে নিয়ে যান। ব্রহ্ম দুইজন এক সর্ব্বময় সর্ব্বানুস্যূত পরব্রহ্ম আর এক হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম এখানে ব্রহ্মলোক বলতে হিরণ্য-গর্ভকেই বুঝিয়েছে। সাধক সেখানে গিয়ে ক্রমমুক্তি লাভে পর-ব্রহ্মকে লাভ করেন। ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

গীতায় এই শ্লোকে অর্চিঃ, অহঃ শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ এই সমস্ত অভিমানিনী দেবতাই উল্লিখিত হয়েছে। আর সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি দেবগণ অনুক্ত হলেও এঁরা বিবক্ষিত বুঝতে হবে। দেবযান মার্গে গমনকারিগণ ঐ সমস্ত দেবলোকে অবস্থান শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্মই বুঝতে হবে। আর নিরুপাধিক ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে ঐ কার্য্য ব্রহ্মলোককে দ্বার স্বরূপ করতে হবে। এই কার্য্য ব্রহ্মের থেকেই সাধক ক্রমমুক্তি লাভ করে নিরুপাধিক ব্রহ্ম লাভ করেন, তাঁদের পুনরাবর্ত্তন হয়না। ( মধুসূদন )

উত্তরায়ণের ছয় মাসের শুক্ল পক্ষে দিনমানে যখন অগ্নির জ্বালা চলতে থাকে তখন যাঁর মৃত্যু হয় তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।
( গান্ধীজী )

অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয় মাস যে পথে অবস্থান করেন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ঐ পথে দেহত্যাগের পর গমন করে ব্রহ্মকে লাভ করেন। ( সন্তদাসজী )

মরণশীল ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে লাভ করেন। দেবযানস্থ মুক্ত জীব বদ্ধজীবের ন্যায় কর্ম্মফলে বাধ্য হয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। ( যোগানন্দ )

অনুরূপ কথা অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই ঃ

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভি সংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যমাদিত্যাচ্চান্দ্রমসং

চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে॥

অর্থাৎ উপাসকগণ অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতাকে তৎপরে উত্তরায়ণ অভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে তৎপরে সূর্য্যকে, সূর্য্যের পরে চন্দ্রকে ও তৎপরে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। এক অমানব পুরুষ এখান থেকে উপাসককে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান এইটীই দেবযান মার্গ। ( ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫-৬ )

বৃহদারণ্যকেও অনুরূপ কথা পাওয়া যায়ঃ—'তে য এবমেতদ্ বিদুর্যে চামী অরণ্যে···শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্, যান্ যন্মাসানুদঙ্‌ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতং, বিদ্যুতাম্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ। ৬।২।১৫

**ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।**
**তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫**

ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণ ( অন্ধকার ধোঁয়া কৃষ্ণ পক্ষ ) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং ( দক্ষিনায়ণ ছয়মাস ) তত্র ( সেই পথে ) যোগী ( কর্ম্মী-পুরুষ ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ ( চন্দ্রলোক বা স্বর্গরাজ্য ) প্রাপ্য লাভ করে ) নিবর্ত্ততে ( পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন )।

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিনায়ণ এই সময়ে দেহত্যাগ করে কর্ম্মী

পুরুষগণ নিজ নিজ লক্ষিত লোকে সুকৃতি ভোগের পর আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।২৫

'ধূম' ও 'রাত্রি' শব্দে ধূমাভিমানিনী ও রাত্র্যাভিমানিনী দেবতা সেইমত কৃষ্ণ শব্দের দ্বারা কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা ও দক্ষিণায়ন ছয় মাসের দেবতা বুঝিয়েছে ইত্যাদি গন্তব্যস্থল দিয়ে যে পথে কর্ম্মযোগানুষ্ঠানকারিগণ চন্দ্রলোকে অবস্থান করে, সুখভোগ করে, কর্ম্মক্ষয় হলে পুনরায় এই জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ( শঙ্করাচার্য্য )।

দেবযান মার্গে ব্রহ্মপরায়ণ সাধকগণের মহাপ্রয়াণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন তাদের আর জন্ম নিতে হয়না কিন্তু পিতৃযান মার্গিগণ যে পথ অনুসরণ করে, সেই পথে গমন করে স্ব স্ব কর্ম্মোচিত স্বর্গাদি ভোগের পর আবার সংসার দশায় পতিত হয়। ( আনন্দগিরি )

এখানে পূর্ব্বমন্ত্রের মত 'ধূম' 'রাত্রি' ইত্যাদি শব্দে তত্তদভিমানিনী দেবতা বুঝতে হবে। এ বিষয়ে যুক্তি পূর্ব্বমন্ত্রে বিবৃত হয়েছে। 'যোগী' শব্দে পূণ্য কর্ম্মসম্বন্ধিগণের বিষয় বোঝাচ্ছে।

( রামানুজ )

মৃত্যুর পর কর্ম্মযোগনিষ্ঠগণ যথাক্রমে 'ধূম' 'রাত্রি' 'কৃষ্ণপক্ষ' 'দক্ষিনায়ন' ইত্যাদি দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে গমন করে ও শেষে চন্দ্রলোকে অবস্থান করে কর্ম্মজনিত সুখাদি ভোগান্তে আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। এটী মুক্তির পথ নয়। যারা গৃহস্থাশ্রমে থেকে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা সৎ পাত্রে দান ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠানকারিগণের কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

( শ্রীধরস্বামী ও হনুমান )

পূর্ব্বমন্ত্রে বিষয়বিরাগী বানপ্রস্থিগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শেষে এই ন্ত্রে বলছেন সকলেই এইমত হতে পারেনা। সকলেই প্রবৃত্তির ধীন। কিন্তু সংগৃহস্থগণ যদি মনুষ্যজনপদে কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী ত্যাদি প্রতিষ্ঠা, যাগ, যজ্ঞ, দীনদুঃখী ও সৎপাত্রে দান প্রভৃতি জন-ইতকর কাজ করেন, তাহলে সুখ সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন, রণান্তে চন্দ্রলোকাদিরূপ স্থানে অবস্থান করেন। ফলভোগ শেষে পুনরায় সংসার দর্শন লাভ করেন, তাদের পরিণাম চিরস্থায়ী না হলেও অশুভ নয়। এই মন্ত্রে আবৃত্তি মার্গের বর্ণনা দিলেও দেবযান মার্গের অধিক প্রশংসা করলেন যেহেতু পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা নেই।

( বলদেব, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ )

যাঁরা সৎকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করত প্রাণত্যাগ করেন তারা পিতৃ-যানমার্গে গমন করেন ও চন্দ্রলোকে অবস্থান করেন ও তথায় অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করেন চন্দ্রলোকে পুণ্যভোগের স্থান কিন্তু পিতৃযান মার্গে গমনে পুনরাবর্ত্তন অবশ্যাম্ভাবী, দেবযান মার্গ এজন্য শ্রেষ্ঠ।

( কৃষ্ণানন্দ )

অগ্নি ও জ্যোতি, ধূম ও কুজ্ঝটিকা, দিবস ও রাত্রি, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ন এগুলি হচ্ছে বিপরীত ; প্রথমগুলির সাহায্যে ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মকে লাভ করেন ও দ্বিতীয়গুলির দ্বারা চান্দ্রমস্ জ্যোতি লাভ করেন কিন্তু পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করতে হয়। ( অরবিন্দ )।

এই যে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিনায়ন' কথার ব্যাখ্যা এটি বর্ত্তমানে বুঝে ওঠা কঠিন বা দুষ্কর। সে জন্য মনে হয় মনের সমস্ত

বাসনারাশি যখন ক্ষীণতর হতে হতে ছিন্ন হয়ে যায়, সেই অবস্থায় মৃত্যু হলে আর এই পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করতে হয়না, মুক্তি লাভ হয়—"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" এইটাই বোধহয় গীতামতে উত্তরায়ণ বলে বর্ণিত হয়েছে। আর বেশী ভাগ মহাপুরুষ দেখা যায়—এই উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করেন। আর দক্ষিনায়নে গমনে পরলোকে সুকৃতি ভোগের পর আবার এ জগতে আসতে হয়—বার বার আসার শেষ হয়না। ভোগান্ত না হলে এরূপ হয়। এই গতিই বোধ হয় দক্ষিনায়ণে গতি বলে বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরায়ণম্—সূর্যস্য উত্তরদিগ্-গমন কালঃ। স তু মাঘাদিষন্মামাত্মকঃ ইতি হেমচন্দ্র॥ দেবানাং দিনম্—ইতি স্মৃতিঃ॥ দক্ষিনায়নম্ ( দক্ষিণা + অয়ন ) সূর্য্যস্য দক্ষিণাগতিঃ। সা শ্রাবণাদিষট্সু মাসেসু ভবতি ইত্যমরঃ।

শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থ যদি গ্রহণ করা যায়—তাহলে দেখা যায় শ্রীমা সারদাদেবী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এরা দক্ষিনায়নে দেহত্যাগ করেছেন—অবতার পুরুষ বা অবতার কল্প পুরুষের কথা সর্ব্ব সময়ের জন্য আলাদা, তাঁদের যা কিছু সবই শুভ সময়েই হয়—তাঁরা অসংখ্য জীবকে মুক্তিদান করতে আসেন কাজেই তাঁদের নিজের মুক্তি বা বন্ধন চিন্তার মধ্যে আনাটাই তো পাগলামি, তাছাড়া ওই যে গীতামুখে বলেছেন দক্ষিনায়ন গমনকারীদের পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম—গ্রহণ করতে হয়—সে কথাও তাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়—। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতামুখে

বলেছেন "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" কাজেই স্বয়ং ভগবানকে বা অবতারকল্প পুরুষকে যুগে যুগে আসতেই হবে। তাদের দেহ ধারণ তো সাধারণ জীবের জন্ম নয়। খুব সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও এই দক্ষিনায়নে দেহ রেখেছিলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা আমরা শ্রুতি মুখেও পাই 'তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নাং ভবন্তি ইত্যাদি—

অর্থাৎ যাঁরা যজ্ঞ দান ও তপস্যায় লোকসমূহ জয় করেন তাঁরা ধূমদেবতাকে প্রাপ্ত হন। ধূম থেকে রাত্রি দেবতাকে, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষ দেবতাকে, কৃষ্ণপক্ষ হতে দক্ষিনায়ন দেবতাকে, দক্ষিনায়ন হতে পিতৃলোক দেবতাকে, পিতৃলোক হতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন ইত্যাদি। ( বৃহদারণ্যক উপ-৬।২।১৬ )

**শুক্ল কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।**
**একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬**

জগতঃ (জগতের) শুক্ল কৃষ্ণে ( শুক্ল ও কৃষ্ণ, অন্ধকার ও আলোক-জ্জ্বল ) এতে গতী ( এই দুটী পথ ( শাশ্বতে হি মতে ) অনাদি বলে বর্ণিত )। [ উপাসক ] একয়া ( একটী ) অনাবৃত্তিং যাতি মুক্তিলাভ করেন ( অন্যয়া ) অন্যটীর সহায়ে ( পুনঃ আবর্ত্ততে ) পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন )।

জগতের জ্যোতির্ম্ময় ও অন্ধকারময় এই দুটী পথ অনাদি বলে প্রসিদ্ধ। একটীতে মুক্তিলাভ ও অপরটীতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করতে হয়।২৬

জগতে দুটী পথ বা গতি চিরন্তন আছে জ্ঞানের প্রকাশক বলে প্রথমটি 'শুক্লগতি' বলে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়টীতে জ্ঞানের প্রকাশ না থাকায় এবং পুনরায় এ জগতে বারংবার যাতায়াত করতে হয় বলে 'কৃষ্ণগতি' বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুক্লগতিতে কিন্তু পুনরাবর্ত্তন ব্যাহত হয়ে মোক্ষলাভ হয়। সংসার নিত্য কাজেই দুটী গতিই নিত্য। (শঙ্করাচর্য্য)।

দেবযান বা অর্চ্চিরাদি মার্গ, জ্ঞানপ্রকাশকত্ব হেতু 'শুক্লগতি' নামে অভিহিত হয়ে থাকে আর পিতৃযান মার্গ জ্ঞানহীনত্ব জনিত তমোময় হেতু 'কৃষ্ণগতি' নামে পরিচিত। দেবযানে ক্রমমুক্তি ও পিতৃযানে পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় অতএব দেবযানই শ্রেষ্ঠ।

(আনন্দগিরি, হনুমান, রামানুজ, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ)

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন মার্গের কথা উল্লিখিত হলেও ব্রহ্মপ্রাপক একমাত্র পথই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে মাত্র কিন্তু মূলত একই। বস্তুত উপাসনার তারতম্য থাকলেও গন্তব্যস্থল সকলের একই। আচার্য্যশঙ্কর তাঁর বেদান্ত দর্শনের শারীরক ভাষ্যে এ বিষয়ে উক্ত মীমাংসাই করেছেন। কাজেই গীতার সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ মনে হলেও আসলে একই বিরোধ নেই। আর শ্রুতি, স্মৃতি, শাস্ত্রমত গীতায় এখানে দুটী কাল বা মার্গ বর্ণিত হল—জ্ঞানী পুরুষ যদি সেইমত দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ,

উত্তরায়ণ ইত্যাদি সময়ে প্রয়াণ নাও করেন তথাপি তিনি মুক্ত। জ্ঞানবান মহাত্মা যে কোন সময়েই প্রয়াণ করুন তাঁরা সব বিধি-নিষেধের বাইরে। কালাকালের পারে তাঁরা। তবে উক্ত সময়ে মৃত্যু প্রশস্ত বলে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ মীমাংসা আচার্য্য শঙ্করেরই মীমাংসা। ( দামোদর )

'দেবযান' জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত তাই শুক্ল এবং স্বপ্রকাশ। পিতৃ-যান ভোগ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন তমোময়। এস্থানে আত্মার বিকাশ না হওয়ায় জীবের পুনরাবর্তন ঘটে থাকে। ( কৃষ্ণানন্দ )

যৌগিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে আমাদের মধ্যে জ্যোতি ও অন্ধকার দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চলে। প্রথমোক্ত শক্তি দিবাভাগে শুক্ল-পক্ষে প্রবল হয় ও শেষোক্ত শক্তি অন্ধকারে প্রবল হয়। এবং যতদিন না অন্ধকারের শক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হচ্ছে ততদিন এই-রূপে চলে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম হয় একথা ঋষিরা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু যে সকল সুকৃতিমান ও মুক্ত আত্মা শরীর চিতাগ্নিতে ভষ্মীভূত হওয়ার পর চিতাগ্নির জ্যোতি আশ্রয় করে উর্দ্ধগমন করেন তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং কখনও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। কিন্তু বেশীভাগ আত্মাই মৃত্যুর পর চিতাগ্নিতে শরীর ভষ্মীভূত হওয়ার সময় চিতাগ্নির কেবলমাত্র ধূম আশ্রয় করে পরলোকে যায় এবং তথায় অবস্থান করত বৃষ্টির সঙ্গে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসে ও ব্রীহি যবাদির মধ্যে সংক্রামিত প্রথমে পুরুষ শরীরে ও পরে স্ত্রী শরীরে প্রবেশ করে জন্মলাভ করে।

মুক্ত পুরুষ কিন্তু এই শুক্ল ও কৃষ্ণগতির নিয়মাধীন নয় —তাদের যখনই মৃত্যু হয় তখনই তারা মুক্ত—

গীতা ২য় অধ্যায়ে ৫২ মন্ত্র তার প্রমাণ। ( গিরীন্দ্রশেখর )

এই শ্লোকেও আগের মত কথা বলা হয়েছে। মনের সমস্ত বাসনার অবসান হয় ও ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যখন ভগবানের কৃপার জ্যোতি মনোরাজ্য উজ্জ্বল করে তোলে তখন মৃত্যু হলে সাধক 'শুক্লগতি' লাভ করে—অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবৎ লাভ হলে আর জন্ম নিতে হয়না। কিন্তু বাসনা যতক্ষণ আছে সংসারের বন্ধন ছিন্ন হয়না, মোহের অন্ধকার কাটেনা এমত অবস্থায় মৃত্যুতে মন 'কৃষ্ণগতি' প্রাপ্ত হয়ে আবার জন্ম গ্রহণ করে।

( বেদচ্ছন্দা )

**নৈতে স্থতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।**
**তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জ্জুন ॥২৭**

হে পার্থ এতে স্থতী ( এই পথ দুটি ) জানন্ ( জ্ঞাত হয়ে ) কশ্চন যোগী ( কোনও সাধক ) ন মুহ্যতি ( মোহগ্রস্ত হন না ), তস্মাৎ ( সেজন্য ) হে অর্জ্জুন, সর্ব্বেষু কালেষু ( সর্ব্ব সময়ের জন্য ) যোগ-যুক্তঃ ভব ( হও )।

হে অর্জ্জুন মোক্ষ ও পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তির এই দুটী পথ জেনে যোগী পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। সংসার বন্ধন সৃষ্টিকারী কর্ম্মে যুক্ত হন না, মুক্তি লাভ ঘটে সেরূপ কর্ম্ম করেন। সেজন্য হে অর্জ্জুন তুমি ভগবৎ যোগে যুক্ত হও।২৭

পৃথিবীতে পরিচিত দুটী মার্গের একটী সংসার প্রাপক আর একটি মুক্তি বিষয়ক ; যোগী এই দুটী পথ জেনেই মুগ্ধ হন না। এজন্য তোমাকেও বলছি তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাকার চেষ্টা কর।

( শঙ্করাচার্য্য )

শাস্ত্রে প্রচলিত শুক্ল ও কৃষ্ণ গতির একটী ক্রমমুক্তি বিষয়ক, অপরটী সংসার প্রাপক—যোগী এটী প্রকৃষ্টরূপে জানেন বলে মোহ-গ্রস্থ হন না। কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করলে ধূমমার্গে গতি হয় বলে যোগিগণ কখনই নিরন্তর কর্ম্ম করেন না···তারা ভগবৎ ধ্যানে যুক্ত থাকেন : সেজন্য হে অর্জ্জুন তুমি—ভগবৎ চিন্তায় বা নামে যুক্ত হও বা যোগী হও। ( শ্রীমৎ আনন্দগিরি, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ )

কোন যোগীই স্বর্গাদি ফল কামনা বা সুখলাভের কামনা করেনা কেননা ক্ষণস্থায়ী স্বর্গসুখ ভোগ করার পর মাটীর পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। একমাত্র ভগবৎ ভক্তিই মুক্তিদান করতে পারে। সেজন্য হে অর্জ্জুন তুমি সর্ব্বকালের জন্য পরমেশ্বরনিষ্ঠ হও।

( শ্রীধর স্বামী )

যোগী দুই মার্গের কথা জানেন সেজন্য স্বীয় চেষ্টায় দেবযান মার্গে গমন করেন। অতএব হে অর্জ্জুন অর্চ্চিরাদি গতি চিন্তন নামাভিধেয় যোগযুক্তি হও। ( রামানুজ )

সমাধি নিষ্ঠাই পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তিকারক অতএব তুমি তারই অনুসরণ কর। ( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

'সর্ব্বেষু কালেষু' এই কথাটী বলার অর্থ এই যে যোগে সিদ্ধিলাভ করতে নিত্যযোগযুক্ত ভাবে অবস্থান করতে হয়। ( যোগানন্দ )

আমাদের সমস্ত সত্তাকে সর্ব্বভাবে—স্বাভাবিকভাবে, সর্ব্বসময়ের জন্য তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে হবে, যেন সমস্ত জীবন কর্ম্ম, ধ্যান, শ্রম সর্ব্বক্ষণেই চলতে থাকে ভগবৎ স্মরণ, সমস্ত জীবনই হবে তখন যোগ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

অতএব হে অর্জ্জুন ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন করে সর্ব্বদা যোগে যুক্ত হও। ( সন্তদাসজী )

দুটী মার্গই যে জানে ও সমভাবে অন্ধকার মার্গ ত্যাগ করে সে মোহে পড়ে না। ( গান্ধীজী )

এই শ্লোকেও আগের মত কথা বলা হয়েছে। মনের সমস্ত বাসনার অবসান হয় ও ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অন্ধকার দূর হয়ে ভগবানের কৃপার জ্যোতি যখন মনোরাজ্য উজ্জ্বল করে তোলে, তখন মৃত্যু হলে সাধক শুক্লগতি লাভ করে অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবৎ লাভ করে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভগবৎ লাভ হলে আর জন্ম নিতে হয় না। কিন্তু বাসনা যতক্ষণ আছে সংশয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়না, মোহের অন্ধকার কাটে না, এমত অবস্থায় মৃত্যুতে মন কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করে। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতোক্ত এই মন্ত্রগুলি মনে রেখে সর্ব্বদা ইষ্টনাম সহায়ে, ইষ্টচিন্তা সহায়ে যুক্ত হয়ে অবস্থান করার চেষ্টা রেখে যেতে হবে।

সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু এটী বলা হচ্ছে যারা ভগবৎ লাভ করে, জন্মমৃত্যুর পারে পরম ধামে যেতে চায় তাদের জন্য। পরমপদ বা পরমধাম লাভ করতে গেলে কিন্তু যতই কষ্ট-সাধ্য হোক ভগবৎ স্মরণের চেষ্টাটী রাখতে হবে নিরন্তর। তা না

হলে মৃত্যু সময় ভগবৎ স্মরণ হবে না···সেজন্য ভগবান গীতামুখে সর্ব্বক্ষণের জন্য অভ্যাস যোগের ওপরে জোড় দিলেন···সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ···ভগবৎ লাভ—এটীর জন্য সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ তো অবশ্য করণীয়। ( বেদচ্ছন্দা )

ভগবানে ভক্তিলাভ ও মুক্তিলাভ করতে গেলে যে সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমরা পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে :—

গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে, তাই হবে। ভরতরাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধনা চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে। ( কথামৃত—৪।২১।৩ )

মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে, অভ্যাসের গুণে, তাই জপ, ধ্যান, পূজা, এসব রাতদিন করতে হয়। ( কথামৃত-৩।১৮।২ )

মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা করলে মন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হবার অবসর পায়না। ( কথামৃত —১।১২।৬ )

মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তার জন্য আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায় অভ্যাস যোগ। ( ১।১২।৬ )

বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানেনা তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই রাম বা ওঁরাম—জপ করে। জ্ঞান পথের লোকেরাও সোঽহং জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে।

সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।১৫।৩ )

সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুও জোর দিয়েছেন। অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রেও পাই :—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করবে কখনই বিস্মৃত হবেনা।

( ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে )

**বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব**
**দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।**
**অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা**
**যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮**

বেদেষু ( চারিবেদে ) যজ্ঞেষ্ ( যজ্ঞে ) তপঃসু ( তপস্যায় ) দানেষু ( এবং দানের দ্বারা ) যৎপুণ্য ফলং ( যে পুণ্যফল ) প্রদিষ্টম ( শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ) ইদং বিদিত্বা ( এটী জেনে ) যোগী তৎ সর্ব্বং ( সেইসব পুণ্যফল প্রদিষ্ট কর্ম্মফল ) অত্যেতি ( অতিক্রম করেন ) পরং আদ্যং স্থানং চ ( শ্রেষ্ঠ স্থান ও আদিস্থান [ মুক্তি ] লাভ করেন )।

বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যাদিতে যে সমস্ত পুণ্যফল বর্ণিত আছে যোগী এইসব তত্ত্ব জেনে সে সমস্ত অতিক্রম করেন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ( মোক্ষ ) লাভ করেন।২৮

সম্যকভাবে বেদপাঠ করলে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে বা নিখুঁতভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করলে, আর কষ্টস্বীকার করে আন্তরিকভাবে তপস্যা করলে, যথাযথ ভাবে দান করলে যে পুণ্য লাভ—হয় এই যোগ

বিষয়টী জানতে পারলে যোগী সেই পুণ্যফলের চেয়ে অধিক পুণ্য লাভ করেন ও পরম প্রকৃষ্ট ঈশ্বরভাব বা স্বরূপ স্থান প্রাপ্ত হন।

( শঙ্করাচার্য্য )

বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পুণ্য সঞ্চার করে ঠিকই, কিন্তু ভগবৎ ভক্ত এসব ক্ষণস্থায়ী পুণ্যকে তৃণবং জ্ঞান করেন এবং ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করেন। ( রামানুজ )

এই সকল মন্ত্রে ভগবানে ভক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। দান তপস্যা, বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি ইত্যাদি সমস্ত যে পুণ্য, ভগবৎ ভক্তদের সেটী লক্ষীভূত নয়, বরং তাঁরা ওই সকলকে হেয়জ্ঞান করে অপ্রাকৃত ভগবানের স্মরণ গ্রহণ করেন।

( বলদেব, বিশ্বনাথ ইত্যাদি )

শাস্ত্রোক্ত পুণ্যাদি অনুষ্ঠানকে যোগী অতিক্রম করেন ও কার্য্য ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লাভ করেন। এবং এই যে স্থান এটী কারো নির্ম্মিত নয়—সেজন্য আদ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। ( নীলকণ্ঠ )

কেবল অনন্যভক্তি প্রভাবেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়।

( বলদেব )

শ্রুতি বিহিত কর্ম্মমার্গে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় যে ফললাভ হয়, নষ্কাম কর্ম্মযোগে সে সব তো লাভ হয়ই বরং তদপেক্ষা অনেক বেশী ফল লাভ হয়। ( মধুসূদন )

বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে পুণ্যকার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়

যোগিগণ সে সবের বেশী মহাফল লাভ করেন অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ( শ্রীধরস্বামী )

অর্থাৎ যাঁর জ্ঞান ভক্তি ও সেবা কর্ম্ম সমানভাবে মিলিত হয়েছে তাঁর সমস্ত পুণ্যের ফল লাভ হয়েছে শুধু তাই নয় মোক্ষলাভও হয়েছে। ( গান্ধীজী )

জীবাত্মা বিকাশ ও বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে পরমার্থ লাভের দিকে এগোচ্ছে, যোগী সেটীই লাভ করেন, সে স্থান শাশ্বত ও পরম স্থান। ( শ্রীঅরবিন্দ )

কর্ম্মাত্মক বেদে সকল যজ্ঞাদির ফল ক্ষণস্থায়ী, যোগীরা সেটী জেনে নিরস্ত হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পথে চিরতরে মোক্ষলাভ করেন। ( যোগানন্দ )

একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তিকারক যে নাম স্মরণ মনন ইত্যাদি কর্ম্ম এতদ্ব্যতীত সমস্ত পূণ্য ও শুভ কর্ম্ম রাশির ফল সমূহ মৃত্যুর পর দিব্য-লোকে কিছুদিনের জন্য সুকৃতী ভোগ অন্তে সাধক আবার এই পৃথিবীতে জন্ম নেন—এই তত্ত্ব অষ্টম অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে বহু-বার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব জেনে যোগী অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত বা যোগী একমাত্র ভগবৎ শরণ গ্রহণ করেন।

যোগী শব্দ এখানে রাজযোগোক্ত যোগী, নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, জ্ঞান যোগী অথবা ভগবানে নিরন্তর যুক্ত যোগী, প্রত্যেকটীকেই বুঝিয়েছে—গীতা সমন্বয় শাস্ত্র। তবে সমস্ত গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বজায় রেখে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় গীতা মূলতঃ ভক্তি শাস্ত্র, কাজেই গীতোক্ত যোগী ভক্তযোগী। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা উপনিষদেও পাই ঃ—

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্। ( মুণ্ডক, ৩।২।৮)

যোগের দ্বারা বিষ্ণুপদ বা পরমার্থ লাভ হয় এবং অধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ—যোগ তপস্যা সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশংসা বুদ্ধবাণীতেও পাই ঃ—

যোগা বে জাযতী ভুরি অযোগা ভুরিসঙ্খযো,
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায বিভবায চ,
তথ'ত্তানং নিবেসেয্য যথা ভুরি পবড্ঢতি ॥

যোগ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যোগের অভাবে জ্ঞানের ক্ষয় হয়। উন্নতি ও অবনতির এই দ্বিবিধ পথের কথা চিন্তা করে এমনভাবে আত্মনিয়োগ কর যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি লাভ করে।

( ধম্মপদং মগ্‌গ বগ্‌গো—২৮২ )

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অক্ষর ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

# নবমোঽধ্যায়ঃ

**শ্রীভগবানুবাচ**

**ইদংতু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।**
**জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১**

শ্রীভগবানুবাচ—ইদং তু গুহ্যতমং ( এই অতি রহস্যগহীন ) বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং ( বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত যে জ্ঞান ) অনসূয়বে ( দোষ দৃষ্টি বিহীন ) তে ( তোমাকে ) প্রবক্ষ্যামি ( বলব ), যৎ জ্ঞাত্বা ( যা জেনে ) [ তুমি ] অশুভাৎ ( সংসার বা জন্মমৃত্যু বন্ধন থেকে ) মোক্ষ্যসে ( মোক্ষ লাভ করবে )।

শ্রীভগবান বললেন—হিংসা শূন্য, অদোষদর্শী তোমাকে এই অতি রহস্যগহীন বিজ্ঞান সমন্বিত ভগবৎ সমন্ধীয় জ্ঞান বলছি, এই জ্ঞান লাভ করলে তুমি সংসার বন্ধন থেকে মোক্ষ লাভ করবে।১

অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে বহুকষ্টে বহুকাল ধরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না—এক্ষনে ঐ পূর্ব্বোক্ত পথ ছাড়াও ব্রহ্মপ্রাপক বা পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তিকারক অন্য পথ আছে সে সম্বন্ধে বলার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা করলেন।

কিন্তু এখানেও প্রকারান্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা এসে যাচ্ছে; সর্ব্বত্রই বাসুদেব এই জ্ঞানে মোক্ষলাভ হচ্ছে আর এই জ্ঞানের ব্যতিরেকে পুনরাবৃত্তি লাভ ঘটে। অর্জ্জুন যেহেতু অসূয়া-

শূন্য সেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে অনুভব যুক্ত জ্ঞানের কথা বলছেন। **'বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান'** অর্থাৎ অনুভবযুক্ত—সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি সাধক ব্রহ্মজ্ঞান। ( শঙ্করাচার্য্য )

বহুকাল সাপেক্ষ ও বহু আয়াস সাপেক্ষ ক্রমমুক্তির পন্থা ছাড়াও 'অনন্যচিত্ত হওয়া' 'নিত্যযুক্ত হওয়া' ইত্যাদি সুলভ পথও ভগবান করুণা করে অষ্টম অধ্যায়েই বলেছেন। আর এই অধ্যায়ে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির গতির কথা বলা হচ্ছে। এখানে ভগবান স্বকীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির অসাধারণ প্রভাব বলতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এই জ্ঞান অতীব গুহ্য এবং সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রদানকারী; অন্য কোন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, বরং ব্রহ্মানুভবেও পর্য্যবসিত হয়। অর্জ্জুন যেহেতু অসূয়ারহিত সেই-হেতু দুরভিগম্য রহস্য বুঝতে সক্ষম বলেই ভগবান তাকে এই জ্ঞান উপদেশ করছেন। এই জ্ঞান লাভে সর্ব্বদুঃখের হেতুভূত সংসার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। ( মধুসূদন )

কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান লাভ করতে গেলে অন্তঃকরণ শুদ্ধতা ইত্যাদির অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু ভক্তিপথে তা আপনিই হয়। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই ভক্তিযোগ প্রণোদক ভগবৎ ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণনা করার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা। এই অধ্যায়ে যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করেছেন সেটী অতি গুহ্যতর এবং ভক্তি শব্দেই সেই জ্ঞানের ব্যাখ্যা গ্রহণীয়। ( বিশ্বনাথ ও বলদেব )

এই অধ্যায়ে ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য সমূহ বর্ণিত হচ্ছে। এবং শুদ্ধাভক্তিই ভগবান লাভের প্রকৃষ্ট পথ এটী বর্ণিত হচ্ছে।

( শ্রীধর স্বামী )

এখানে ভগবত্‌তত্ত্ব জ্ঞানের স্বরূপ ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব বিবৃত হচ্ছে। ( কেশবভারতী )

এই অধ্যায়ে পরম পুরুষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও ভক্তিযোগের উপাসনার স্বরূপ বর্ণিত হচ্ছে। ( রামানুজ )

কিরূপে ভগবানকে জানা যায় সে কথা এই অধ্যায়ে বিবৃত হচ্ছে। ( নীলকণ্ঠ, হনুমান )

নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যে সর্ব্বপ্রকার সাধনার তিনিই আশ্রয় এবং এটী জেনে যে কোন মার্গের সাধক মুক্তিলাভ করতে পারেন।

অর্জ্জুন যেহেতু ছিদ্রান্বেষী নয় সেইহেতু গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করবেন। ( গিরীন্দ্র শেখর )

আত্মা, ব্রহ্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের নাম জ্ঞান এবং জীবজগৎ প্রকৃতি ও তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। উভয়ের সম্বন্ধবোধক জ্ঞানকে রাজগুহ্য জ্ঞান বলে।

অবিশ্বাসী জনকে অসূয়াযুক্ত বলে এই প্রকার লোককে গুহ্য জ্ঞানের কথা বলা উচিৎ নয় তাতে জ্ঞানের অমর্য্যাদা হয় এবং অবিশ্বাসীরও অকল্যাণ হয়। ( যোগানন্দ )

মানুষের মধ্যে ও জীব জগতের মধ্যে ভগবান নিবিড়ভাবে অবস্থিত এ বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই জ্ঞান সহায়ে

সমস্ত সংশয় দূর হবে এবং অর্জ্জুন ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে শক্তিলাভ করবেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

'অতি গুহ্যতমং'—এই অধ্যায়ের প্রতিটি শ্লোকেই ভগবান নিজের ব্যক্তিত্ব, তত্ত্বকথা, গুণাবলী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, এই তত্ত্ব এতদিন গুপ্ত ছিল সেজন্য এই জ্ঞান 'গুহ্যতম' জ্ঞান বলে বর্ণনা করছেন।

'অনসূয়বে'—এই কথাটী বলে সম্বোধন করার বিশেষ অর্থ হচ্ছে অসূয়া যাতে দূর হয়ে যায় তার জন্য সম্বোধন করেই সেই ইচ্ছা ভেতরে উদ্‌বুদ্ধ করছেন। অর্জ্জুন ভগবানের সখা উপযুক্ত আধার, সেজন্যই বললেন এ কথা—

'জ্ঞানং বিজ্ঞানং সহিতং'—এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবৎ জ্ঞানের কথা বলছেন সেটী বিশেষ অনুভূতি সমন্বিত দিব্য জ্ঞান। বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান—

'যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ'—ভগবান নিজে কৃপা করে নিজের তত্ত্বসম্বন্ধে যে কথা বলে যাচ্ছেন এটী জানলে অর্থাৎ বোধে বোধ করলে মুক্তি লাভ নিশ্চিৎ। ( বেদচ্ছন্দা )

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২

ইদং রাজগুহ্যং ( অতি গোপন ) রাজবিদ্যা ( সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ) উত্তমং পবিত্রম্ প্রত্যক্ষাবগমম্ ( প্রত্যক্ষ বোধগম্য ) ধর্ম্ম্যং ( ধর্ম্ম

**সঙ্গত** ) কর্ত্তুং স্থসুখং ( **সহজ সাধ্য** ) অব্যয়ঞ্চ ( এবং অক্ষয় ফল প্রদানকারী )।

**এই** রাজবিদ্যা রাজগুহ্য অর্থাৎ **সমস্ত** রকম বিদ্যা ও গোপন বস্তুর মধ্যে এই তত্ত্ব কথা শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম **সমস্ত** ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল-স্বরূপ **সহজ সাধ্য** বা বোধগম্য, এবং বিনাশরহিত ফল প্রদানকারী।২

এই অধ্যায়ে যে বিদ্যা বর্ণিত হবে সেটী '**রাজবিদ্যা**' অর্থাৎ **সর্ব্ব**-বিদ্যা অপেক্ষা **ব্রহ্মবিদ্যাই** অতিশয় দীপ্তিযুক্ত, '**রাজগুহ্য**' অর্থাৎ সমস্ত গোপনীয় রহস্য **সমূহের** মধ্যে এটী বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। এই বিদ্যা পবিত্র অর্থাৎ অনেক জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় মাত্রেই ভস্মীভূত হয়, সেজন্য পাবনিশক্তি সম্পন্ন বলে—পবিত্র। সুখাদিবস্তুর ন্যায় অনুভব যোগ্য বলে '**প্রত্যক্ষাবগম**' বলে বর্ণিত হয়েছে। অনেক গুণযুক্ত হলেও 'শ্যেন যাগাদি' যেমন হিংসাত্মক বলে ধর্ম্মবিরোধী' আত্মজ্ঞান সেরূপ নয় বলে '**ধর্ম্মযুক্ত**' হিসাবে অভিহিত করেছেন। রত্ন বিবেকজ্ঞানের মত আত্মজ্ঞান সুখের সঙ্গে অনায়াসেই **সম্পাদিত** হয় বলে '**স্থসুখং**' বলা হয়েছে।

( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

এই জ্ঞান ভগবৎ প্রাপ্তির বিরোধী অশেষ কল্মষ নাশে **সমর্থ** অতএব **পবিত্র**। এই জ্ঞানে ভক্তের কাছে ভগবান তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষীভূত হন বলে **প্রত্যক্ষাবগম** বলেছেন। এই জ্ঞান মুক্তি লাভের সহায়ক। অতএব ধর্ম্মযুক্ত এই জ্ঞান লাভের জন্য দুষ্কর উপাদানের প্রয়োজন নেই বলে **স্থসুখ** এবং আমাকে লাভের উপায় সাধন করেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অতএব **অব্যয়ম**। ( রামানুজ )

এই **রাজবিদ্যা** 'শাণ্ডিল্য বিদ্যা' 'বৈশ্বানর বিদ্যা' 'দহর বিদ্যা' ইত্যাদি সমস্ত বিদ্যার রাজা স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং জীবাত্মা যাথাত্ম্য ইত্যাদি রহস্যের রাজা সেজন্য রাজগুহ্য। আর বিষ্ণু ভক্তির ফলে অতি আসক্ত ব্যক্তিরও শস্যের বীজের মত পাপের বীজ, ফলোনোম্মুখ পাপ সবই নষ্ট হয়ে যায়, এজন্য এটী পবিত্র বলে উক্ত হয়েছে। ভক্তের নিকট ইষ্টমূর্ত্তি প্রকাশিত হন এজন্য প্রত্যক্ষা বগম বলেছেন। ভক্তিরাজ্যে শুধুমাত্র তুলসী পাতা জল ও ফুল ইত্যাদি সামান্য উপকরণ সহ আন্তরিক ভাবে ডাকলেই ভগবান তুষ্ট এজন্যই **সুখসাধ্য**। ( বলদেব )

এই বিদ্যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা সহস্র জন্মেও বহুলোকের অজ্ঞাত থেকে যায় ও গুহ্যতম বিষয়। এই বিদ্যাদ্বারা জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি ভস্মীভূত হয় বলে **পবিত্র-উত্তম**। ভগবানকে লাভের ফল চিরন্তনী; বিনাশ শীল নয়। ( কেশব ভারতী )

এই বিদ্যা সমস্ত অবিদ্যা বিনাশ করে আর অন্য বিদ্যা আংশিক ভাবে অবিদ্যা নাশ করে মাত্র এজন্য এই অধ্যায়োক্ত বিদ্যা রাজ-বিদ্যা নামে অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী বলে পরিচিত।

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কোন একটী পাপের স্খালন হয় মাত্র তবুও সেটী সূক্ষ্মরূপে থেকে যায় কিন্তু এই বিদ্যা সহস্র জন্মের পাপরাশি নাশ করে অতএব এটী শ্রেষ্ঠ **পবিত্রতা** সম্পাদক। এই বিদ্যার স্বরূপ সাক্ষী চৈতন্যের **'প্রত্যক্ষ গোচর'**।

গুরূপোদিষ্ট পথে বেদান্তবাক্য দ্বারা বিচার সহায়ে চললে দেশ

কালের ও বস্তুর ব্যাবধান দ্বারা ব্যাহত না হয়েই এই জ্ঞান লাভ করা যায়, অতএব **সুসুখম**। কিন্তু সুখসাধ্য বলেই এই বিদ্যার ফল কোনদিনই নষ্ট হয়না এজন্য **অব্যয়ম** বলা হয়েছে।

( মধুসূদন, শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

শুধু মন বুদ্ধি নিঃসন্দেহ হলেই হবে না। আত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভাবে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে হবে, শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তবেই এই বিদ্যা বা জ্ঞান **সুখসাধ্য** হবে। (শ্রীঅরবিন্দ)

**'অবগম'**—অর্থাৎ জ্ঞানগম্য হওয়া। **'প্রতক্ষাবগম'** অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষাবগম্য বলে। এই **রাজগুহ্য** জ্ঞান আত্মিক জ্ঞান হলেও মানুষের বিচার বুদ্ধির অধিগম্য। এটী অধিগত হলে তবে আত্মিক ধর্ম্মের অধিকার জন্মে। ( যোগানন্দ )

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যান্ত সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, সৃষ্টিতত্ত্ব-জন্মমৃত্যু-রহস্য অব্যক্ত ইত্যাদি বলে এখানে একেবারে নিজের স্বরূপের বিশেষ গোপন রহস্য সকল, গহীন তত্ত্ব সকল বলে যাচ্ছেন -এসব তত্ত্ব যেমন গোপনীয় অর্থাৎ অভক্তের কাছ থেকে রহস্যাবৃত রাখার মত তেমনি সর্ব্ববিদ্যা বা তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এজন্যই এই বিদ্যা বা তত্ত্বকে **'রাজবিদ্যা' 'রাজগুহ্য'** বলা হয়েছে। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতার বাণীর সঙ্গে আমরা অন্যান্য শাস্ত্রে মিল দেখতে পাই। 'পবিত্রমিদমুত্তমম্' কথার মত কথা আমরা বিষ্ণুপুরাণেও পাই ঃ

'অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম।
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।"

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিতে অতিশয় আসক্ত আত্মাও জন্মজন্মান্তরের পাপ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে।

অনুরূপ কথা ভাগবতে পাই—

'যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥

অর্থাৎ সামান্য অগ্নি যেমন ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে কাষ্ঠ-রাশি দগ্ধ করে তেমনি ভগবৎ ভক্তি লাভে যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ( ভাগবৎ ১১।১৪।১৯ )

'প্রত্যক্ষাবগমং' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দর কথা পাই—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ। ১১
প্রসদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥"

ভোজনরত ব্যক্তি যেমন ভক্ষণ মাত্রেই রসনার তৃপ্তি, উদর পূর্ত্তির তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত তৃপ্তি এককালেই লাভ করেন তেমনি শ্রীহরির ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণও প্রেমাভক্তি, পরমেশ্বরানুভব তৃপ্তি লাভ করেন ও গৃহ পরিজন ব্যাপারে নিরাসক্তি লাভ করেন।

( শ্রীমদ্ভাগবত-১২।২।৪২ )

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বহুবার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

'ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয়না? কামিনীকাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে' ( কথামৃত-৩।৩।৩ )

এই ধরণের অসংখ্য কথাই শ্রীঠাকুর বলেছেন তন্মধ্যে স্বামী

বিবেকানন্দের প্রশ্ন 'মশায় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? আপনি কি দেখেছেন?'

ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলেছেন, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ তাকে দেখা যায় এই ঠিক তোকে যেমন দেখছি তেমনি, আবার তোকে দেখাতেও পারি'। এই বলে স্বামীজীকে স্পর্শ করে দিলেন আর সমস্ত সৃষ্টি যেন ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে এই অনুভূতি স্বামীজীর হল আর তখন তাঁর প্রস্তুতি নাই চীৎকার করে উঠলেন, "ওগো তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ আছে মা আছে।"

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

হে পরন্তপ, অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ (এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা-রহিত) পুরুষাঃ (মানবগণ) মাম্ অপ্রাপ্য (আমাকে লাভ করতে পারে না) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (এবং মরণশীল সংসারে) নিবর্ত্তন্তে (বারংবার জন্মগ্রহণ করে);

হে পরন্তপ, আমার রাজবিদ্যা ধর্ম্মের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই সেরূপ মনতো আমাকে লাভ করতেই পারেনা বরং মৃত্যুময় জগৎ সংসারে বারংবার জন্মমৃত্যু বরণ করে। ৩

কিন্তু যারা অশ্রদ্ধাযুক্ত চিত্ত ধর্ম্মে ও ভগবৎ তত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাশূণ্য অর্থাৎ নাস্তিক তারা আসুরিক জীবনবেদ অর্থাৎ দেহেন্দ্রি-য়াদির সুখ সাচ্ছন্দকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। এরূপ ইন্দ্রিয়সুখ সর্ব্বস্ব পুরুষ পরমেশ্বরকে লাভ করতে পারে না কাজেই তারা মুক্তি লাভ কি করবে? তারা এই জন্মমৃত্যুযুক্ত সংসারে অনন্তকাল ধরে

যাতায়াত করে, এমন কি তারা নরক যন্ত্রণাও ভোগ করে ও তির্য্যকাদি জন্মগ্রহণ করে। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )

উপাসনাখ্য ধর্ম্মে বিশ্বাসযুক্ত আকৃতি বা শ্রদ্ধা যার নাই—বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ ফল নিঃশ্রেয়স স্বরূপ ভগবৎ প্রাপ্তি তার হয়না—কাজেই অসংখ্য জন্মান্তর গ্রহণ করে ও সংসার চক্রে নিষ্পেষিত হয় ( রামানুজ )।

আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম সুখকর; তবুও মানুষ সেই জ্ঞান লাভের জন্য কেন চেষ্টিত হয় না অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের নিরশনে ভগবান বলছেন, যারা বেদ বিরুদ্ধ, কুৎসিৎ, কার্য্যপরায়ণ ও অশ্রদ্ধাশীল, তাদের ভগবৎ বিমুখীনতাই অধর্ম্মাচরণের কারণ।

( শ্রীধর )

রাজবিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সুখসাধ্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মুক্তি প্রদানকারী জেনেও যারা শ্রদ্ধাবিহীন অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ কুযুক্তি প্রদর্শন করায় দূষিতচিত্ত হয় ও এই রাজবিদ্যা শ্রেষ্ঠ পথকে অগ্রাহ্য করে ও নিজের বুদ্ধি সহায়ে মনঃ কল্পিত কোন চেষ্টা যদিও বা করে তাতে পরমেশ্বর লাভ হয়না বরং সর্ব্বদা জন্মমৃত্যু চক্রে ভ্রমণ করে ও নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ( মধুসূদন )

এই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হলেও পাপ বাহুল্য হেতু দূষিত অন্তঃকরণ যাদের, তারা মোক্ষার্থ সাধন করতে পারেনা।

( কেশবভারতী, বলদেব )

অশ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ মৃত্যুকালে ঈশ্বর অনুধ্যান পূর্ব্বক দেহত্যাগ

করতে পারেনা বলে সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও দুঃখ ভোগ করে। ( দেবেন্দ্র বিজয় )

শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি কুতর্ক বশতঃ চরম সত্যকে অস্বীকার করে। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখতে পায়না বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে এইসত্য অনুসারে জীবনকে চালিত করেনা ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি ও করতে পারেনা। ভাগবত জীবন অমৃতত্ব লাভ কিছুই হয়না সুতরাং মৃত্যু ও ভ্রান্তির অধীনে বারবার জন্ম নিতে হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )

কোন কিছু লাভ করতে গেলে প্রথমেই চাই লভ্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্তিক্য বুদ্ধি, সামান্য বিদ্যাঅর্জ্জন করতে গিয়ে যদি শিক্ষকের জ্ঞানের ওপর আর শিক্ষনীয় বস্তু সম্বন্ধে যদি আদৌ আস্থা না থাকে তাহলে যেমন বিদ্যাশিক্ষাই হয়না, তেমনি ভগবানে আদৌ আস্তিক্য বুদ্ধিই যাদের নেই, তারা ভগবানকে কেমন করে পাবে বা লাভ করবে? আর ভগবানকে না লাভ করলে এই সংসারে ঘুরে ঘুরে আসতেই হবে কেননা এই জগৎ প্রপঞ্চকে জেনেতো মুক্তি লাভ হয়না। ( বেদচ্ছন্দা )

অশ্রদ্ধাশীল মানুষ ভোগের পঙ্কিলতায় নিমগ্ন, এরূপ মানুষেরাই কেবল ভগবানকে ডাকেনা ও সেজন্য বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও সংসারে নানা দুঃখ পায় এসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে ও আমরা বহু কথা পাই :—

'বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করেনা।

মুমুক্ষুজীব, যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে কেউ বা পারেনা।'

...বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ঐ কামিনী কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে?'

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করেনা যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারিনা, তাই বেড়া বাঁধছি। হয়তো সময় কাটেনা দেখে তাস খেলতে আরম্ভ করে।"

(কথামৃত ১।১।৬)

'যারা ঈশ্বর চিন্তা করে, বদ্ধজীব তাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেয়' (১।১২।৬)।

'যারা ঈশ্বরকে একবারও ডাকেনা তারা বদ্ধজীব।' (১।৩।৪)

**ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্‌ব্যক্তমূর্ত্তিনা।**
**মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥৪**

**অব্যক্তমূর্ত্তিনা** ময়া (অব্যক্ত স্বরূপ আমার দ্বারা) **ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং** (এই সমস্ত জগৎ ব্যেপে রয়েছে), **সর্ব্ব ভূতানি** (সমস্ত জীবই) **মৎস্থানি** (আমাতে অবস্থিত) **অহঞ্চ** (আমি কিন্তু) **তেষু** (সেই বিষয়ে) **ন অবস্থিতঃ** (স্থিত নই)।

আমি অব্যক্ত রূপে সারাবিশ্বে ব্যেপে আছি। সমস্ত জীব আমাতে আশ্রিত, কিন্তু সেই সমস্তের মধ্যে আমি অবস্থিত নই।৪

আমার পারমার্থিক সত্তা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ একান্তই অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তথাপি সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি স্বরূপ আমাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল ভূতেই অবস্থান করছে। সেইজন্য আমাতে অবস্থিত বলে ব্যবহারিক ভাবে কোন বস্তুই নিরাত্মক নয়। সমস্ত ভূত বর্গ বা বিশ্বচরাচর আমাতে অবস্থান করছে বলে মূঢ় ব্যক্তিগণ মনে করে, আমি সমুদায় ভূতমধ্যে অবস্থিত বা সংশ্লিষ্ট কিন্তু আমি আমার অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় সত্তায় কোন কিছুতে সংশ্লিষ্ট বা অবস্থিত নই। আমি আকাশেরও অন্তরতম ( সুতরাং অপরিচ্ছন্ন ) অর্থাৎ যে বস্তুর কোন সংসর্গ নাই, তা কখনও কোন আধারের আধেয় হতে পারে না। ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

আমি অব্যক্ত মূর্ত্তি ও অপ্রকাশ স্বরূপ, জগৎ আমাকর্ত্তৃক নিত্য পরিব্যপ্ত, নিয়মিত ও ধৃত রয়েছে। আমি বিশ্বের মধ্যে অন্তর্য্যামী-রূপে, জগতের নিয়ন্ত্রিরূপে, বিশ্বের সীমান্তে শোষিত্বরূপে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি এই সমস্ত জগতে আমি অবস্থিত নই অর্থাৎ জগতের স্থিতি আমার অধীন কিন্তু আমার স্থিতি জগতের অধীন নয়।

( রামানুজ )

আমি পরমার্থ সৎ অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং সেই আমারই শক্তিতে জগৎ সৎরূপে এবং স্ফুরণরূপে প্রতীয়মান হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই প্রতীতি হয়। রজ্জুরূপ বস্তু আছে বলেই তাতে

সর্পভ্রম 'সৎ' এর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ জগদ বিভ্রম অধিষ্ঠান-ভূত শুদ্ধচিৎস্বরূপ আমারই সত্তায় জগৎ সত্তাযুক্ত এবং আমারই স্ফুরণে জগৎ স্ফুরণযুক্ত বা প্রকাশশীল মনে হয়।

কিন্তু বাসুদেবনন্দন মানুষের দেহ কি করে আবার সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করতে পারেন এই আশঙ্কা যদি মনে আসে তার জন্য ভগবান নিজেই বলছেন, আমার যে অদ্বিতীয় চৈতন্য ও সদানন্দরূপ মূর্ত্তি যা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সেই রূপের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। আমারই সত্তায় জগৎ ব্যবহারিক ভাবে সৎ বলে প্রতীয়মান হলেও আত্যন্তিকে তার কোন সত্তা নেই। সেইহেতু পারমার্থিক ভাবে ভূতগণে আমি অবস্থিত নই, ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নয়—এই কারণেই আচার্য্য বেদান্ত দর্শনের অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন, যার ওপর অধ্যস্ত হয় সেই আরোপিত পদার্থের অনুমাত্রও দোষে বা গুণে সেই অধিষ্ঠানটা সংস্পৃষ্ট হয়না। ( মধুসূদন )

ভগবানই সকলের আধার কিন্তু ভগবানের কোন আধার নেই। ভগবানের স্থিতি প্রবৃত্তি অন্যের অধীন নয়। ( কেশবভারতী )

দৃশ্যমান সমস্ত জগতই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান। তাঁর অস্তিত্বহীনতায় কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকেনা তাই তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তিনি অব্যক্ত তাই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। বস্তু সকল তাঁর সত্তায় সত্তাবান হলেও বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান নন। কারণ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে কিন্তু তিনি নিত্য। বস্তু সকল তাঁকে অবলম্বনে অবস্থান করলেও তিনি বস্তু বিশেষকে অবলম্বন করে নাই, তিনি স্বপ্রকাশ। ( শ্রীধরস্বামী, কৃষ্ণানন্দ )

ঈশ্বর ভাবেই সমস্ত জীবভাব অস্তিত্বশীল কিন্তু ঈশ্বর ভাব কখনও জীবভাবকে আশ্রয় করে অস্তিত্ববান হয়না। ( যোগানন্দ )

গীতা এখানে রাজগুহ্য রহস্য বিবৃত করে যাচ্ছেন। এই রহস্য হচ্ছে যে ভগবান বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বকে প্রকট করেন কেমন করে? তার কারণ তিনি তাঁর নিজেরই যোগমায়ার দ্বারা এসব বিলাস করেন। আমাদের এই শান্ত জগৎ তাঁর অচিন্ত্যনীয় অনন্ত সত্তার কথা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তাই তিনি অব্যক্ত। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এই জগৎ প্রপঞ্চ সবই ঠাকুরের মধ্যে বিদ্ধৃত বা অবস্থিত রয়েছে কেননা তিনি ছাড়া তো আর থাকবার জায়গা নেই, তাছাড়া জীব জগৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ভগবৎ বস্তু ছাড়া আলাদা বস্তু বলে মনে হয়—কিন্তু তা তো নয়, ভগবৎতত্ত্ব ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্বও নেই। অব্যক্ত রূপে জগতের মধ্যে ব্যেপে আছেন অথচ পুরুষোত্তম তত্ত্ব জগতের মধ্যে নেই। এটী কি করে হতে পারে? উত্তরে বলা যায় সেই পুরুষোত্তম তত্ত্ব তো অচিন্ত্য তত্ত্ব—তাঁর পক্ষে সবই সম্ভবে। Logic এর উর্দ্ধের কথা All contradictions meet in Him. সগুণ বিভাবে সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে রয়েছেন আবার নির্গুন বিভাবে Trancen dental সত্তায় এ সবের উর্দ্ধে, মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে তাই জীবের সঙ্গে ভগবানের ভেদ ও অভেদত্ব দুইই বর্ণনা করে মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ প্রচার করলেন। গীতার এই মন্ত্রমুখেও সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশিত হল। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা আমরা অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই ঃ—

তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ।

নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ইতি।

ভাবার্থ—সেই তৎস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টি মুখে চেতন জড়, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত ইত্যাদি সবের মধ্যেই অনুপ্রবেশ করলেন।

সৃষ্টির আদিতে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁর থেকে জগৎ সৃষ্টি, তিনি নিজেই নিজেকে এরূপ করেছিলেন, সেজন্য তাঁকে সুকৃত বা স্বয়ং কর্ত্তা বলা হয়। (তৈত্তরীয়-উপ-২।৬, ২।৭)

ভগবান বা ঈশ্বরই সমস্ত সৃষ্টিতে ওতপ্রোত হযে আছেন এ সমন্ধে উপনিষদে পাই আরও বাণী—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ॥" অর্থাৎ সমস্ত জগৎ আমার ঈশিত্ব বা নিয়ন্তৃতা-সত্তায় আবৃত ও শাসিত।

(ঈশঃ উপ-১)

'ন চাহং তেম্ববস্থিত':—এ সম্বন্ধে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই:—

'স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতে ইতি, স্ব মহিম্নি।···স এব অধস্তাৎ স এবোপরিষ্ঠাৎ সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ, সঃ উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি।"

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই:—'অনেক জানার নাম অজ্ঞান—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্ব্ব-

ভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

'আবার আছে তিনি এক দুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত"
( কথামৃত-৪র্থ খণ্ড )।

'ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুইই'। ( কথামৃত-১।২।৪ )

ব্রহ্ম বিদ্যামায়া ও অবিদ্যমায়ার অতীত। এই জগতে বিদ্যা-মায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে, জ্ঞানভক্তি আছে, আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে, ভালও আছে মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত যেন প্রদীপ। প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা জাল করে, প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য্য শিষ্টের ওপর যেমন আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের ওপর তেমনি আলো দিচ্ছে, এই দেখনা সাপ যাকে কামড়ায় সেই মরে। সাপের মুখে সর্ব্বদা বিষ রয়েছে সেই মুখ দিয়ে সাপ সর্ব্বদা খাচ্ছে ঢোক গিলছে কিন্তু সাপ নিজে ত মরেনা, সেই রকম।
( কথাসার )

গীতায় অন্যত্র :—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং ২২।৮, ১৭।২, ৪৬।১৮, ৩৮।১১, ৭।৭, ২৯।৬।

ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ—৪২।১০, ২৭।১৪, ১৩।৭, ২৪।৭, ২৫।৭।

অব্যক্ত মূর্ত্তিনা—২০।৮।

**ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥**
**ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫**

মে ( আমার ) ঐশ্বরং ( ঐশ্বরিক বা দৈবী ) যোগং ( অসম্ভব

সম্ভব কারীশক্তি ) পশ্য ( দর্শন কর ) ভূতানি চ ( সৃষ্ট বস্তু সমুদয় ও আবার ) মৎস্থানি ( আমাতে অবস্থিত নয় ) মম আত্মা ( আমার সত্তা ) ভূতভৃৎ ( জীবজগতের বিদ্ধতি ) ভূতভাবনঃ চ ( প্রজাপালক বা জীবের পালন কর্ত্তা ) ভূতস্থঃ ন ( ভূতমধ্যে অবস্থিত নই )।

পুরুষোত্তমের ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। এই সৃষ্ট পদার্থ রাশি ও জীব সকলও আমাতে অবস্থান করছেন। অথচ আমি ( বা পুরুষোত্তম ) জীবের বা সমগ্র সৃষ্টির ধারক ও পালক। তথাপি ভূতগণে অবস্থান করি না ৫।

এই বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমার পারমার্থিক সংযোগ সেই অর্থাৎ যা সঙ্গরহিত তা আধেয় ভাবেও থাকতে পারেনা। এ কারণে ভূতগণ আমাতে অবস্থান করেনা, এটি বলা যেতে পারে। আবার আত্মা অসঙ্গ, সেই হেতু আমি প্রাণিগণকে ভরণ পোষণ করেও নির্গুণ বিভাব নিবন্ধন হেতু ভূতস্থ নই। কিন্তু এই যে সৃষ্টিও অসঙ্গ আমিও অসঙ্গ তথাপি সৃষ্টি কার্য্য আমারই কর্ত্তৃত্বাধীনে চলছে সেটা ঈশ্বর যোগের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। (শঙ্করাচার্য্য, অনন্দগিরি, হনুমান

আমি পরমার্থ স্বরূপে অসঙ্গ অদ্বিতীয় স্বরূপ। কিন্তু ঐশ্বর যোগ অর্থাৎ অঘটন-ঘটন-চাতুর্য্যসম্পন্ন মহতীমায়া প্রভাবে আমি ভূতবৎ অর্থাৎ উপাদান কারণরূপে ধারণ করে আছি বা পোষণ করছি এবং আমি ভূতভাবন অর্থাৎ সমস্ত ভূতসকলের স্রষ্টা। তরঙ্গায়িত জলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কম্পিত হলেও আকাশস্থিত সূর্য্য যেমন কম্পিত হয়না তদ্রূপ আমি ভূতগণের স্রষ্টা বা পালক হলেও অসঙ্গ।

( মধুসূদন )

জীব যেমন অহঙ্কার প্রভাবে এই দেহ ধারণ ও পালন করতে করতে তৎসংশ্লিষ্ট ভাবে বাসনাদ্বিগ্ধ হয়ে বন্ধনগ্রস্থ হয়ে দেহ মধ্যে বাস করে, আমি ভূতসমূহে তদ্রূপ ধারণ ও পালন করলেও ভূতমধ্যে আসক্ত বা তিষ্টমান নই, কেননা আমি অহঙ্কার বর্জ্জিত।

( শ্রীধরস্বামী )

আমার মনোময় সঙ্কল্পই ভূতগণের ভাবী পিতা ও নিয়ন্তা এবং তার থেকেই সর্ব্বভূতের স্থিতি, প্রবৃত্তি এবং উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। ঘট যেমন জলকে ধারণ করে, সেরকম আমার ভূতগণকে ধারকত্ব আমার সংকল্পজাত, এটী আমার ঐশ্বরিক যোগ। অন্যত্র এটী অসম্ভব এবং এই যোগও অসাধারণ। ( রামানুজ )

যার দ্বারা দুর্ঘট কার্য্যে যুক্ত হয় তা যোগ তা অচিন্ত্যশক্তি স্বরূপ। তা সত্য সঙ্কল্প লক্ষণ ধর্ম্ম। ( বলদেব )

অভেদে ভেদ বোধকারক যোগ সহায়ে আমি সৃষ্টি করি ও অসঙ্গ থাকি। ( বল্লভ )

পরমেশ্বর আমার অসাধারণ অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে—অন্যত্র অসম্ভব অঘটিত-ঘটনা-পটীয়সী সামর্থ্য। ( কেশব ভারতী )

ভগবান নির্ব্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম সেজন্য কোন কিছুরই আধার নন আবার কোন বস্তুতে অধিষ্ঠিতও নন এই রহস্যগহীন তত্ত্ব অবগত হতে গেলে স্থূলদৃষ্টি বর্জ্জন করে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভগবানের যোগৈশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করতে হবে। ( কৃষ্ণানন্দ )

আমিও ভূতগণে অবস্থিত নই, ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নয়,

অথচ আমি প্রজাপালক, প্রজাস্রষ্টা এ কেবল মাত্র ঈশ্বরীয় যোগ বা কর্ম্মকৌশল দ্বারাই সম্ভব। ( গিরীন্দ্র শেখর বসু )

সকলই ঈশ্বরময় এজন্য সকলই তাঁতে রয়েছে। আবার সাধারণ-ভাবে কর্ত্তা নন এবং অলিপ্ত সেজন্য জিবগণ তাঁতে নেই, এসবই ঈশ্বরের চমৎকার যোগবলেই সম্ভব। ( গান্ধীজী )

ভগবান দেশ কালের অতীত। সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, সংহার সব করেও তিনি এসবের উর্দ্ধে। এইটাই ভগবানের যোগমায়া, আমাদের অধ্যাত্ম চৈতন্যে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েই তাঁর সঙ্গে আমাদের যথার্থ সম্বন্ধে উপনীত হতে পারি। ( শ্রীঅরবিন্দ )

আমার স্বীয় মূল সত্তায় ভূতগণ বর্ত্তমান নাই, ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা হয়েও আমি তাঁদের মধ্যে অবস্থান করিনা।
( সন্তদাসজী )

'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য' যোগ, এই অধ্যায়ে এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন—এখানে বলছেন—ঐশী শক্তিতে ভূত সকল সৃষ্ট হচ্ছে, আমি ত্রিভুবনের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ, ভূতবর্গ, সমস্তের জন্মদাতা, পালন কর্ত্তা, ও বিদ্ধতি-কর্ত্তা। আমিই সব কিন্তু ভূতগণ আমাতে অবস্থান করছে না আবার আমিও ভূতগণে অবস্থান করছি না, এই বিপরীত কথা কি করে সম্ভব? উত্তর এই যে গীতোক্ত জীবে ও পুরুষোত্তমে ভেদ-অভেদ, অবস্থান, বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিপরীত সম্ভব হচ্ছে, তিনি যে অচিন্ত্য তত্ত্ব। সমস্ত ভূত মধ্যে, সৃষ্টি মধ্যে, তিনি অবস্থান করলেও তাঁর মধ্যে কেউ নেই, অর্থাৎ কারণরূপে তিনি সূক্ষ্মাকারে সর্ব্বজীব মধ্যে, বস্তু মধ্যে বিরাজিত।

জীব বা সৃষ্টি এখানে কার্য্য —কাজেই জীব বা সৃষ্ট পদার্থ কারণরূপে সূক্ষ্মে তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না আর তিনি আশ্রয়, জীব আশ্রিত, কাজেই তিনি তো জীবের আশ্রিত হতে পারেন না—জীবই তাহলে বড় হয়ে যায়। জীবের মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামীরূপে আছেন—জীব কি করে তাঁর মধ্যে অন্তর্য্যামী রূপে থাকবে? কাজেই সগুণ সত্তায় তিনি সকলের ধারক, পালক, স্রষ্টা, আশ্রয় স্থল, হলেও বিশ্বাতীত নির্গুণ সত্তায় জীব জগৎও তাঁতে অবস্থান করছে না।

( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা আমরা উপনিষদেও পাই ঃ—

"স এস নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি ॥"

যাঁকে নেতি নেতি বলা হয়েছে তিনিই এই আত্মা। ইনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রহনীয়, ইনি অক্ষয় অতএব ব্যথিতও হননা বিনষ্টও হননা। ( বৃহদারন্যক-উপ, ৩।৯।২৬ )

এই মন্ত্রের অনুরূপ বাণী আমরা পাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ঃ—

"যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তাঁর জগৎ আধার ॥
প্রকৃতি সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥"

( চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ )।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই :—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপিতদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ ॥

এইটীই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে ভগদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন প্রাকৃত বস্তুতে আসক্ত হয়না, তেমনি প্রকৃতির গুণময় ক্ষেত্রে অবস্থান করেও ঈশ্বর প্রকৃতির বশীভূত হন না অর্থাৎ ঈশ্বর মায়াপ্রভাবে বিলাস করলেও মায়ার সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত হন না। ( শ্রীমদ্ভাগবত-১।১১।৩৪ )

অনুরূপ কথা তন্ত্রে :—

ত্বমেব সূক্ষ্মাত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমহর্তি ॥

( মহানির্ব্বান তন্ত্র, চতুর্থোল্লাস, ১৫ )।

গীতায় অন্যত্র :—

**পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্** ১২।৭, ১৯।৫, ২৯।৯, ৬।৪, ৪।৮, ৩।১১, ৮।১১, ৯।১১, ১৬।১১, ৪৪।১১, ২৮।১৩, ২৯।১৩, ৮।১৫, ১৭।১৫, ৮।১৬, ২৪।১৬, ৬১।১৮, ৪৩।৮।

**যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোমহান্।**
**তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬**

যথা সর্ব্বত্রগঃ ( সর্ব্বত্র বিচরণশীল ) মহান্ বায়ুঃ ( বিশেষ শক্তি যুক্ত বায়ু ) নিত্যং ( সর্ব্বদা ) আকাশস্থিতঃ ( আকাশে অবস্থান করে ) তথা সর্ব্বানি ভূতানি ( সমস্ত ভূতগণ ) মৎস্থানি ( আমাতে অবস্থান করে ) ইতি অবধারয় ( এটা জানবে )।

যেমন সর্ব্বত্র প্রবাহশীল বাতাস বা মহান বায়ু আকাশে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত থাকে সেরূপ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ আমাতে অবস্থিত এটী জেনে রেখো।৬

পূর্ব্বশ্লোকগুলিতে যে সমস্ত কথা বলেছেন এখানে সেগুলিই বিশেষভাবে উদাহরণ দিয়ে বলছেন। বায়ু যেমন আকাশে থাকলেও আকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়না, সেইরকম সমস্ত জগৎ অবস্থিত থেকেও আমার সঙ্গে কোন রকমে সংশ্লিষ্ট নয়।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, ও হনুমান )

বিশ্বসৃষ্টির আধার হয়েও অসঙ্গ থাকা যায় সেটী জাগতিক উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন—বাতাস যেমন আকাশে অবস্থান করেও অসংশ্লিষ্ট থাকে। তদ্রূপ ভগবানের বিশ্বাতীত, সত্তা সর্ব্বদাই অসংশ্লিষ্ট। ( মধুসূদন )

বায়ু ও আকাশ উভয়ই নিরাবয়ব পদার্থ এদের যেমন সংশ্লেষণের কোনই সম্ভবনা নাই, ভগবানের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। ( শ্রীধরস্বামী )

যাঁর ভয়ে সূর্য্য তাপ দেয়। মৃত্যু নিজ কাজে ব্যাপৃত হতে বাধ্য হয়। অগ্নি, চন্দ্র, ইত্যাদি ও নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত হয় সেই প্রভুর ইচ্ছাতেই জগৎ সৃষ্টি—কাজেই তাঁতে সবই সম্ভবে—তিনি জগতে থেকেও অসঙ্গ। ( বলদেব )

মেঘের উদয়, সমুদ্রের স্থিরতা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিকাশ ইত্যাদি সবই যাঁর আশ্চর্য্য মায়ার প্রভাবে সংঘটিত হচ্ছে তিনি অসংশ্লিষ্ট। ( রামানুজ )

সর্ব্বভূতের স্থিতি প্রবৃত্তি সবই মদাত্তয়ভূত এবং আমি নিজে অসংশ্লিষ্ট জানিও। ( কেশব ভারতী )

ভূত সমষ্টি চিরদিনই পরমাত্মাতে অবস্থিত তত্রাচ পরমাত্মা চিরদিনই নির্লিপ্ত। ( কৃষ্ণানন্দ )

পরম চৈতন্যে পৌঁছে সবই চৈতন্যময় দেখার আগে জাগতিক উপমাই বোঝার পক্ষে যথেষ্ঠ, তাই ভগবান বায়ু ও আকাশের উদাহরণ দিলেন। (আসলে তিনি এক ও বহু, অচল ও সচল আবার উভয়ের অতীত) ( শ্রীঅরবিন্দ )

সমস্ত ভূত সকল, বিরাট বিশ্ব সব কিছুই ভগবানে অবস্থান করেও কিরূপে অসংশ্লিষ্ট ভাবে থাকে সেই কথা এখানে সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বায়ু সর্ব্বত্রই রয়েছে আকাশেও রয়েছে কিন্তু আকাশে আর বায়ুতে কোন সংযোগ কোথাও নেই। সেই রকম সমস্ত বিশ্ব তাঁর মধ্যে বিরাজ করলেও তিনি তাঁর অনন্ত সত্তায় সব কিছু Trancend করে বিরাজ করছেন। এও উপলব্ধি করা খুব কঠিন। তাঁর—সগুণ সত্তায় সমস্ত জীব তাঁতে অবস্থান করলেও নির্গুণ সত্তায় তিনি সব কিছু অতিক্রম করে Trancend করে আকাশের মত অবস্থান করেন। ( বেদচ্ছন্দা )

পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র আবার সর্ব্ব অতিরিক্ত এ সমন্ধে আমরা পাই উপনিষদ মুখে ঃ—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

( ঈশ, উপ-৫ )।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সব করেও তিনি নির্লিপ্ত, গীতার এই মন্ত্রের মত অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখেও পাই ঃ--

"আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নেই, যেমন অগ্নির কোন রঙ নেই। শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যে রঙ ফেলে দেবে—লাল, কাল, সাদা, আগুণ সেই রঙই দেখাবে। ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।" ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার )

**সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।**
**কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭**

হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে ( প্রলয় কালে ) সর্ব্বানি ভূতানি ( সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ) মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি ( আমার প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ) পুনঃ কল্পাদৌ ( সৃষ্টির আদিতে আবার ) অহং ( আমি ) তানি বিসৃজামি ( সেই সমস্ত বস্তু আবার নতুন করে সৃষ্টি করি )।

হে কুন্তী নন্দন, প্রলয়ে ( কল্পক্ষয়ে ) সমস্ত বিশ্বচরাচর আমার অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়—এবং কল্পের আরম্ভে ( অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির আদিতে ) পুনরায় ঐ সকল বস্তু সৃজন করি।৭

বায়ু যেমন আকাশে অবস্থান করে তেমনি সকল ভূতবর্গ সৃষ্টি কালে আমাতে অবস্থান করে, প্রলয় কালে আমারই ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার সেই সৃষ্টিকালে আমি পূর্ব্ববৎ সৃজন করি। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

সংকল্প প্রভাবেই যাবতীয় ভূতবর্গের সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয়

এই কথাই এখানে বলেছেন। কল্পক্ষয় কালে অর্থাৎ ব্রহ্মার অবসান কালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহ অব্যক্ত প্রকৃতিতে গমন করে।

( রামানুজ ও বলদেব )

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সবই ভগবান নিজে—যোগমায়ার প্রভাবে সাধিত করেন এবং নিজে অসঙ্গ থাকেন। ( শ্রীধর )

ব্রহ্মই উপাধি রহিত। বিশ্বচরাচর সবই ব্রহ্মের উপাধি বা মায়া। প্রলয়ে বিশ্বজগৎ সংস্কার মাত্ররূপে একতা প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি সাগরে মগ্ন থাকে। সৃষ্টিকালে সেই প্রসুপ্ত ভূত পদার্থ থেকে আবার নূতন রূপে সৃষ্টি হয়। ( নীলকণ্ঠ )

কল্পিত মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চ স্থিতিকালেও পরমাত্মার সঙ্গে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট হয় না। প্রলয় কালেও তদ্রূপ। স্ব স্ব কারণ-ভূত ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াতে প্রলীন হয় এবং সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে বীজাকারে সুপ্ত সৃষ্টিকে পুনঃ প্রকাশিত করেন।

( মধুসূদন )

ভগবান বৈষ্ণবী মায়া প্রভাবেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন।

( হনুমান )

জীব জগৎ ভগবানের দিব্য প্রকৃতির অংশ, সৃষ্টিমুখে এক একবার এক এক রূপ গ্রহণ করে এবং কল্প শেষে প্রকৃতির ক্রিয়া বন্ধ হলে নিশ্চল নীরবতায় ফিরে আসে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবানের সংকল্পেই সৃষ্টি এবং সংকল্প অবসানেই কল্পান্তে প্রলয়।

( যোগানন্দ )

এখানে ভগবান যে প্রকৃতির কথা বললেন সেই প্রকৃতিতে

প্রলয় কালে সব সৃষ্ট পদার্থ সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করে আবার সৃজনের সময়ে নিজের সংস্কার অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে বা জন্ম-গ্রহণ করে। ভগবানের সেই পরম ধামে আশ্রয় লাভ করলে তো মুক্তি লাভ হয়ে যেত, সমস্ত Individuality র অবসান ঘটত। 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' (৮ম—২১) কিন্তু সৃষ্টি অনাদি কাল থেকে চক্রাকারে চলছে—ভগবানের যে অব্যক্ত প্রকৃতি এতেই প্রলয়কালে সর্ব্বভূত সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান করেন। সৃষ্টিমুখে 'যথা পূর্ব্বম অকল্পয়ৎ' পূর্ব্ববৎ সংস্কারনুযায়ী জন্মলাভ করে। বর্দ্ধিত হয়—বিলসিত হয়—আবার লয় হয়। (বেদচ্ছন্দা)।

অনুরূপ কথা অন্যান্য শাস্ত্র মুখেও পাই ঃ—

"আসীদিদন্তমোভূতম প্রজ্ঞাতম লক্ষণম্।
অপ্রত্যর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

এই সৃষ্টি তমোরূপে নিদ্রিত ছিল, ভগবান স্বেচ্ছায় সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত ভাবাস্থিত মহাভূত ও মহদাদি তত্ত্ব সমূহকে স্থূলরূপে প্রকাশ করলেন।

মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়। (৫-৭)

যথা উপনিষদে পাই ঃ—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।

যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

মাকড়সা যেরূপ সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যদ্রূপ ওষধি সমূহ জাত হয়, পুরুষ শরীর থেকে যেমন লোম কেশ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তেমনি অক্ষর থেকেই এই সৃষ্টির উদ্ভব।

( মুণ্ডকো, উপ-১।১।৭ )।

**প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।**
**ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতেবশাৎ ॥৮**

স্বাং প্রকৃতিং ( নিজের প্রকৃতিকে ) অবষ্টভ্য ( অধীনে রেখে ) প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং ( প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কার বশে অবিদ্যা যুক্ত হয়ে ) ইমং কৃৎস্নং ( এই সমগ্র ) ভূতগ্রামং ( সৃষ্ট জীব ও জগৎকে ) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি ( সৃজন করি )।

আমি নিজ প্রকৃতিকে নিজের অধীনে রেখে স্ব স্ব পূর্ব্ব সংস্কার প্রভাব অনুযায়ী জন্ম মৃত্যুশীল জীব জগৎকে বারংবার সৃষ্টি করি।৮

এই অবিদ্যালক্ষণ প্রকৃতিকে বশীভূত ক'রে বারবার ভূতসমস্তকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ ভূতসমূহ প্রকৃতির বশে বা স্বভাবের বশে অবশ হ'য়ে সৃষ্ট হয়। ( শঙ্করাচার্য্য, হনুমান )

এই সৃষ্টিকে কেউ বলেন ভগবানের ভোগের জন্য, কেউ বলেন বিলাসের জন্য, কিন্তু এসব ব্যাখ্যা করলে ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত ঘটে। ঈশ্বরের ভোগের জন্য সৃষ্টি বলা চলেনা, যেহেতু চেতন, অচেতন সৃষ্টি সবই তিনি নিজে, আবার এই সৃষ্টি মুক্তির জন্যও বলা চলেনা

যেহেতু তাঁর কোন বন্ধন নেই। আসলে এই সৃষ্টি তাঁর মায়া আর মায়ার কাজের কোন ব্যাখ্যা বা প্রয়োজন বোধ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়না। ঈশ্বর তাঁর অঘটন ঘটন পটীয়সী—মায়া সহায়ে নিজ প্রকৃতিকে অবিদ্যাদি আবরণ ও বিক্ষেপণ শক্তি প্রভাবে অবশ করে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন নিজ কল্পনা শক্তি বশে স্বপ্নসৃষ্টি করে ঠিক তেমনি। ( মধুসূদন )

ভগবান স্বীয় বিচিত্র গুণময়ী প্রকৃতিকে বশীভূত করে পুনঃ পুনঃ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্টির উদ্ভব সাধন করেন। ( রামানুজ )

প্রলয়কালে ভূত সমুদয় সূক্ষ্মাকারে যে অব্যক্তে লীন থাকে, ঈশ্বর তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই সেই অব্যক্ত থেকে বিবিধ নিয়মে সৃষ্টি করে থাকেন। প্রাচীন কর্ম্মই এই নিয়ামক অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্মজনিত স্বভাবের অনুগমন ক্রমেই এই সৃষ্টি ক্রিয়া সিদ্ধ হয়।

( বলদেব, আনন্দগিরি, নীলকণ্ঠ, শ্রীধর )

ভগবানের প্রপঞ্চ ক্রীড়া ইচ্ছাতেই এই সৃষ্টি হয়।

( বল্লভাচার্য্য )

জীব ও জগৎ সত্য। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ভূতগণ ব্রহ্মে স্থিত হয়েও স্থিত নন। ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ। এজন্য ভূতগণ ব্রহ্মে স্থিত হয়েও অসংশ্লিষ্ট। ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মত )

সমষ্টি প্রকৃতি পরমাত্মার সান্নিধ্যে অর্থাৎ তাঁর অধ্যক্ষতার সাহায্য নিয়ে ব্যষ্টি জৈব প্রকৃতির সূক্ষ্ম সংস্কার অনুসারেই বিভিন্ন ব্যষ্টিজীব

উৎপাদন করেন। জীবভাব তাদের স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারেই চালিত হয় বলে 'অবশং প্রকৃতের্বশাৎ' বলা হল। ( যোগানন্দ )

ভগবান তাঁর বিশ্বাতীত সত্তা থেকে তাঁর প্রকৃতির ওপর চাপ দিয়ে তন্মধ্যে যা কিছু অব্যক্ত অবস্থায় আছে সেই সবকে বারংবার বিকাশিত করেন এই সৃষ্টিকে। অজ্ঞান জীব অবশভাবে প্রকৃতির চক্রে আবর্ত্তিত হয়। একমাত্র ভাগবতী চৈতন্য লাভেই তাঁর মুক্তি লাভ হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এখানে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে গীতার সৃষ্টির পার্থক্য বেশ লক্ষ্য করা যায়, সাংখ্যে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে Automatic ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে—বৎস সান্নিধ্যে গাভীর দুগ্ধ ধারা উৎসারণের মত এই সৃষ্টি পুরুষ প্রকৃতির যোগে উৎসারিত হচ্ছে। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া কিন্তু গীতার প্রকৃতি চেতন, সৃষ্টিও এখানে Autometic ভাবে হচ্ছে না—সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং পুরুষোত্তম স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করে ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন। ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশ করে সৃষ্টি করেন কিন্তু জিবগণ প্রকৃতির প্রভাবে সংস্কারের প্রভাবে অবশ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ( বেদচ্ছন্দা )

ভূত সমষ্টি প্রলয়কালে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে প্রকৃতির নিজসত্তা স্ফুরণের সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ দেহ লাভ করে। স্বাপ্নিক পুরুষ যেমন কল্পনা শক্তির ফলে স্বপ্ন সৃষ্টি করে তদ্রূপ মায়ার স্বাভাবিক প্রভাবে জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়, পরমাত্মা তার সাক্ষি স্বরূপ। ( কৃষ্ণানন্দ )

সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখে পাই :—

'যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি, আর যখন ঐ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি'। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-৫।১৮।২ )

**ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।**
**উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯**

হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু ( সেই সব কর্ম্মে ) অসক্তং ( আসক্তিহীন ) উদাসীনবৎ আসীনম্ ( উদাসীর মত অবস্থিত ) মাং ( আমাকে ) তানি কর্ম্মানি ( সেই সব কাজ ) ন চ নিবধ্নন্তি ( বন্ধন করতে সক্ষম হয় না )।

হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সব বন্ধনে ফেলতে পারে না। কারণ আমি সেই সমস্ত কর্ম্মে জড়িয়ে পড়ি না, মোহগ্রস্থ হইনা, উদাসীনের মত অবস্থান করি।৯

আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন বন্ধন নেই। ( শ্রীধর ও কেশবাচার্য্য )

পরমেশ্বর যদি সৎ অসৎ নানা প্রকার ভূত সৃষ্টি করেন তাহলে প্রাণীসৃষ্টির নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর বন্ধন সৃষ্টিও হতে পারে এই প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকতে পারে সেই ভেবে ভগবান নিজেই বলছেন, সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম ভগবানের বন্ধনের কারণ হতে পারেনা যেহেতু ভগবান উদাসীনবৎ আসীন থাকেন। তাঁর ফলাসঙ্গ-রাহিত্য, কর্তৃত্বাভিমান রাহিত্য চিন্তা করে কেউ যদি অভিমানশূন্য হতে পারে তাহলে তারাও কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরিও মধুসূদন )

জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য আরোপিত হতে পারে না, কেননা তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ের অপেক্ষা করেই সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। সৃষ্ট জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা ক্রমেই এই বৈষম্যময় সৃষ্টি সংঘটিত হয় সুতরাং এ বিষয়ে ঈশ্বরের দোষ নেই, আকাশস্থিত মেঘ যেমন অকৃপণ ভাবে বর্ষিত হয় কিন্তু শষ্য গুলির বৈষম্য বিষয়ে বীজগত সামর্থ্যাদিই অসাধারণ কারণ সেইরূপ ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদির সৃষ্টির বিষয়ে সাধারণ কারণ। সেজন্য ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য ইত্যাদি দোষ দেওয়া যায় না। ( বলদেব ও রামানুজ )

আসক্তিরাহিত্য হেতু জগৎসৃষ্টিরূপ কর্ম্ম আমাকে অর্থাৎ স্রষ্টা ভগবানকে বন্ধনে ফেলতে পারে না। সেইকথা স্মরণে আসক্তি হীন হও বন্ধনমুক্ত হও। ( হনুমান )

বিশ্বপ্রকৃতি বা ঐশ্বরীয় শক্তি স্বভাবতই যাবতীয় সৃষ্টি, পালন সংহার ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি কল্পনা সহায়ে বা মায়াশক্তি সহায়ে প্রকৃতির ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম শক্তি সৃষ্টি করেন। সমষ্টি প্রকৃতির কর্ম্ম বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং ব্যষ্টির কর্ম্ম ব্যষ্টির প্রকৃতিতেই থাকে, পরমাত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। ( যোগানন্দ )

হে ধনঞ্জয়, ভগবানকে কি সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করতে পারে? কেননা উদাসীনবৎ অবস্থান করে দ্রষ্টা সাক্ষিরূপে তিনি এই সৃষ্টি কার্য করেন। উদাসীন হয়ে কর্ম্মের জন্য তিনি অনাসক্ত। তাছাড়া এই সৃষ্টির প্রতিটী অনুপরমাণু তাঁরই অংশ সম্ভূত, কাজেই সৃষ্টি-স্থিতি লয়—ভগবানের ইচ্ছায় হলেও তার কোন আসক্তি নেই—এই

সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সেগুলি অন্য কারো হবার ভয় নেই—হারিয়ে যাবার ভয় নেই—কাজেই নিজ নিজ বস্তু সম্বন্ধে মানুষের যে সব ভয়, যে সব আসক্তি থাকে ভগবানের ক্ষেত্রে সে সব নেই।

এই বাণীগুলি মনে মনে পাঠ করে অর্থাৎ সর্ব্বদা স্মরণ রেখে যতটা পারা যায় উদাসীনবৎ, অনাসক্ত হয়ে থাকার সাধনা রেখে যাওয়া, সম্পূর্ণ সিদ্ধি তো অসম্ভব তবুও সব কিছু কাজ কর্ম্ম, আত্মীয় স্বজন সবের মধ্যে থেকেও জড়িয়ে যেন না পড়ি—এই সাধনা রেখে যেতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

বিশ্বসৃষ্টি পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর সমস্ত সত্তা নিমগ্ন নয়, তাঁর বিশ্বাতীত সত্তায় তিনি ঐসব অতিক্রম করে আছেন, আর তাঁর কোন বাসনাও নাই কাজেই বন্ধন নেই। ( শ্রীধর ও কেশবাচার্য্য )

**ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।**
**হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥১০**

অধ্যক্ষেণ ময়া ( অধিষ্ঠাতা আমার দ্বারা ) প্রকৃতিঃ সচরাচরং ( স্থিতিশীল ও গতিশীল ) জগৎ সূয়তে ( জন্ম দেয় ) হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা ( এই কারণে ) জগৎ বিপরিবর্ত্ততে ( পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় বা পরিবর্ত্তিত হয় )।

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই বিশ্বসৃষ্টি প্রসব করে, এই জন্যই সৃষ্টি বার বার বিলসিত হয়ে থাকে। ১০

পরমেশ্বর সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ অবিক্রিয় বা বিকার রহিত আত্মা। তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিয়ামক বা নিয়ন্তা এবং অধ্যক্ষ। তাঁরই

অধ্যক্ষতায় ত্রিগুণময়ী মায়া চরাচর বিশ্বব্যাপারের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করেন। সেই অদ্বিতীয় দেবতা, সাক্ষিরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অন্তরাত্মা, সর্ব্বভূতের অধিবাস, সাক্ষি, চেতয়িতা, এবং অদ্বিতীয় দেবতা, কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, তিনি স্বয়ং কোন ফলভোগ করেন না। নিরুপাধিক হয়েও কেবলমাত্র চেতনরূপে সর্ব্বাধ্যক্ষতা করছেন। সেজন্য পরমেশ্বরের কোন দায়িত্ব নেই।

(শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি)

ভগবান কেবল দ্রষ্টাভাবে, অধিষ্ঠাতারূপে অবিক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন ও সমস্ত বিশ্বচরাচরে অধ্যক্ষতা কি করে করেন বোঝা খুব কঠিন। এইটীই ঐশ্বরযোগ। (মধুসূদন)

ব্রহ্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলে জগতের নিমিত্ত কারণ। সন্নিধি-মাত্রই ভগবানের অধিষ্ঠাতৃত্ব। (শ্রীধর স্বামী)

সত্য সঙ্কল্প ভগবানের অধ্যক্ষতা দ্বারা জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মানুসারে প্রকৃতির যে বিপরিণাম হয়, এর কারণ তার ঈক্ষণ বা কল্পনা। (বলদেব)

প্রকৃতি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল বলে প্রকৃতি-প্রসূত জগৎ ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অধ্যক্ষ অর্থাৎ অধি + অক্ষ, একের কর্ম অন্যের পর্য্য-বেক্ষণ বা অনুদর্শনের নাম অধ্যক্ষতা। ঈশ্বরই প্রকৃতির নিয়ন্তা।

(যোগানন্দ)

ভগবান ও বিশ্বচরাচরের আবর্ত্তন অনুসরণ করেন, কিন্তু জীবের মত অবশভাবে নয়, প্রকৃতির কার্য্য শুধু অধ্যক্ষরূপে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং প্রকৃতির দ্বারাই জগৎ চরাচর সৃষ্টি করান। (শ্রীঅরবিন্দ)

সাংখ্যের প্রকৃতির মত গীতার প্রকৃতি জড়া নয় আর সাংখ্যের সৃষ্টির মত গীতার সৃষ্টিতত্ত্বও Automatic ভাবেও হয়নি। ভগবান সবের প্রতিষ্ঠাতা এবং সবের অধ্যক্ষ। একই মুহূর্তে চরম শক্তিশালী, ব্যক্তিত্বশালী, অথচ উদাসীন অনাসক্ত। ষড়দর্শনের সঙ্গে গীতার তত্ত্বে কিছু কিছু মিল থাকলেও ষড়দর্শনেরও অনেক উর্দ্ধের কথা গীতায় বলেছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতার এই প্রকৃতি যেন Philo বর্ণিত Logos. For Philo, God is far above everything in the world. There are many powers or Spirits radiating from God. One of these powers he calls Logos which creates the Uuiverse. This Logos works on matter and creates everything. Everything in the world is a copy of an idea in the mind of God. কাজেই গীতামুখে ওই যে বললেন আমারই ইচ্ছায় বা অধ্যক্ষতা বশতঃ পরা ও অপরা প্রকৃতিই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করছে ঠিক ওই Philo-র Logos যেমন ভগবানের একটি বিশেষ শক্তি জড় জগৎ ও মনোজগৎ তাঁর তেমন সৃষ্টি। ( বেদচ্ছন্দা )

এ সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রে ও আমরা পাই :—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে

অবস্থিত ; তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা। তিনিই কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থান, সর্ব্বসাক্ষি চেতয়িতা ও উপাধিহীন ও নির্গুণ। ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১১ )

গীতায় অন্যত্র :—

জগদ্বিপরিবর্ত্ততে—৩।৪৪, ৪।১৪, ১৪।৭, ৬।৭

**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।**
**পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১**

মূঢ়াঃ ( বিবেকহীন ব্যক্তিরা ) ভূতমহেশ্বরং ( সর্ব্বজীবের মহেশ্বর ) মম পরম্ ভাবম্ ( আমার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ) অজানন্তঃ ( না জেনে ) মানুষীং তনুং আশ্রিতং ( মানুষের শরীরধারী ) মাং ( আমাকে ) অবজানন্তি ( অবজ্ঞা করে )।

বিবেকহীন ব্যক্তিগণ সর্ব্বলোক মহেশ্বর পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বা স্বরূপ জানে না, সেজন্য তিনি যখন পৃথিবীতে আসেন মানুষ দেহধারী বলে লোকে তাঁকে অশ্রদ্ধা করে থাকে।১১

মূঢ়গণ ভগবানের নিত্যমুক্ত নিত্যবুদ্ধ সত্তার কথা জানে না। এবং তিনিই যে সর্ব্বভূত মহেশ্বর একথা তারা জানে না পরন্তু তিনি যখন লোক সম্বন্ধিনী মনুষ্যতনু আশ্রয় করেন তখন তাঁকে শুধুমাত্র মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে, এবং পরমাত্মাতত্ত্ব অপেক্ষাও অন্তরতম সেই তত্ত্বকে অবজ্ঞা করার জন্য বারংবার সংসারে অত্যন্ত অকিঞ্চন ও শোচনীয় দশায় পতিত হয়। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )

ভগবান ভূতমহেশ্বর, নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী, সত্য-

সঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, তথাপি মূঢ় ব্যক্তি ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণ, মানবোচিত ক্রিয়া কলাপ বুঝতে পারেনা, তাই তাঁকে তারা অবজ্ঞা করে। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় লীলা সৌকর্য্যার্থ মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও তাতে পরমেশ্বর লক্ষণ সমূহ পূর্ণভাবেই বিরাজ করে, দ্বিভুজ হলেও বিভুচৈতন্যত্ব, জগতের জন্মাদি হেতুত্ব অথবা পরেশত্ব তাঁতে থাকেই। শ্রুতিও ভগবানের অনাদি সিদ্ধত্ব মন্ত্র দ্বারা অঙ্গীকার করছে। ( বলদেব ও রামানুজ )

ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ লীলাকল্পে মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও তাঁর ঈশ্বরত্ব তো ঠিকই থাকে, মূঢ়ব্যক্তি এটী বুঝতে পারে না এবং অনাদর করে। ( শ্রীধর )

নিত্যবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব সাক্ষাৎ ঈশ্বর যে সেচ্ছায় মানুষ শরীর ধারণ করে জীবকে করুণা করেন ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন মূঢ়ব্যক্তিগণ এই লীলা রহস্য জানেনা, কাজেই তাঁর মনুষ্য শরীরকে অবমাননা করে, নিন্দা করে। ( মধুসূদন )

আগে আগে বললেন তিনি ভূত সকলের মধ্যে নাই আবার এখানে বলছেন তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করে বিলাস করেন। বস্তুত দুটীর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ভগবান বিশ্বাতীত সত্তায় সবের অতীত, এই জগৎ তো তাঁর প্রকৃতির ক্রিয়া কাজেই ভাগবতী প্রকৃতি ভগবান ছাড়া থাকতে পারে না তাই ভগবানকে আসতে হয়। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ যোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে এই সত্য স্বীকার করতেই হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যেহেতু তারা ঈশ্বরের সত্তা মানে না; তারা দেহস্থ অন্তর্য্যামীকে

জানতে পারেনা ও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলে জড়বাদী থেকে যায়। ( গান্ধীজী )

অনাদি পাপ বাহুল্য হেতু আমার স্বরূপাদি বিষয়ক জ্ঞান আবৃত থাকে বলে অবিবেকিগণ আমি সর্ব্বনিয়ন্তা লোকমহেশ্বর হয়েও ভক্তগণকে অনুগ্রহার্থে দেহধারণ করি ইত্যাদি বুঝতে পারে না, সেই কারণে আমাকে অবজ্ঞা করে। ( কেশবাচার্য্য )

জ্ঞানী সর্ব্বজীবমধ্যে ঈশ্বরকে দেখে কিন্তু অবিবেকিগণ না জেনে জীব সকলকে অনাদর করে। ( যোগানন্দ )

'মোহ' থেকে 'মূঢ়' অর্থাৎ বিবেকহীন সৎ-অসৎ বিচার শক্তির অভাবে মন মোহগ্রস্থ হয়, ঠিক মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় মন যেমন নতুন কোন চিন্তা করতে পারে না তেমনি মোহগ্রস্থ মানুষও ভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে পারে না। মনটা যেন একটা বাসনাদিগ্ধ Static অবস্থায় এসে যায়—পরন্তু মানুষ মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করে। তিনি সমস্ত সৃষ্টির আশ্রয় দাতা, জন্মদাতা, ধারক, পালক ইত্যাদি সবই ভুলে যায় : ( বেদচ্ছন্দা )

Mass mind হচ্ছে Surface mind, Fine Thinking, Super thinking, গান, কবিতা, দয়া ক্ষমা, পবিত্রতা এসব কথা হচ্ছে মানুষের Cortex অর্থাৎ Upper brain এর কথা—কিন্তু মানুষ সেই আদিম পশু যুগ থেকে যুগ যুগ ধরে চট করে রাগতে, মারতে, যুদ্ধ করতে, হিংসা করতে, ঘৃণা করতে শিখেছে। মানুষ বংশ পরম্পায় এগুলি Inherit করেছে, আর ক্ষমা, মৈত্রী, পবিত্রতা, গান, কবিতা, কর্ম ভাব বা অধ্যাত্মিকতা এসব বহু যুগ পরের Latter development

এর কথা তাই Mass mind ভগবানের অবতার স্বরূপ বুঝতে পারে না—মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করে। যুগে যুগেই এটি হয়েছে।

দুর্যোধন মহাদুর্মতি—কৃষ্ণ ভগবান দূত হয়ে গেছেন তখন বাঁধতে গেছে, চন্দ্ররা টাকার অহংকারে ঠাকুরকে ( রামকৃষ্ণদেবকে ) বুট জুতো মেরেছিল, ভগবান ঈশামসীকে ক্রুশবিদ্ধ করল য়ীহুদিরা, করুণাবতার যীশু তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন—তারা তো জানতো না যে জগৎ জুড়ে একদিন ঐ ভাবধারা ছড়িয়ে পড়বে, ভগবান ইশামশী সকলের পূজা পাবেন। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ বাণী আমরা চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি শাস্ত্রেও পাই :—

হ্লাদিন্য সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ
স্ববিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ"।

হ্লাদিনী ও সংবিৎশক্তিদ্বারা যুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ; আর জীব অজ্ঞানে আবৃত বিবিধ ক্লেশের আকর ( ভগবৎ সন্দর্ভধৃতং সর্বজ্ঞসূত্রম )।

চিদানন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য, চৈতন্যের বাণী ॥

( চৈতন্য চরিতামৃত, ৪৩৪ পৃঃ )

অবতারকে সাধারণ লোকে চিনতে পারেনা এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই :—

'অচিনে গাছ শুনেছ ? সে এক রকম গাছ আছে তাঁকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।' ( কথামৃত-৩।৫।২ )

'তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তারই সঙ্গে আবার চলে যায়—বাউলের দল; হঠাৎ এলো, নাচলে, গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল কেউ চিনলে না।' ( কথামৃত-৩।২৪।৩।২২ )

'ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে, একথা যে ওদের ইংরাজী লেখা পড়ার ভিতর নাই। পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত—কি বল? চৌদ্দপোয়ার ভিতর অনন্ত আসা।' ( কথামৃত-৩।১৭।৩ )

'রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, এ কথা বারোজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, হে রাম, তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।' ( কথামৃত-২।২।৩।১৯ )

'সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? ·····সকলে ধরতে পারে না কেউ সাধারণ মানুষভাবে কেউ সাধুভাবে, দুচারজন অবতার বলে ধরতে পারে।' ( কথামৃত-৩।১৪।৭ )

এই প্রসঙ্গে হীরেওয়ালা বাবুর গল্পটী খুব চমৎকার। হীরে হাতে দিয়ে চাকরকে বাবু বাজারে পাঠালে বেগুনওয়ালা নয়সের বেগুনের বেশী দিতে চায়নি, কাপড়ওয়ালা নয়শো টাকার বেশী দাম দিতে চায়নি, কিন্তু জহুরী একটু দেখেই একলাখ টাকা দিতে চেয়েছিল।

আমরা দক্ষিণেশ্বর লীলায় দেখি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেউ কেউ চিনেছে কেউ বা একঘরে করতে গিয়েছে সেই বাল্য-কালে। আবার দক্ষিণেশ্বর লীলায় কেউ বা এঁটো হাতে নাড়া

পান খেতে দিয়েছে, কেউবা জুতোর কাছে খেতে দিয়েছে--এ সবই ওই গীতার বাণীর মূর্ত্ত উদাহরণ। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

ভূতমহেশ্বর—২৩।১১, ১৮।১৩ লোকমহেশ্বর—২৯।৫, ৩।১০

**মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।**
**রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২**

মোঘাশাঃ ( নিস্ফল কামনাকারী ) মোঘকর্ম্মাণঃ ( বৃথা ফলাকাঙ্খী কর্ম্মী ) মোঘজ্ঞানাঃ ( বৃথা জ্ঞানীরা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ যাদের ব্যর্থ ) বিচেতসঃ ( চিন্তা শক্তি যাদের বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ) মোহিনীং ( বুদ্ধিনাশকারী ) রাক্ষসীঃ ( তমোগুণী ) আসুরীং চ ( এবং কামদম্ভ-ইত্যাদি ( প্রবল যাদের ) প্রকৃতিং শ্রিতাঃ ( নিজ প্রকৃতি অনুসারে )।

এই সব সৎ অসৎ বিচার বুদ্ধিহীন মানুষ তমোগুণ ও রজোগুণ স্বভাব বা সংস্কার বশে সকাম অভীষ্টপূরণকারী দেবতাকে শ্রদ্ধা করে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে।১২

যাঁরা পরমাত্মাকে বা ভগবানকে অবজ্ঞা করে তাদের সমস্ত আশা অভিলাষ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্ম্মরাজি সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের জ্ঞানও নিস্ফল হয়, তাদের বিচেতা বলা হয় অর্থাৎ সৎ অসৎ বিচার বুদ্ধি বা বিবেক বোধ থাকে না। এছাড়া অবনতি যাদের হয় তারা রাক্ষসগণের স্বভাবকে প্রাপ্ত হয়। এই রাক্ষসী প্রকৃতি লাভের ফলে

মোহিনী বা মোহকরী বুদ্ধি এসে যায় অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি আসে এবং তার ফলে পরস্বাপহরণ, পান, ভোজন—খুন, জখম, ধ্বংস ইত্যাদি সকল প্রকার ক্রুর কর্ম্মে প্রবল মতি হয়ে থাকে শ্রুতি মুখেও একথা বলা আছে। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

যারা সচ্চিদানন্দ ভগবৎ কলেবরকে সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহ বোধে অবজ্ঞা করে তাদের সমস্ত যাগযজ্ঞ আশা আকাঙ্খা সব ব্যর্থ হয়ে যায়, তারা যদি জ্ঞান লাভার্থে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন পরায়ণও হয় তাহলেও তাদের জ্ঞান সব ব্যর্থ হয়—কেননা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ ভগবৎ লীলাতে অপরিজ্ঞান জনিত পাপে তাদের বিবেকই নষ্ট হয়ে যায়, সেজন্য তারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে হিংসাদি বহুল তামসী কাম ও গর্ব্বাদি বহুল রাক্ষসী এবং বিবেক বিলোপকারিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নরক নির্ব্বাসার্হ ভাবে দিনপাত করে।

( বলদেব ও বিশ্বনাথ )

সেই সব ঈশ্বর নিন্দুক ও অবজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণ নরকবাসেরই যোগ্য হয়ে ওঠে। যারা ঈশ্বর বিমুখ তাদের কর্ম্মফল দান করবে কে? অতএব "মোঘাশা" অর্থাৎ সমস্ত আশা তাদের নষ্ট হয়। তাদের অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফলও পণ্ড হয় বলে তাদের "মোঘকর্ম্মাণঃ" বলা হয়েছে। তারা "বিচেতাঃ" অর্থাৎ বিবেকহীন হয়ে যায় এবং পরিশেষে আসুরী প্রকৃতি লাভ করে। তার ফলে অশাস্ত্রীয় মোহিনী প্রবৃত্তির উদয় হয়। কাম ক্রোধ ও লোভ নরকের দ্বার স্বরূপ, প্রবৃত্তির প্রেরণায় তারা সতত নরক যন্ত্রনাই ভোগ করে।

( মধুসূদন )

ঈশ্বর বিমুখ হওয়ায় তাদের জ্ঞান কুতর্কাশ্রিত ঈশ্বর অপ্রতিপাদক নিস্ফল হয়। (শ্রীধর স্বামী)

কর্ম্ম জড়, তার ফলদানে শক্তি নাই, ভগবানই কর্ম্মফলদাতা। যারা ভগবৎ বিমুখ তাদের কর্ম্ম বিফল। (কেশবাচার্য্য)

রাক্ষসী আসুরী দুটী আলাদা করে বলার অর্থ রাক্ষসী প্রকৃতিই তামসী প্রকৃতি, হিংসাদ্বেষ প্রধান। আর আসুরী প্রকৃতি রাজসিক এবং তা রাগ প্রধান। (হনু ও মধুসূদন)

ঈশ্বরদ্বেষিগণ পরম কারুণ্যাদি গুণের নিরোধকারী রাক্ষসী স্বভাব আর মোহকরী তামস স্বভাব লাভ করে। (রামানুজ)

যে জ্ঞান শুধু বাহ্যদৃশ্য দেখে কিন্তু ভেতরের সত্য দেখতে পায়না সেটী বৃথা জ্ঞান, নিত্যবস্তু লাভে চেষ্টিত নয় যে আশা এবং বহুবস্তুর পেছনে ধাবমান যে আশা সেটী বৃথা আশা। আর যে পরিশ্রমের লাভ শুধু লোকসান অর্জ্জনেই ব্যর্থ সেটীও বৃথা কর্ম্ম। ভগবানকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে ঠিক এমনি অবস্থাই লাভ হয়; জীবনটী বৃথাই হয়ে দাঁড়ায়। (শ্রীঅরবিন্দ)

রাক্ষসী প্রকৃতির লোক সর্ব্বদা হিংসা করে এবং আসুরী প্রকৃতির লোক কোন বিধি মানেনা—শাস্ত্র, গুরুবাক্য, উপদেশ ইত্যাদি কিছুই মানেনা। (যোগানন্দ)

মোঘম্—(মুহ্ + অন, ঘে) নিরর্থকম্। ইত্যমরঃ। হীনম—ইতি মেদিনী। কাজেই যে সকাম কর্ম্মী সৎ অসৎ বিচার শক্তির অভাবে ভগবানকে, অবতার পুরুষকে অবজ্ঞা করে, অশ্রদ্ধা করে, মুক্তিদাতা পরম শান্তির আশ্রয় স্থল বলে মানে না, সেই সকাম ব্যক্তির আশা

আকাঙ্খা নিরর্থক, পূজা, আরাধনা, নিরর্থক—এবং তাদের যে জ্ঞান সেও নিরর্থক। কেননা সকাম ব্যক্তির উদ্দেশ্য কামনা চরিতার্থ করা এবং তাদের অভীষ্ট দেব দেবীর প্রদত্ত ফলও ক্ষণস্থায়ী সেজন্য আরও নিরর্থক তাদের সব কিছু। আর 'মোঘম্' শব্দের 'হীনম্' অর্থ ও খুবই প্রযোজ্য যেহেতু ভগবৎ লাভ মুক্তি লাভ ছাড়া অন্য সমস্থ চাহিদা বা পাওয়া সবই হীণ। ( বেদচ্ছন্দা )

**রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীংশ্রিতাঃ**— আসুরী প্রকৃতির লোকেরা ভগবানকে চিনতে পারে না, মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার জন্য আসুরী প্রকৃতির লোকেরা ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সত্য-শাস্ত্র, সদাচার-শৌচ এ সব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকে না—এ কথা গীতামুখেই যোড়শ অধ্যায়ে নিজেই বলে গেছেন—কাজেই সেই প্রকৃতির লোকেরা ভগবানকে কেমন করে বুঝবে ? ( বেদচ্ছন্দা )

'রাক্ষসী ও আসুরী' ইত্যাদি প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতা ১৬শ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

**মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।**
**ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩**

হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ ( সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হয়ে ) মহাত্মানঃ তু ( মহৎ হৃদয় ব্যক্তি ) অনন্য মনসঃ ( অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে ) মাং ( আমাকে ) ভূতাদিম্ ( জগতের কারণ ) অব্যয়ং ( বিনাশ বিহীন ) জ্ঞাত্বা ( জেনে ) ভজন্তি ( আরাধনা করেন )।

হে পার্থ, সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ বা সাধক নিরন্তর একাগ্র চিত্ত

হয়ে আমাকে সর্ব্বজীবের কারণ এবং বিনাশ রহিত জেনে ভজনা করেন।১৩

কিন্তু যারা শ্রদ্ধাশীল এবং ভগবদভক্তিরূপ মুক্তিলাভে ইচ্ছুক, সেইসব মহান্ হৃদয় ব্যক্তিগণ দৈবী প্রকৃতির অর্থাৎ শম, দম, দয়া ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত এবং অনন্যচিত্ত হয়ে সর্ব্বভূতের আদিকারণ ঈশ্বরকে ভজনা করেন। ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

ভগবানে বিমুখ যারা তারা সর্ব্ব পুরুষার্থ ভ্রষ্ট কিন্তু ভগবৎ ভক্তগণ সুকৃতিশালী, 'তাঁরা কোন ক্ষুদ্র কামনায় অভিভূত হননা।' ভগবৎ ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুতেই তাঁরা আসক্ত নন এবং আমাকে বা ভগবানকে একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ জেনে অনন্যচিত্তে ভজনা করেন।

( শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন )

যাঁরা সুকৃতি পরায়ণ, তাঁরাই আমার স্বরূপ অর্থাৎ বাক্যমনের অতীত হয়েও পরম করুণা হেতু সাধুদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত জগতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, এই রহস্য অবগত হন এবং অনন্য মনে আমার ভজনা করেন। তাঁদের প্রীতি আমার প্রতি এত গভীর যে তারা আর কিছু চান না। ( রামানুজ )

সৎ প্রসঙ্গ দ্বারা যাঁদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে, মন উদারতা লাভ করেছে, তাঁরা আমার দেহকেও সহস্রশীর্ষাদিভাবে গ্রহণ ও অর্চ্চনা করেন—এতাদৃশ মহাত্মাগণ মানুষ্য হলেও দৈব প্রকৃতির মানুষ। এই দৈবী মানুষ একমাত্র আমাকেই নিশ্চয় করে অনন্য শরণ লয়।

( বলদেব ও কেশব )

ভগবৎ ভক্তগণ মানুষ হলেও দৈবস্বভাব প্রাপ্ত হন ও জ্ঞান কর্ম্মাদি

বা তজ্জনিত কোন কামনার দিকেই প্রলুব্ধ হননা। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সর্ব্বত্রই আমার উপস্থিতি বোঝেন এবং অনন্য ভক্তি সহায়ে আমার অর্চ্চনা করেন। ( বিশ্বনাথ )

আমিই যাঁর আত্মা—সেই মহাত্মা। ( বল্লভ )

মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিকী প্রকৃতির দৈবীমানুষও আছে। যাঁরা দিব্য জ্যোতি ও উদারতার দিকে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন তারাই ঠিক পথ ধরেছেন। দিব্য প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনা করতে হবে। মানুষ যত এই সাধনায় অগ্রগামী হতে পারবে ততই প্রকৃত সত্যপথ দেখতে পাবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

দৈবী স্বভাব আশ্রয় করলে সাধক বুঝতে পারে যে এক ঈশ্বর ব্যতীত জীবের আন্তরিক প্রার্থনার বিষয় এই বিশ্বে আর কিছুই নাই। ( যোগানন্দ )

আগের শ্লোকে ভগবৎ বিমুখী, অবতার তত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন ও অবজ্ঞা পরায়ণ আসুরী লোকেদের কথা বলে, এই শ্লোকে পুণ্যাত্মা, ভক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তদের বর্ণনা দিচ্ছেন।

শান্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, ক্ষমা, তেজ, সত্য, সংযম, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি ষড়বিংশতি দৈবীগুণের কথা ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান নিজেই বর্ণনা করেছেন এই সমস্ত গুণের অধিকারী বলে দৈবী মানুষের কাছে ভগবানের সত্তা ও শক্তি প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু মন বুদ্ধি তাদের অনাময় থাকে এবং 'সর্ব্ব-দ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে' বলে ভগবানের অবতার তত্ত্ব, লীলা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাদের কাছেই বেশী; এবং

তিনি প্রসন্ন হয়ে দৈবী গুণযুক্ত ভক্তকে কৃপা করেন, সেই কৃপার ফলেই দৈবী গুণযুক্ত ভক্তকে কৃপা করে অনন্য ভক্তি প্রদান করেন। সেই কৃপার ফলেই দৈবী গুণযুক্ত ভক্ত ভগবানের অবতারতত্ব তো জানেনই এবং সর্ব্বজীবের আশ্রয়, কারণ, ইত্যাদিও জানতে পারেন। ( বেদচ্ছন্দা )

দৈবী মানুষ বা ভক্তেরা ঈশ্বর বই আর কিছু চায়না, এ সম্বন্ধে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী মুখে পাই অনুরূপ কথা ঃ—'যাঁরা ঈশ্বর চিন্তা করে, যাদের বিষয় রস তেঁতো লাগে, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে যাবার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, তাদের স্বভাব হাঁসের মত।'

'শুদ্ধ ভক্ত আর কিছু চায়না, তার আর কিছু ভালো লাগে না, তাদের গতি কেবল ঈশ্বরের দিকে'। ( কথাসার )

'যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে সে শরীর টাকা গ্রাহ্য করে না'। ( কথামৃত—৩।৬।২ )

**সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।**
**নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪**

[ তাঁরা ] সততং মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ ( সর্ব্বদা ভগবানের নাম কীর্ত্তন সহায়ে ) যতন্তঃ ( সযত্নে ) দৃঢ়ব্রতাঃ চ ( কঠিন ব্রতাদি দ্বারা ) ভক্ত্যা চ নমস্যন্তঃ ( এবং ভক্তি যুক্ত হয়ে আমাকে প্রণাম করে ) নিত্যযুক্তাঃ ( নিত্য সমাহিত চিত্তে ) উপাসতে ( ভগবানকে ভজনা করে )।

তাঁরা যত্ন সহকারে কঠিন ব্রতধারী হয়ে ভক্তিযুক্তচিত্তে নিরন্তর

আমার অর্থাৎ ইষ্টের কীর্ত্তন এবং প্রণাম ও নমস্কার সহকারে নিত্য একাগ্রচিত্তে আমার ভজনা করেন।১৪

দৈবী প্রকৃতির মানুষ কিরূপে উপাসনা করে থাকে, এই দুটী শ্লোকে সে সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। তাঁরা সর্ব্বদা আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানের কীর্ত্তন করে থাকেন। এঁরা ইন্দ্রিয়রাজির প্রত্যাহার পূর্ব্বক দৃঢ়তা সহায়ে শম-দম-দয়া অহিংসা ইত্যাদি অভ্যাসে যত্নশীল হন এবং এইভাবে তাঁরা সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত হৃষীকেশের সেবা করেন। ( শঙ্করাচার্য্য ও কেশবাচার্য্য )

সর্ব্বদা অর্থাৎ শ্রবণাবস্থায় অথবা বেদান্ত শ্রবণ ও প্রণবজপ সহায়ে কীর্ত্তন করে দৈবী প্রকৃতির মানুষগণ পরমাত্মাকে সেবা করেন। ( আনন্দগিরি )

গুরু সান্নিধ্যে বেদান্ত বাক্য শ্রবণ ও বিচার দ্বারা ও অন্য সময় প্রণব জপ, উপনিষদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবানের কীর্ত্তন, দৈবী স্বভাব ব্যক্তির কাজ। এ ছাড়াও শ্রবণান্তর মনন পরায়ণ হয়ে এবং মননের ফলে বেদান্তবাক্যে নিঃসংশয় ভাবে স্থির নিশ্চয় হয়ে অর্থাৎ শম দমাদি সাধনযুক্ত হয়ে দৃঢ়ব্রত অবলম্বন—জ্ঞানপন্থী দৈবী মানুষের ধারা। দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বিজাতীয় প্রত্যয় দূরীভূত করে সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ মননান্তর নিদিধ্যাসন ন্যায়পরায়ণ হন, একটীই তাদের উপাসনা।

আর 'নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা' কথার মধ্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা, ভক্তির কথা এনেছেন। 'মাম্' অর্থে এখানে আমাকে অর্থাৎ যিনি সকলের ইষ্ট দেবতা এবং নিখিল কল্যাণগুণের আকর সেই

ভগবান বাসুদেবকে কায়মনবাক্যে নমস্কার জানানোর কথা এখানে বলেছেন—'চ' শব্দটীর প্রয়োগে বিষ্ণুর বন্দনার সঙ্গে নাম, শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এগুলি তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এটী বোঝাই যাচ্ছে। ভগবান বাসুদেব বা পরমাত্মনের প্রতিভূ গুরু সেবা পূজার কথাও এখানে এসে যায়।

( মধুসূদন ও শ্রীধরস্বামী )

দৈবী ভক্তগণ রাম কৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি আমার স্মরণ করেই আনন্দ কম্পিত দেহে আমার ভজনা করেন ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদিও করেন। ভক্তি ভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতও করেন এবং ভগবৎ স্বরূপ ও গুণাদি নির্দ্ধারণে যুক্ত হয়েও একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত পালন করেন। ( রামানুজ ও বলদেব )

কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে স্থান, কাল, পাত্র বিচার করতে হয়—ভগবৎ উপাসনা বা শ্রীহরির সেবা ব্যাপারে তাদৃশ কোন বিধিনিষেধ জানার প্রয়োজন নেই।

মদ্ভক্তগণ সাধুদের সঙ্গাদি সভাদি হতে কীর্ত্তনাদি সহকারে মদ্ভক্তি লাভার্থ প্রযত্ন করেন। তাঁরা ভক্তি লাভ করেও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাস করেন, এবং আলোচনাও করেন। এতবার নাম, এরূপ প্রণাম, এরূপ সেবা, অর্চ্চনা, ইত্যাকার কাজ অবশ্য করণীয় বোধে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে একাদশী প্রভৃতি ব্রতও তারা নিষ্ঠা সহকারে করে থাকেন। ( বিশ্বনাথ ও কেশবাচার্য্য )

লীলাস্বরূপ জ্ঞানে, শ্রীভাগবতে উপদিষ্ট ভগবৎ গুণগান করে আমার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। ( বল্লভ )

মহাত্মাগণ উপনিষদাদি বিচার ও শ্রবণ দ্বারা, প্রণবাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানের নাম গান করেন, কুটীল তর্ক পরিহার করেন, যথার্থ বিচার দ্বারা ও মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত হন। তাঁরা ভগবান সকলের একমাত্র বন্দনীয় বলে বর্ণনা করেন।

( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে যখন আমরা অবহিত হই, তখন আমাদের সমস্ত কথা বলা, চেষ্টা ইত্যাদি কার্য্য অর্থাৎ আমাদের সমগ্র জীবনই হয়ে ওঠে তখন উপাসনা। আমরা তখন অপরিমেয় ভক্তিতে আপ্লুত হই। এইটীই হচ্ছে পূর্ণভক্তির পন্থা, হৃদয়ের জ্ঞানযজ্ঞ সহায়ে পুরুষোত্তমে আত্মাহুতি। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার কিছু নেই এ মন্ত্র গুলি নিয়ে সাধনা করে যেতে হবে। ভগবানের জন্য সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন—গুণ কীর্ত্তন, ভজন, আকুল হয়ে নমস্কার, প্রণাম ও ভক্তি সহকারে নিত্য যুক্ত থাকার চেষ্টার কথা ভক্তদের জন্য বললেন, আর যোগীদের জন্য বললেন 'যতন্ত' অর্থাৎ যত্নশীল হতে বললেন ও তপস্বিগণের জন্য বললেন ভগবানের জন্য কঠিন ব্রত অবলম্বন করতে। আবার যদি ধরা যায় গীতার ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী ও তপস্বী একাধারে সব কিছুই, তাহলে কিছু কিছু সবই রাখতে হবে। আমরা যখন প্রণাম করবো তখন মনে মনে প্রার্থনাশীল হয়ে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করতে হবে। বৈষ্ণবদের মধ্যে রামদাস বাবাজী প্রতিটী বৃক্ষকে পর্য্যন্ত প্রণাম করতেন—কৃষ্ণের স্বরূপ বলে।

আমরা বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সাধনাবলীতে পুষ্টিভক্তির একটী বিভাগ পাই, পুষ্টিভক্তিতে নামকীর্ত্তন ইতাদি সহায়ে সাধনা করা সেবা করার কথা বলা হয়েছে। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই যথা ঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ
স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং
সখ্যমাত্মনিবেদনম ॥

বিষ্ণুর কথা বা নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণ পূজন, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তি দ্বারা পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ( ভাগবৎ ৭।৫।২৩ )

বিষেশ করে এযুগে কীর্ত্তন খুবই প্রয়োজন। ভাগবতেও পাই ঃ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা
গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব
সর্ব স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৩৬

( ভাগবৎ ১১।৫।৩৬ মন্ত্র )

ভক্তি মাহাত্ম্যতত্ত্ব উপনিষদেও আমরা পাই অনুরূপ মন্ত্র।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

যার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি এবং গুরুতেও তদ্রূপ ভক্তি থাকে, তাঁরই বুদ্ধিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয়।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"

ভগবানের অনন্যভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের প্রত্যক্ চেতন সাক্ষাৎ হয়।

অনুরূপ কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে—

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা॥

(মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ—২২৯ পৃঃ)

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

'সর্ব্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন, তার ধ্যানচিন্তা।' (কথামৃত—৫।৬।২)

'সর্ব্বদাই তাঁর নাম গুণগান, কীর্ত্তন, প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে? আর বিবেক, বৈরাগ্য, সংসার, অনিত্য, এই বোধ।' (কথামৃত—৫।৫।১)

'যাঁরা ভগবান বই জানে না তাঁরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই 'রাম' বা 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞান পথের লোকেরাও 'সোহং' জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে। সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিৎ.'

(কথামৃত—৪।১৫।৩)

গীতায় অন্যত্র ঃ—

মাং ভক্ত্যা উপাসতে— ৯।১০, ১৪।৮, ২২।৯, ১।১২, ২।১২, ১০।১০।

**জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।**
**একত্বেন পৃথক্তেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫**

অন্যে অপি চ ( অন্য কেউ কেউ ) জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ ( জ্ঞান যজ্ঞ সহায়ে ভজনা করে ) মাং উপাসতে ( আমাকে ভজনা করে ) [ কেউ ] একত্বেন ( অভেদরূপে ) [ অপর কেউ ] পৃথক্‌ত্বেন ( আলাদা ভাবে অর্থাৎ সখ্য, দাস্য, সন্তান ইত্যাদি ভাবযুক্ত হয়ে ) [ কোন কোন ভক্ত ] বিশ্বত্বোমুখং ( সর্ব্বাত্মক সর্ব্বানুস্যূত আমাকে ) বহুধা ( নানা রূপে ) উপাসতে ( অর্থাৎ পূজা বা ভজনা করেন )। কেউ কেউ অভেদভাবে, কেউ বা পৃথক ভাবে, অর্থাৎ দাস্য ভাব, সন্তান ইত্যাদি ভাবে, কোন কোন ভক্ত সর্ব্বগত আমাকে সর্ব্বাত্মা আমাকে নামাভাবে নানারূপে ( অর্থাৎ নানা দেবতারূপে ) পূজা করেন।

আর এক উপাসনা হচ্ছে জ্ঞান দ্বারা উপাসনা। ভগবৎ বিষয় জ্ঞানই যজ্ঞ—সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অর্চ্চনা করে ও অন্য সমস্ত উপাসনাদি পবিত্যাগ করে কোন কোন সাধক আমাকেই উপাসনা করেন। এই জ্ঞানের প্রকার ভেদ আছে। একমাত্র পরব্রহ্মই সৎ এইরূপ পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারাই বা জ্ঞান দ্বারা কেউ কেউ আমার উপাসনা করেন, কোন কোন সাধক আদিত্য চন্দ্রাদিতে নানারূপে অবস্থিত

ভগবৎ সত্তার উপাসনা করেন। আবার কোন কোন সাধক প্রতিটী পৃথক শক্তিযুক্ত বস্তুতে ভগবৎ সত্তার উপস্থিতি অনুভব করলেও সেই নানারূপের মধ্যে বিশ্বতোমুখ, সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ বিষ্ণুরই উপাসনা করেন। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনু )

ভগবান বাসুদেব নামরূপ ইত্যাদি বিভেদ নাই—তিনি সূক্ষ্ম চিৎ বস্তু। তিনি কেবলমাত্র সংকল্প সহায়তায় বিবিধরূপে বিভক্ত নামরূপ দ্বারা স্থূল, চিৎ, অচিৎ বস্তুরূপে দেব তির্য্যক, মনুষ্য, স্থাবরাদি বিচিত্র জগতে অধিষ্ঠান করছেন। এই অনুসন্ধান সহায়ে সাধক সেই বিশ্বতোমুখ এককে বা বিশ্ব প্রকারত্বরূপে অবস্থিত আমাকে —এক, পৃথক ও বহুরূপে উপাসনা করেন। পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনাদিরূপ জ্ঞানাখ্য যজ্ঞই এখানে জ্ঞানযজ্ঞ। ( রামানুজ ও বলদেব )

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি ব্যাপারে যাঁরা অসমর্থ তাঁরা উত্তম, মধ্যম ও মন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করেন। এই মন্ত্রে তাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

যাঁরা উত্তম, তারা সাধনা সহায়ে নিস্পৃহ হয়ে উপাস্য উপাস্যকের মধ্যে অভেদ দৃষ্টিতে জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। মধ্যম যারা, তারা উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদজ্ঞান রেখে উপাসনা করেন। আদিত্য, হিরণ্য ও প্রতীক উপাসনা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরাও কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞই করে থাকেন। আর যারা অধম সাধক একের উপাসনা বা প্রতীকের উপাসনায় অসমর্থ, তারা বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মাকে বহুপ্রকারে এবং বিভিন্ন দেবতারূপে উপাসনা করেন।

এইরূপে জ্ঞানের নিম্ন সাধনস্তর হতে ক্রমে উপরের স্তরে সাধক উত্থিত হন। ( মধুসূদন )

পতঞ্জল যোগদর্শন অনুসারে মহাত্মারা নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা, উপনিষদ মতাবলম্বিগণ ভগবান বাসুদেবই সব এই অভেদ জ্ঞান অবলম্বনে, আর প্রাকৃত জনগণ পরমেশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব এই বুদ্ধি অবলম্বন করে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, শ্রুত হচ্ছে, ভুক্ত হচ্ছে সবই তাঁতে অর্পিত হচ্ছে ইত্যাদি চিন্তা করে বহু প্রকারে বিশ্বতোমুখ ভগবানের উপাসনা করেন। ( নীলকণ্ঠ )

যিনি পরমেশ্বর বা বিষ্ণু তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। সূর্য্য, ইন্দ্র, সোম ইত্যাকার ভেদ, তার কাছে কিছু থাকে না, একমাত্র ভগবানের বিভূতি সমূহের যে উপাসনা তাই প্রতীকোপাসনা 'বিষ্ণুই সকল' এরূপ জ্ঞানে ভগবানের বিভূতির উপাসনাই বিশ্বরূপোপাসনা। ( বিশ্বনাথ )

গীতা এখানে যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলেছে তা কেবল অদ্বৈত অনির্দ্দেশ্য বিশ্বাতীত সত্তায় মনোনিবেশ করা না, তা হচ্ছে অনন্তকে অনন্তভাবে দেখা আবার সমস্ত সসীম বস্তুর মধ্যে দেখা, এটী সহজেই পরম প্রেম বা ভক্তিতে পরিণত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

কেউ অদ্বৈতরূপে কেউ বা দ্বৈতরূপে কেউবা বহুরূপে অবস্থিত আমাকে জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন। ( গান্ধীজী )

পূর্ব্বমন্ত্রে ভক্ত ভগবানে উপাসনা তত্ত্ব বলে এখানে জ্ঞানমার্গের উপাসনা সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞানের নাম একত্ব। আর ভেদ জ্ঞানের নাম পৃথকত্ব। আসলে জীবে ও ঈশ্বরে

উপাধিগত ভেদ থাকলেও স্বরূপগত ভেদ নাই। আত্মা এক জীবের মধ্যেও যিনি ঈশ্বরের মধ্যেও তিনি। ঈশ্বর রূপে জীবের উপাসক আর তার বিশুদ্ধাত্মা উপাস্য ইনি একই, ইনি কখনই দুই নয় বা বহু নয়। ( যোগানন্দ )

'জ্ঞান যোগেন চ' এই যে 'চ' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ব্যবহার করেছেন এতেই পূর্ব্বশ্লোকোক্ত কীর্ত্তনাদি উক্ত হয়েছে। ( কেশবভারতী )

গীতার ভগবান এই শ্লোকে বিভিন্নভাবের যে উপাসনার কথাগুলি বললেন সেই কথার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের Absolute Monism ও Pluralism এর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

'Pluralism' অর্থাৎ 'বহুত্ববাদ' এই মতবাদে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু তা বহুত্বযুক্ত—এক নয়। এই মতবাদের দুটী শাখা, প্রথম শাখা 'Materialistic Pluralism' Or Atomism'. এরা বলে, সৃষ্টির উদ্ভব স্ব স্ব প্রধান এটম বা জড় অনুপরমাণু সকলের আকস্মিক একত্র হওয়ার ফলে। চৈতন্য ও মন জড় থেকে উদ্ভূত। এই মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ।

আর একটী শাখা Spiritualistic Pluralism বা Monadsim বলে সমস্ত সৃষ্টি গঠিত হয়েছে কতকগুলি শক্তি কণা দ্বারা। এদের নাম Monad, এঁরা নিত্য, অনন্ত, পরিবর্ত্তনহীন, ধ্বংসহীন এঁদের স্বচ্ছতার তারতম্য অনুসারে নানা দ্রব্য গঠিত হচ্ছে। যথা জড় একেবারে অস্বচ্ছ, অজড়, প্রাণীবৃন্দ স্বচ্ছ, পূর্ণ স্বচ্ছতার প্রতীক Monad—যিনি ভগবৎ সত্তা। এরই নিয়ম বিধানে অন্য 'Monad' গুলি একই ছন্দে তাদের কাজ করে যাচ্ছে।

এখন ওই যে গীতার মন্ত্র মধ্যে বললেন 'বহুধা বিশ্বতোমুখম্' এই কথাটীর মধ্যে 'Pluralism' এর সমর্থন করলেন।

আর 'একত্বেন' কথার মধ্যে 'Monism' এর সমর্থনও করলেন। 'Monism' বলে, বিশ্বের পেছনে এক অদ্বয় সত্তাই বিদ্যমান এবং একমাত্র তিনিই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির সবকিছু কারণ এবং একমাত্র কারণ। তাঁর একত্বও সত্য, বহুত্বও সত্য। তিনিই এক, তিনিই বহু—

গীতা মতে সবই যজ্ঞ, এই বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্রই যজ্ঞ কার্য্য চলছে। সেজন্য জ্ঞানীর জ্ঞান, এও যজ্ঞ। জ্ঞানীরা জ্ঞানের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে জানে। "**মামুপাসতে**' অর্থাৎ সেই পুরুষোত্তমকেই জানে। এই যে সমস্ত মতের সমন্বয় হয়েছে, তা এই শ্লোকে '**একত্বেন**' '**পৃথকত্বেন**' শব্দার্থের দ্বারা বোঝা যায়। '**একত্বেন**' অর্থে কেবলাদ্বৈত শঙ্কর বেদান্তীদের বোঝায়, আর 'পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম' বলতে রামানুজ প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের বোঝায়। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর ইত্যাদি বৈষ্ণব সাধকগণের পঞ্চবিধ সাধনার কথাও ওই পৃথকত্বেন কথার মধ্যে সমর্থন পেয়েছে। আসল উদ্দেশ্য সব একই—মূলকথা ভগবৎ লাভ—তবে সাধনার পথ বিভিন্ন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন, "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।" সেজন্য পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই তাই

গীতামুখে ভগবান তৎকালীন প্রায় সব পদ্ধতি গুলিই বলে যাচ্ছেন।
( বেদচ্ছন্দা )

গীতা মুখে যেমন উদার বুদ্ধিতে সমস্ত রকম উপাসনার কথা বলেছেন, সব পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন, কথামৃত মুখেও তেমনি দেখি ঠাকুর সব পদ্ধতি গ্রহণ করছেন—

"ছাদে নানা উপায়ে উঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিড়ি, বাকা সিড়ি, আর শুধু একটা দড়ি দিয়াও উঠা যায়। তবে উঠবার সময় একটা ধরে উঠতে হয়—দু তিন রকম সিড়িতে পা দিলে উঠা যায়না।"

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি যে পথ দিয়া যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার জ্ঞান যোগ, কর্ম্ম যোগ, আর ভক্তি যোগ।" ( কথামৃত—১।১১।৪।১৬৪ )

"যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই এক ঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এক্‌কে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানারূপ।" ( কথামৃত—৪।১৫।১ )

গীতায় অন্যত্র :—

বিশ্বতোমুখ-১১।১১, ৬৩।১০, ১৫।৯, জ্ঞানযজ্ঞ-৩৩।৪, ২৮।৪, ৭০।১৮, জ্ঞান—৫৫।২, ৪।১০, একত্ব—৩।১৬, পৃথকত্বেন—২১।১৮।

**অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।**
**মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬**

অহম্ ( আমি ) ক্রতুঃ ( শ্রৌতযজ্ঞ বিশেষ ) অহং যজ্ঞঃ ( স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞ ) অহং স্বধা ( পিতৃ যজ্ঞ ) অহং ঔষধম্ ( অন্ন বা ভেষজ ) অহং মন্ত্রঃ অহং এব আজ্যম্ ( হোমের ঘি ) অহম অগ্নিঃ, অহং হুতম্ ( হোম )।

আমি ক্রতু, ও যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমি মন্ত্র, আমিই যজ্ঞাদির ঘৃতাদি, আমিই অগ্নি, আবার আমিই হোম।১৬

বহু সাধক বহু রকমে উপাসনা করেন কিন্তু সে সবই আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মনকেই উপাসনা করা হয়—সে কথা এখানে বলে যাচ্ছেন। আমি অর্থাৎ পরমাত্মন নিজেই বেদ বিহিত 'ক্রতু' নামক যজ্ঞ বা কর্ম বিশেষ, আমিই স্মৃতি শাস্ত্র বর্ণিত যজ্ঞ কর্ম্ম। আমিই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অর্পিত 'স্বধা' নামক অন্ন অথবা সকলে যে অন্ন গ্রহণ করে আমি সেই অন্ন। আমিই ব্যাধির শান্তির জন্য যে ভেষজ ব্যবহার হয় সেই ভেষজ অর্থাৎ 'ঔষধ'। আমি দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে আচরিত যজ্ঞের মন্ত্র। আর আমি সেই হোমের অগ্নি, আবার আমিই হোমাগ্নির উদ্দেশ্যে অর্পিত ঘি।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনু )

এখানে '**ঔষধ**' অর্থ ঔষধি সমুৎপন্ন অন্ন, যা সমস্ত প্রাণী আহার করে বাঁচে।

**সমস্ত শ্লোকটীর মূল অর্থই এই যে ঈশ্বরাতিরিক্ত ক্রিয়া, কারক ও ফল ইত্যাদি কিছুই নাই জগতের সমস্ত কিছুই ভগবানের বিভূতি** মাত্র। ( **মধুসূদন** )

এখানে ভগবান বলেছেন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞই কর অথবা বিশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর অথবা পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্নই দান কর অথবা প্রাণিগণকে অন্ন অথবা ঔষধই দান কর, আর স্বাহা মন্ত্রে হোমই কর, সে সবই আমি। বিশ্ব জগৎ আমার বিভূতি।

( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

আমিই উপাসনা ক্রিয়া, আমি দেবগণের হোমাদি ক্রিয়া, আমি পিতৃগণের অর্চ্চনা মন্ত্র, আমিই সমস্ত ভব রোগের ওষধি, আমিই হোমের অগ্নি ঘৃত মন্ত্রাদি সবই আমি। ( যোগানন্দ )

আমিই যজ্ঞের সঙ্কল্প, আমি যজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষগণের অবলম্বন, আমিই যজ্ঞের বনস্পতি, মন্ত্র অর্থাৎ আহুতি মন্ত্র, অগ্নি এবং হবন দ্রব্য সবই আমি। ( গান্ধীজী )

কর্ম্মের পথও ভক্তিপথে পরিণত হয় যদি আমরা আমাদের সঙ্কল্প ও কর্ম্মকে সেই এক পুরুষোত্তমে সমর্পণ করতে পারি। অন্তরের যজ্ঞই যজ্ঞ, সেখানে ভগবানই স্বয়ং যজ্ঞ, মন্ত্র, ক্রিয়া, উপকরণ সবই। ভগবান নিজেই যজ্ঞের অগ্নি অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে যে ভগবৎ মুখী সঙ্কল্প ঊর্দ্ধমুখী ইচ্ছা সেইটীই অগ্নি। আর বৈদিক যজ্ঞ হচ্ছে এই অন্তরের যজ্ঞেরই শক্তিশালী প্রতীক। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভারত চিরকাল ধর্ম্মের দেশ; ঋষির ভারত, ধ্যানের ভারত, ধর্ম্মের ভারত, যজ্ঞের ভারত, নৈতিকতার ভারত, কাজেই যজ্ঞ, মন্ত্র, বেদপাঠ হোম এসব এ দেশের নিজস্ব জিনিষ, নিজস্ব গরিমা। অন্য দেশের লোকেরা এ অর্থ ঠিক বুঝতে পারবে না—আবার বর্ত্তমানেও এ দেশের মানুষও যজ্ঞ, মন্ত্র, বেদ, অগ্নি ইত্যাদি সব ভুলতে বসেছে। কিন্তু

আগে এই বেদমন্ত্র অগ্নিযজ্ঞ ইত্যাদি প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমাপ্তয়ে পুরুষার্থম্···সবই লাভ হ'ত এই যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা—আজ তার সার্ব্বিক ব্যবহার কমে গেলেও এ সবের প্রত্যক্ষ ফল আজও বেশ দেখা যায়। আর সেই জন্যই ভগবান গীতা মুখে বলেছেন এ সমস্ত তিনিই হয়েছেন। এখন এ সব কথার বোধ সম্পূর্ণ না হলেও যতটা পারা যায় এই বাণী স্মরণ করে এসব কাজ করলে ফল হয় অনেক বেশী, জীবনটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায় সেই ভগবানের সঙ্গে, আর সব চেয়ে বড় কথা লাভ হয় 'পরম পদ' 'তদ্ধাম পরমং মম' ( ৮ম, ২১ শ্লো )। যজ্ঞ ও ক্রতু দুটী শব্দ দ্বারা স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ ও শ্রুতি শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দুটীই বুঝিয়েছেন। গীতায় ভগবান তৎকালীন সমস্ত শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলেছেন।

এ জগতের সবই তিনি এটী জেনে সাধনা করা ও উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রয়োজন। ( বেদচ্ছন্দা )

বৈদিক যুগে বিদ্যার্থী বালকগণ অথবা বালক ব্রহ্মচারিগণ প্রথমেই নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করতে পারত না, তাই বৈদিক আচার্য্যগণ ধাপে ধাপে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতেন। অনুরূপ কথা গীতামুখে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশ মন্ত্রেও বলেছেন। অগ্নি, ঘৃত, শ্রুবাদি, যজ্ঞপাত্র সবের মধ্যে ব্রহ্মচিন্তা করতে বলতেন তাঁরা। গীতামুখে ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তা করতে না বলে ভক্তির দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

পূজার উপকরণ, মন্ত্রাদি সবই তিনি—এই ধরণের বাণী আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

"তিনি শুধু অন্তরে নয়, অন্তরে বাহিরে। কালী ঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়। মা-ই সব হয়েছেন। প্রতিমা, আমি, কোশাকুশি, চৌকাট, মার্ব্বেল পাথর সব চিন্ময়,—এইটী সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা। সাধন ভজন—তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন।"

( কথাসার )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

মন্ত্র—২।৪. ৮।১০ দ্রষ্টব্য।

**পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।**
**বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥১৭**

অহম্ অস্য জগতঃ ( এই জগতের ) পিতা, মাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং ( একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু ) পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ ঋক ( ঋকবেদ, নাদ ব্রহ্ম বা অনাহত ধ্বনি ) সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদ)।

আমি এই বিশ্বের পিতা, মাতা, পিতামহ, বিধাতা ( ভাগ্য নিয়ন্তা) যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সবই আমি আমিই অনাহত ধ্বনি ওঙ্কার, আমিই ঋক সাম ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ যা কিছু পবিত্র বস্তু আমি।১৭

এছাড়া আমিই এই সৃষ্টির জনক জননী দুইই। আমিই ধাতা অর্থাৎ সর্ব্বজীবের কর্ম্মফল বিধাতা আবার পিতারও পিতা অর্থাৎ পিতামহ। আমিই সর্ব্ববেদের বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য এবং পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনি। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনু )

আমিই নিখিল প্রাণিগণের জনক এবং জনয়িত্রী ধাতা অর্থাৎ পোষণকর্ত্তা অথবা কর্ম্মফল বিধাতা, আমিই পিতামহ। 'বেদ্যম' অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু। আমিই 'পবিত্রম' অর্থাৎ যাঁর দ্বারা সকলে পূত হয় যেমন গঙ্গাস্নান ও গায়ত্রী জপ ইত্যাদি—এবং আমিই ওঁকার ব্রহ্মের প্রতিপাদ্য স্বরূপ। ঋক অর্থাৎ যার অক্ষর সংখ্যা এবং পাদ নিয়মবদ্ধ সেই ঋকবেদ। আবার এই ঋকের মধ্যে যেগুলি সঙ্গীত যোগ্য সেগুলিই সাম। এবং যার সংখ্যা, ছন্দ গীতিময় নয়—অনিয়মিত সেগুলি হচ্ছে যজুঃ বেদ। 'চ' শব্দটীতে অথর্ব্ব বেদেরও ইঙ্গিত দিলেন। ( মধুসূদন )

ধাতা শব্দে পিতামহ ছাড়া উৎপত্তির প্রয়োজক অন্যজন বা চেতনবস্তু বিশেষের ইঙ্গিত করা হয়েছে। ( রামানুজ, কেশব )

পবিত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধিকারণ ওঁকার। ( আনন্দগিরি )

আমিই জগতের পিতা, মাতা অর্থাৎ উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ আর আমিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পাপ-পুণ্যের ফলদাতা অতএব বিধাতা। আমিই পিতামহ অর্থাৎ মূল কারণ ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত। একমাত্র বেদ্য এবং আমাকে জানলে জীব শুদ্ধি লাভ করে অতএব আমিই পবিত্র স্বরূপ। আমিই সর্ব্ববেদের সার এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা ওঙ্কার স্বরূপ। ( কৃষ্ণানন্দ )

আমিই সমগ্র জগতের পালন কর্ত্তা, পোষণ কর্ত্তা, ধারণ কর্ত্তা এবং ব্রহ্মা, পালকগণেরও পালন কর্ত্তা এজন্য পিতামহ। আমিই বিশুদ্ধ জ্ঞেয় বা জ্ঞান ও প্রণব এবং চতুর্ব্বেদ। ( যোগানন্দ )

এখানে যে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে সেই যজ্ঞ--কর্ম্ম, ভক্তি ও

জ্ঞানের যজ্ঞ। যে ব্যক্তি এই ভাবে জানে, উপাসনা করে তার সব কাজ ও জীবনকে এক মহান আত্মনিবেদনে শাশ্বত পুরুষকে অর্পণ করে। তার কাছে ভগবানই সব। (শ্রীঅরবিন্দ)

এখানে একটা জিনিষ আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বললেন আমিই জগতের **পিতা**, তা হলে আবার **পিতামহ** বললেন কেন? তাহলে তার পিতামহ, তার পিতামহ—এসব বলে যেতেই হয় তার উত্তরে বলা যায় যে গীতা কবিতায় রচিত—সেই জন্য কাব্য সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য, ছন্দলালিত্য বাড়াবার জন্য এই পুনরাবৃত্তি, তাছাড়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে **পিতামহ** বলা হয়। (বেদচ্ছন্দা)

জগতের সৃষ্টি মুখে ভগবান নিজেই পিতা মাতা দুইরূপ গ্রহণ করেন। তিনিই আবার শাস্ত্রোক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা—পিতামহ। তিনিই বিশ্বের কর্ম্মফলদাতা তিনিই ঋক্, সাম, যজুঃ ইত্যাদি বেদের প্রতিপাদ্য ওঁকার স্বরূপ। যেখানে যা কিছু সবই তিনি।

(বেদচ্ছন্দা)

**গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।**
**প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮**

আমি গতিঃ, ভর্ত্তা (পোষণ কর্ত্তা) প্রভুঃ (বিধাতা) সাক্ষী (সৎ অসৎ কর্ম্মের দ্রষ্টা) নিধানং (বাসস্থান) শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (উপকারকারী) প্রভবঃ (সৃষ্টি কর্ত্তা) প্রলয়ঃ (লোকক্ষয়কারী মহাকাল) স্থানং (আধার) নিবাসঃ (প্রলয় স্থান) অব্যয় বীজং (অনাদি সৃষ্টি চক্রের বিনাশ রহিত সূক্ষ্মতম অংশ বীজস্বরূপ)।

আমি গতি, আমি ভরণ-পোষণ, কর্ত্তা, অর্থাৎ ( বিষ্ণু ) আমি প্রভু আমি সর্ব্ব জীব জগতের সৎ অসৎ কার্য্যের দ্রষ্টা, আমি স্থিতিস্থান, আমিই রক্ষক, আমি বন্ধু, আমি সৃষ্টি কর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা, আমি প্রলয় কালের স্থান এবং আমিই বিনাশ রহিত বীজ স্বরূপ।১৮

আমি জগতের 'গতি' অর্থাৎ কর্ম্মফল দাতা। আমিই 'ভর্ত্তা' অর্থাৎ পোষণকারী। আমিই জগতের প্রভু-স্বামী প্রাণিগণের নিবাস স্থান। আমিই জগতের সমস্ত আর্ত্তদের আর্ত্তিহরণ করি সেজন্য 'শরণ' বলা হয় আমাকে। আমিই প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ 'সুহৃদ'। আমিই জগতের উৎপত্তি স্থান ও প্রলয় স্থান। আমিই জগতের 'নিধান' অর্থাৎ কালান্তরে উপভোগ্য ফল সমূহ নিক্ষেপ করা যায় যে স্থানে সেই স্থান, আমি জগতের বীজ অর্থাৎ প্ররোহের কারণ কিন্তু এই প্ররোহের বীজও অব্যয় অক্ষয়। ( শঙ্করাচার্য্য )

আমি জগতের 'গতি' অর্থাৎ ইন্দ্রলোক প্রভৃতি প্রাপ্যস্থান। 'ভর্ত্তা' অর্থাৎ আধার। আমিই প্রভু বা শাসন কর্ত্তা। আমিই জীবের বাসস্থান সেজন্য 'নিবাস' বলা হয়। আমিই ইষ্ট প্রাপ্তির কারণ এবং অনিষ্ট নিবারক সেজন্য জীবের 'শরণ'। আমিই উৎপত্তি স্থান ও প্রলয় স্থান। ( রামানুজ )

গতি—মোক্ষাদি ফল। ভর্ত্তা—পোষণ কর্ত্তা। প্রভু—সর্ব্ব নিয়ন্তা। শরণ—রক্ষক। প্রলয়—সংহর্ত্তা। নিধান—লয়স্থান। আমি সৃষ্টির অব্যয় বীজ বিনাশরহিত আদি কারণ। ( শ্রীধর স্বামী )

আমি জগতের কর্ম্মফল, সুখ সাধনের প্রদাতা, স্বামী, জীবের শুভ ও অশুভ দ্রষ্টা, আধার, আশ্রিতগণের আর্ত্তিহরণকারী,

প্রত্যুপকারের আশা না করেই উপকারকারী, উৎপত্তি স্থান, বিনাশ স্থান—সবই আমি এবং আমি সৃষ্টির বীজ স্বরূপ কিন্তু ধান্যাদির মত বিনাশ শীল বীজ নই, আমি অনাদি ও অনন্ত বীজস্বরূপ। (মধুসূদন)

জীব সকল অক্ষর বীজ কারণ থেকে সৃষ্ট হয়ে—ঈশ্বর রূপ এই বিশ্বধামে সর্ব্বদা বাস করে ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করেন, পালন করেন, সর্ব্ব কর্ম্মের ও ভাবের সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন এবং ঈশ্বরই তাঁদের আশ্রয় দান করে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরেই তারা নিধন প্রাপ্ত হয়—অথবা অক্ষয় ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যায় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

(যোগানন্দ)

**গতিভর্ত্তা**—ভগবানই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ ও সৃষ্ট জীবের গতি—এটী তো ভগবান নিজ মুখেই গীতায় বহুস্থানে বলেছেন। সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি জ্যোতিষ্কের গতি ভগবানই স্বয়ং, তাই তাঁকে দার্শনিকগণ Unmoved mover বলেছেন, জীবের কর্ম্মফল অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণগতি ও চরম গতি মুক্তি দাতা হিসাবেও তিনি, তিনিই সর্ব্ব জীবের গতি। আবার তিনি এই সৃষ্টি করে চুপকরে বসে নেই, অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে বুদ্ধিজীবি মানুষ প্রত্যেকের মুখে প্রতিদিন তিনিই অন্ন বা আহার্য্য বস্তু জোগাচ্ছেন, নানাবিধ বিলাস উপকরণ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বস্তু জুগিয়ে দিয়ে তিনিই মানুষকে সভ্যতা বা সৃষ্টির চরম বিকাশ বলে তৈরী করেছেন—ব্রীহি, যবাদি, অন্নও তিনি হয়েছেন। তিনিই ভক্ষণ কর্ত্তা—তিনিই জঠরাগ্নিরূপে সব হজমও করছেন—ইত্যাদি থেকে তো আমরা বেশ বুঝি তিনিই আবার পালন কর্ত্তা বিষ্ণু।

**প্রভুঃ সাক্ষী**—এই জগৎ সৃষ্টি তো তাঁরই—কাজেই সব-কিছুর প্রভু বা মালিক, বিশ্বজগতের নিয়ন্তা, জীবের কর্মফল অনুসারে ভাগ্য নিয়ন্তা, কর্ম্মফল দাতা—সবই তিনি। আবার এই সমগ্র সৃষ্টি ও জীব জগতের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত কর্ম্মের নীরব সাক্ষী স্বরূপ। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, সৎ কর্ম্ম অসৎ অদিব্য কর্ম্ম সবেরই তিনি সাক্ষী স্বরূপ, তিনি ছাড়া আর কে আছে? উপনিষদেও তাঁকে দ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমন্তা বলে উপলব্ধি করার কথা পাওয়া যায়।

**নিবাসঃ—শরণং সুহৃৎ**—এই জগৎ সৃষ্টি সব কিছুই তাঁতে বিদ্ধৃত হয়ে আছে, কাজেই তিনি নিবাস ভূমি, আবার তিনিই রক্ষক অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গকেও তিনি বাঁচিয়ে রাখছেন, বিপদে রক্ষা করছেন, আবার পৃথিবীর আদিম ইতিহাসের দিন থেকে গুহামানবকে সেই বিরাটকায় হিংস্র জীবদের হাত থেকে রক্ষা করে আজকের সভ্য মানুষে পরিণত হতে তিনিই শিখিয়েছেন, দুঃখে, শোকে, প্লাবন, মহামারীতে—রাত্রির অন্ধকারে, ঝড়ে, তুফানে, অতি বড় বিপদের মুখে, তিনিই সকলকে রক্ষা করে যাচ্ছেন, একথা পৃথিবীর বড় বড় মহাদেশের সভ্য মানুষেরাও অন্তরের অন্তরস্থল থেকে স্বীকার করতে বাধ্য। অতি বড় সভ্য, অতি বড় শক্তিশালী দেশও যখন ঝড়ে, সমুদ্রে, বিপদে পড়ে বা যুদ্ধ যাত্রায় হারতে বসে, তখন কেন তারা আর কারোকে শরণ না করে, 'Save our soul' 'save our soul' বলে? কেন ভগবানকে বুক নিঙরে ডাকে? ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলেই তো সব যুগের সব মানুষ তাঁকে ডাকে।

আর সুহৃৎ তো তিনি বটেনই। 'সু-শোভনং হৃদয় যস্য'-অর্থাৎ যিনি

প্রত্যুপকারের আশা না রেখেই সকলের উপকার করেন। একথাও খুব সত্যি। ভগবান মানুষের উপকার করেন তাতে প্রতিদানের কোন আশাই থাকে না, তাঁর প্রতি উপকার করবার সাধ্য কার আছে—এই জগৎ সৃষ্টি সবই তো তাঁর—'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ' তৃতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ মন্ত্রে তো একথা আগেই বলে দিয়েছেন।—

**প্রভবঃ প্রলয়স্থানং**—তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁর বিলাসের জন্যই এই জগৎ—একথা বহুবার গীতামুখে বলেছেন, তথাপি তিনি মহাকাল, সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকাল, তাঁর ইচ্ছা মাত্রেই সৃষ্টি আর তাঁরই ইচ্ছামাত্রেই প্রলয়—গীতা মুখেই ভগবান অন্যত্র বলেছেন—একাদশ অধ্যায়ে।

'কালোঽস্মি-লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি তাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ১১।৩২

কাজেই ইচ্ছাময়ের বিচার কে করবে? তিনি নিজেকেই সৃষ্টি করেছেন নিজেকেই ধ্বংস করেছেন।--

দার্শনিক জেম্‌স্ প্রভৃতি পাশ্চাত্তা চিন্তাশিলগণের কথাও গীতার অনুরূপ, তাঁরা বলেন—God is the source and the end of all, He is spirit with intelligence and will. He is personal, the creator, sustainer and the governor of the cosmos, as creator He transcends the world. But He is not transcendental absolutely.

নিধানং বীজমব্যয়ম্—অনাদি সৃষ্টিচক্র পরিচালনার জন্য তিনি সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। প্রলয়ের পর সৃষ্টি বীজাকারে অব্যক্ত তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। একথা গীতামুখে ভগবান নিজেই বলেছেন ঃ—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮

ভগবান বা পুরুষোত্তম্ নিজে সমস্ত সৃষ্টির গতি, ভরণকর্ত্তা, ঈশ্বর, সমস্ত জীবের সুহৃদ আবার তিনি জগতের স্রষ্টা হলেও ধ্বংস কর্ত্তাও তিনি। এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি নিজে অপরিবর্ত্তনীয় বা বিকার রহিত। সৃষ্টি, প্রলয় ইত্যাদি এই যে বিরাট চঞ্চলতা বা পরিবর্ত্তন ইত্যাদি এসবের কর্ত্তা ঈশ্বর ; অপরিবর্ত্তনীয় ও বিকার রহিত, অচঞ্চল থাকা একমাত্র তাঁতেই সম্ভবে। আর এ কথা পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক এ্যারিষ্টটল প্রমুখ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে God is the prime mover of the Universe. তিনি আরও বলেন God is unmoved mover, the goal or end of the process of change, which is our evolution.

গীতার এই বাণী সর্ব্বদা মুখস্থ রেখে স্মরণ করে—গভীরভাবে সাধনা করে যেতে হবে—প্রীতির সঙ্গে। আর যতটা পারা যায় সুখ-দুঃখ সবই তাঁর দান বলে গ্রহণ করে অবিচল থাকার চেষ্টাটী রাখতে হবে।

আর সব ছেড়ে যেতে তো একদিন সকলকেই হবে—সে কথা মনে রেখেই এই আশ্বাস বাণী স্মরণ করে সাধনা করতে হবে। (বেদচ্ছন্দা)

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে আমরা পাইঃ—

সাক্ষী—'শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ' ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১।১৩।৭ )

প্রভব প্রলয় স্থানম্—'ঈশ্বর তিনটি কাজ করেছেন—সৃষ্টী, স্থিতি প্রলয়।' ( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—২।৩।৫)।

নিধানম বীজমব্যয়ম—অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে—"যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন।'

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।২।৪ ; ২।৩।৫ )

গীতায় অন্যত্রঃ—ভর্ত্তা—২৩।১৩, প্রভু—১৪।৫, ১৮।৯, ২৪।৯, প্রভবঃ—৬।৭ ও ২।১০, অব্যয়—১০।৭, ৩৯।১০, ৪।১৪, ২১।৮

**তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।**
**অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯**

হে অর্জ্জুন, অহং ( আমি ) তপামি ( উত্তাপ দিয়ে থাকি ) অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি—(সমস্ত জলরাশি থেকে জল আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (আবার বর্ষণও ঘটাই) [আমি] অমৃতং মৃত্যুঃ চ (জীবন ও মৃত্যু দুই) সৎ ( বিনাশ রহিত পরমাত্মা ) আমিই অসৎ ( বিনাশ শীল সৃষ্টি )।

হে অর্জ্জুন, আমি ( সূর্য্যরূপে ) উত্তাপ বিকীর্ণ করি, আমিই জলাশয় থেকে জল আকর্ষণ করি এবং পুনর্ব্বার জল বর্ষণ করি, আমি জীবের প্রাণ স্বরূপ ও আমিই জীবের মৃত্যুর কারণ, আমিই সৎ অর্থাৎ বিনাশরহিত পরমাত্মা আবার আমিই অসৎ অর্থাৎ বিনাশ শীল জগৎ।১৯

আমি সূর্য্য হয়ে তীব্র রশ্মি প্রদান করি ও অষ্টমাস যাবৎ জলাশয় থেকে জল শোষণ করি এবং বর্ষাকালে পুনরায় বারি বর্ষণ করি। অর্থাৎ সূর্য্যের কোন রশ্মি তাপ দেয়, কোন রশ্মি বারি শোষণ করে, কোন রশ্মি বৃষ্টি প্রদান করে। আবার আমিই দেবগণের কাছে অমৃত এবং মনুষ্যের নিকট মৃত্যু। আমিই সৎ আমিই অসৎ কিন্তু এই সৎ ও অসতের বিশেষ অর্থ আছে। কার্য্য যখন কারণে সুপ্ত থাকে তখনই সেই অনভিব্যক্ত অবস্থাকে অসৎ বলা হয়। আর ব্যক্ত অবস্থাকে সৎ বলা হয়। অথবা যার সম্বন্ধে যে বিদ্যমান সেই সে স্থানে সৎ, আর যার সম্বন্ধে যে বিদ্যমান না থাকে সেই স্থানে অসৎ। হে অর্জ্জুন আমি সৎ ও অসৎ এই উভয় স্বরূপ। পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত একত্বরূপে ও পৃথক রূপে ভাবনারূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যারা আমার উপাসনা করে তারা জ্ঞানবিৎ এবং তারা স্ব স্ব বিজ্ঞানানুসারে আমাকেই লাভ করেন। (শঙ্করাচার্য্য)

আমিই আদিত্য হয়ে পূর্ব্ব বর্ষিত বৃষ্টি বা বারি বাশিকে আকর্ষণ করি ও উত্তাপ দিই আবার ঊর্দ্ধে উত্থিত রসকে চারমাস ধরে কতকগুলি কিরণজালের প্রভাবে জগতে বৃষ্টিরূপে পরিত্যাগ করি। আমি দেবতাদের অমৃত অথবা অমৃত শব্দের অর্থ জল এও হতে পারে। আবার আমিই মরণশীলগণের কাছে মৃত্যু। যার সঙ্গে সম্বন্ধীভূত হয়ে যা হয়না তা অসৎ এবং যার সঙ্গে সম্বন্ধীভূত হয়ে যা হয় তা সৎ। এ সবই আমি, অর্থাৎ কার্যরূপেও তিনি কারণ রূপেও তিনি।

(মধুসূদন)

জীবের জীবন ধারণে সহায়ক যাহা কিছু তাই অমৃত এবং

লোকের মৃত্যু হয় যে প্রভাবে তাই মৃত্যু। যা বর্ত্তমান আছে তা সৎ এবং যা অতীত ও অনাগত তাই অসৎ। এই ভাবে আমি জগতে নানাভাবে ; এক ভাবে ও বিপরীত ভাবে সমস্ত জগতে নানা নামরূপ সহ অবস্থিত আছি। যারা সাধনা সহায়ে এই এক জ্ঞান লাভ করেন তারাই মহাত্মা। ( রামানুজ )

'অমৃত' শব্দে দেবান্নও বুঝায়। 'সৎ' অর্থে সাধু 'অসৎ' অর্থে অসাধু। যারা বিশ্বতোমুখ ভগবানকে এইভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাঁদের সর্ব্বরূপে অনুগ্রহ করেন। ( নীলকণ্ঠ )

সৎ অর্থে বর্ত্তমান এবং অসৎ অর্থে অবর্ত্তমান। স্থূল বা দৃশ্য এবং অদৃশ্য বা সূক্ষ্মও হতে পারে। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ-অচিৎ রূপ বস্তু ভগবানের শরীর বলে তিনি সেই রূপে বর্ত্তমান। এইরূপে অভিব্যক্ত। ( শ্রীধরস্বামী, কেশব, বলদেব ও বল্লভ )

সৎ অসৎ অর্থাৎ বিশ্বের নিত্য ও অনিত্য এই উভয়ভাব।

তিনি জড়া প্রকৃতি এবং তার ক্রিয়া যা কিছু আছে এবং যা কিছু নেই সে সবই তিনি। যা কিছু নাই বা 'অসৎ' অর্থাৎ গূঢ়ভাবে যা তাঁর অনন্ত সত্তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। মৃত্যু তাঁর ছদ্ম মুখোশ আর অমৃতত্ব তাঁর আত্মপ্রকাশ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবৎ উদ্দেশ্যে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হলে—অনুষ্ঠানকারীকে অমৃতরূপে দর্শন দেন এবং দুষ্কর্ম্মকারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বরূপ এবং দণ্ডধারী যম। নিত্য আত্মা বলে সৎ এবং অনিত্য জগৎও তিনি বলে অসৎ। ( কৃষ্ণানন্দ )

অর্জ্জুন যুদ্ধ করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না আর প্রশ্ন করে

যাচ্ছেন, একের পর এক তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই অধ্যায়ে ক্রমাগত নিজের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করে যাচ্ছেন ভগবান—অর্জ্জুনের মধ্যে ভয়, বিস্ময় এসব জাগাবার জন্য।

ভগবান এই বিশ্বের সবকিছুই, আমিই উত্তাপ দিই, বর্ষণ ও আমি ঘটাই, আবার আমিই বন্ধ রাখি। বৃষ্টি পাতের কারণও আমি আবার আমিই সৎ, আমিই অসৎ। ইত্যাদি কথায় বৃষ্টিপাতের যে ভৌগলিক, নৈসর্গিক কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন সেই তত্ত্ব আজ থেকে সেই কত হাজার বছর আগে সেই ভীষণ রণ কোলাহল মুখরিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে গেছেন। আবার উত্তাপ বিকীর্ণ হওয়া, বায়ুর উচ্চচাপ, নিম্নচাপ, উর্দ্ধগমন ইত্যাদি ভৌগলিক ও নৈসর্গিক কারণ ঘটা সত্ত্বেও দেখা যায় কত সময় বৃষ্টি পাত হল না—তখন আবার হরিনাম, কীর্ত্তন, যজ্ঞ এসব করাতে দেখা গেল কত সময়ে বৃষ্টি নেমে এলো; কাজেই বৃষ্টি হওয়া বা না হওয়া সবের কারণ তিনি নিজে। অমরতা লাভও তাঁর আশীর্ব্বাদে সম্ভব হয়—অবশ্য এই অমরত্ব অর্থও একটু বোঝবার বিষয়, এই সৃষ্টিই বিনাশশীল আর তার অন্তর্নিহিত জীবের অমরত্ব সেও একটা Deegre বিশেষ, পরমায়ু অন্যের তুলনায় কারো কারো বেশী হয় কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, তবে ধরায় কীর্ত্তিমান পুরুষকে অমর বলা চলে। আবার অমৃত স্বরূপ তিনি এও ধরা চলে। মৃত্যু বা বিনাশও তিনি। খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয় ছাড়াও জগৎ রক্ষার্থে বিনাশ বা মৃত্যুরও খুব প্রয়োজন আছে। 'সৎ'ও তিনি, 'অসৎ'ও তিনি। এখন এটা কেন বললেন সৎ কথার ও দুটী অর্থ ধরা যেতে পারে 'অস্তি ইতি সৎ'। যার অস্তিত্ব আছে

ধরা ছোওয়া যায়, চোখে দেখা যায় ইত্যাদি অর্থ ধরলে এই সৃষ্টি সৎ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ অস্তিত্বশীল আবার আত্যন্তিকে জগতের অস্তিত্ব বিনাশশীল কাজেই সেদিক দিয়ে তখন ঈশ্বরই সৎ আর সব অসৎ। আর সৎ অর্থে শিবময় মঙ্গলময় ধরলে তিনি তো সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর।

এই মন্ত্রে অসৎ অর্থও দুরকমে ধরা যায়—জগতের আত্যন্তিক অস্তিত্ব নেই অতএব অসৎ। আবার সেই পুরুষোত্তম তত্ত্ব অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতএব অসৎ ধরা যেতে পারে। —ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলে পাতঞ্জল যোগ দর্শনে ও চার্ব্বাক প্রমুখ দর্শনে প্রতিটি জিনিষ যেমন 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' অসিদ্ধ বলে থাকে। তেমন প্রতিটি জিনিষ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করে বাণীগুলিকে পরিস্ফুট করে গেছেন।

( বেদচ্ছন্দা )

'তপাম্যহমহং বর্ষং'···ইত্যাদি কথায় ভগবান যে উত্তাপ দান করে জল শোষণ করে বৃষ্টিপাত ঘটান; কৃষির সুবিধা করে ভূতগণের রক্ষা ইত্যাদি যে তিনি নিজেই করেন এবং এসবের পেছনে যে ভগবানের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও স্থির বুদ্ধির প্রকাশের কথা বললেন—এই ধরণের কথা আমরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ভগবৎ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী I. A. Buchler কথাতেও পাই। তিনি বলেন বিশ্বের রূপ কল্পনা, নিয়ম শৃঙ্খলা, Water cycle, Oxygen cycle, Carbon dioxide cycle ও Ammonia cycle ইত্যাদির মধ্যে আমরা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনাশীল ও গঠনমূলক মনের পরিচয় পাই

আর সে মন যে ভগবানের মন—ভগবানের সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আর সমস্ত তাপের উৎস যে ভগবান নিজে এ কথা যে কতখানি সত্য সে আমরা বিজ্ঞানের আলোচনা করলেই দেখতে পাবো।

বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করে দেখেছেন—কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য্য অসম্ভব পরিমাণে তেজ বিকিরণ করে চলেছে। প্রতি মিনিটে সূর্য্য যে তেজ বিকীর্ণ করে তার ওজন ২৫ কোটি টন। অন্যান্য নক্ষত্র, থেকে খানিকটা তেজ অবশ্য সূর্য্যের ওপর এসে পড়ে কিন্তু সূর্য্য যে পরিমাণ তেজ নিঃসৃত করে তার তুলনায় ওই তেজ অতি নগন্য। বৈজ্ঞানিক Shapley ( শ্যাপলি ) হিসেব করে দেখেছেন সূর্য্য মহাশূণ্যে চলার পথে বহু কোটি উল্কাপিণ্ড, ও অনু, পরমাণু ধুলিকণা ইত্যাদি বস্তুকণা আত্মসাৎ করতে থাকে। এদের পরিমাণ যদি প্রতি মিনিটে ২৫ কোটি টন হ'ত তবেই সূর্যের বিকীর্ণ তেজের ভারসাম্য রক্ষা হত প্রাকৃতিক নিয়মেই। কিন্তু তাদের পরিমাণ ২০৮০ টনের বেশী নয়। কাজেই দেখা গেছে আয়ব্যয়ের হিসেব নিকেশের পরও প্রতি মিনিটে সূর্য্যের ওজন হ্রাস হচ্ছে ২৫ কোটি টনের কাছাকাছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন সূর্য্যপ্রমুখ নক্ষত্রের বা জ্যোতিষ্কের ভাণ্ডার এত বড় যে আরো কোটি কোটি বছর এরূপ অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারে। কিন্তু কি করে এটী সম্ভব হচ্ছে তা Jems Jeans প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু আমরা বলবো ভগবান গীতামুখে ওই যে বললেন আমি তাপ দান করি বা বর্ষণ করি, এই কথাই ঠিক। তিনি অনন্ত স্বরূপ, অনন্ত

শক্তি সম্পন্ন কাজেই তাঁরই দানে সূর্য্যপ্রমুখ নক্ষত্ররাজি কোটি কোটি বছর ধরে যে অসম্ভব পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ করে চলেছে আরও কোটি কোটি বছর সে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ করে চলা কোন অসম্ভব নয়।

এছাড়া Cosmic Ray বা মহাজাগতিক রশ্মি বলে একটী রশ্মি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, মহাশূণ্যের গভীরতম বা সূদূরতম প্রদেশ থেকে সুরু করে পৃথিবী পৃষ্ঠের অতি গভীরতম খনির মধ্যে সেই রশ্মি প্রবেশ করছে। এই রশ্মির Penetrating শক্তি বা ভেদ শক্তি এত বেশী যে পুরু সীসের পাত কয়েকগজ পর্য্যন্ত ভেদ করতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গাণিতিক তথ্য বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে যে তেজস্ক্রিয় বিষ্ফোরণের মত পরমাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়াও স্বতঃ উৎসারিত। দুটী বিপরীতধর্ম্মী বিদ্যুৎকণা পরস্পর আকর্ষণের ফলে, ক্রমবর্দ্ধমান গতিবেগ নিয়ে ধাবিত হতে হতে অবশেষে সম্মিলিত হয়ে যায়, তাদের বিপরীতধর্ম্মী বৈদ্যুৎ যুগলের ক্রিয়া তখন সম্পূর্ণ থেমে যায় এবং তার ফলে সম্মিলিত তেজ 'ফোটনরূপী' বিকিরণ শিখায় আত্মপ্রকাশ করে। এই ফোটনেরই থাকে বস্তুভেদ শক্তি অথবা Penetrating শক্তি। এই সূত্রে মনে হয় Cosmic Ray (মহাজাগরিক রশ্মি) ফোটনের সমষ্টি। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও বিতর্কের শেষ হয়নি। অধ্যাপক মিলিকন বলেন Cosmic Rayর (মহাজাগতিক রশ্মির) উৎপত্তি হয়তো হালকা পরমাণু থেকে ভারী পরমাণুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়। কেউবা বলেন মহাশূণ্যের গভীরতম প্রদেশে যে বিপুলতম বস্তু ধ্বংসের ক্রিয়া চলছে তার থেকেই এই রশ্মি সৃষ্টি।

Cosmic Ray র বিপুল পরিমাণে বর্ষণ চলেছে পৃথিবীর ওপরে। Penetrating Power ( বস্তু ভেদশক্তি ) এর ভীষণ প্রবল, এই Penetrating শক্তির ফলেই মহাশূণ্যের পথে কোটি কোটি বছর ধরে একটানা সঞ্চরণ সত্ত্বেও এর ক্ষয় হয়নি বা এই রশ্মি প্রচুর পরিমাণে Absorved হয়নি।

কাল প্রবাহের গভীরতম প্রদেশ থেকে বার্ত্তাবহ মহা-আগন্তুকের মতো এই রশ্মির আবির্ভাব—এবং এর গোপন সংবাদরহস্য আজও সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের অজানা। এই রহস্য উৎঘাটনের থেকে বিজ্ঞান আজও অনেক দূরে।

গীতার বাণী মনে রেখে আমরা বলবো এই Cosmic Ray বা মহাজাগতিক রশ্মি ভগবানেরই বিশেষ বিভূতি এবং সেই কারণেই কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চরণশীল এই রশ্মির উৎপত্তি জানা যাচ্ছেনা, আবার ক্ষয়ও হচ্ছেনা। কাজেই আমাদের বুঝতে হবে ভগবান তাপ দিচ্ছেন বলেই এসব সম্ভব হচ্ছে। তিনি অনন্ত।

স্যার জেমস্ জিন্স তাঁর 'The mysterious Universe' গ্রন্থে আর 'The evidence of God in Expanding Universe' প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এসব কারণে ভগবৎ অস্তিত্ব মানতে বাধ্য হয়েছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় এখানে যে অর্থে সৎ ও অসৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক সেই অর্থেই ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ—

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্॥"

'ন সৎ তন্না সদুচ্যতে।'

এস্থলে সৎ-অসৎ=জগতের ব্যাকৃত কার্য্যাবস্থা ও অব্যাকৃত কারণাবস্থা বা এই প্রপঞ্চের অতীত—প্রপঞ্চের কার্য্যকারণ ভাবে অভিব্যাক্তির আগেও তিনি ছিলেন। ( ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১—২ )

এছাড়াও সৎ ও অসৎ শব্দ অন্য অর্থেও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

ঈশ্বর সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য। ( ১।১।৫, ১।২।৬, ১।৯।২, ৩।১১।৩, ৩।১১।৩ )

এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে আরও পাই ঃ—

অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটি পথ আছে, আর অভাবের একটী পথ আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নেই।' জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বল্লেন, আগে দক্ষিণা দিতে হবে···

ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।৯।৪ )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

অমৃতং—১৫।২ ; ১৩।১৩, ২০।১৪, ২৭।১৪ ;

সৎ+অসৎ—১৬।২, ১৯।৯ ; ৩৭।১১ ; ১৩।১৩ ; ২৩।১৭ ; ২৬—২৮।১৭।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা—
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

ত্রৈবিদ্যাঃ (বৈদিক যাজ্ঞিকগণ) যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্টা (যজ্ঞের সহায়ে বিষ্ণু বা আমাকে আরাধনা করে) সোমপাঃ (সোমরস পানে) পূতপাপাঃ (পাপ মুক্ত হওয়া) স্বর্গতিং (দেবলোক প্রাপ্তি) পার্থয়ন্তে (ইচ্ছা করেন) তে (তাঁরা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (স্বর্গ) আসাদ্য (লাভ করে) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ দেবভোগান্ (উত্তম দেবভোগ্য বস্তু রাশি) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)।

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদোক্ত যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাদি সহায়ে আমার পূজা করেন যজ্ঞাবসানে প্রসাদী সোমরস পানে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গ-লাভ কামনা করেন, তাঁরা পবিত্র রাজ্যে গিয়ে নানা ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন।২০

যারা জ্ঞানহীন হেতু কামনাশীল, তাদের কিরূপ অবস্থা সে সম্বন্ধে এখানে বর্ণনা দিচ্ছেন।

যারা ঋক, সাম, যজুঃ ইত্যাদি বেদবিৎ এবং সোমপান করেন বলে পাপ মুক্ত, তারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করে 'স্বর্গতি' অর্থাৎ স্বর্গলাভের কামনা করেন। তাদের পুণ্য সঞ্চয় হেতু ইন্দ্রাদি লোকও লাভ হয় ও অপ্রাকৃত বস্তুরাজিও উপভোগ করেন। (শঙ্করাচার্য্য)

এখানে পর পর দুটী শ্লোকে সকাম সাধকদের কথা বলে যাচ্ছেন যারা নিজ নিজ কাম্য কর্ম্মরাজিরই অনুষ্ঠান করে, তাদের চিত্তশুদ্ধ

হয়না কাজেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও দুঃখ ভোগ করে। এই দুটী শ্লোকে তাদের কথা বলে যাচ্ছেন—যারা হৌত্র, আধ্বর্য্যব এবং ঔদগাত্র এই ত্রিবিধ প্রতিপত্তির হেতুস্বরূপ ঋক, সাম, যজুর্ব্বেদ (ত্রৈবিদ্যা পদটী যার থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে) ত্রিবেদ তত্ত্ব বিদিত আছেন, তারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা আমারই উদ্দেশে পূজা করেন অর্থাৎ না জানলেও প্রকারান্তরে তারা আমারই পূজা করেন। তারা সোম পানে পূতপাপা হবেন মনে করে সোমপান করেন এবং স্বর্গলাভ করেন ও অপ্রাকৃত বস্তু ভোগ করেন। (মধুসূদন)

ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদ বিহিত নানা প্রকার যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞদ্বারা আমাকে তুষ্ট করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করেন ও স্বর্গ-গমনের প্রতিবন্ধক রূপ পাপ থেকে মুক্ত হন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয়না বলে স্বর্গগমনের প্রার্থনা করেন ও তজ্জন্য স্বর্গে গমন ও নানাবিধ বিলাস বস্তু ভোগ করেন।

(শ্রীধর স্বামী, বলদেব, রামানুজ ইত্যাদি ইত্যাদি)

দিব্যতর জগতে দেবভোগের আকাঙ্খাব দ্বারা জীব শ্রদ্ধা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু সকল লাভ করার শক্তি অর্জ্জন করেন। কিন্তু তাদের বাসনা ক্ষয় হয়না এবং মর্ত্তজীবনের দিকে লক্ষ্য থাকে বলেই বার বার জন্ম নিতে হয়। (শ্রীঅরবিন্দ)

বৈদিক ক্রিয়াসমূহ ফলাভিলাষ হেতু অনুষ্ঠিত হয় ও তাতে কোন অঙ্গে সোমপান হ'ত তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব ক্রিয়া কি ছিল, সোমরস কি? এসবের উত্তর আজকের লোকে বলতে পারেনা। (গান্ধীজী)

নিষ্পাপ ও পবিত্র সোমরসপায়ী বৈদিক যজ্ঞনিরতগণ—যজ্ঞ দ্বারা দেবগণরূপ সেই ঈশ্বরকেই অর্চ্চনা করেন। স্বর্গে গমন জন্য সকাম প্রার্থনা করেন ও পুণ্য কর্ম্মলভ্য সুরেন্দ্রাখ্য দেবলোকে তারা নিম্নস্বর্গরাজ্য লাভ করেন ও তথায় মনোরম বস্তু সকল ভোগ করেন।

(যোগানন্দ)

স্বর্গরাজ্য ভোগ ক্ষেত্র—স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য যারা যজ্ঞ করেন তারা পরলোকে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করেন, এ বিশ্বাস আগেকার দিনের মানুষের মনে ছিল। কিন্তু এ যুগে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চিন্তা-ধারায়—এই ব্যাখ্যা বোঝা সম্ভব কিনা ঠিক বলা যায় না কিন্তু এটী ঠিক বোঝা যায় যে—এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নরক আছে। এই যে মঠে, মন্দিরে, পূজা, পাঠ, ত্যাগ, তপস্যা, ধ্যান, ধারণা, হোমাদি কল্যাণ অনুষ্ঠান, পবিত্র জীবন যাপন, অনবরত ইষ্টনাম স্মরণ হচ্ছে ; এইটীই তো মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ সৃষ্টি করা আর দেখ Mil কুলিদের স্লার্ম এরিয়া গুলোতো নরক বিশেষ। খুন, জখম, চুরি এসব—এমন নোংরা কাজ নেই যে সেখানে হয় না। তা ছাড়া অভাব, অপরি-চ্ছন্নতা, হিংসা সব কিছু মিলে নরক ছাড়া আর কি? এছাড়া individual মানুষের মাঝেই কেউ স্বর্গের মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মনে নরক পোষণ করছে। কেউ উদার হৃদয় নিয়ে সকলের উন্নতির জন্য জীবনপাত করছে—অপরের সুখ দুঃখকে নিজের মত করে উপলব্ধি করে দীনের দুঃখ ঘোচাতে চেষ্টা করছে আবার কেউ বা অপরের উন্নতি, ঐশ্বর্য্য, গুণ এসব দেখে হিংসায় মরে যাচ্ছে। কাজেই স্বর্গ নরক এজগতেই রয়েছে, সেই অনুসারে ওরাজ্যে সেই

মেণ্টাল প্লেনেও থাকতে পারে তার আর আশ্চর্য্য কি? আবার গন্ধবাবা যেমন সূর্য্য সিদ্ধ ছিলেন, সূর্য্য থেকেই সন্দেশ রসগোল্লা সব করে সকলকে খাওয়াতেন—বহুলোকে দেখেছে। কাজেই কি যে সম্ভব হতে পারে কি যে সম্ভব নয়—তা—বলা যায় না।

তবে পরলোকে সূক্ষ্মরাজ্যে সুখভোগ করা সেও মনোরাজ্যেই সুখভোগ ধরতে হবে। কেননা সে রাজ্যে তো স্থূল শরীর থাকেনা। স্বপ্নে আনন্দ উপভোগের মতই মনে হয় অনেকটা। আবার নরক যন্ত্রণা ভোগ করা সেও ও রাজ্যে Mental Plain এ। (বেদচ্ছন্দা)

**তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং**
**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।**
**এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না**
**গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১**

তে (তারা) তং বিশালং স্বর্গলোকং (সেই অতুল সুখৈশ্বর্য্যশালী স্বর্গরাজ্য) ভুক্ত্বা (উপভোগ করে) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য কর্ম্ম ফলক্ষয় প্রাপ্ত হলে) মর্ত্ত্য লোকং বিশন্তি (পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করেন এবং (এরূপ) ত্রয়ীধর্ম্মং (বেদত্রয় উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠান করে) কামকামাঃ (ভোগলিস্পু ব্যক্তিগণ) গতাগতং লভন্তে (আসা যাওয়া করেন)।

তারা তাদের কাম্য স্বর্গরাজ্যের অতুল সুখৈশ্বর্য্য উপভোগান্তে পুণ্য কর্ম্মফল ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্ত্যরাজ্যে জন্ম নেন। এরূপ সকাম ব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ বৈদিক কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ও পৃথিবীতে বারং বার জন্মগ্রহণ করেন।২১

সেই সমস্ত কামকামী অর্থাৎ কাম্যবস্তু বা ভোগ্যবস্তুই যাদের একমাত্র, চাহিদা তারা পরলোকে বিশাল স্বর্গলোক ভোগান্তে পুণ্য-ফল ক্ষয় হলে আবার এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মলাভ করে। বারংবার জন্মমৃত্যু যাতায়াত এই হচ্ছে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকারীদের ভাগ্য বা গতি। ( শঙ্করাচার্য্য )

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত কামাত্মা স্বর্গপরা ব্যক্তিগণ ত্রিবেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে কেবলমাত্র স্বর্গরাজ্যে সুখৈশ্বর্য্য ভোগের আশায় কিন্তু মুক্তিলাভের আকাঙ্খা তাদের থাকেনা—সাধনাও থাকেনা, অতএব বারংবার এই জন্মমৃত্যুময় পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হয়। ( মধুসূদন, কেশবভারতী, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী, বলদেব ইত্যাদি )।

ফলকামনা করে যারা যজ্ঞ অথবা নানাবিধ লোকহিতকর পুণ্যকর্ম্ম করে যেমন ধর্ম্মশালা স্থাপন, জলাশয় খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, মহোৎসব করা, অন্নদানব্রত ইত্যাদি যারা করে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে সেই পুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখভোগ করে এবং পুণ্যক্ষয়ে নতুন করে পৃথিবীতে জন্ম নেয়। ( যোগানন্দ )

কামীপুরুষগণের স্বর্গসুখ ভোগ চিরদিনের জন্য নয়। যে পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় করে সেই পরিমাণ কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে আবার পৃথিবীতে জন্মায়। সকাম কর্ম্মের ভেলায় চড়ে সংসার রূপ মহাসাগর মোটেই অতিক্রম করা যায়না। ( কৃষ্ণানন্দ )

অন্যত্র নয়, এই পৃথিবীতেই ভগবৎ লাভ করতে হবে। মানব প্রকৃতি থেকেই দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করতে হবে। ভগবান, মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে বিশাল সত্যের সন্ধান করতে হবে, এবং

জীবনকেও সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। মানব জন্মেই জীবকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না দিব্য প্রকৃতি লাভ ও তৎসহায়ে ভগবৎ লাভ না হয় ততক্ষণ জন্মান্তর গ্রহণ করতে হবেই, কাজেই সিদ্ধিলাভের জন্য আমাদের খুব বেশী সচেষ্ট হতে হবে। (শ্রীঅরবিন্দ)

পরলোক রহস্য অতি সুগভীর। তবে সাধারণ মৃত্যুর পর তিনটী স্তরের আত্মার তিন রকমে গতি হয়, একদল হচ্ছে মুক্ত আত্মা---মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ করে—তাদের আর এ জগতে পুনরাবর্ত্তন হয় না—'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' এ কথা কথাতো গীতামুখে ভগবানই বলেছেন ( ৮।২১ ) আর যারা পুণ্য সঞ্চয় করেছে অথচ মুক্তিকামী নয়, তারা তাদের সেই স্বর্গসুখ অর্থাৎ শান্তি ভোগ ক্ষয় হয়ে গেলে আবার এই জগতে জন্ম হয়, 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।' ( ৮ম।১৬ ) কিন্তু যারা ঠিক মুক্ত পুরুষ নয় অথচ ধর্ম্মরাজ্যে অনেকটা অগ্রশীল হয়েছে যাদের পুনর্জ্জন্মে আকাঙ্খাও নেই তারা পরলোকে থেকেই ক্রম মুক্তি লাভ করে। ( বেদচ্ছন্দা )

আসল কথা হচ্ছে যে আমরা যদি মুক্তি লাভে ইচ্ছুক হই তাহলে এই মন্ত্রার্থ জেনে বাসনা মুক্ত হবার চেষ্টা করব আর ঠাকুরকে আকুল হয়ে নিত্য নিত্য স্মরণ করব—তিনিই যে একমাত্র মুক্তি দাতা। ( বেদচ্ছন্দা )

এই দুটী মন্ত্রে বলা হয়েছে বাসনাদ্বিগ্ধ মানুষ বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করে স্বর্গসুখ ভোগ করে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুণ্যক্ষয় হলেই পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ও বার বার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ লাভ করে অনুরূপ কথা ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী মুখেও পাই :—

একটী মোরগ—ককুসন্ধ বুদ্ধের সময়ে ধর্ম্মমূলক আবৃত্তি শুনতে শুনতে মৃত্যু হয় ও সেইপুণ্য ফলে রাজকন্যার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং ধ্যাননিবিষ্ট ভাবে দিন কাটানোর জন্য ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় কিন্তু বাসনা বা তৃষ্ণার ঠিক অবসান হয়নি তাই আবার তার জন্ম হয়—এই ঘটনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন।

যম্‌স ছত্তিংসতী সোতা মনাপস্ সবনা ভুসা,
বাহা বহন্তি দুদ্দিট্‌ঠিং সঙ্কপ্‌পা রাগনিস্‌সিতা।
সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উব্‌ভিজ্জ তিট্‌ঠতি
তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্‌ঞায ছিন্দথ॥
সরিতানি সিনেহিতানি চ সোমনস্‌সানি ভবন্তি জন্তুনো
তে সাতসিতা সুখেসিনো তে বে জাতিজরূপগা নরা···

যার ছত্রিশটী স্রোত প্রবল বেগে মনোজ্ঞ বস্তুতে ধাবমান হয়, সেই ব্যক্তিকে অনুরাগ নিঃসৃত সঙ্কল্প স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, লতা সর্ব্বদা অঙ্কুরিত হতে থাকে। সেই জাত লতার মূল প্রজ্ঞাদ্বারা ছেদন কর। সুখ ও প্রিয়বস্তুতে জীবের আনন্দ জন্মে। সেই সুখাশ্রিত ও সুখ সন্ধানী ব্যক্তিই জন্ম জরার অধীন হয়। তণ্‌হাবগ্‌গো ( ৩৩৯—৩৪১ )

**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।**
**তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২**

**অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ** ( একাগ্র চিত্তে আমাকে চিন্তা করতে করতে ) **যে জনাঃ** ( যে ভক্তগণ ) **পর্য্যুপাসতে** ( ভজনা করেন )

নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং ( আমাতে সর্ব্বদা যুক্ত সেই ভক্তগণের ) যোগক্ষেমং ( যোগ ও ক্ষেম ) অহং বহামি ( আমি বহন করি )।

একাগ্রচিত্ত হয়ে নিরন্তর যে ভক্তগণ আমার অর্থাৎ ইষ্টের চিন্তা বা ধ্যান করতে করতে আমার একান্ত শরণ নেয় বা উপাসনা করে আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি ।২২

এখানে যারা নিষ্কাম তাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা পরমাত্মা থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে না এজন্য তাদের 'অনন্য' বলা হয়, ভগবান বা নারায়ণকে যারা আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের এজন্য অনন্য বলা হয়। যে সকল অনন্য সন্ন্যাসী অনবরত চিন্তাযুক্ত হয়ে আমারই উপাসনা করে সেইসব ধ্যাননিরত নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করি। যা নেই এমন অভিলষিত বস্তুর প্রথমপ্রাপ্তি যোগ এবং লব্ধ বস্তু সকলের রক্ষণ করাকে ক্ষেম বলা হয়। অনন্য ভক্তগণেরও যোগক্ষেম একদিক থেকে ভগবানই বহন করেন তবু অনন্য চিত্ত ভক্তগণের জীবনে মরণে কোন চাহিদা থাকেনা কিন্তু ভগবান নিজে যোগক্ষেম বহন করেন তাদের প্রয়োজনার্থে। ( শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি )

যে সমস্ত ভক্ত আমাব্যতীত অন্য কোন কামনা করেনা এবং সর্ব্বদা চিন্তা দ্বারা আমার সেবা করে সেই সমস্ত ভক্তের যোগ অর্থাৎ ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ তা রক্ষা আমিই করে থাকি।

( শ্রীধরস্বামী )

শোনা যায় শ্রীধরস্বামী এই ব্যাখ্যা করার আগে নিজে এর সত্য

পরীক্ষা করার জন্য নিজে ভিক্ষায় বার হননি এবং বালক বেশী ভগবান তাকে প্রচুর অন্ন দিয়ে যান।

যাঁরা নিষ্কাম এবং ঈশ্বরে ভক্তি পরায়ণ—আমাব্যতীত যাঁর অন্য উপাস্য নাই তাঁরা ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করেন ও সর্ব্বত-ভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি ও অন্তকরণ দ্বারা সেবা করেন। সেই ঈশ্বর প্রাপ্তি যোগের ব্যবস্থা আমিই করি এবং এই সংসারে অপুনরাবৃত্তিরূপ ক্ষেমের ব্যবস্থা আমিই করি। ( কেশব ভারতী )

ভগবান ব্যতীত অন্য প্রয়োজন যার নেই এবং যাঁরা ভগবানের কল্যাণগুণ সত্তার কথা, দিব্য অনুভূতির কথা এবং লীলা সত্তার বিষয় ধ্যান করেন তাঁদের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং সংসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ যাতে না করতে হয় এই ব্যবস্থা ভগবান নিজে করেন।

( রামানুজ ও বলদেব )

এমন কি যাঁরা ভগবৎ সেবায় নিজ দেহের কথাও ভুলে যান তাঁদের যোগ, অন্নাদি আহরণ ও ক্ষেম অর্থাৎ তার রক্ষণ ভগবান করেন। ( বলদেব ও শ্রীধরস্বামী )

যদি বলা যায় পরমারাধ্য ভগবানের ওপর স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া ভক্তের প্রেমশূন্যতার লক্ষণ, তদুত্তরে বলা যায় ভক্ত ভার অর্পণ করেন না; তাঁরা সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু সব বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করেন বলে ভগবান স্বীয় বাৎসল্য হেতু নিজেই সেই দায়িত্ব বহন করেন এতে ভক্তের কোন দোষ নেই। পুরুষ যেমন অতিশয় প্রীতির সঙ্গে স্বীয় ভার্য্যার

পরিপালন করেন তেমনি ভগবান অনন্য চিত্ত ভক্তের ভার গ্রহণ করেন। ( বিশ্বনাথ )

যার কামনা এবং ভেদদৃষ্টি দূর হয়েছে তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অদ্বৈত দর্শন করেন অর্থাৎ আমিই ভগবান বাসুদেব এরূপ জানেন। তিনি এরূপ জেনে প্রত্যগাত্মাকেই সর্ব্বদা চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তাও তিনি এত আদর সহকারে করেন যে নিজের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টাও করেন না, সেজন্য সর্ব্বেশ্বর ভগবান নিজেই তার অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ করেন। কেননা তিনি পূর্ব্বেই বলেছেন আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। ( মধুসূদন )

যে ব্যক্তি ভগবান ব্যতীত আর কোন বিষয়েই এমন কি দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান তার সদ্ব্যবস্থা করেন। ভগবান সর্ব্বজীবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ঠিকই কিন্তু তার জন্য তাদের চেষ্টা করতে হয় আর ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা যত্নে শুধুমাত্র ভগবৎ কৃপায় তা লাভ করেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ লাভ, এই একমাত্র লক্ষ নিয়ে ভক্তির মাধ্যমে যে সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় জীবনের পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র হতেও তিনি বঞ্চিত হননা; কারণ ভগবান নিজে তাঁর সমস্ত কল্যাণ এনে দেন এবং সমস্ত দিক থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এখানে যোগী চিনবার তিনটী সুন্দর লক্ষণ দেওয়া হয়েছে; সমত্ব, কর্ম্মকুশলতা ও অনন্য ভক্তি। একত্র তিনটি একসঙ্গে ওতপ্রোত

ভাবে থাকা চাই। ভক্তি বিনা সমস্ত পাওয়া যায় না ও কর্ম্ম কুশলতা বিনা ভক্তি ও সমত্বের আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। (গান্ধীজী)

যে ভক্ত সর্ব্বদা মন, প্রাণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সর্ব্বস্ব এক ঈশ্বরে অকপট চিত্তে সমর্পণ করতে পারেন, তাঁর সকল ভার ঈশ্বর যে গ্রহণ করবেন, তাঁতে আর আশ্চর্য্য কি? (যোগানন্দ)

যোগ অর্থে প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাপ্তি আর ক্ষেম অর্থে লব্ধ বস্তুর রক্ষা আমিই করে থাকি—মনে রাখতে হবে এই অর্থই যদি ধরা যায় তাহলে একথাটাও মনে রাখতে হবে যে যোগ ও ক্ষেম বহন করা বা না করাটা ভগবানের ইচ্ছা—ভক্তকে কিন্তু অনন্য চিন্তা করে যেতে হবে—কেননা দেখা গেছে স্বামীজীদের মত অবতারকল্প পুরুষদের জীবনে সব সময় যোগ ক্ষেম ঠিকমত বহন তিনি করেননি—একবার তিন দিন না খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন তখন তিন দিন পরে মাত্র একটী শশা পেয়েছিলেন, তখনকার পক্ষে সেটাও যথেষ্ট পরিমাণে আসেনি—আবার এলো তাও তিন দিন পরে অথচ স্বামীজী তখন সিদ্ধপুরুষ। আবার আলমবাজার মঠে, হাতরাশ ষ্টেশনে প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন ঠাকুরের কৃপা—কাজেই সব সময়ই যে হবে এই কৃপা সে কথা জোর করে বলা যায় না—কেননা এটী লীলাময় ঠাকুরের লীলা বিলাস। কখনও ভক্তকে খুব কষ্ট দিলেন আবার কখনও খুব ভরিয়ে দিলেন কাজেই সেটী তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ভক্তকে তার অনন্য চিন্তা করে যেতে হবে তাঁকে লাভের জন্য—সেখানে যোগ ও ক্ষেম রক্ষিত হল না বলে অবিশ্বাস, তর্ক ইত্যাদি এসে গেলে চলবে না তাছাড়া অনন্য চিন্তাটাই

হবে প্রধান লক্ষ্য। যোগক্ষেম চিন্তা করে চললে আর অনন্য চিন্তা হওয়া হল না।

আর এই বাণীর আর একটি অর্থ—যেটী সব সময় সম্ভব হয় 'যোগ' অর্থাৎ ভগবানে যুক্ততা-যুক্তিঃ ( শব্দকল্পদ্রুমঃ ) 'ক্ষেমঃ—শান্তি' ( শব্দকল্পদ্রুমঃ )। আর এই অর্থই অধিক প্রযোজ্য কেননা তিনি ভক্ত বা সন্ন্যাসীর মনে চঞ্চলতা আসে এমন জিনিষ আনবেন না। অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন কিন্তু অলব্ধ বস্তুতো মানুষের অনেক। কাজেই ভগবৎ যুক্ততা ও আত্মিক শান্তি অর্থই ঠিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে অনন্যচিন্তা ভক্তের ভগবান এই দুটীই রক্ষা করেন। অনন্যচিন্ত হবার চেষ্টা মাত্র ভক্ত করতে পারে। কিন্তু ভগবানে নিরন্তর যুক্ততা সেটী ভগবানের কৃপা না হলে হয় না। আবার ক্ষেমঃ—শান্তি বা মোক্ষ লাভও ঠাকুরের হাতে, সেখানেও ভক্তের হাত নেই। কাজেই অনন্যচিন্ত হয়ে ডাকার চেষ্টাটাও যদি ভক্ত রেখে যায় তাহলে তাঁর সেই অনন্য স্মরণের সামর্থ্যও দান করেন আর মুক্তি বা চরম শান্তিও দান করেন। আর জাগতিক প্রাচুর্য্য দেওয়া বা না দেওয়া সে তাঁর ইচ্ছা কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয়। সেই হিসেবে যোগঃ অর্থাৎ যুক্তিঃ, ক্ষেমঃ অর্থাৎ শান্তি অর্থই ঠিক। ( বেদচ্ছন্দা )

এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে পাই :—

যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার লন।...ঈশ্বর যাদের হাত ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে সে

পড়লেও পড়তে পারে···কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে পড়েনা। ( কথামৃত, ৩।১০।২ )

ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকেনা'

উত্তম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে।

( কথামৃত ৩।১০।১ )

অনুরূপ কথা আমরা অন্যান্য শাস্ত্রে ও পাই ঃ—

'ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা ন কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
বিশ্বম্ভরোগুরূর্যেষাং কিংদাসান্ সমুপেক্ষতে ॥

বৈষ্ণবগণ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে উদ্বিগ্ন হন না—কেননা যিনি বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণীকে ভোজন করাচ্ছেন, রক্ষা করছেন, তিনি কখনও নিজ সেবককে উপেক্ষা করেন না। যারা তাঁর জন্য সমস্ত ত্যাগ করেছেন সেইসব সাধুভক্তদের তিনিই বক্ষা করেন।

( নারদ ভক্তিসূত্র, ৪৭ )

**যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।**
**তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩**

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ( ইচ্ছাযুক্ত হয়ে ) যে অপি ( যে ভক্তগণ ) অন্যদেবতাভক্তাঃ ( অভীষ্ট পূরণকারী অন্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ) ভজন্তে ( পূজা করে ) তে অপি ( তারাও ) মাম্ এব যজন্তি ( আমারই ভজনা করে ) [ কিন্তু ] অবিধিপূর্ব্বকম্ ( কিন্তু তাদের ভজনা মোক্ষ প্রাপ্তির বিরোধী বিধিহীন )।

হে কুন্তীপুত্র যে সকাম ভক্তগণ অভীষ্টপূরণকারী অন্য দেবতাগণের পূজা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে করে থাকে তারাও আমারই পূজা করে কিন্তু তাদের সেই পূজারাধনা বিধিবিহীন অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি তাতে হয়না।২৩

ভগবানই যদি সকল দেবতার স্বরূপ তাহলে ভক্তেরা যে কোন দেবতারই উপাসনা করে সে তো ভগবানেরই উপাসনা এরূপ শঙ্কা হতে পারে বলে ভগবান নিজেই উত্তর স্বরূপ বলে যাচ্ছেন যারা অন্য দেবতার ভক্ত তারা যদি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে উপাসনা করে সেই উপাসনা আমাকেই করা হয় ঠিকই কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক সে উপাসনা। এইস্থানে ভগবান অবিধি অর্থে অজ্ঞান পূর্ব্বক উপসনার কথা বললেন। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )।

ভগবান ব্যতীত ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার সেবাকারী ভক্তগণের কথা এখানে বলা হচ্ছে। এই অন্য দেবতারা ব্রহ্মেরই শরীর সেজন্য ঈশ্বরাত্মক এবং ইন্দ্রাদি শব্দ বাচ্য বস্তু ব্রহ্মই। ভক্তিপূর্ব্বক যাঁরা এইসব দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে তারা তাদের কামনা অনুযায়ী সেই ইন্দ্রাদি লোক লাভ করে কিন্তু সেই ইন্দ্রাদি দেবগণে ব্রহ্ম দর্শন না হওয়ার জন্য তারা অজ্ঞানী এবং এজন্য তাদের উপাসনা অবিধি-পূর্ব্বক বলা হয়েছে। ( রামানুজ )

যে বিধিপূর্ব্বক ভজনা করলে সংসাররূপ জন্ম মৃত্যু চক্রে বারংবার গতাগতি নিবৃত্তি হয়, ভগবৎ লাভ হয় তাদের ভজনা সেরূপ নয় তাই অবিধি পূর্ব্বক বলেছেন। ( কেশব, বলদেব, বিশ্বনাথ )

ইন্দ্র, বসু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা রূপে ভগবানই বিদ্যমান। তাঁদের

স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। সুতরাং ইন্দ্রাদির ভক্তেরা তাঁর স্বরূপ জানেনা ও ইন্দ্রাদি মধ্যে অন্তর্য্যমীকে দেখতে পায় না তাই অবিধিপূর্ব্বক বলা হয়েছে। ( মধুসূদন )

ভগবান ব্যতীত স্বরূপত অন্য দেবতা নাই, এজন্য ইন্দ্রাদি ভক্তেরা ভগবানেরই উপাসক কিন্তু তাঁদেব ইন্দ্রাদি ভজনা যেহেতু মোক্ষদায়ক নয় সেইহেতু অবিধিপূর্ব্বক। ( শ্রীধরস্বামী )

'অন্যদেবতার' ভক্ত অজ্ঞানী হলেও তার পূজা ভগবানই গ্রহণ কবেন কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তকে পরম পদের অধিকারী কেমন করে করবেন ? ( কৃষ্ণানন্দ )

'বিধিবিনা' অর্থ অজ্ঞানবশতঃ আমাকে এক, নিরঞ্জন এবং নিরাকার জানেনা। ( গান্ধীজী )

সমস্ত উপাসনা সেই বিশ্বময় ভগবানেরই উপাসনা এবং তদ্বারা ভগবানের সঙ্গে যোগ সূত্র স্থাপিত হয় ঠিকই কিন্তু 'অন্যদেবতার' উপাসনা বিশেষ করে অহং ভাবাপন্ন ও বাসনাত্মক এবং সেইজন্য তার দ্বারা পরমগতিও লাভ হয়না। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা শ্রদ্ধাযুক্ত হলেও অবিধিপূর্ব্বক এই হিসাবে যেহেতু সেটী সরল ও সহজ ভাবের নয় এবং indirectly.

( যোগানন্দ )

অন্য দেবতা অর্থে ইষ্ট মূর্ত্তি ছাড়া অন্যান্য দেবতাবর্গ যেমন লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ধর্ম্মরাজ, সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ; এদের মানুষ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ভজনা করে এখন সেই দেবতাদের ডেকে মানুষ ফলও পায় তাড়াতাড়ি কিন্তু তাদের পূজা শ্রদ্ধাযুক্ত

হলেও অবিধিপূর্ব্বক হয়ে থাকে কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইসব দেবতাকে কেউ মুক্তি লাভের জন্য ডাকেনা—স্বার্থ সিদ্ধি, কামনা, বাসনা পূরণ এসবের জন্য ডাকে, কাজেই অবিধিপূর্ব্বক ডাকা আবার কেউ যদি গুরু নির্দ্দেশে একটা গাছ কি একটা ভেড়াকেও অর্চ্চনা করে মুক্তি লাভের জন্য ইষ্ট জ্ঞানে, তাহলে তাতেই মুক্তি লাভ হবে। বাসুদেবই তো সর্ব্বত্র বিরাজ করছেন কাজেই যেখানেই পূজা করো ভক্তি লাভ বা মুক্তি লাভ ইত্যাদির জন্য সেই একই জায়গায় পৌছে যাবে। আসলে উদ্দেশ্যটা ঠিক হওয়া চাই—আর ভগবৎ বোধ হওয়া চাই। ভগবৎ লাভের জন্য, মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎ প্রীতি লাভের জন্য, ভগবানে শ্রদ্ধা বা ভগবৎ ভজনাই গীতা-মুখে বিধিবৎ বলে বর্ণিত হল। আর কামনা সিদ্ধি বা স্বার্থ লাভের জন্য 'অন্য দেবতার' ভজনা অবিধিপূর্ব্বক ভজনা। ( বেদচ্ছন্দা )

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি ভক্তি যে, অবিধি পূর্ব্বক বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই :—

জীবকোটীর ভক্তি, বৈধীভক্তি। এত উপচার করতে হবে, এত জপ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ করতে হবে। এই বৈধীভক্তির জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরেনা।

( কথামৃত ২।২৩।১ )।

উপনিষদেও সকাম প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য দেবপূজকদের ও প্রকৃত পূজারীদের নিন্দা করা হয়েছে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥

যাঁরা প্রকৃতি পূজারী তারা দর্শন বিধাতক অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ঈশ-উপ-১১

**অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুরেব চ।**
**ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪**

হি ( যেহেতু ) অহং এব ( আমিই ) সর্ব্বজ্ঞানাং ( সমস্ত যজ্ঞের ) ভোক্ত প্রভুঃ চ ( ভোক্তা এবং ফলদাতা ) তে তু মাং ( তারা কিন্তু আমাকে ) তত্ত্বেন ( যথার্থ ভাবে ) ন অভিজানন্তি ( জানেনা ) অতঃ ( এজন্য ) চ্যবন্তি ( সংসার জন্ম লাভ করেন )।

আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের—ফলদাতা ও ভোক্তা। কিন্তু তারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না সেজন্য জগতে আবার জন্ম নেয়।২৪

ভগবান নিজেই যদি সকল প্রকার যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু তাহলে বেদবিহিত যজ্ঞকারীগণ কেন অজ্ঞানী এবং তাদের উপাসনা কেন অবিধি পূর্ব্বক তার উত্তরে বলছেন এই যে ভগবানই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও স্বামী এই বোধই তো তাদের থাকেনা সেজন্য উপাসনার সম্যক ফল লাভ হতে বিচ্যুত হয়। ( শঙ্করাচার্য্য )।

আমি সর্ব্বদেবতার অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত হয়ে যজ্ঞকারীর অভীষ্ট পূরণ করি সেজন্য আমিই যজ্ঞ সমূহের স্বামী বা প্রভূ। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ আমার এই স্বরূপ তত্ত্বতঃ জানেনা এজন্য বারংবার সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে। ( শ্রীধর স্বামী )

সকল দেবতার অন্তর্য্যামীরূপে আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ফলদাতা এবং যজ্ঞভাগ ভোক্তা কিন্তু দেবযাজীগণ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে অর্পণ

করেনা বলে বারংবার জন্মগ্রহণ করে ও মোক্ষ লাভ করেনা।

( আনন্দগিরি )

ইন্দ্রাদি শরীরে পরমপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আমাকে তারা মানেনা এজন্য তারা পরিমিত ফলভাগী হয়। ( রামানুজ )

আমি সর্ব্বদেব মধ্যে অবস্থিত ভোক্তা ও প্রভু একথা তারা জানেনা এজন্য তারা শুধু ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। ( হনুমান )

সর্ব্বযজ্ঞের ফলভোক্তা ও প্রভু এটী না জানায় পুনঃ পুনঃ সংসার গর্ত্তে পতিত হয়। ( নীলকণ্ঠ )

যজ্ঞের সর্ব্বদেবতা মধ্যে পরমপুরুষরূপে বা অন্তর্য্যামী দেবতা-রূপে আমিই ভোক্তা হই প্রভুও আমি। যজ্ঞকারীগণ এতত্ত্ব জানেনা এবং এ কারণে যজ্ঞফল আমাতে অর্পণ করে না। সুতরাং তারা ধূমযানে সেই সেই দেবলোকে গিয়ে বাস করে পরে কর্ম্মক্ষয় হলে পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। ( মধুসূদন, কেশব )

সজ্ঞানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে গেলে ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা চাই কিন্তু এটী না হলে আমাদের লাভ ও আংশিক হবে। সেজন্য এ সবের থেকে সরে এসে মহত্তর সাধনা ও ভগবৎ উপলব্ধি দ্বারা আত্মাকে প্রসারশীল করতে হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবানকে এইরূপে সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে জানতে না পারায় জীবের মুক্তি হয়না—মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ করে আবার পৃথিবীতে বিচ্যুতি ঘটে বা জন্ম নিতে হয়। ভগবানের প্রেমে প্রজ্বলিত কুণ্ডে আহুতি প্রদান না করলে জীবের গতাগতি বন্ধ।

( কৃষ্ণানন্দ )

সর্ব্বদেব আমিই সবকিছু গ্রহণ করি সাধারণে এ তত্ত্ব জানেনা বলে সংসারে তাদের যাতায়াত নিবৃত্ত হয়না। ( সন্তদাসজী )

সমস্ত যজ্ঞের অধিদেবতা পুরুষোত্তম স্বয়ং যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ করা হোক না সেই সেই দেবতার মধ্যে অবস্থিত সেই এক পুরুষোত্তমই সব গ্রহণ করেন, সব কিছু বিধান করেন কিন্তু অল্প বুদ্ধি সকাম দেবযাজিগণ এই সর্ব্বত্র অনুস্যূত সত্বাটীকে জানেনা বলে সেই অনাময় পদ লাভ করতে পারে না তাই তাদের পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর ঘুরে ফিরে জন্ম নিতে হয় এই পৃথিবীতে।

( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র—অধিযজ্ঞ—৪।৮, ২৯।৫, ১৫।৩।

ভোক্তা—২৯।৫, ২৩।১৩, ১৮।১৯, ১৪।৫।

**যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।**
**ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫**

দেবব্রতাঃ ( দেবপূজারীগণ ) দেবান্ যান্তি ( দেবগণকে লাভ করেন ) পিতৃব্রতাঃ ( পিতৃপূজারী ) পিতৃন যান্তি ( পিতৃগণকে লাভ করেন ) ভূতেজ্যাঃ ( ভূতের উপাসকগণ ) ভূতানি যান্তি ( ভূতকেই লাভ করেন ) মদ্যাজিনঃ অপি ( আমার ভূতগণও ) মাম্ যান্তি ( আমাকে লাভ করেন )।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজারীগণ দেবলোক লাভ করেন, শ্রাদ্ধাদি সহায়ে যাঁরা পিতৃগণের পূজা করেন তাঁরা সেই পিতৃলোকে গমন

করেন যারা যক্ষ রক্ষাদি ভূতগণের উপাসনা করেন তাঁরা ভূতলোকে যান এবং যারা আমাকে পূজা করেন তারা আমাকেই লাভ করেন।২৫

যাদের ভক্তি আছে অথচ অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করে তারা ফললাভ করে। দেবতা পূজারীরা দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবে ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি করে এজন্য তাদের দেবব্রত বলা হয় এবং তারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে যারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয় ও ভূতযাজীগণ বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃষষ্টি যোগিনী প্রভৃতির উপাসনা করে, তারা সেই ভূতগণকেই লাভ করে। কিন্তু যারা আমাকে ভজনা করে তারা আমাকেই লাভ করে আর আমার ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়। আমাকে লাভ করতে গেলেও ভজনা করতে হয় আর দেবব্রতগণ পিতৃব্রতগণ এবং ভূতোপাসকগণ সকলকেই উপাসনা করতে হয় কিন্তু পিতৃব্রতগণ অজ্ঞতাবশতঃ আমাকে ভজনা করে না বলে ক্ষণস্থায়ী বা অল্পস্থায়ী ফল লাভ করেন। ( শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী )।

সঙ্কল্প করে যারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে বা দশ পৌর্ণমাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে ইন্দ্রাদিকে যজনা করে এবং যারা পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ করে তারা নিজ অভীষ্ট লাভ করে। আয়াস সকলকেই করতে হয় কিন্তু যারা সর্ব্বভূতগণ মধ্যে, দেবগণ মধ্যে, পিতৃগণ মধ্যে এক ভগবানকেই দেখতে পান ও ভগবান বাসুদেবকেই ভজনা করেন তারা পরম পুরুষকে লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করেন।

( রামানুজ, বলদেব )

ভগবানকে আরাধনা করলে অনন্ত ফল লাভ হয় তৎসত্ত্বেও অজ্ঞানীগণ দেবতান্তরের ভজনা করে ও ভগবানের ভজনা করেনা।

( আনন্দগিরি )

যিনি যে স্তরে আছেন তাদের তত্ত্বজ্ঞান যেমনভাবে স্ফুরিত হয় তারা তেমনি ভাবেই উপাসনা করেন। ইন্দ্র, বসু, রুদ্র ইত্যাদি দেবোপাসকগণ সত্ত্বগুণী এজন্য দেবতার ভজনা করেন আর ভগবানই সর্ব্বকারণ এই তত্ত্ব অবগত হয়ে ভগবানকে ভজনা করেন যে ভক্তগণ তারাও সত্ত্বগুণ প্রধান কিন্তু ভগবৎ উপাসকগণ নিষ্কামভাবে আরাধনা করেন আর দেবতা ভজনাকারীগণের তত্ত্বজ্ঞানও নেই এবং নিষ্কাম উপাসনা নয় সেইহেতু অনন্তফল লাভ করেনা মোক্ষলাভও করেনা। আর পিতৃযজনাকারীগণ রজোগুণী এবং রজোগুণজ উপাসনা করে পিতৃলোক লাভ করেন আর 'ভূতেজ্য' যারা তারা তমোগুণ প্রধান বলে বিনায়ক, মাতৃগণ ইত্যাদি ভজনা করে ভূতগণের ভাবই লাভ করেন। সমস্ত উপাসনাতেই কষ্ট আছে কিন্তু অজ্ঞান হেতু অন্তর্য্যামী ভগবানের ভজনা করে না বলে দুর্দ্দৈব ফললাভ করে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর ফললাভ করে। ( মধুসূদন, বলদেব )।

সাধারণ ধর্ম্ম হচ্ছে অংশস্বরূপ দেবগণের পূজা, ভগবানের পূর্ণতম অংশের পূজা নয়। গীতা এখানে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন সেটী বেদের বহিরঙ্গ আচরণের এবং এটীকেই অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা বা যজ্ঞ বলে বর্ণনা দিয়েছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )।

শাস্ত্রোক্ত দেবতাগণের ভজনা করে সকাম উপাসনাকারীগণ মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন। পিতৃপুরুষগণের উপাসনা করেন

যারা তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু মুক্তি লাভ বা ভক্তি লাভ জন্য ইষ্টমূর্ত্তি বা পুরুষোত্তম চিন্তা যাঁরা করেন তাঁরাই মৃত্যুর পর সেই পরম ধাম লাভ করে থাকেন সেখানে গেলে আর জগতে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পিষ্ট হবার জন্য জন্ম নিতে হয় না।

প্রবচন বাক্যেও আছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কাজেই এ জগতে থাকাকালীন আমাদের মন যেমন ধারায় চিন্তা করবে বা যে 'lable এ অবস্থান করে, মৃত্যুর পরেও সেই অনুসারে গতি হয়। দেবলোক, পিতৃলোক, বৈকুণ্ঠলোক, বা পরমধাম সবই mental plane বা সূক্ষ্মরাজ্য কাজেই যার মনের গতি যেমন সেই অনুসারে সেলোকে অবস্থিতি হয়ে থাকে। ( বেদচ্ছন্দা )

**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।**
**তদহং ভুক্ত্যপহৃতম অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬**

যঃ ( যিনি ) মে ( আমাকে ) ভক্ত্যা ( ভক্তি যুক্ত হয়ে ) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ( পত্র, পুষ্প, ফল, জল ) প্রযচ্ছতি ( দান করেন ) অহং ( আমি ) প্রযতাত্মনঃ ( শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ) ভুক্ত্যপহৃতম্ ( ভক্তি সহকারে দত্ত ) তৎ ( সেই উপহার ) অশ্নামি ( প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি )।

যিনি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল যা কিছু ভক্তি যুক্তে হয়ে দান করেন আমি সেই পবিত্রচিত্ত ভক্তের দেওয়া ভক্তিযুক্ত উপহার গ্রহণ করি।২৬

আমার ভক্তগণের জগৎচক্র থেকে শুধুমাত্র পরামুক্তি লাভ হয়

তাই নয় পরন্তু আমাকে উপাসনা করা ও খুব সহজ। পত্র, পুষ্প, ফল, জল যে আমাকে যা দিয়েই পূজা করুক আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে দিলে আমি সেই শুভবুদ্ধির দেওয়া বস্তু ভোক্ষণ করি বা গ্রহণ করি।
( আচার্য্যশঙ্কর, আনন্দগিরি )।

আমি সর্ব্বেশ্বর বা পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা আমি আপ্তকাম ও আনন্দময় আর আমার প্রাপ্তব্য বস্তুও কিছু নাই তবু আমার একান্ত ভক্ত প্রীতির সঙ্গে পরম যত্নভরে আমাকে পত্র-পুষ্প-ফল-জল যা কিছু নিবেদন করে তা যত সামান্যই হোক আমি তা প্রসন্নতা পূর্ব্বক গ্রহণ করি। ( রামানুজ )

জগতের সমস্ত বস্তুই আমার সৃষ্ট অতএব অধিগত, কিন্তু ভৃত্য যেমন প্রভুরই বস্তু যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে প্রভুর সেবায় লাগায় তাঁর প্রীতির জন্য তেমনি শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত ভক্ত বাসুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই এই জ্ঞানে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি যৎ সামান্য যা কিছু আমাকেই নিবেদন করে এবং আমি সেগুলি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি। এই প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, তপস্বিত্ব এসব বিচার আমার কাছে বড় নয়, ভক্তের আকুতি সহকারে নিবেদনই আমার কাছে বড়। ভক্তিই আমার কাছে প্রিয়। প্রচুর অর্থব্যায় করেও যজ্ঞে প্রদত্ত বলি উপহার ইত্যাদি আমার কাছে তত প্রিয় নয়। শ্রীদামের তণ্ডুল কণা গ্রহণ এই মন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
( মধুসূদন )

ক্ষুদ্র দেবতাগণ যেমন অর্থশালী ভক্তের অর্পিত বহুব্যয় সাধ্য যজ্ঞ গ্রহণ করেন আমি তেমন নই। বিশুদ্ধ চিত্তের নিষ্কাম ভক্তি

সহকারে প্রদত্ত সামান্য পত্র, পুষ্প ফল ও জল আমি খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি। ( শ্রীধর, বলদেব )

ঈশ্বর প্রীত্যর্থে সেবাবুদ্ধি নিয়ে যা কিছু নিবেদন করা হয় তিনি তা গ্রহণ করেন। প্রাণীতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীরূপে ভগবানই গ্রহণ করেন। ( গান্ধীজী )

জীবনের যা কিছু ক্ষুদ্রতম ঘটনা, যা কিছু অকিঞ্চিৎকর দান সে সমস্তই এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণ যোগ্য হয় এবং সেটীকে গ্রহণ করেই তিনি ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

চিত্ত সংযত ও একাগ্র না হলে ভক্তি লাভ হয়না, আর প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর কিছুই গ্রহণ করেন না, কেননা জাগতিক কোন বস্তুর অভাব ভগবানের নাই। এজন্য শুদ্ধচিত্ত ও ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, দূর্ব্বা যে কোন কিছু দিলেই তিনি প্রসন্ন হন। ( যোগানন্দ )।

আগের মন্ত্রগুলিতে তত্ত্বকথা প্রকাশের পর এই মন্ত্রে ভগবৎ লাভের সহজ উপায়ের কথা বলছেন। আগে বলেছেন অনন্য চিন্তা ইত্যাদি মানস পূজার কথা আর এখানে বলছেন বহিরঙ্গ পূজার কথা। ভগবানকে ডাকতে গেলে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন হয় না পত্র অর্থাৎ তুলসী পাতা কি বেল পাতা, পুষ্প, ফল ও জল—এর কোনটীই দুর্লভ নয়। কোনটীই দুর্মূল্য নয়। কিন্তু এর পিছনে আসল প্রয়োজন ভক্তি প্রযত্ন চিত্তে দেওয়া চাই 'ভগবান ভক্তির কাঙাল' প্রযতাত্মনঃ কথায় এইটীই বুঝিয়েছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী—

"আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন আপনারা মনে মনে মূর্ত্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দুই প্রকার ব্যক্তির মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজন হয় না। এক নর পশু, যে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না, আর সিদ্ধ পুরুষ যিনি এই সকল সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন এই দুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোন রূপ আদর্শ বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে।"

( স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি রহস্য ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ )

অনুরূপ কথা হরিভক্তি বিলাসেও পাই যথা ঃ—

তুলসী দলমাত্রেন
জলস্য চুলুকেনবা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং
ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

চৈতন্য চরিতামৃত মুখেও পাই ঃ—

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদাম সংবাদে কৃষ্ণসখা শ্রীদামের তণ্ডুল মুঠি গ্রহণও এই শ্লোকের অনুরূপ।

শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়ন জানীতং ব্রাহ্মণ মে ভবতাগৃহাৎ।
অম্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেয়া তুর্য্যেব মে ভবেৎ।
তুর্য্যপ্যভক্তেপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥

আপনি নিজের গৃহ থেকে আমার জন্য কি উপহার এনেছেন? ভক্তের আনা কণামাত্র দ্রব্যও আমি প্রেমবশে প্রচুর মনে করে থাকি।

এখানে অন্তরের ভক্তিই আসল এটী বুঝতে হবে।

**যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।**
**যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ।২৭**

হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি (যা কিছু কর) যৎ অশ্নাসি (যা ভোক্ষণ করবে) যৎ জুহোষি (যা হোম করবে) যৎ দদাসি (যা দান করবে) যৎ তপস্যসি (যা তপস্যা করবে) তৎ (সে সমস্তই) মদর্পণম্ (আমাতে নিবেদন) কুরুস্ব (করবে)।

হে কুন্তী তনয়, তুমি যা কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যা কিছু ভোক্ষণ কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর সে সমস্তই আমাকে অর্পণ করবে।২৭

ভক্তের দেওয়া বস্তুতে যখন ভগবানের এত প্রীতি তখন তুমি যা কিছু কর অর্থাৎ যা কিছু হোম কর (শ্রৌত বা স্মার্ত্ত) ব্রাহ্মণদের স্বর্ণাদি যা কিছু দান কর এবং যা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর। (শঙ্করাচার্য্য)।

দেহ যাত্রাদি নির্ব্বাহ জন্য যে লৌকিক কর্ম্ম কর, যা কিছু আহার

কর, যে বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কর সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর। (রামানুজ, বলদেব)

স্বভাবতঃ বা শাস্ত্রতঃ যা কিছু কর্ম্ম কর তার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আরাধ্যত্বাদি সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। (শ্রীধর)

ভগবানের আরাধনা আবার কেমন এই সংশয় যদি আসে তার উত্তরে ভগবান বলেছেন যে শাস্ত্র বিধান ছাড়াও অনুরাগের সঙ্গে গমন, ভোজন, ব্রাহ্মণাদিকে যা কিছু দান, এবং অজ্ঞান বা অনবধান বশতঃ যে পাপ আচরিত হয়, সে সমস্ত স্খালনের জন্য যে তপস্যাদি করা হয়, সে সমস্তই আমাকে সমর্পণ করাই আমার ভজনা। (মধুসূদন, কেশবাচার্য্য)

ভক্তের উপহৃত সকলই ভগবান গ্রহণ করেন—যে কর্ম্মই তাঁকে অর্পণ করা হোক তিনি গ্রহণ করেন। আর ভগবানে কর্ম্মার্পণ করলে ফলভোগরূপ থাকেনা। দেহাদি ধর্ম্মহেতু বিবাহ, পুত্রলাভ, ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ, এসবই তিনি করাচ্ছেন নিজ সুখের জন্য নহে সর্ব্বদা এরূপ ভাবনা করতে হবে। (বল্লব)

কিরূপে কর্ম্ম করলে ভগবৎ লাভ হয়, এই শ্লোকে সে কথা বলেছেন। মানুষের যাবতীয় কর্ম্ম আছে লৌকিকই হোক, বৈদিকই হোক, সে সমস্ত ভগবানে অর্পিত হলে ভগবান মুক্তি দান করে থাকেন। তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না, হীন কার্য্যাবলী ভগবানে অর্পণ করলে তুষ্ট হবেন বা মুক্তি দেবেন পরন্তু বিপরীত ফল পেতে হবে। (কৃষ্ণানন্দ)

পূর্ণতমরূপে আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণই গীতার ভক্তিমতে

মুকুট স্বরূপ। সমস্ত চেষ্টাই ভক্তি সহায়ে বিশ্বাত্মনের নিকট অর্পণ করতে হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঐরূপে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করতে পারলে সব বন্ধন, কর্ম্ম, অজ্ঞান ও কষ্ট থেকে যখন মুক্ত হওয়া যায় তখন কর্ম্মার্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ( যোগানন্দ )

এই মন্ত্রের অর্থ খুব সহজ, যা কিছু করবে ভগবানকে অর্পণ করবে। এখন কথা হচ্ছে সব কিছু করার পর ভগবানে অর্পণ করা সম্যগ্ ভাবে খুব সহজ ব্যাপার নয়। আবার যা কিছু করবার করলাম, আর মুখে বললাম ঠাকুর, সব তোমায় অর্পণ করলাম এর মধ্যে তো ফাঁকি রয়েছে, এর উত্তরে বলা যায় যে প্রত্যেক দিন সারা দিনের শেষে ঠাকুরকে জানাবে, ঠাকুর তোমার নাম করে যা করেছি সারাদিন তোমার নাম করে সে সবই তোমাকে অর্পণ করলাম— মনে মনে বললেও অনেকটা কাজ হবে। তাছাড়া কথাটা তো সত্যি-কারের ভক্তদের জন্য বলেছেন। দুষ্ট লোক তো ফাঁকি খোঁজেই— এখন একজন ভক্ত ব্যবসায়ী, কি কর্ম্মী, প্রচুর টাকার কারবার করে, সে কি শুধু মুখে বলবে সব তোমায় দিলাম, সে মুখে তো বলবেই কাজেও তার লভ্য অংশের অন্তত খানিকটা দেব সেবায়, সাধুসেবায় দেশের কাজে, দীন নারায়ণদের সেবায় দান করবে—তবে তার বলা ঠিক হবে। যে প্রতিদিন ভগবানের এই বাণী মনে করে যতটা পারে মনে মনে তার কর্ম্ম ভগবানকে নিবেদন করবে—সে অসৎ কর্ম্ম করতে সাহসও পাবে না। তাছাড়া এই মন্ত্র সত্যিকারের সাধু বা ভক্তদের জন্য বলা, কাঁচা আমি ত্যাগ বা অহং বিসর্জ্জন করতে করতে অহং

চলে যায়, ভক্তিলাভ হয়। সব রকমে অনন্য চিন্ত হয়ে ভগবানে যুক্ত হবার উপায় বলেছেন যা কিছু করা হচ্ছে সবের মধ্যে ভগবৎ স্মরণ, ইষ্টনাম স্মরণ, যা কিছু ভোজন করা হচ্ছে, সেই সময়ে অগ্রে ভগবানকে বা গুরু দত্ত মন্ত্র স্মরণ করে ইষ্টকে নিবেদন, যখন হোম করা হচ্ছে, যখন কিছু তপস্যা, করা হচ্ছে সবের মাঝে ইষ্টনাম স্মরণ করলে, নিবেদন করার চেষ্টা রাখলে যুক্ততা লাভের পথ সহজ হয়। আর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ত্রুটী চলে যায়। যেমন আহারের সময় নিবেদন করলে নিমিত্ত দোষ, স্পর্শদোষ, ইত্যাদি চলে যায় ও ভুল ভ্রান্তি ও খণ্ডিত হয়ে যায় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে এর একটী গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে ; মনোবিজ্ঞানে Stimulus response এর কথা আছে ; বাইরের কোন অভিঘাত বা Stimulus অথবা দৈহিক কোন অনুভূতি বা Stimulus অনুসারে তৎমূহুর্ত্তে আমাদের যে আচরণ তাকে বলে Stimulus response যেমন বাইরে বন্দুক ছোড়ার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে লাফিয়ে ওঠা বা চমকে ওঠা অথবা ক্ষুধা পাওয়া বা অনুভব করার সঙ্গে খেতে বসা বা খাবার দেখলেই খেতে বসা এগুলোকেই Stimulus response বলা হয়। কিন্তু Watson, Pavlove ইত্যাদি Behavioristic psychologist গণ উপরোক্ত Response কে Unlearned response বলেন। তারা Conditioned response এর ওপর জোর দিয়েছেন এবং বহু পরীক্ষা করে ওই মতবাদের কিছু প্রতিষ্ঠাও করেছেন—তারা বলেন— "Response which is the result of training or learning by experience is called conditioned response···All the so called

intelligent behaviour of man is from this view point, nothing but conditioning behaviour more and more." যেমন আহার্য্যবস্তু পেলেই পশুরা খেতে সুরু করে কিন্তু একজন সভ্যমানুষ বা বুদ্ধিমান মানুষ তা করেনা। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো চিন্তাশীল মানুষ অপরের আহার্য্য কেড়ে খায়না, এগুলো হচ্ছে ওই Condi.ioned response এর ফলেই গড়ে উঠেছে। এই Conditioned response theoryর ওপর Experiment করে করে ওদেশে মুরগীকে দুবার করে ডিম পারাচ্ছে, মিষ্টি বাজনা বাজিয়ে গোরুকে বেশী দুধ দেওয়াচ্ছে। গোরু, ঘোড়া, কুকুর এদেরও আহার পেলেই খেতে সুরু করা এগুলিও বন্ধ করেছে। মাংস দেখলেই কুকুর খাবার জন্য লাফায় এখন সাহেবরা Exprerimen্ট করবার জন্য একখণ্ড মাংস কুকুরের সামনে ধরে আর ঘণ্টা বাজিয়ে ও লাল আলো জ্বালে, কুকুরটা ও অমনি খাবার জন্য লাফাচ্ছে; দিনেব পর দিন এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন শুধু মাংসখণ্ড দেখলেই লাফাচ্ছেনা, যতক্ষণ না ওই ঘণ্টা বাজানো ও লাল আলো জ্বালা Conditionটাও না ঘটছে। এগুলি হচ্ছে ওই Conditioned reponse এর উদাহরণ।

আবার এই Conditioned responseএর ওপর বুদ্ধিমত্তারও পরীক্ষা করছে ওদেশের চিন্তাশীলরা। কোন একটী পরিস্থিতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে যে যত তাড়াতাড়ি Action নিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। একটী ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যে যত তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জ্বালতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। যাক্ এসম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা

নিরীক্ষা চলছে, ফলও তারা বেশ পাচ্ছে। এখন আমাদের কথা হচ্ছে —আমরা যদি আমাদের Unlearned responseকে Conditioned করতে পারি—গীতার বাণী অনুযায়ী—ভগবৎ প্রীতি লাভের জন্য, তাহলে ভগবৎ লাভ আমাদের অনেক সহজ হয়ে দাড়াবে, অন্তত সাধনার রাজ্যে অনেক এগিয়ে যাব—যেমন ক্ষিধে পেয়েছে বা খাবার দেখার মাত্রই না খেয়ে ইষ্টকে নিবেদন করে গ্রহণ করলুম—কোন কাজে হঠাৎ বেরিয়ে না গিয়ে ভগবৎ নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়লুম ইত্যাদি ভাবে আমাদের বাসনা জাত, কামনা জাত Response গুলিকে যদি আমরা ভগবানের নামে ও চিন্তায় খানিকটা Conditioned করে ফেলতে পারি, তাহলে মনের জোরও খুব বাড়বে আর বাসনাজাত Responseও কমে যাবে।

আর একটি কথা এখানে বিরাটের মাঝে ক্ষুদ্রের আহুতি বা মিলন। বিরাট সমষ্টি সত্তায় ব্যষ্টির আহুতি বা মিলবার চেষ্টাও বলা হয়েছে। এগুলি আসলে নিত্যদিনের সাধনার উপায়, যতটা পারা যায় এটী মনে রেখে চলা। ( বেদচ্ছন্দা )

এই শ্লোকে প্রতিটী ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ যে নিত্যকর্ম্ম ও সাত্ত্বিকাদি দিব্য কর্ম্ম করে সে সবই ভগবানে অর্পিত চিত্ত হয়ে করার কথা বলেছেন।

ভাগবতেও আছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বাবুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ, সকলং পরস্মৈনারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ।

কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা স্বভাব বশতঃ যে

কোন কর্ম্ম করা হয় তৎ সমস্তই পরাৎপর নারায়ণে সম্যকরূপে অর্পণ করবে। ভা—১১।২।৩৬—

গীতায় অন্যত্র

যত্তপস্যসি—৬।১৮, ৪৬।১৮

সমস্ত কিছু ভগবানে অর্পণবুদ্ধি নিয়ে করে যাওয়ার কথা গীতায় ৩৪।৯, ৫৫।১১, ৪৬।১৮, ৬৫।১৮ ও ৬৬।১৮।

**শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।**
**সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮**

এবং (এই মত) শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মে শুভ ও অশুভ ফল প্রদানকারী যে বন্ধন) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে) সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মফল ত্যাগী সন্ন্যাসী ভগবানে যুক্ত হয়ে) বিমুক্তঃ [সন্] (কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে) মাম্ উপৈষ্যসি (আমাকে লাভ করেন)।

এরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে বা আমাতে নিবেদন করলে শুভাশুভ কর্ম্ম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে। আমাতে বা ইষ্টে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ রূপ যোগে যুক্তসন্ন্যাসী কর্ম্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় আমাকেই লাভ করেন।২৮

ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল যে সব কর্ম্মের সেই সব কর্ম্মফল ও কর্ম্মরূপ বন্ধন সমস্ত আমাতে অর্পণ করলে বা সংন্যস্ত করলে সর্ব্ববন্ধন থেকে মুক্ত হবে কেননা কর্ম্মার্পণ কৌশলই সন্ন্যাসযোগ, এটী সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হলে কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাতে আশ্রয় পাবে।

(শঙ্করাচার্য্য)

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ফলে অনাদি কাল থেকে যে কর্ম্মবন্ধন সৃষ্টি হয়েছে এবং যার ফল শুভ ও অশুভ সে সমস্ত থেকে মুক্ত হতে গেলে সন্ন্যাসযোগ অবলম্বন কর ও যুক্তাত্মা হও।

( রামানুজ )

আমাতে কর্ম্মার্পণই সন্ন্যাস এবং সেটাই চিত্ত বিশোধক হেতু মুক্তির কারণ। ( বলদেব )

কর্ম্মের হেতু ইষ্টানিষ্টফল যে সমস্ত আমাতে বা ভগবানে সমর্পণ করে সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা হলে আমাকে লাভ করবে।

( শ্রীধরস্বামী, কেশব )

ভগবৎ অর্পণ বুদ্ধিতে সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন করলে প্রারব্ধ শেষে বিদেহ কৈবল্য লাভ করবে। ( আনন্দ গিরি )

মদর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাসুদেবকে লাভ করবে। ( হনুমান )

সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ বুদ্ধিতে করলে তখন আর অশুভ ও শুভ কোন কর্ম্মবন্ধনই কর্ম্মীকে বন্ধনে ফেলতে পারবে না, এর ফলে আত্মা সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা হয়ে চিত্তশুদ্ধি লাভ করবে এবং ভগবৎ লাভ করবে। ( মধুসূদন )

যিনি জগতের সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত ফলের অধিকারী তাঁকে সমস্ত কর্ম্ম ও ফল অর্পণ করলে তখন কর্ম্মবন্ধন থাকে না। কাজেই শুভ লাভের জন্য কষ্টকর চেষ্টা ও অশুভফল এড়াবার জন্য চেষ্টা থাকে না, কেননা আত্মসমর্পণের ফলে অহংটাই থাকেনা এবং আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা জীব ভগবৎ যুক্ততা লাভ করে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অনুসারে চললে শুভ অশুভ যাবতীয় কর্ম্ম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হয় আর নৈষ্কর্ম্মরূপ সন্ন্যাস ও ঈশ্বরে একাগ্র যোগ-হেতু ভগবৎ লাভ করা যায়। ( যোগানন্দ )

এখানে মনে রাখতে হবে সমস্ত কর্ম্মই মানুষের অভিপ্রেত শুভ বা মঙ্গলকর ফল উৎপাদন করে না—সে বিষয়ে মনকে স্থিতপ্রজ্ঞ রাখতে হবে। এখন একটি প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে যে, শুভাশুভ কর্ম্মফল যে ভগবানে সমর্পণ করবে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মবন্ধন যাব কেটে গেল, সে ঠাকুরকে পাবেই By Natural Process এ, তাহলে এখানে তো ভক্তেরই মহিমা প্রকাশিত হল ঠাকুরের কি মহিমা এখানে প্রকাশ হল—? তার উত্তরে বলা যায় যে Plotinus—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক বলেছেন—মানুষ নিজের চেষ্টায় বহু পরিশ্রম করে না হয় পাহাড়ের উপরে মন্দিরের দ্বার দেশে এসে উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু দ্বার খোলা তার চেষ্টার উপর নির্ভর করে না—সেটী মন্দি-রাভ্যন্তরীণ পুরোহিতের কৃপা বা দয়া, এখানেও ঠিক তাই—প্রথমত সর্ব্বকর্ম্ম বন্ধন মানুষ ভগবানকে সম্যক্‌রূপে অর্পণ করতে পারে না —সেখানে তার চেষ্টা দেখে ভগবান কৃপা করলে তবে সেটী সম্ভব হয়—'সফল হইবে হরি করুণা বলে।' আর ভগবৎ লাভ সেটী তো পুরোপুরি ভগবানেব কৃপা—কেননা মানুষ চিরকাল নিজের চেষ্টায় একভাবে চলতে পারে না তার জন্যই চাই ভগবানের করুণা—উপনিষদে ঋষিরা যুগ যুগ ধরে তপস্যা ধ্যান করে উপলব্ধি করে বলেছেন 'যমেবৈষ বৃণুতে'। ( বেদচ্ছন্দা )

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই :—

'সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ, এইসব কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম্ম নিষ্কাম করতে হয়। সন্ন্যাসী বিষয়কর্ম্ম সংসারীদের মত করে না। কর্ম্ম ভাল। জমি পাঠ করা হলে যা রুইবে—তাই জন্মাবে। তবে কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়। সর্ব্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়। হরির সেবা হলে নিজেরই উপকার হলো……এরূপ ভাবে কেউ যদি সেবা করে তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম করা হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করলে তার নিজের কল্যাণ। এরই নাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বর লাভের একটি পথ। ( কথাসার )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

উপৈষ্যসি, লাভ করবে—

৭।৮, ২৮।৯, ৩৪।৯, ৬।১৮, ৬৮।১৮; ৫৫।১১, ও যান্তি—২৩।৭, ২৭।৭, ৫।৮, ২৫।৯, ৩২।৯, ১০।১০ ; ১০।৪, ১৯।১৪।

**সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।**
**যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯**

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ ( সর্ব্বভূত আমার কাছে সমান ) মে ( আমার ) দ্বেষ্যঃ ( অপ্রিয় ) প্রিয়ঃ চ ন অস্তি ( প্রীতির বস্তুও কেউ নাই ) যে তু মাং ভক্ত্যা ( ভক্তি সহকারে ) ভজন্তি ( ভজনা করে ) তে ময়ি ( আমাতে ) [ থাকেন ] অহমপি ( আমিও ) তেষু ( তাদের মধ্যে ) [ থাকি ]।

আমি সর্ব্বভূতের পক্ষেই সমান কারো উপর বিদ্বেষও নাই

প্রীতিও নাই। কিন্তু যাঁরা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সমস্ত ভক্ত হৃদয়ে বিরাজ করি।২৯

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলিতে পাছে অর্জ্জুন বা ভক্তমনে ধারণা হয় ভগবানের রাগদ্বেষ আছে সেজন্য এই মন্ত্রমুখে ভগবান বলছেন আমি সমস্ত ভূতেই সমান বিদ্যমান আছি, আমার দ্বেষ্যও নাই ও প্রিয়ও নাই। আমার স্বভাব অগ্নির ন্যায়। অগ্নি যেমন দূরের ব্যক্তিগণের শীত অপহরণ করেনা কিন্তু সমীপে আগত ব্যক্তিগণের শীত নাশ করে, তেমনি ভক্তিভরে যারা আমার নিকট এগিয়ে আসে আমি তাদের বেশী অনুগ্রহ করি কিন্তু যারা আমাকে ভজনা করেনা তাদের অনুগ্রহ করিনা। আমি ঈশ্বর--ভক্তিভরে ভজনা করলেই তাতে বিশেষভাবে অবস্থান করি। প্রিয়-দ্বেষ্য স্বভাব বশতঃ অবস্থান করি তা নয়।

( শঙ্করাচার্য্য )

আমি সর্ব্বদা বৈষম্য রহিত। দেব, তির্য্যক, মনুষ্য, স্থাবরাদিতে জাতি আকারে স্বভাব ও জ্ঞানদ্বারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান, সর্ব্ব-ভূতে আমি সমানভাবে আশ্রয়নীয় হেতু সম। আবার আমার ভজনশীল ভক্তগণ যে জাতিই হোক, যেমন আকৃতিযুক্তই হোক আমি সেইখানেই বৈষম্য রহিত অর্থাৎ ভজনশীল ভক্তগণের মধ্যে আমি বিশেষভাবে প্রকট থাকি। ( রামানুজ )

ভগবানের কাছে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নাই। যে ঈশ্বরকে অনন্যভাবে ভজনা করে সে ভগবানে অবস্থান করে। ( কেশব )

ভগবানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই, সংসার অনাদি। সেই অনাদি-

কাল থেকেই জীবের বাসনা ও সংস্কার অনুসারে কর্ম্মের উদ্ভব হয়। সেই কর্ম্মের সঙ্গে অবিদ্যার সংমিশ্রণ হলে তদ্বারা সৃষ্টি বৈষম্য সংঘটিত হয়। ভগবান, দেব-মনুষ্য তির্য্যক স্থাবরাদি সর্ব্বভূতের আশ্রয় এ বিষয়ে পর্জ্জন্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সমান। কিন্তু যারা অনুরাগ প্রাবল্য-হেতু আমার ভজনা করে তাদের মধ্যে আমি বিশেষ রূপে প্রকট হই। মনি ও সুবর্ণের সম্বন্ধের মত। গীতামুখে ভগবানই অঙ্গীকার করেছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ ভক্ত যে প্রকারে ভজনা করে আমিও তাদের তেমনিভাবে অনুগ্রহ করে থাকি। ভগবান সর্ব্বত্র সমদর্শী হলেও ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তি ও ভজনা সহায়ে ভগবানের বাৎসল্য আকর্ষণ করেন। ( বলদেব )

ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন বলেই সৃষ্টি চলছে, তথাপি ভক্তগণ ঠিক যেমন ভাবে ভগবানে আসক্ত বা অনুরক্ত হয়ে অবস্থান করেন, ভগবানও তদ্রূপ আসক্ত হন ভক্তগণের প্রতি। অবশ্য কখনও ভক্ত বৈরীগণকে হননও করেন এটী দূষণীয় তো নয়ই বরং এটী তাঁর ভূষণ। যোগী-জ্ঞানী কারও ক্ষেত্রে তিনি এমনভাবে অনুরক্ত হননা। আর প্রভু নিজের ভৃত্যের প্রতি যেমন বাৎসল্য পরায়ণ হন রুদ্রভক্ত, যক্ষভক্ত, রক্ষভক্ত-কুবেরেরভক্ত বা অন্যান্য দেব ভক্তের প্রতি ততখানি বাৎসল্যযুক্ত হননা। ( বিশ্বনাথ )

ভগবান সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামীরূপে সমভাবে বিদ্যমান কিন্তু ভক্তগণ সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণরূপ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে বলে তাদের চিত্ত রজোগুণজ, তমোগুণজ মলিনতা থেকে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। আর আমিও তাদের স্বচ্ছ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হই ; অভক্তের

হৃদয় অসচ্ছ মলিন—এজন্য ভগবৎ প্রতিবিম্বের প্রতিফলন হয়না। “ময়িতে তে তেষু চাপ্যহম্” কথায় এটীই বুঝিয়েছে। কাজেই ভক্ত হৃদয়ের স্বচ্ছতা হেতু ভগবানের বিশেষ কৃপা বা আবির্ভাব এতে ভগবানের বৈষম্য দোষ সূচিত হয়না। ( মধুসূদন )

ভক্তে ভগবানের অবস্থান এবং ভগবানে ভক্তের অবস্থান এতে ভগবানের বৈষম্যসূচিত হয়না। ভগবান অতিদূরে, অতি নিকটে বা অন্তরে বিরাজিত। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানচক্ষু যার উম্মীলিত তিনিই ভগবানকে অতি নিকটে দেখতে পান, নিজের মধ্যে দেখতে পান এবং ভক্তিবৃত্তির নিরন্তর আকর্ষণে ভগবৎ লাভ করেন।

( আনন্দগিরি )

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে ভজনা করেন ভক্তির গুণে তাঁর অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় ও ভগবদ্ভাব লাভ করেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবা ফুলের কাছে এলে তাতে জবাফুলের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং রক্তবর্ণ দেখায় অথচ একখণ্ড লৌহখণ্ড এলে প্রতিফলনও হয়না রক্তবর্ণও দেখায় না সেরূপ ভক্তির জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়। অভক্তের তা হয়না। এক্ষেত্রে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব নেই।

( কৃষ্ণানন্দ )

ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন কিন্তু কুত্রাপি তাঁর এই সমত্বের হানি হয়। ভক্তির বা যোগের শক্তি দ্বারাই ভক্তের বা যোগীর চিত্ত মুকুরে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকটিত হন। অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করে কিন্তু যেখানে সেখানে প্রকাশিত হয়না, ঘর্ষনাদি দ্বারা কোথাও কোথাও তার সমত্ব বিনষ্ট হয়ে সেটী শিখার আকারে

প্রজ্বলিত হয়, অনুভব হয়। ভক্তি বা যোগবল সহায়ে তেমনি ঈশ্বর ভক্তেরা যোগীর মনে অনুভূত হন, প্রকাশিত হন। ( যোগানন্দ )

নিকৃষ্ট জন্ম গজেন্দ্র, শবরী, গুহক, চণ্ডালাদি ও উৎকৃষ্ট জন্ম ভীষ্ম পাণ্ডবাদিতে সমভাবে বিদ্যমান। ( কেশবভারতী )

ভগবান কারোকে পরিত্যাগ বা চিরকালের জন্যে দণ্ডিত করেন না। কর্মচক্র থেকে মুক্তি পেলে সকলেই তাঁর চরণে স্থান পায়। কিন্তু অন্তরে ভগবৎ উপলব্ধি একমাত্র পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই সম্ভব। সমগ্র আত্মসমর্পণের যে প্রেম তার সাহায্যই সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথে ভগবানের সঙ্গে সজ্ঞান মিলন, সত্বর মিলন-সম্ভব হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )

এই মন্ত্রে ভগবান একাধারে তাঁর দ্বন্দ্বাতীত সত্তাও, ভক্তবৎসল সত্তার কথা প্রকাশ করেছেন।

**সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু**—ভগবান তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা সম্পন্ন—অতি বড় খুনী থেকে সাধু মহাত্মা—অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে বুদ্ধিজীবি মানুষ সকলের ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তিনি আহার পানীয় এসব জোগাচ্ছেন, জাগতিক উন্নতিও দিচ্ছেন, বিপদে, শোকে, তাপে তিনি সকলকে রক্ষা করছেন। আলো হাওয়া দিয়ে সকলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সে ভক্ত না ভগবৎ অবিশ্বাসী কোন কিছুই বিচার তিনি করেন না; কাজেই সর্ব্বভুতে সমকরুণাযুক্ত এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

**ময়ি তে তেষু চাপহ্যম্**—কিন্তু তবু ভক্ত হৃদয়ে তিনি বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন। এখানে প্রশ্ন উঠে অনন্ত ভগবৎ সত্তাকে

ভক্ত তাঁর ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করে কি করে, তদুত্তরে বলা যায় ভগবান তো সর্ব্বানুস্যূত হয়ে আছেন, কাজেই ভক্তহৃদয় তো সমস্ত ছাড়া নয়—তাছাড়া অনন্ত সত্তা কৃপা করে শান্ত হয়ে বিশেষ করুণা মূর্ত্তিতে ভক্ত হৃদয়ে রূপ গ্রহণ করেন। অথৈ ব্রহ্মসাগরে কিন্তু ভক্তি হিমে কোথাও কোথাও বরফ জমে রূপ ধারণ করেন। আবার ভক্ত তাঁতে অবস্থান করেন—একথার সহজ উত্তর—ভগবান যদি সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান—তো ভক্ত তিনি ছাড়া কোথায় অবস্থান করবে? ভক্ত ভগবানে অবস্থা করেন অর্থাৎ তার বিদ্ধৃতি স্থান ভগবান, এরও অর্থ আছে সমস্ত সৃষ্টি ও সৃষ্টজীব তাতে বিদ্ধৃত থাকলেও তাদের বারংবার যাতায়াত—জীবন, মৃত্যু, প্রলয়, সবই অনাদিকাল ধরে হলেও ভক্ত বিশেষভাবে তাঁতে অবস্থান করে বলে সে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে পরম ধাম লাভ করে।

ভগবানের কাছে সবাই সমান তবুও ভক্ত তাঁকে লাভ করে যেমন একটা বিরাট Magnetic field এর সর্ব্বত্র Charged হয়ে থাকে। Negative, ও Nutral point থাকলেও সমস্তটা সমান Charge হয়ে থাকে, তেমনি ভগবান সকলের উপর সমান দৃষ্টিযুক্ত। কিন্তু বিশেষ ধাতু যেমন Steel, Iron Magnetic field-এ পড়লে তাড়াতাড়ি Charge হয়ে যায়—তেমনি ভগবান সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হলেও যে ভক্ত আকুল হয়ে ভজনা করে সে ওই Steel charge হওয়ার মত ভগবানকে বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারে। (বেদচ্ছন্দা)

ভগবান একমাত্র ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হন এ সম্বন্ধে অন্যশাস্ত্রেও পাই :—

শ্রীভগবানুবাচ

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ
শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

ভগবান বললেন হে উদ্ধব! আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই যেহেতু আমি সাধুদের আত্মা এবং প্রিয়। আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তিতে চণ্ডালের ও জাতি দোষ খণ্ডিত হয়।

( শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২১ )

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখেও পাই :—

ঐছে শাস্ত্র নহে. কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি
ভক্তে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে যোগ শাস্ত্রে গায় ॥

( মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ )।

ময়িতে তেষু চাপ্যহম—এই কথাটীর অনুরূপ কথা কথামৃতমুখে পাই :—

ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও তেমনি ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করবার জন্যে দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা। ( কথামৃত ৫।১০।২ )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ১৯।৫, ২৮।১৩, ২৯।১৩, ৩৩।১৩।

ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ২৯।৯ ; ৫।৯ ; ১২।৭।

**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।**

**সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০**

চেৎ ( যদি ) সুদুরাচারঃ অপি ( অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি ও ) অনন্য ভাক্ ( অনন্য চিত্ত হয়ে ) মাং ভজতে ( আমাকে ভক্তি করে ) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ ( তাকে সাধু বলেই মনে করা উচিৎ ) হি ( যেহেতু) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ ( উত্তম নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন )।

অতি দুর্বৃত্তব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হয়ে আমার আরাধনা করে তাকে সাধু বলে জানবে। যেহেতু তাহার অধ্যাবসায় বা চেষ্টা উত্তম।৩০

এখানে ভগবানে ভক্তি মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। অত্যন্ত কুৎসিৎ আচারী পুরুষও আমাকে ভজনা করে অর্থাৎ অনন্যভক্তি সহায়ে সম্যক্ সাধু চরিত্রে পরিণত হয়। কারণ ঐ ব্যক্তির 'ব্যবসায়' সুসম্যক হয় বা দৃঢ়তা লাভ করে। ( শঙ্করাচার্য্য )

ভগবান ভক্ত বৎসল, সেকথা এখানে বলেছেন। নিন্দিত ক্রিয়াশীল বা জাতিগত কর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ কারীকেও ভগবান ঘৃণা করেননা বরং তাদের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। অনন্য ভক্তি হেতু ভগবৎ কৃপায় তার ব্যবসায় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। ভগবানকেই জগতের একমাত্র সুহৃদ, আধার, স্বামী ইত্যাদি স্থির করে জানাই ব্যবসায়। এই ব্যবসায় হেতু ভগবানকে ভজনা করে। (রামানুজ)

এই মন্ত্রে বোঝাচ্ছে যে মহাপাপীরও ভগবানকে ভজনার অধিকার আছে এবং সে অনন্য ভজনার ফলে পরিণামে ভগবানকে লাভ করতে পারে। ( বলদেব )

পাপিগণেরও ভগবানকে ডাকার অধিকার আছে।

( আনন্দগিরি )

আমার ওপর ভক্তির এক মহান ফল। আমার সমমনে ভক্তির আধিক্য হেতু বৈষম্য এনে দেয়। অজামিল রত্নাকর প্রভৃতি ব্যক্তি অহরহ নাম করে ভজনা করে সাধু হয়ে গেল বা যায়—তখন তাদের দুরাচারী বলা চলবে না। তাদের সাধু বলে জানবে। কারণ সে 'সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ'—কারণ সে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ব্যবসিত হয়েছে অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সহায়ে কৃতার্থ হব এরূপ শোভন অধ্যবসায় সে করেছে। ( মধুসূদন )

ঈশ্বরের জ্যোতিতে ও শক্তিতে পাপপুণ্য সমস্ত বিগলিত হয়। তিনি কারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না বা সে নিয়ে ব্যস্তও থাকেন না। পাপী ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করলে সে পাপ মুক্ত হয় কিন্তু পাপের এমনই প্রভাব যে মানবাত্মাকে ঈশ্বর থেকে দূরে নিক্ষেপ করে।

( যোগানন্দ )

অত্যধিক পাপী অশুদ্ধতমচিত্ত ও প্রচণ্ড দুরাচারী ব্যক্তিও যদি নিজের চরম অধঃপতন চিন্তা করে অন্তরস্থ ভগবানকে ভজনা করে ও অনুসরণ করতে অগ্রসর হয় তাহলে সে রক্ষা পায় এবং সাত্ত্বিক পথ গ্রহণের জন্য সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যেহেতু অনন্যভক্তি দুরাচারকে শান্ত করে দেয় সেইহেতু সে আর

দুরাচার থাকেনা, তখন তাকে সাধু বলে জানবে। ( গান্ধীজী )

শাস্ত্রে বহুপ্রকার পাপের বহুপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। অতি দুরাচারী ব্যক্তির পক্ষে পাপক্ষালনের জন্য একের পর এক সেই অত্যধিক কঠিন বিধান মানা হয়তো একজন্মে সম্ভব নয়—সে ক্ষেত্রে যদি সে অনন্যচিত্তে ভগবানের স্মরণ নেয় সে তখন তপস্বী বা সাধু বলে পরিগণিত হয়। ( কৃষ্ণানন্দ )

অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে সে সাধু বলে গণ্য হয়, কেননা তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উপযুক্ত পথকে অবলম্বন করায় সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়। ( গিরীন্দ্র শেখর বসু )

এখন দুরাচারী, খুনী, চোর, ডাকাতকে ভগবান সাধু মনে করতে বলছেন এটা কি রকম কথা—খুনী, জোচ্চর এ সবকে দেখলেই তো ঘৃণা আসবে, সে সাধু কেমন করে হবে ? উত্তর :—দুরাচারী খুব কমই সাধু হতে পারে—আর সে যখন সমস্ত অসাধু বৃত্তি ছেড়ে, অনন্য চিন্ত হয়ে ঠাকুরকে ডাকে, তখনই সাধু বলে বিবেচিত হবে—একবার দুরাচারী হল, আবার ঠাকুরকে ডাকল, আবার স্বভাববৃত্তি অনু-সারে অসাধু বৃত্তি গ্রহণ করল, তাকে সাধু বলা চলবে না। যে আগে অসাধু, দুরাচারী ছিল, পরে অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবৎ চিন্তা করে সমস্ত দুর্বৃত্তি চিরতরে ছেড়ে দিলে তখনি সাধু বলে বিবেচিত হবে। যেমন মহাপ্রভুর জীবনে জগাই-মাধাই ; শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে গিরীশ, মন্মথ, আর পূর্ব্বে দস্যু রত্নাকর—এরা যখন ভক্ত হলেন তখন দুর্বৃত্তি একেবারে ছেড়ে দিলেন ; আর অনন্য ভগবৎ স্মরণ করলেন, তখনই তাঁরা সাধু বলে পরিগণিত হলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

এ সম্বন্ধে অন্যশাস্ত্রে ও পাই

নমেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী
মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হ্যহম ॥২

চতুর্ব্বেদী বা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ণকারী বিপ্রও যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয় না কিন্তু চণ্ডাল হয়েও যদি আমার ভক্ত হয়, তবে সে আমার প্রিয় হয়। সেই ভক্ত চণ্ডালকে দান করবে এবং তার নিকট গ্রাহ্যবস্তু গ্রহণ করবে—সে আমার মতন পূজ্য। ( হরিভক্তি বিলাস ১০।৯১ )

ভগবানের নামে পাপ পালিয়ে যায় এসম্বন্ধে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কী! আমি তাঁর নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে। আমার আবার পাপ কি?
( কথামৃত ১।২।৬।৫৩ )

**ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।**
**কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১**

[ সে ব্যক্তি ] ক্ষিপ্রং ( তাড়াতাড়ি ) ধর্ম্মাত্মা ভবতি ( ধার্ম্মিক হয়ে যায় ) শশ্বং ( নিত্য ) শান্তিং নিগচ্ছতি ( শান্তি প্রাপ্ত হয় ) হে কৌন্তেয় মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ( আমার ভক্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ) [ এটা ] প্রতিজানীহি ( প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার )।

এরূপ অসৎ ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি ধর্ম্মাত্মা হয়ে যায় এবং নিত্য

শান্তি আনন্দ লাভ করে; হে কুন্তীপুত্র তুমি সর্ব্বজন মধ্যে প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার—যে ভগবানের বা আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।৩১

বাহ্যিক গর্হিত আচার স্বভাব ইত্যাদি ত্যাগ করে যখন আন্তরিক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি পরমার্থ বিষয়ে শান্ত হয়, তখন সে আর অসাধু থাকেনা, ধর্ম্মাত্মা হয়ে যায়। হে কুন্তীপুত্র লোকমধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারো যে, আমার ভক্ত অর্থাৎ যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পিত সে কোন অবস্থাতে প্রনষ্ট হয় না।

( শঙ্করাচার্য্য )

শ্রুতিশাস্ত্র বলেছে দুরাচার, ব্যক্তি ভক্ত হতে পারে না, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি মনই হয়না। কিন্তু গীতামুখে ভগবান বললেন দুরাচার ব্যক্তির মনে আমার প্রতি যদি সামান্য অনুরক্তি আসে তাহলে অচিরকাল মধ্যে তার দুর্বৃত্ততা বিধৌত হয়ে যায় তখন তারা সদাচার নিষ্ঠচিত্ত হয়। বারংবার অনুতপ্ত হওয়ায় বিরুদ্ধভাব সব অন্তর্হিত হয় ও চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে। শ্রুতি ও স্মৃতি বর্ণিত প্রায়শ্চিত্ত্যবলীর অনুষ্ঠান না করলেও আমার ভক্ত ভ্রষ্ট হয়ে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়না। অর্জ্জুন প্রমুখ ভক্তেরা ভক্তিবিরহিত ব্যক্তিগণকে সগর্ব্বে বলতে পারে যে আমার অর্থাৎ ভগবানের ভক্তের কখনও বিনাশ নেই। ( বলদেব ও রামানুজ )

দুরাচার ব্যক্তিরা অধর্ম্মাচরণের পরই যদি আমার ভজনমার্গের অনুসরণ করে তাহলে তাদের মনে অনুতাপ জাগে, আর নিজেকে মনুষ্য সমাজে কলঙ্কস্বরূপ মনে করে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, এইভাবে সে

অচিরেই কাম ক্রোধাদির বেগ থেকে শান্তিলাভ করে ও ধর্ম্মাত্মা হয়। এবং ভক্তের রক্ষা চিরদিনই হয়। ( বিশ্বনাথ )

চিরকালের দুরাত্মাও যদি বারেক আমার শরণ নেয় তাহলে সেই উপাসনার ফলে খুব শীঘ্র ধার্ম্মিক হয়ে যায়। এমনি মহিমা যে তার সমস্ত দুর্বৃত্ততা ঘুচে যায় এবং নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় ধার্ম্মিকে পরিণত হয়। আমার প্রতি ভক্তির এমনই মহিমা যে তুমি বিরুদ্ধ-বাদীদের সামনে গর্ব্বের সঙ্গে বলতে পার, যত দুরাচারীই হোক না কেন বাসুদেব ভক্ত হলে তার আর বিনাশ হয়না। ভগবান তাকে রক্ষা করেন। ( মধুসূদন )

উক্ত বিশ্বাসযুক্ত দৃঢ় নিশ্চয়হেতু সেই দুরাচার ব্যক্তি সমস্ত দুরাচার ত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা বা মহাভাগবত লক্ষণযুক্ত হয়—এবং পরিশেষে চিরশান্তি লাভ করে। পরম করুণাময় বাৎসল্য, ক্ষমা ও অনুকম্পা-বশতঃ ভক্তকে বিনাশ থেকে রক্ষা করেন। ( কেশব ভারতী )

নিজে স্থির নিশ্চয় হয়ে লোক মধ্যে ভক্তিযোগ প্রচার কর এইটীই শ্লোকের মর্ম্মার্থ। ( বল্লভাচার্য )

অতি পাপাত্মাও ভগবৎ নামে ধর্ম্মাত্মা হয় ও নিরন্তর শান্তি পায়—তুমি নিশ্চয় জানবে ভগবানের ভক্ত কখনও নাশ পায়না।

( গান্ধীজী )

ভগবানে আত্মসমর্পণে আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত হয়, নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে ও দিব্যজীবনের ধর্ম্মে গড়ে তোলে। এরফলে ভগবান তার মায়ার আবরণ অপসৃত করেন, সকল ভ্রান্তি নাশ করেন ও বাধা ধ্বংস করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঈশ্বর ভক্ত কখনও অধোগতিপ্রাপ্ত হয়না। এটী নিশ্চিত জানবে। ( যোগানন্দ )

ভগবানকে ডাকার এমন আশ্চর্য্য মহিমা যে মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে কিন্তু ভক্তিরাজ্যে ঐকান্তিকতা থাকলে ভগবান বশীভূত হন, এমনকি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থাতে মৃত্যু হলেও, ভগবান ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত থেকে পতন বা বিনাশ থেকে রক্ষা করেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

এখানে এই যে প্রতিজানীহি কথা এটা ভগবান কেন বললেন— 'প্রতিজ্ঞা করে বলছি'—'সত্য করে বলছি' একথা মানুষ যখন বলে তখন বুঝতে হবে বিশ্বাসের দৃঢ়তার কিছু অভাব বা সংশয় নিয়ে বলছে, কেননা মানুষ যখন পুরো বিশ্বাস নিয়ে সত্য কথা বলে, তখন ওই ধরণের কথা বলে না—যেমন 'আমি খেয়েছি'—তখন 'সত্যি করে বলছি আমি খেয়েছি'— একথা বলে না, কিন্তু অসম্ভব কিছু বা বিশ্বাসের কিছু অভাব নিয়েই বলে থাকে 'দিব্য করে বলছি'—'সত্যি করে বলছি' —একথা বলে, তবে ভগবান এ ধরণের কথা কেন বললেন? এর একটা দিক লক্ষ করতে হবে, ভগবান এখানে নিজে প্রতিজ্ঞা করে বলছেন না—তাঁর তো বিশ্বাসের অভাব নেই—ভক্ত বলতে পারবে প্রতিজ্ঞা করে—ভক্তের বিনাশ হয়না—এখানেই আমাদের মনে বিশ্বাসের কিছু অভাবের সম্ভাবনা রয়ে গেল—বাস্তবিক ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষ পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারে না আবার পুরো বিশ্বাসও করতে পারে না সেজন্য এখানে প্রতিজ্ঞা করার সুযোগ রয়ে গেল—।

আর বিনাশ অর্থ এখানে আত্মিক বিনাশ বা ধর্ম্মরাজ্যে উন্নতির বিনাশ বুঝিয়েছে। গীতা মুখে ভগবান ষোড়শ অধ্যায়ে হিংসাপরায়ণ, লোভী, অপরের অনিষ্টকারী, দাম্ভিক ভোগীদের জন্য বলেছেন—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬

* * *

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০

কাম ক্রোধ লোভের ফলে আসুর স্বভাবেব লোকের মধ্যে দম্ভ, দর্প, হিংসা, দ্বেষ এত বৃদ্ধিলাভ করে যে, অপরের ক্ষতি করে ক্রমাগত ভোগৈশ্চর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টায় মত্ত হয়—অশ্রদ্ধাশীল হয়, তাদের জঘন্য বৃত্তির জন্য ; গীতা মুখে ভগবান বললেন, তিনি তাদের ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে নিক্ষেপ করেন আবার সেখান থেকেও আরো নীচ জন্ম কৃমি-কীটাদিরূপে তাদের জন্ম হয়—এখন এই যে বিশেষ বিনাশ এটী ভক্তের কখনও হয়না—তাছাড়া ভক্তেরা অনেক সময় দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করলেও জাগতিক ভাবেও ঠাকুর তাদের সর্ব্বসময় রক্ষা করেন বৈকি ? এতো আমরা নিত্য নিত্য দেখছি। ( বেদচ্ছন্দা )

অন্য শাস্ত্রেও পাই—

"অতি পাপপ্রসক্তোঽপিধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবন পাবনঃ ॥"

"অতি পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি নিমেষ মাত্র অচ্যুতের ধ্যান করে—তবে তপস্বী আখ্যা লাভ করে তিনি যাঁদের মধ্যে বসেন তারাও পবিত্র বলে গণ্য হন।"

"তাহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র দ্বারা অপরের ভিতর ধর্ম্ম শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম অধর্ম্ম চরিত্র ব্যক্তিগণ পর্যন্ত মূহুর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়"। (স্বামী বিবেকানন্দ)

মহাপ্রভুর স্পর্শে অতি দুরাচারী ব্যক্তি জগাই মাধাই নিমেষে পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা আমরা চরিতামৃতে পাই—

নবদ্বীপের আতঙ্ক দুই ভাই
জগাই আর মাধাই।
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পর গৃহে দহে সর্ব্বক্ষণ॥
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর—

নিমেষে সোনা হয়ে গেল—

পরম কঠোরতপ করয়ে নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল।

সুবুদ্ধি রাজায় জাতি নাশ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর বাণী—

প্রভু কহে ইহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥

ভগবৎ স্মরণে পাপ দূর হয়ে যায় এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে পাই—

ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই, কি। আমি তার নাম করেছি আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি! আমার আবার বন্ধন কি?............

ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়।

(কথামৃত ১।২।৬)

ভগবান গীতামুখে এই মন্ত্রে যে কথাটী বললেন সেটী কৃপার কথা—কৃপায় কিনা হয়—এ সম্বন্ধে কথামৃত মুখে বহু আশ্বাস ভরা বাণী পাই—

'অষ্ট বন্ধন নয়, অষ্ট পাশ। তা থাকলেই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মূহূর্ত্তে অষ্ট পাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জানো, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়, একটু একটু করে যায়না। ভেলকি বাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দাড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্যলোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো মূহুর্ত্তে খুলে যায়। (কথামৃত ২।৯। ২)

গীতা মুখেও অন্যত্র একথা বলেছেন 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চির্দ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'। (গীতা ৬।৪০)

**মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।**
**স্ত্রিয়ো বৈশ্যা-স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২**

হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ ( পাপপূনর্জন্মা ) স্যুঃ ( হয় ) যে অপি ] স্ত্রিয়ঃ ( স্ত্রীলোক ) বৈশ্যা শূদ্রাঃ তে অপি ( তারাও ) মাং ব্যাপাশ্রিত্য ( আমাব শরণ নিলে ) হি ( নিশ্চিত ) পরাং গতিং ( শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ) যান্তি ( লাভ করে )।

হে অর্জ্জুন, স্ত্রীলোক-বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যারা পাপাচরণকারী নীচ কুলে জন্মেছে তারাও যদি আমার আশ্রয় নেয়—নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করবে।৩২

ভগবানকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে পাপজন্মা, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য শূদ্র সকলেই প্রকৃষ্টগতি লাভ করে। ( শঙ্করাচার্য্য )

বেদধ্যয়ন বঞ্চিত হেতু স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র জাতি নিকৃষ্ট জন্মা ও অন্ত্যজ কিন্তু তারাও ভগবানকে সম্যকরূপে সেবা করে তাহলে তারা আমাতে গতি বা মুক্তিলাভ করে।

( শ্রীধর, রামানুজ, বলদেব, কেশবাচার্য্য )

শ্রুতি অনুসারে জানা যায় স্ত্রীলোকগণ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে স্ত্রীলোকগণ কেবল মাত্র সংসার কার্য্যে নিরত থাকে তাই অন্ত্যজদের মধ্যে ধরা হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্র যাইহোক তারা ও যদি ভক্তি সাধনা দ্বারা ধর্ম্মাত্মা হয় তাহলে মুক্তিলাভের আর বাধা থাকে না। ( মধুসূদন )

স্ত্রীলোক, শূদ্র ও বৈশ্যবর্ণজাত মানবগণ স্বভাবতঃ রজস্তমোগুণী হয়; তারা এবং যে সকল জাতি পাপজনক ব্যবসায় অবলম্বনে

জীবন যাপন করে, সেইসব জাতিও ঈশ্বরনিষ্ঠ হলে মোক্ষলাভ করে। ( যোগানন্দ )

আমাদের সকলের হৃদিস্থিত হৃষীকেশ শুধু চান আন্তরিক আত্মসমর্পণ। এই পথে সদাচারী ব্রাহ্মণ ও পাপজন্মা চণ্ডাল ইত্যাদি সকলে সমানভাবে একসঙ্গে যেতে পারে। শ্রেষ্ঠ জীবন লাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমানভাবে উন্মুক্ত হতে পারে—সেই প্রেমময় ভগবানের কাছে লৌকিক সমস্ত ভেদবৈষম্য কিছুই নাই।

( অরবিন্দ )

যারা পূর্ব্বকৃত পাপহেতু বেদ অধ্যয়ন বর্জ্জিত মুক্তির অযোগ্য স্ত্রী জাতি, বৈশ্যজাতি ও শূদ্রজাতিতে জন্ম নেয় তারাও ভক্তি প্রভাবে মুক্তিলাভ করে। তীব্র দীপশিখায় তুলারাশি দহনের মত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হ'য়ে যায়, ভক্তি সকলের কল্যাণকারিণী ও সকল পথ অপেক্ষা সুগম। ( কৃষ্ণানন্দ )

গীতার এই মন্ত্রে একটি বিশেষ লক্ষ্য করার দিক আছে সেটী হচ্ছে Democratic-religion গীতার যুগের আগে বেদে ত্রিবর্ণের অধিকারের কথা আছে। কিন্তু স্ত্রী জাতি, শূদ্র জাতি, এবং আরো নিকৃষ্ট সমাজের বাইরে যে সমস্ত অন্ত্যজ জাতি বাস করতো ধর্ম্মে তাদের বিশেষ অধিকার ছিল না—কিন্তু গীতার যুগে ভগবান Democratic religion প্রতিষ্টা করলেন। সকলের ধর্ম্মে অধিকার এবং মুক্তিলাভের, ভগবৎ লাভের অধিকার দিলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

ভক্তির মাহাত্ম্য কথন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাওয়া যায়—ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হবে ( ৪।২২।১ ) ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল

নয় ( ৫।২।২, ৫।২।৪ ) ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় ( ৫।২।২ )।

ভগবদ্‌ভক্তিতে নীচজাতিও চিত্তশুদ্ধি লাভ করে ও মুক্তিলাভ করে! এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ঃ—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ ।।
যদ্যদ্ভুতক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা—
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ।।

স্ত্রীলোক, হূন, শূদ্র, শবর, পাপজীব ও তীর্য্যগজাতি প্রভৃতি জাতি ভক্তের পবিত্র চরিত্র প্রভাবে শিক্ষিত হয় ও মায়া হতে উত্তীর্ণ হতে সামর্থ্য লাভ করে! অতএব যারা ভগবানে চিত্ত সমাহিত করেছেন, জেনেছেন, তাদের কথা আর কি বলা যায়। যে কোন নীচ জাতি বা স্ত্রীলোক ভগবানে ভক্তিতে সকলেই মুক্তি পায়।

( শ্রীমদ্ভাগবত ২।৭।৪৬ )

**কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।**
**অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।৩৩**

পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ ( পবিত্র ব্রাহ্মণগণ ) তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ ( ভক্ত রাজর্ষিগণ পরম গতি লাভ করেন ) কিং পুনঃ ( সে তো হতেই পারে) অনিত্যং অসুখং ( বিনাশশীল সুখরহিত ) ইমং লোকম্ এই মর্ত্ত্য-লোককে। প্রাপ্য ( পেয়ে ) মাং ভজস্ব ( আমার পূজা আরাধনা করে।

পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ পরম গতি লাভ করবেন এতে আর সন্দেহ কি? অতএব তুমি আমায় ভজনা কর। ( যেহেতু তুমি

রাজর্ষি ) আর এই মর্ত্ত্যধাম বিনাশশীল ; তার সুখও বিনাশশীল ক্ষণস্থায়ী বলে অসুখের বা দুঃখের সমান ।৩৩

পূর্ব্ব মন্ত্রে, ভক্তিপ্রভাবে পাপ বংশ সম্ভূত ম্লেচ্ছাদি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন স্ত্রী শূদ্রাদির পরম গতিলাভের কথা বর্ণিত হয়েছে ! সেই অনুসারে বিশুদ্ধ বংশজাত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্তিযুক্ত ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন রাজর্ষিগণ যে ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে পরমকালের অধিকারী হবেন একথা বলাই বাহুল্য। এই জন্য মনুষ্যলোক মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভজন্ম লাভ কারী—হে অর্জ্জুন আমাকে ভজনা কর।

( শঙ্করাচার্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )

ভক্তিমান রাজা, ক্ষত্রিয়, সুকৃতি পরায়ণ ব্রাহ্মণ পাপ সংস্কার এমনিতেই ক্ষীণ হ'য়ে গেছেঁ—ভগবদ্ভক্তিতে তাদের মুক্তি তো হ'বেই। এ সংসার যে দুঃখ বহুল আশা মরীচিকা মাত্র। রাজ্যভোগাদি ও নিষ্কণ্টক নয়—আর তাতে দুঃখের নিবৃত্তিও হয় না। পুরুষার্থ সাধন শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম লাভ করেছ যেহেতু, সেহেতু ভগবানের ভজনা কর বা শীঘ্র শরণ নাও—স্বধর্ম্মে রত থেকে আমার ভজনা কর।

( বলদেব, কেশব, মধুসূদন, রামানুজ )

মানুষ অস্থায়ী দ্বন্দ্বময় জাগতিক সুখে মুগ্ধ হয় তাই দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু বহির্জগৎ থেকে মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। ভগবান আমাদের অন্তরে কৃপা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাহ্য জগতের আকর্ষণের মোর ঘুরিয়ে ভগবৎমুখী করতে হবে। একবার নিগূঢ় অন্তরতম ভগবানকে আশ্রয় করলে সমগ্র সত্তা,

**সমগ্র জীবন অত্যাশ্চর্য্যভাবে রূপান্তরিত হবে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি হবে। দুর্ব্বলতা, ভ্রান্তি, পাপ, শাশ্বত পুরুষের সর্ব্বরূপান্তর সাধক শক্তি সত্য ও পবিত্রতায় পরিণত হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )**

অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অযোগ্যগণই যদি ভক্তিযোগে পরমপদ লাভ করে সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণগণ তো ভগবানকে ডাকলে মুক্তিলাভ করবেই। অতএব হে অর্জ্জুন এমন সুযোগ পেয়েও সময় নষ্ট না করে ভক্তি পরায়ণ হও। ( কৃষ্ণানন্দ )

এই শ্লোকেও আগের শ্লোকের রেশ টেনে বললেন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ তো পবিত্রতা লাভ করতেই পারে অর্থাৎ এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি থাকতে পারে? সেই জন্য আগের শ্লোকের অবহেলিতদের কথার রেশ টেনে এখানে বললেন, অবহেলিতরাও আকুল হলে ভগবৎ কৃপালাভে বঞ্চিত হয় না—পরম ভরসার কথা এটী। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র

ব্রাহ্মণ—৪৬।২, ১৮।৫, ৩৩।৯, ২৩।১৭, ৪১।১৮, ৪২।১৮।

**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।**
**মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪**

মান্মনাঃ ( একাগ্র চিত্ত ) মদ্ভক্তঃ ( আমার ভজনাকারী ) মদ্‌যাজী ( আমার পূজা নিষ্ঠ ) ভব ( হও ) মাং নমস্কুরু ( আমাকে প্রণাম কর) [ এরূপ ] মৎপরায়ণঃ ( আমার শরণ নিয়ে ) আত্মানং ( মনকে ) যুক্ত্বা ( নাম স্মরণ ইত্যাদি সহায়ে যুক্ত হয়ে ) মামে এষ্যসি ( আমাকে লাভ করবে )।

তুমি নিরন্তর—মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর—আমাতে ভক্তি নম্র হও, আমার আরাধনা কর। আমাকে প্রণাম কর। এই ভাবে আমাকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করে মন আমাতেই যুক্ত করলে আমাকেই লাভ করবে।৩৪

মন্মনা হও অর্থাৎ আমাতে মন নিবেশিত কর আমার ভক্ত হও আমার উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞ কর, আমাকেই নমস্কার কর। এরূপ করলে আমাকে বা পরমেশ্বরকে লাভ করবে। আমিই সকল ভূতের আত্মা, শ্রেষ্ঠ গতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অয়ন বা আশ্রয়। সেই সর্ব্বাত্মভূত আমাকে লাভ করার জন্য মৎপরায়ণ হও।

( শঙ্করাচার্য্য )

ভগবান বাসুদেব আমার স্বামী, আমার পুরুষার্থ সতত এই ধারণাযুক্ত হও এবং সংসারে কোন বিষয়েই মন রেখো না ; আমার অর্চ্চনা নিরত হও, আমার শরণ নাও ; এরূপভাবে ভগবানে মন নিবেদন কর। ( বলদেব )

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকল্যাণকর, সর্ব্বজ্ঞ, সত্য সঙ্কল্প, জগৎকারণ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মে নির্নিমেষ মন হও, আমাকেই একমাত্র প্রিয় মনে করে আমার প্রতি ভক্তিমান হও, যজনপর হও, আত্মোন্নতি মাত্র স্বতঃই নিশ্চয় কর, সতত এরূপ মন নিয়ে আমাকে অনুভব কর।

( রামানুজ )

সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, অশেষ কল্যাণগুণনিধি মূর্ত্তি আমাতে মনো-নিবেশ কর। বিষয়ীগণের বিষয় প্রীতির মত, গঙ্গা প্রবাহের মত অনবচ্ছিন্নবৎ আমাতে আবিষ্ট হও। আমার যজন কর অর্থাৎ

প্রত্যহ ত্রিকাল অথবা দ্বিকাল—একান্ত না পারলে এককাল তুলসী, চন্দন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, বসন, ভূষণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবৎ মূর্ত্তির সেবা কর, পূজা কর, এবং সবশেষে কর্ত্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি জন্য আমায় প্রণাম কর। ( কেশবাচার্য্য )

ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হও, ঈশ্বর ভক্ত হও, ঈশ্বর পূজনশীল হও কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে প্রণাম জানাও অর্থাৎ সমস্ত মনটা ভগবানে দিয়ে রাখো। ভগবানের প্রীতির জন্যই সব কর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সবই ভগবৎ আরাধনা অর্থাৎ স্মরণ, পূজা, নমস্কারে, নিযুক্ত রাখলে উপদ্রপশূন্য, ভয়রহিত, পরমানন্দ স্বরূপতা লাভ করবে। ( মধুসূদন )

যারা সংসারের সমস্তদিক থেকে মনকে আকর্ষণ করে একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, একমাত্র ভগবানকে ভক্তি করেন, সেবা করেন, কায়মনোবাক্যে পূজা নমস্কার ইত্যাদি করেন, তারা শুদ্ধান্তঃ করণে পরমানন্দঘন পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন। নদী যেমন সাগরে আত্মলীন হয়, ভক্ত তেমনি ভগবানে একীভূত হয়ে যান।

( কৃষ্ণানন্দ )

মর্ত্ত্যজীবনে থেকে দিব্যজীবনের মধ্যে ওঠার জন্য গীতার শিক্ষা প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও অন্তরের আকাঙ্খা সমস্ত এক করে একসূত্রে গেঁথে এক অত্যুচ্চ সমন্বয় ও উদার সাধনায় পরিণত হয়।

( শ্রীঅরবিন্দ )

এখন কথা হচ্ছে কোন মানুষ যদি বলে আমার চিন্তা কর, তাহলে সেটা কি রকম হয়—শ্রীকৃষ্ণ তো মানুষ দেহ ধারণ করে—বসুদেবের

পুত্ররূপে জন্মেছেন, কাজেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেহধারী মানুষ, কিন্তু কি করে অর্জ্জুন এসব কথা মেনে নিলেন বা আজও সেটী শাস্ত্র-বাণী বলে পাঠ হচ্ছে? আসলে তিনি পুরুষোত্তম স্বয়ং নরদেহ ধারণ করে এসেছেন, কাজেই তাঁর এই বাণী সাধারণ মানুষের কথা নয়, সেজন্য আজও মানুষের মনে এই কথা মন্ত্রের মত অনুরণিত হচ্ছে, হাজার হাজার বছর ধরে সন্ন্যাসী, ভক্ত, পণ্ডিত সকলে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে গীতা পাঠ করেছেন ও করছেন—দেশে বিদেশে গীতার যথেষ্ট মর্য্যাদা ; অবতার পুরুষের বাণী, শক্তিশালী মহাপুরুষের বাণী তো সেই শাশ্বত বাণী—সে মানুষের মুখের কথা নয়, সে জন্য মানুষ অবজ্ঞাও করতে পারে না।

পরাধীন ভারতের একজন সামান্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথা নিয়ে মস্তবড় শক্তিশালী বৃটিশ জাতিতো তাকে জেলে দিতে পারেনি—'আমি দেখতে পাচ্ছি বৃটিশ সাম্রাজ্য বারুদের ধ্বংসস্তূপের ওপর বাস করছে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে, ইত্যাদি এ ছাড়া লণ্ডনে বসে তাদের কত আচার ও স্বভাব সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করেছেন কিন্তু তাঁর কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারেনি, তিনি যে শিবাবতার কাজেই তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে তো ফলেছেই এবং তখনও কেউ এর প্রতিবাদ করেনি।

এখানে একটী বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে যে এক হিসাবে প্রথমে মনে মনে ভগবানকে ভালবেসে তবে বাইরে নমস্কার করা উচিৎ, কেননা এমন অনেক লোক থাকে—যারা আদৌ ভগবৎ বিষয় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল নয় অথচ প্রণামের ঘটা খুব, এগুলোতে অনেক সময়

ভণ্ডামী এসে যায়—কাজেই মনটা আগে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে প্রণাম তখন ঠিক ঠিক পৌঁছায়। আরেকটী কথা প্রণাম বা নমস্কার হচ্ছে শরণাগতির লক্ষণ আর শরণাগতিই শেষ কথা কাজেই হয়তো এইটী শেষ কালে বললেন।

কিন্তু যারা ভক্ত হতে চায়, অবিশ্বাস বা ভণ্ডামী যাদের নেই, তারা কিন্তু এই মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু বাণী নিয়ে সাধনা করে দেখতে পারেন, এগুলি সহায়ে এগোতে চেষ্টা করলে মন অনেকাংশে মদভক্ত বা মন্মনা হতে পারবে। এই মন্ত্রটী 'ভক্তিতত্ত্বের' একটী সুন্দর কথা।

গীতার এই বাণী Behaviouristic Psychologyর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। G. B. Watson Behaviourismএর একজন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন---মানুষের কার্য্যপদ্ধতি মনের প্রকাশ-এ কথা ঠিক নয়। তার মতে "Behaviour means any movement of the organism made in response to stimulus. The whole range of human conduct from coughing and sneezing to writting philosophical works is to be understood in terms of stimulus and response."

এই Behaviourist-গণ মানুষের কাজের পেছনে রাগ, চিৎকার ইত্যাদি Instinct Imotion ইত্যাদি কিছু স্বীকার করতে চায় না—যদিও এইমত অনেকাংশে সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে স্বীকৃত হয়নি। তবু এদের একটা দিক নিয়ে আমরা যদি সাধনা করব মনে করি তাহলে ফল পাব। যেমন হাত তুলে নমস্কার এই যে একটা Behaviour বা ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত –তাছাড়া পূজা আরাধনা করতে গিয়ে যে

Behaviour গুলো প্রতিদিন আমাদের অভ্যাস করতে হবে সেই Behaviour আমাকে ও অন্যকে ভগবৎ বস্তু স্মরণ করতে সাহায্য করবে মনকে Conditioned করে ফেলবে—আমাদের বহির্জগতের Behaviourই তখন আমাদের মনকে ভগবৎ মুখী করতে সাহায্য করবে, কাজেই ভগবানের এই বাণী খুব মনোবিজ্ঞান সম্মত।

( বেদচ্ছন্দা )

ঈশ্বরে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পনের ফলে ঈশ্বরলাভ হয় এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ঃ—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাংমদাপনঃ॥

( শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোপীগণের প্রতি )

আমার প্রতি ভক্তিই মোক্ষের কারণ। তোমাদের মনে আমার প্রতি যে স্নেহ বা ভক্তি আছে সেটী অতি কল্যাণকর যেহেতু শুধুমাত্র তার দ্বারাই তোমরা আমাকে লাভ করবে।

( শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮২।৩১ )

যুক্তেবমাত্মানং—এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মুখে পাই ঃ—

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥
জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
'চ' শব্দে 'এব' অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম 'এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥

কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥

( চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা-৪২৫ পৃঃ )

মৎ পরায়ণঃ—কথার অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই ঃ—

ঈশ্বরের শরণাগত হও সব পাবে ( ১।৯।২, ১।১২।৯, ২।৯।২ ) ঈশ্বরের শরণাগত হলে আর ভয় নেই তিনিই রক্ষা করবেন (৫।১৫।৫) ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম্মক্ষয় হয়। ( ৩।১৮।২ )

মদ্ভক্ত —ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি যদি না হয় তাহলে কোন গতি নেই। ( ২।১।১ )

মন্মনা—ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখবে প্রথমে একটু খেটে নিতে হয় তারপর পেন্সন ভোগ করবে। ( ২।৩।৬ )

মদ্‌যাজী—পূজা, জপ, ধ্যান, এসব নিয়মিত অভ্যাস করতে হয় ( ৫।১৫।১ )।

গীতায় অন্যত্র ঃ—

মাং এব এষ্যসি—২৭।৯, ৯।১০, ৫৫।১১, ৬৫।১৮, ৩৪।৯।

মন্মনা—৩৪।৯, ৯।১০, ৫৭।১৮, ৬৫।১৮।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

# দশমোঽধ্যায়ঃ

## শ্রীভগবানুবাচ

**ভূয় এব মহাবাহো শৃনুমে পরমং বচঃ।**
**যত্তেঽহং প্রীয়মানায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১**

শ্রীভগবান উবাচ [ হে ] মহাবাহো, ভূয়ঃ এব ( আবার ) মে পরমং বচঃ ( আমার শ্রেষ্ঠ বাণী ) শৃনু ( শোন ) যৎ প্রীয়মানায় তে ( প্রীতিমান তোমাকে ) অহং ( আমি ) হিত কাম্যয়া ( কল্যাণের জন্য বক্ষ্যামি ( বলব )।

শ্রীভগবান বললেন হে মহাবাহো, তুমি আমার বাণী শুনে প্রীতিলাভ করেছ, আমি তোমার কল্যাণের জন্য আবার শ্রেষ্ঠ বাণী বলছি, সেই বাণী শোন।১

সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বর্ণিত হয়েছে—এই অধ্যায়ে কোন কোন বস্তুতে ভগবানকে চিন্তা করতে হবে সে বস্তুর পরিচয় দিচ্ছেন।

এই সব অধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব বর্ণিত হলেও অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় বলে আবার এই অধ্যায়ে বর্ণনা করছেন ও অর্জ্জুনকে শ্রবণ করতে বলছেন। এসব বাক্য শ্রবণ করলে অমৃত পানের তুল্য ফল পাবে অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সে কথাও বলছেন।

( শঙ্করাচার্য্য )

ভক্তি উদ্রেকের জন্য সপ্তম, অষ্টম ও নবম তিন অধ্যায়ে বহু কথা ভগবান বলেছেন—এই অধ্যায়ে সেই ভক্তি বৃদ্ধিলাভের জন্য ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিভূতির কথা বিশেষরূপে বলছেন। এই বাণী শ্রবণে অর্জ্জুনের পরম কল্যাণ হবে ও প্রীতি অনুভব করবে।

( রামানুজ )

পূর্ব্বে তিন অধ্যায়েও ভগবানের বিভূতি ব্যাখ্যাত হয়েছে এই অধ্যায়ে সেই বিভূতি প্রপঞ্চিত হয়েছে। ( শ্রীধরস্বামী )

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য কথিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে অভক্তের নিন্দা ও ভক্তের উৎকর্ষতা বা পরমার্থ ফল লাভের কথা কীর্ত্তিত হয়েছে আর এই অধ্যায়ে ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য স্বীয় ঐশ্বর্য্য বর্ণনা,—স্ব মহিমা দুর্বিবজ্ঞেয় বলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। ( কেশবভারতী ও বলদেব )

ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য এ অধ্যায়ে বিভূতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। ( বলদেব )

সপ্তমাদি অধ্যায়ে ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞাপনার্থ যে ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে তারই রহস্য দশম অধ্যায়ে বিশেষরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

( বিশ্বনাথ )

অর্জ্জুনের প্রশ্নের অপেক্ষা না করে ভগবান তাঁর প্রতি কল্যানার্থে নিজের বিভূতি রাশির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করছেন। ( মধুসূদন )

অর্জ্জুন প্রিয় বলে বহু গুহ্য কথা তাঁকে বলে যাচ্ছেন।

( যোগানন্দ )

ভগবানের বিভুতি সময়ে সময়ে ভগবানকে নিজের মুখে—বলার

প্রয়োজন হয়। যেমন দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠাকুর বহুবার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বহুকথা ভাবাবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় বলেছেন। সখা বন্ধু আত্মীয়ের মত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিশেছেন কাজেই শ্রীকৃষ্ণের বহু উপদেশ ইত্যাদিতেও যুদ্ধার্থে অর্জ্জুন রাজী হচ্ছেননা দেখে ভগবান নবম্ অধ্যায়ে নিজের স্বরূপের অনেক কথা বলে অর্জ্জুনের মনে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় জাগিয়েছেন, এখানে বিভূতি সমন্ধে আরো বলছেন এই দশম অধ্যায়ে অথচ স্বুরুতে মস্তবড় মনোবিজ্ঞানীর মত কথা বলছেন—'আমি আবার আমার বিভূতির কথা বলছি আর এই কথা তুমি শুনতে ভালবাস বলে বলছি—তোমার মঙ্গলের জন্যও বলছি'—কাজেই এমন কথা অর্জ্জুন শুনতে বাধ্য এই বলে নিজের বিভূতিযোগের কথা স্বুরু করলেন এই মন্ত্রে।

প্রীয়মানায় ও হিতকাম্যয়া—'প্রেয়' ও 'শ্রেয়ের' কথা শাস্ত্রে বহুল আলোচিত হয়েছে। প্রেয় ও শ্রেয়ে চির দ্বন্দ্ব—শ্রেয় যা কিছু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রিয় হয় না—সেজন্য মানুষের ঝোঁক প্রেয়ের দিকেই বেশী, শ্রেয়ের দিকে সে যেতে চায়না—তাই ভগবান বললেন আমি যে কথা তোমায় বলব সেটী শ্রেয়স্কর ও হিতকর আবার প্রীতির উদ্রেককর অর্থাৎ প্রীতি পূর্ণ—সেরা মনোবিজ্ঞানী তাই জানেন প্রীতিকর নাহলে শুধু শ্রেয়ে ভিজবে না মন। ভগবানের বাণী তাই হিতকর আবার 'প্রীয়মানায়'। ( বেদচ্ছন্দা )

**ন মে বিদুঃ স্বুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।**
**অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২**

স্বুরগণাঃ ( দেবতাগণ ) মে প্রভবঃ ( আমার প্রভাব বা আদি

কারণ ) ন বিদুঃ ( জানেন না ) মহর্ষয়ঃ চ ন ( মহর্ষিরাও আমার আদি জানেন না ) হি ( কেননা ) অহং দেবনাং মহর্ষীনাং চ ( দেবতা ও মহর্ষিদেরও ) সর্ব্বশঃ ( সব রকমে ) আদিঃ ( আদি কারণ )।

দেবতারা ও মহর্ষিগণ কেউ আমার অর্থাৎ ভগবানের তত্ত্বকথা বা জন্মের আদি কারণ জানেন না। কারণ আমিই দেবতা ও মানুষগণের উপাদান কারণ,—আদি কারণ-সবকিছুরই ।২

সেই সৎ বা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রভব অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত বিভূতির অভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ভাব : এর মধ্যে প্রভুত্ব নিয়তৃত্ব ইত্যাদি অনুমান করা যায়। পরমেশ্বব পরব্রহ্ম কিরূপে বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হন, দেব মহর্ষিগণও জানেননা—কেননা আমিই তো দেবতা মহর্ষি সকলের উৎপত্তি কারণ কাজেই তারা কি করে জান্‌বে ?

( শঙ্করাচার্য্য )

দেবতা হউন, ঋষিই হউন সকলের নিমিত্ত কারণ ভগবান স্বয়ং। তিনি সমস্তের উপাদান কারণও সেজন্য তৎসমস্তের মূলশক্তির পূর্ণ-বোধ কখনই সম্ভব নয় এজন্য ভগবান বলছেন তাঁর তত্ত্ব দেবতাগণও জানেন না। ( আনন্দগিরি )

দেবতাদিগের ও মহর্ষিদিগের অতীন্দ্রিয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরমেশ্বরের প্রভাব জানেননা, কারণ তাদের স্বরূপজ্ঞান শক্তি প্রভৃতির আদিকারণ, তাদের ঐশ্বর্য্যাত্বাদির হেতু সবই পরমেশ্বর নিজে, সেজন্য তারাও অবগত নন ভগবানের মহিমা।

( রামানুজ, কেশবভারতী )

ইন্দ্রাদি দেবতা ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি সকলের আদি ভগবান স্বয়ং কাজেই কেউ ভগবানের স্বরূপ জানেন না। (হনুমান)

ভগবান অনাদি এবং চির বর্ত্তমান ব্রহ্মাদি দেবগণও মরীচ্যাদি মহর্ষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ সকলেই সেই পরম স্রষ্টার ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্ট ও স্ব স্ব প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত। সুতরাং নাম কর্ম্মাদি পরিজ্ঞান পরাগত সৃষ্ট কোন পুরুষেরই পক্ষে সম্ভব নয় চিরবিরাজমান ভগবানের স্বরূপ জানা। (শ্রীধরস্বামী)

কে তাঁকে জানতে পারবে কেইবা তাঁর তত্ত্ব ব্যক্ত করবে? কোথা হতে তাঁর আবির্ভাব বা সৃষ্টি দেবমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলী কেউ জানেন না কারণ তাঁরা তো সকলে সেই দুর্বিজ্ঞেয় অনন্ত শক্তির ইচ্ছাতেই সৃষ্ট। (বলদেব)

পিতার জন্ম যেমন পুত্রের দেখা সম্ভব নয়, তেমনি দেবতা কেউই সেই অনাদি অনন্ত নিত্য সত্তার কথা জানেন না। আর কেমন করেই বা জানবেন? (বিশ্বনাথ)

আমিই দেবতাদের, ঋষিদের—নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ এবং তারা যখন বিকাররূপ কার্য্য তখন আমার প্রভাব কেমন করে জানবেন? আমিই সকলের বুদ্ধির আদি প্রবর্ত্তক, কাজেই আমার দুর্বিজ্ঞেয় রহস্য সত্তার কথা কেউ জানেন না। শুধুমাত্র আমি সর্ব্বলোক মহেশ্বর জানলেই সর্ব্বপাপমুক্তি সম্ভব হয়। (মধুসূদন)

ভগবান বিশ্বের অতীত, আদি, অন্ত রহিত-তথাপি বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত নয়। যে দেবগণ মহর্ষিগণ—বিশ্বের এক একটী শক্তির আধাররূপে বিশ্বের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যশক্তি পরিচালনা করছে

তারাও সে এক ও অনাদি সত্তার সৃষ্টি, কাজেই স্রষ্টার তত্ত্ব কেমন করে অবগত হবেন? (অরবিন্দ)

ঐশ্বরীয় শক্তি ও জ্ঞানের কতকাংশ যুক্ত কারণ দেহস্থ মহাত্মা জীবগণকে, দেব ও দেবতা বলা হয়। ঈশ্বরই যাবতীয় ব্যষ্টি দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ। প্রজাপতিগণ ও জীবগণের স্রষ্টা—পূর্ণ বা ভূমা পুরুষ, জীব কি করে জানবে? ভগবানতো অনাদি অনন্ত।

(যোগানন্দ)

বাসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মতো আগেই দেখেছেন, তাকে বড় হতে দেখেছেন, লীলা করতে দেখেছেন আর বয়োস্কগণতো অনেকেই দেখেছে, তবে কেন বললেন মহর্ষিগণ দেবতাগণ কেউ জানেনা, আবার তিনিই সকলের আদি কারণ এ কি করে সম্ভব? এখানে বুঝতে হবে যে বা—অহম এটী বিরাট পুরুষোত্তম তত্ত্বকে বুঝিয়েছে। এই যে বিরাট বিশ্বের পেছনে ও ভেতরে অসীম কল্যাণ শক্তির বিলাস চলছে সেই শক্তির—সেই সত্তার স্বরূপ দেবতা বা ঋষি কি করে জানবেন? তাদের শক্তি সীমিত, ক্ষুদ্র শক্তির আধারে কি করে বিরাট স্বত্তা জানবে? দেবতা ঋষি কেউ ভগবানের প্রভাব বা উৎপত্তি জানে না, কি করে জানবে, সূর্য থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি, তার পর জল, উদ্ভিদ রাজ্য, তারপর এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণী ইত্যাদি সৃষ্ট হল—তার অনেক পরে মানুষ, কাজেই কি করে জানবে ভগবানের জন্ম বা আদি তত্ত্ব। আর মানুষ, দেবতা, ঋষি সবই তো ভগবানের সৃষ্ট। পুরুষোত্তম তত্ত্ব সবের আদি কারণ, কাজেই জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি বৃদ্ধি কে জানবে? জানতে গেলে তো

তাকে ভগবান বা পুরুষোত্তম তত্ত্বের আগে জন্মাতে হবে—আর সেটী কখনও সম্ভব নয়। ( বেদচ্ছন্দা )

চৈতন্য চরিতামৃত মুখে অনুরূপ কথা পাইঃ—

এই মত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় অন্ত॥
ব্রহ্মাদি বহু সহস্র বদন অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥

( মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ )

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ কথা পাই ঃ—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন গুণান দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।

ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের মায়ার সীমা নেই। মুনিগণও জানেন না, আমিও জানি না, তখন অন্যের ত কথাই নেই, অনন্তদেব সহস্রবদনে অনন্তকাল ধরে তার গুণ গান করে, এ পর্য্যন্ত শেষ করতে পারেন নি। ( শ্রীমদ্ভাগবত ২।৭।৪০ )

সেই বিরাট শক্তি যে বাক্যমনের অতীত সেই সম্বন্ধে কথামৃত মুখে পাই বহুকথা ঃ—

ব্রহ্ম অবাঙ মনসো গোচর···। ব্রহ্মজ্ঞানের পর নির্ব্বিকল্প সমাধির পর আবার সেই অনন্ত বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম।···অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে ?

'আমি বিদ্যাসাগরকে বলে ছিলাম, সব জিনিষ এঁটো হয়ে গেছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বললেই এটো হয়ে যায়। (৫।৫।২)

মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। একদানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে এবার এসে সব পাহাড়টী লয়ে যাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানেনা ব্রহ্ম বাক্য মনেব অতীত।

যে যতই বড় হউক না কেন তাঁকে কি জানবে, শুক দেবাদি না হয় ডেও পিঁপড়ে চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

তবে বেদ পুরাণে যা বলেছে সে কি রকম জান? একজন সাগর দেখে এসে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে; কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে "ও! কি দেখলুম কি হিল্লোল কল্লোল" ব্রহ্মের কথাও সেই রকম।

সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকেনা।

নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হলনা। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর আর খপর দিবেক?...

এই ধরনের বহুকথা আছে কথামৃত মুখে।

গীতায় অন্যত্র ঃ—

আদিদেব—১২।১০, ৪।১৫, ৩৮।১১,

**যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।**
**অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩**

যঃ ( যিনি ) মাং ( আমাকে ) অনাদিং অজম ( জন্মরহিত ) লোক মহেশ্বরং চ ( সর্ব্বজনের ঈশ্বর ) বেত্তি ( উপলব্ধি করেন ) সঃ মর্ত্ত্যেষু ( মনুষ্য সমাজে ) অসংমূঢ়ঃ ( মোহমুক্ত হয়ে ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ( সমস্ত পাপ থেকে মোক্ষ লাভ করেন )।

যে আমাকে জন্মরহিত অনাদি বলে জানে ; সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলে উপলব্ধি করে, সে মোহ মুক্ত হয় ও সর্ব্বপাপবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করেন ।৩

আরও শ্রবণ কর, আমি দেবতাদের, ঋষিগণের ও মহর্ষিগণের আদি কিন্তু আমার আদি নেই, আমি 'অনাদি' আমি 'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত। যে ব্যক্তি মোহ বর্জ্জিত হয়ে লোকমহেশ্বর বলে আমাকে জানে সেই সুকৃতিশালী পরমভক্ত সমস্ত রকম মোহশূন্য হয়ে, সর্ব্ব-পাপ বিমুক্তিরূপ পরমফল লাভ করে। ( শঙ্করাচার্য্য )

বিকারী অচিৎ দ্রব্য থেকে এবং তৎসংসৃষ্ট জাগতিক চেতন দ্রব্য থেকে ঈশ্বর ভিন্ন সত্ত্বা। জাগতিক চেতনের জন্ম হয় কর্ম্ম জন্য এবং অচিৎ সংসর্গ জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ নাই—অতএব ঈশ্বর 'অজ' আর সৃষ্ট চেতনের থেকে তিনি তফাৎ। আর মুক্ত পুরুষ থেকেও ঈশ্বর ভিন্ন, কেননা ঈশ্বর 'অনাদি' আর মুক্ত পুরুষ অনাদি নয়।

সংসারিক চেতন থেকে পরে তাঁরা মুক্ত হয়েছেন ; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট। কিন্তু লোকমহেশ্বর এদের সমপর্য্যায়-ভুক্ত নন। তিনি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বমুক্ত, তিনি নিখিল উপাদেয় নিরবধি, নিরতিশয় অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত ও সর্ব্বনিয়ন্তা এটী অবগত হলে ভক্তি বিরোধী সর্ব্বপাপ থেকে মুক্তি লাভ হবে। ( রামানুজ )

'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত—এই বিশেষণের ফলেই তো জগতের জড় ও চেতন দুই বস্তুর থেকেই ঈশ্বরের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। জড়ের পরিণাম আছে, বিকার আছে আর চেতন জীবের তো দেহ-সংযোগে জন্ম-বৃদ্ধি-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি আছে। ঈশ্বরের অনাদিত্ব হেতু জীব ও জড়ের থেকে তফাৎ। নিত্যমুক্ত, চিৎবর্গ, প্রকৃতি, কাল এঁরাও অজও বটে, অনাদিও কিন্তু তাঁরা লোকমহেশ্বর নন, কাজেই 'লোকমহেশ্বর' এই বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ভেদ প্রদর্শিত হল। আবার বিধি, রুদ্র, প্রভৃতি লোকমহেশ্বর হলেও অনাদি নন। কাজেই ভগবান অনাদি অজ ও লোকমহেশ্বর এই তত্ত্ব জানলে ভক্তির উদয় হয় ও সমুদয় কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ( বলদেব )

ভগবানই সকলের আদি এবং নিজে **'অনাদি'** এবং অনাদি বলেই অজ। আর ভগবান **'লোকমহেশ্বর'**। যে ভক্ত ভগবানের এই তিনটী বিভাবের কথা জানেন তিনি আর ভগবান বাসুদেবকে অন্য দেবতার পর্য্যায়ভুক্ত করতে পারেন না এবং তার ফলে বাসুদেবে ভক্তি উদ্রেক বিরোধী সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হন। ( কেশব )

যিনি সকলের আদি কারণ, তাঁর নিজের কোন কারণ নেই, তিনিই স্বয়ং কারণস্বরূপ এজন্য তিনি **'অনাদি'** এবং অনাদি বলেই

'অজ' এবং তিনি সর্ব্বলোক মহেশ্বর এই তত্ত্ব যিনি অবগত হন, তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হন অর্থাৎ সংস্কার মুক্ত হন। সংস্কার বা অবিদ্যা থাকলেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বন্ধন থাকে। কিন্তু ভগবৎ তত্ত্ব জানলেই অবিদ্যা কার্য্য বিনষ্ট হয়। সংস্কার মুক্ত হন ফলে আত্যন্তিক মুক্তি হয়ে থাকে। ( মধুসূদন )

ভগবান অজ, অনাদি ও সর্ব্বলোক মহেশ্বর এই তত্ত্ব জানলে জীব পাপ মুক্ত হয়। 'মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।' অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই মর্ত্ত্যলোকেই—পাপ ও পুণ্য নামক সংস্কার বিরাজ করে—কারণ মহঃ ও জন নামক লোকে পাপ-পুণ্য ভাব জ্ঞান কর্ম্ম আদৌ নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ জানলেই সমস্ত পাপমুক্ত হওয়া যায়।

( যোগানন্দ )

যিনি ভগবানকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখে সমস্ত কারণের কারণ বলে জানেন, তিনি পূর্ব্বকৃত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাপ থেকে মুক্ত হন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নষ্ট হয় কিন্তু অভিমান বীজ থেকে যাওয়ায় ভবিষ্যতে আবার পাপ সঞ্চয় হয়ে থাকে কিন্তু ব্রহ্মদর্শন করলে জীবের কায় মন ও বাক্যের এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের পাপরাশি মুক্ত হয়। অবিদ্যার বীজ নষ্ট হয়। ( কৃষ্ণানন্দ )

কেউ বলেন ভগবান বিশ্বসৃষ্টি করে বিশ্বের অতীত হয়ে অবস্থান করেন। কোন মতে বলে, 'না, তিনি বিশ্বানুস্যূত হয়ে আছেন আবার কেউ বা বলেন, এই সৃষ্টি সবই মায়া বা মিথ্যা—ইত্যাদি সমস্ত কথাই ভগবান সম্বন্ধে আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু যিনি জানেন ঈশ্বর অজ, অনাদি হয়েও একাংশে জগৎ সৃষ্টি ধরে রয়েছেন এবং

জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে এই সমগ্র জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভাব যিনি লাভ করেছেন তার সমস্ত মোহ দূর হয় ও এই মর্ত্তলোকে অবস্থান কালেও সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়ে যান।

( শ্রীঅরবিন্দ )

মৃত্যুলোকে বাস করে ও ভগবানকে অজ অনাদি ও লোক-মহেশ্বর বলে জানলে পাপ বীজ নষ্ট হয়। ( গান্ধীজী )

এই শ্লোকে ভগবান বললেন যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত বলে জানেন ইত্যাদি—এখন বাসুদেব কৃষ্ণরূপে তো জন্ম নিলেন এখানে তার কথার সামঞ্জস্য কোথায় তার উত্তরে বলা যায়—তাঁর অনন্ত সত্তায় সবই সম্ভবে, একরূপে তিনি জন্ম নিয়ে লীলা করছেন আবার তাঁর অনন্তরূপে তিনি অনাদি ও অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত, জন্ম হলেই মৃত্যু আছে, কাজেই তিনি জন্ম রহিত। জন্ম মানেই Change ধরা যায় তাহলে অপরিবর্ত্তনীয় সত্তার Change নেই আবার বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম ছাড়াও তিনি আরো কত কি, কাজেই তিনি কল্যাণ গুণের আকর, অতএব এই বিরাট সৃষ্টির স্রষ্টা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর, এই বিভাব যিনি জানেন তিনি মোহশূন্য, পাপমুক্ত তো হবেনই।

'অনাদি' 'অজ' ও 'লোকমহেশ্বর' এই তিনটি আলাদা করে কেন বললেন, এই তিনটীর যে কোন একটী বিভাব জানলেই মানুষের সব মোহ দূর হয়ে মোক্ষ লাভ হয়—তদুত্তরে বলা যায় গীতা তো কাব্যে রচিত—কবিতার Emphasis এর জন্য বললেন।

( বেদচ্ছন্দা )

'প্রমুচ্যতে'—অর্থাৎ আত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত হন। মুক্ত পুরুষ শারীরিক সুখদুঃখেও ভগবৎ বিস্মৃত হন না বা বিচলিত হননা, কাজেই সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হন। (বেদচ্ছন্দা)

অবতারকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই ও তাঁকে ডাকলেই এবং তাঁকে লোকমহেশ্বর বলে জানলেই মুক্তি একথা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও নিজের সম্বন্ধে বলেছেন।

'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার এখানে আসতেই হবে। আসতেই হবে। দেখ, তাই হচ্ছে, সেই সব লোকই আসছে।' 'এর ভিতরে কে আছে, আমার বাপেরা জানত। বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন—রঘুবীর বলেছেন', (ক-৪।২৪।৩।২৮১-২)

আমি আরকি? তিনি…এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে। তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে! ছুঁয়ে দিলেই হয়। সে টান, সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ! (ক-৪।২৩।২।২৪৯)

**বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।**
**সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥৪**
**অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ**
**ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥৫**

বুদ্ধিঃ জ্ঞানং অসংমোহঃ (ব্যাকুলতাহীন অবস্থা) ক্ষমা সত্যং দমঃ (বহিরিন্দ্রিয় সংযম) শমঃ (চিত্তের দমন) সুখং দুঃখং ভবঃ (জন্ম) অভাবঃ (পরিবর্ত্তন) ভয়ং অভয়ঞ্চ, অহিংসা সমতা

তুষ্টিঃ তপঃ দানং যশঃ অযশঃ ভূতানাং ( জিবগণের ) পৃথক বিধাঃ ( নানারকম ) ভাবঃ ( ভাবরাশি ) মত্ত এব ( আমার হতে ) ভবন্তি ( সৃষ্ট হয় )।

বুদ্ধি, জ্ঞান, সংমোহহীনতা, ক্ষমা, সত্য, দম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু ভয়, অভয় ; অহিংসা, রাগ-দ্বেষাদি বিষয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ জিবগণের এই বিভিন্ন মনোভাব সমূহ আমার থেকেই সৃষ্ট হয়। ৪।৫

ভগবান সর্ব্বলোক মহেশ্বর যে কারণে, সেইসব কারণ কিছু এখানে বলে যাচ্ছেন। ভগবানই জীবের সমস্ত ভাব। তিনি জীবের বুদ্ধি অর্থাৎ মনের সূক্ষ্মাদি দুর্জ্ঞেয় বস্তুরাশির বোধশক্তি আর এই শক্তি যার আছে তিনিই বুদ্ধিমান। তিনি জ্ঞান—আত্মার বিশেষ বোধই জ্ঞান ; তিনি **'অসম্মোহ'** অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্ন ভাব, বোধের বিষয় উপস্থিত হলে বিবেকপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্তি। **'ক্ষমা'** অর্থাৎ কেউ আক্রোশ প্রকাশ করলেও মনের বিকারহীনতা। **'সত্যও'** তিনি নিজে! যেভাব উপলব্ধি করা যায় সেটী অপরকে বোঝানোর জন্য ভাষায় প্রকাশ। **'দম'** বাহ্যেন্দ্রিয় দমন। **'শম'** অন্তরেন্দ্রিয় দমন। তিনি **'সুখ-দুঃখ'** তিনিই **'ভব'** অর্থাৎ উৎপত্তি আবার তিনিই **'অভাব'** উৎপত্তির বিপর্য্যয় বা লয়—**'ভয়'** ও তিনি, **'অভয়'** ও তিনি। **'অহিংসা'** বা প্রাণিগণকে পীড়া না দেওয়া। **'সমতা'—**সমচিত্ততা। **'তুষ্টি'** অর্থাৎ যা লব্ধ হয়েছে তাকেই প্রচুর মনে করে সন্তোষ। **'তপঃ'**—ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে শরীরকে তাপ দেওয়া। **'দান'** যথাশক্তি নিজধন অপরকে দেওয়া। **'যশ'** ধর্ম্মীয় কীর্ত্তি। **'অযশঃ'**

ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধীয় নিন্দা ইত্যাদি ভাবসমূহই ঈশ্বর থেকে সৃষ্ট প্রাণীগণের কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হয়। ( শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন )

ঈশ্বরই জিবগণ মধ্যে মানস শক্তি প্রভাবে চিদ্‌চিৎ বস্তু বুঝবার সামর্থ্য, চিদ্‌চিৎ বস্তু বিষয়ে নিশ্চয় বোধ, শুক্তিতে রজতভ্রমের যে বিপর্য্যয় বুদ্ধি তার নিবৃত্তি, মনোতুঃখের কারণ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও অবিচলিত ভাব, ভূতহিতকর উপলব্ধির পরিশুদ্ধ প্রকাশ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনর্থক বিষয় থেকে সংযম, 'শম' অন্তঃকরণের সংযম ; 'সুখ-দুঃখ, ভব অভাব' সবই তিনি। আগামী দুঃখ সম্বন্ধে অগ্রিম ত্রাসই 'ভয়'। 'অহিংসা'—সুখ-দুঃখ, শত্রু, মিত্র ইত্যাদি বিপরীত বস্তুতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি হেতু সন্তোষ স্বভাব, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শরীরে সংযম-রূপ তপস্যা, নিজের ভোগ্যবস্তু অপরকে দান, গুণের যথাযথ বিকাশ, অকীর্ত্তি, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার ভাব—সর্ব্বভূত সৃষ্টি, স্থিতি ব্যাপারে প্রবৃত্তি সবই ভগবানের সঙ্কল্পের আয়ত্ত। ( রামানুজ )

সংসারে বিবেক নিপুনতাই 'বুদ্ধি' চিদ্‌চিৎ বস্তু বিবেচনাই 'জ্ঞান' কোনো কিছুতে ব্যগ্রতার অভাবই 'অসম্মোহঃ', সহিষ্ণুতা, মঙ্গলার্থে যথার্থ দৃষ্টির বিষয় কথন ; ইন্দ্রিয় সংযম ও অন্তঃকরণ সংযম, অনুকূলে সুখ প্রতিকূলে দুঃখ, ভয়-অভয়, হিংসা-অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, শরীর পীড়ন, সৎপাত্রে দান, যশ-অযশ, প্রাণীগণের কর্ম্মানুসারে ইত্যাদি বিপরীত ভাবরাশি ঈশ্বরের অধীনেই সৃষ্ট হয়।

( হনুমান, শ্রীধর, বলদেব, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথ )

জীবের যাবতীয় চিত্তভাব সবের মূলে সেই বিশ্বেশ্বরের শক্তিই খেলা করছে। সৃষ্টি অনাদি—চক্রাকারে চলছে, উদ্ভব স্থিতি ও

প্রলয়রূপে। প্রলয়ের পর নতুন সৃষ্টিতে জীব সেই পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করে এবং জীবের ক্রিয়মান কর্ম্মদ্বারা ভাবান্তর ঘটে এবং পরিশেষে ঈশ্বরেই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব অহংকার বশে থাকায় কৃত কর্ম্মের ফলভাগী হয়। ( যোগানন্দ )

শুভগুলি তো ভগবান থেকে উদ্ভূত বটেই পরন্তু সুখ-দুঃখ, ভয় অভয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বও ভগবান থেকেই এসেছে। প্রকৃতির ভাব বা বিলাসই ভগবানের থেকে উদ্ভূত কিন্তু ভগবান এ সবের দ্বারা আবদ্ধ নন, তিনি প্রকৃতির অতীত। তথাপি তিনি সৃষ্ট জীব সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্ত, তিনি ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক, আশ্রয়দাতা, সুহৃদ, প্রেমিক। আপাত দৃষ্টিতে শোক, তাপ, পাপ, দুঃখ ইত্যাদি অশুভের মধ্যে ফেললেও এসবের মধ্যে দিয়েই পরমজ্যোতি আনন্দেব ও অমৃতের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

'এই মন্ত্র দুটীতে প্রথমে তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, এটী বললেন, পরে ভয়-অভয়, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীত ভাব বা দ্বন্দ্ব সবই এককালে একমাত্র ভগবৎতত্ত্বে বা পুরুষোত্তম তত্ত্বেই সম্ভব বলে এই কথা বললেন—

মনোবিজ্ঞান বর্ণিত প্রায় সবগুলি Instinct এর কথাই এখানে বর্ণিত হল এবং সবই তাঁর থেকে উদ্ভূত।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতিতেও মনের বিভিন্ন ভাবের Curvature সৃষ্টির জন্য বিরাট 'মানস সত্তা' স্বীকৃত হয়েছে।

Theory of relativity অনুসারে জানা যায় যে বিরাট দেশ-মাত্রা Matter এর অস্তিত্বে বাঁকা হয়ে গেছে। Curvature সৃষ্টি

হয়েছে। মনোরাজ্যেও Curvature আছে। মনের অস্তিত্ব আজকের বিজ্ঞানে আর অস্বীকৃত নাই। কিন্তু মনোরাজ্যের Curvature এর কারণ বস্তুজগৎ হতে পারেনা—সেজন্য একটী বিরাট 'মন' বা 'সত্তার কথা না মেনে উপায় নাই এবং সেটী 'সার্ব্বিক মন'।

ঈশ্বরই বস্তু এবং তাঁরই অস্তিত্বে Metaphysical রাজ্যে তথা Physical রাজ্যে সর্ব্বত্র Curvature সৃষ্টি হয়েছে।

কাজেই গীতামুখে ভগবান যে বললেন বিভিন্ন মনোভাব সমূহ তাঁর থেকেই সৃষ্ট হয় একথা খুবই বিজ্ঞান সম্মত এবং এইসব মনোভাবই মনোরাজ্যে Curvature সৃষ্টি করে। ( বেদচ্ছন্দা )

সেই পরমাত্মাই নিখিল বিশ্বব্যেপে সব কিছু হয়ে রয়েছেন এ সম্বন্ধে আমরা উপনিষদেও অনুরূপ কথা পাই :—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী, তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডসহায়ে স্খলিত পদে চল, এবং তুমিই জন্মগ্রহণ করে নানারূপ ধারণ কর। ( শ্বেতাশ্বতরোপণিষৎ, ৪।৩ )

ভালো মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান ঈশ্বরই এ সম্বন্ধে অনুরূপ কথা কথামৃত মুখে পাই :—

এ সংসার তাঁর লীলা ; খেলার মত। এই লীলায় সুখ দুঃখ ; পাপ, পুণ্য , জ্ঞান, অজ্ঞান ; ভাল মন্দ ; সব আছে। দুঃখ পাপ এ সব গেলে লীলা চলেনা।

তুমি কে বল দেখি! ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন—মায়া, জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

'সাপ হয়ে খাই রোজা হয়ে ঝাড়ি।' তিনি বিদ্যা, অবিদ্যা দুইই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ায় গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন, তিনিই কর্ত্তা; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

**মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।**

**মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬**

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি) পূর্ব্বেচত্বারঃ (পূর্ব্বোক্ত চারজন) তথা মনবঃ (ও মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার শক্তি সম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ আমার মনঃসংকল্প থেকে সৃষ্ট) লোকে (এই সৃষ্টিতে) ইমাঃ (এই সমস্ত) যেষাং প্রজাঃ (যাদের পুত্র পৌত্রাদি)।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তজন মহর্ষি, তাঁদের অগ্রবর্ত্তী চারজন মহর্ষি এবং বৈবস্বত প্রভৃতি চতুর্দ্দশ মনু—এঁরা সকলেই ভগবানের মনের সংকল্প মাত্র উদ্ভূত এবং ভগবানের জ্ঞান বিভূতি সম্পন্ন জগতের সমস্ত তাদের থেকেই সৃষ্ট হয়েছে।৬

ভৃগু ইত্যাদি সাতজন মহর্ষি আর সাবর্ণ প্রভৃতি চারজন মনু এঁরা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী ও 'মদ্ভাব' অর্থাৎ মদভাবনাপর, বৈষ্ণবীশক্তি সম্পন্ন। সকলেই আমার মন থেকে উদ্ভূত। এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমাত্মক সবকিছুই ওই মনু মহর্ষিদের থেকেই সৃষ্ট। (শঙ্করাচার্য্য)

সৃষ্টির প্রারম্ভে সাতজন মহর্ষি অর্থাৎ বেদার্থবিৎ ও সর্ব্বজ্ঞ তাঁরাই জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। এই সাতজনের নাম পুরাণ অনুসারে হচ্ছে—ভৃগু মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। এঁদেরও পূর্ব্বে চারজন মহর্ষি 'মনবঃ তথা' বলতে ঐ চারজন মহর্ষি, মনুরও আগে চৌদ্দজন মনু ছিলেন। এঁরা সকলেই ভগবানের মানসচিন্তা থেকে সৃষ্ট এবং যেহেতু তাঁরা ভগবৎ মনের সঙ্কল্পজাত সেইহেতু জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের শক্তিতে শক্তিমান। আর এঁদের জন্ম, যেহেতু নরনারী সমন্ধীয় নয় সেইহেতু এঁরা সর্ব্বপ্রাণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এঁদের থেকেই এই পৃথিবীর সর্ব্বলোক সৃষ্ট হয়েছে। অতএব ভগবান থেকেই সবকিছু সৃষ্টি এই ধারণা থাকলে সর্ব্ববন্ধন মুক্তি হবে। ( মধুসূদন )

কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি থেকে সৃষ্ট তাই নয়। প্রজা সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্দ্দশ মনু ও সপ্তর্ষিগণও ভগবৎ সত্তা থেকে সৃষ্ট, ভগবান সকলেরই আদিকারণ। ( কৃষ্ণানন্দ )

ভাগবতী প্রজ্ঞাই নিজের অসীম শক্তির উৎস প্রভাবে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সাতটী প্রবীণ ঋষি তারই সাতটী ধীশক্তি-বেদের সপ্তধিয়ঃ। এঁরা সকলকে ধরে রয়েছেন, বিকশিত করছেন। এঁদের সঙ্গে রয়েছেন চার মনু—মানব সমাজের জন্মদাতা। জ্ঞান, শক্তি, সুসঙ্গতি ও কর্ম্ম ভাগবৎ প্রকৃতির কয়টী দিক মানব জাতির মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যাঁর ক্ষণমাত্র ইচ্ছাতে সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভূত ও লয় প্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁর সঙ্কল্প মাত্র 'সপ্ত ঋষি' চতুর্দ্দশ 'মনু' ইত্যাদি সৃষ্টি হবে তার আশ্চর্য্য কি? সবই তো তাঁর মনঃশক্তি প্রসূত।

Aristotle সৃষ্টিরূপ কার্য্যের চারটী কারণ দেখিয়েছেন The material cause, the formal cause, the efficient and the final cause গীতায় ভগবান বললেন এ সবগুলি কারণই তিনি নিজে। কেননা তিনি ছাড়া জগতে তো আর কিছু নাই।

মদ্ভাবা—কথাটির Idealistic view দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন দেখেছিলেন সমস্ত কিছু চৈতন্যে জ'রে রয়েছে' —অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিই ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমের চৈতন্যে চৈতন্যময়।

দার্শনিক হোয়াইট হেড্‌ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, এই যে জগৎ বা বিশ্বসৃষ্টি এর মূল কারণ হচ্ছে Feeling. এই বোধ; তিনি আরও বলেন জগৎ বোধ আকর্ষণ বিকর্ষণাত্মক আপেক্ষিক সম্বন্ধ সত্তায় বোধস্বরূপ! জগতের মধ্যে বহুর অস্তিত্ব বা নিজ ব্যষ্টি সত্তাবোধ এটীর মূলে রয়েছে পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের Prehension. আর এই বোধ বা Feeling অখণ্ড। এই সক্রিয় বোধের সত্তাতেই জগতের প্রত্যেকটী বস্তু অপর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত বা জড়িত আর এই সম্বন্ধবদ্ধতাই তার অখণ্ডতা। এখানে জড় ও অজড়ে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য যেটুকু চোখে পড়ে সেটুকু আকর্ষণ বিকর্ষণের ডিগ্রীর পার্থক্য আর পরস্পরের সম্বন্ধ যিনি ঠিক করছেন তিনিই ভগবান। কাজেই গীতামুখে ভগবানের বাণী 'মদ্ভাব' কথাটীর সামঞ্জস্য ওদেশের চিন্তাধারাতেও দেখতে পাচ্ছি।

( বেদচ্ছন্দা )

'মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক' ইত্যাদি বাণী, গীতামুখে এই যে ভগবান বললেন, বিরাট বিশ্বজগৎ, সৃষ্ট প্রাণী সমুদয় তাঁর

ভাবনাজাত—সঙ্কল্প জাত এই কথাটী খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিরাট বিশ্বের Time-space continuum এর মধ্যে যা কিছু জড়, চেতনা ও শক্তির বিকাশ আছে, সে সমস্তই ভগবৎ সত্তার সঙ্কল্প প্রসূত এ তো ভারতের আস্তিক্যবাদী সমস্ত শাস্ত্রগুলিই প্রায় স্বীকার করেছে—এই সৃষ্টির সমস্ত কিছুর একটি মাত্র কারণ ভগবানের ইচ্ছা—শঙ্কর বেদান্তেও পাই শ্রীসৃক্ষায় এই সৃষ্টি। হেগেল প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের অনেকেই একথা স্বীকার করেছেন —

The absolute mind evolves finite things necessarily through time and space. Time and space, all the things and the finite mind are atoms of the absolute mind. এইটী হচ্ছে Hegel এর Ideal realism এর আদৎ কথা।

বিজ্ঞানের প্রাকৃত তত্ত্বের দিক থেকে প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই একমত হয়ে আজ স্বীকার করছেন, এই বিরাট বিশ্বে ভর করে আছে সৃজনীশক্তি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিযুক্ত এক বিরাট মন, যাকে বলা যায় 'গাণিতিক', এর চেয়ে ভালো শব্দ সম্পদ আর নেই বলে। Mind and Matter অথবা জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব আজ গেছে হারিয়ে, মনের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তিতে বাস্তব পদার্থের আত্ম পরিণতির ফলে। বিশাল ষ্টেলার রিজেনে বা বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে বিরাট যন্ত্রের চেয়ে এক বিরাট চিন্তার সঙ্গেই বিশ্বের বেশী সাদৃশ আছে বলেই মনে হচ্ছে। জড়ের রাজ্যে মনের আবির্ভাবকে এখন আর Accidental বা আকস্মিক মনে করা হয়না। বরং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁকে জড়রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বিরাট বিশ্বে

যে মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি হচ্ছে, সে মন কিন্তু আমাদের ব্যষ্টি মন নয়—এ হল এক 'সর্ব্বগত মন' যেখানে আমাদের স্বতন্ত্র মন সৃষ্টির পরমাণুর দল চিন্তারূপে বিরাজ করছে।

কাজেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত দর্শনের, সমস্ত বিজ্ঞানের, সমস্ত শাস্ত্রের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন ভগবান ওই একটি কথার মধ্যে 'মদ্ভাবা মানসা জাতা' কথাটী বলে। ( বেদচ্ছন্দা )

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭

যঃ মম এতাং বিভূতিং ( যোগের বিভূতি সকল ) তত্ত্বতঃ ( সম্যক্-রূপে ) বেত্তি ( উপলব্ধি করেন ) সঃ অবিকম্পেন ( যোগে নিশ্চল হয়ে ) যুজ্যতে ( যুক্ত হন ) অত্র ন সংশয়ঃ (এতে কোন সন্দেহ নাই)।

যিনি ভগবানের এই বিভূতি এবং যোগের অতুলনীয় বিভাব সকল জানেন তিনি মৎভক্তি লক্ষণ যোগে অবিচল অবস্থা লাভ করেন এবং ভগবানেই বা ইষ্টরূপ আমাতেই তাদের চিত্ত সমাহিত হয়—এতে কোন সংশয় নাই।৭

আমার বিভূতি বা বিস্তারের কথা এবং যোগ অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য বা সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি এই মন্ত্রে যোগশব্দ দ্বারা সূচিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি যোগের কথা তত্ত্বত জানেন, সে অবিকম্প যোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান যথার্থরূপে লাভ করেন।

( শঙ্করাচার্য্য )

পূর্ব্বে যে বিভূতি অর্থাৎ বিস্তার রূপ—কেমন করে তিনিই সমস্ত

ভূতবর্গের স্রষ্টৃগণেরও স্রষ্টা, কেমন করে তিনিই আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ, ভয়-অভয় ইত্যাদি ভাব ঐশ্বর্য্য তত্ত্ব বলেছেন এসব যে ভগবানেরই পরমৈশ্বর্য্যের প্রকাশ—এটী যথার্থরূপে জানেন যিনি, তিনি সদা-সর্ব্বদা পরমার্থ দৃষ্টি লাভ করেন ও অবিচল থাকেন, সম্যক জ্ঞান স্থৈর্য্য লক্ষণ সমাধি লাভ করেন। ( মধুসূদন )

বিভূতি—বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদান সহায়ে বিবিধ বৈভব বা সর্ব্বাত্মকত এবং যোগ অর্থাৎ সৃষ্টির আদি স্রষ্টারূপ মনু ও মহর্ষিগণের ভগবদৈশ্বর্য্যলেশ হতে জ্ঞাতৃত্ব ও ঐশ্বর্য্যত্ব যোগ যে নিরঙ্কুশভাবে জানে তার সোপাধিক ও নিরুপাধিক জ্ঞান লাভ হয়। (আনন্দগিরি)

আমার আয়ত্তাধীন উৎপত্তি স্থিতি ও প্রবৃত্তিরূপ ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণগুণবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বর্দ্ধক। ( রামানুজ )

সমুদয় প্রপঞ্চের স্থিতি ও প্রবৃত্তিরূপ ঐশ্বর্য্য ও শক্তি আমার অধীন, এজন্য ঐশ্বর্য্য এসব জানলে ও ভগবান অজ অনাদি ইত্যাদি কল্যাণ গুণ সমূহ জানলে ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করে। ( বলদেব )

ভগবানের বিভূতি যোগের কথা জানলে ধ্যানরূপ উপায়ে যুক্ততা লাভ হয় এতে সংশয় নাই। ( হনুমান )

আমার যোগ ও ঐশ্বর্য্য বিষয় সম্যক জানলে নিঃসংশয় রূপে যুক্ততা লাভ হয়। ( শ্রীধর স্বামী )

ভগবানের বিভূতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বা পরমাগতি লাভ হয়। এই সংসার ভগবৎ-ময়, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্তই সেই ভগবানের প্রকাশ—এই তত্ত্ব আন্তরিকভাবে বোধ করলে ভগবৎ যুক্ততা আসবে তাতে সন্দেহ নাই। ( বিশ্বনাথ )

যিনি গুরু কৃপায় ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশে ভগবানের যোগৈশ্বর্য্যের কথা জানেন তাঁর বুদ্ধি নিস্কল সমাধিযুক্ত হয়, তার জানার বাকী কিছুই থাকেনা। ( কৃষ্ণানন্দ )

আমার বিভূতি ও শক্তি যথার্থ ভাবে জানলে সে অবিচল সাম্য লাভ করে এবিষয়ে সংশয় নাই। ( গান্ধীজী )

ভগবান বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন—নিজের প্রকৃতির পরিণামরূপে সকলকে নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন—এইটীই ভগবানের ঐশ্বর্য্য যোগ। এই যোগতত্ত্ব যিনি সম্যক্ জানেন তিনি সর্ব্বদা ভগবানে যুক্ত থাকেন এবং বিশ্বের কোন কর্ম্মের মধ্যেই তিনি আর ভগবানের সঙ্গে নিবিড় মিলন থেকে বিচ্যুত হননা। ( শ্রীঅরবিন্দ )

যিনি ঈশ্বরের শক্তিময় বিভাবসকল ও ঐশ্বরীয় যোগমায়ার ভৌতিক ভাব সমস্ত জানেন বা ঈশ্বরের শক্তিময় ভাব ও মনোময় বিভাব সকল জানেন—তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চিরস্থির ও নিত্য যোগ দ্বারা যুক্ত হন—এতে কোন সন্দেহ নাই। ( যোগানন্দ )

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম—এই কথার মধ্যে যোগ শব্দ বলতে ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিভূতির যুক্ততা বুঝিয়েছেন—

যো বেত্তি তত্ত্বতঃ—সাধক সে যে কোন মার্গের সাধকই হন বা ভক্ত হন, নিজের নিজের আধার অনুযায়ী যেমন যেমন ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করেন সেইটী তার পক্ষে তত্ত্বতঃ জানা, এইটী এখানে বুঝিয়েছেন। অসীম অচিন্ত্য সত্তাকে পুরোপুরি জানা তো কোন মানুষের সাধ্য নয়।

সোঽবিকম্পেন যোগেন—পাতঞ্জল যোগদর্শনেও আমরা পাই "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"

ভোগ বাসনার বস্তুরাশি বা চিত্তের বিক্ষেপ সৃষ্টি করে যে সমস্ত বস্তুরাশি সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয় মাধ্যমে মনোরাজ্যে গিয়ে মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যোগে সেই সব কম্পন নিরোধ করে পরমাত্মায় মনকে সমাহিত করতে হয়। সেই কথাই এখানে বলে যাচ্ছেন।

শান্ত জলে যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, ঝড়-তুফান তাছাড়া নানা কারণে তরঙ্গায়িত জলে তেমনটী পড়েনা—তেমনি আমাদের চিত্ত যদি শান্ত স্থির থাকে তবে সেই চিত্তে ভগবানের চিচ্ছায়া পড়বে আর তখনই যোগ বা যুক্ততা সম্ভব হবে সেইজন্য ভগবান অবিকম্পিত চিত্ত হতে বলছেন।

আর সাধক যদি বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে এ সৃষ্টির সব কিছুই ভগবানের বিভূতি—সবটুকুই সেই এক ভগবানের প্রকাশ তাহলে তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবার বা কম্পিত হবার কোন বস্তুই তো তখন থাকেনা, সবই তো তখন হরিময় হয়ে যায়—কাজেই সে তখন অবিকম্পিত যোগে তো ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে, এখানে আর সংশয় কি থাকতে পারে।

ভগবৎ তত্ত্ব লাভ করলে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। সে জন্যও বললেন 'নাত্রসংশয়ঃ'।

কিন্তু সাধারণভাবে কথা হচ্ছে যে, মনকে সমস্ত বাসনার কম্পন থেকে মুক্ত করে ইষ্টস্মরণে নিশ্চল করার সাধনা রেখে যেতে হবে;

তবেই আমরা সৃষ্টির পারে 'তদ্ধামং পরমং মম' লাভ করব।

(বেদচ্ছন্দা)

**অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বংপ্রবর্ত্ততে।**
**ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮**

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ ( আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি কারণ ) মত্তঃ ( আমার থেকে ) সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ( সমস্তই প্রবর্ত্তিত হয় ) ইতি মত্বা ( এটী জেনে ) বুধাঃ ( তত্ত্বজ্ঞানিগণ ) ভাবসমন্বিতাঃ ( ভগবৎ ভাবে আবিষ্ট হয়ে ) মাং ভজন্তে ( আমাকে আরাধনা করেন )।

আমি সমস্ত সৃষ্টির আদি কারণ বা উৎপত্তি কারণ। আমার থেকেই সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধিমান তত্ত্বজ্ঞানিগণ এটী জেনে নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে আমার ভজনা করেন।৮

আমিই বাসুদেব পরব্রহ্ম, সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু। ক্রিয়াফল ভোগরূপ বিকার যুক্ত সমস্ত সৃষ্টি আমার মধ্যেই আবর্ত্তিত হতে থাকে, এই প্রকার চিন্তাযুক্ত হয়ে আমাতে জ্ঞাণিগণ তত্ত্বজ্ঞানিগণ মন অভিনিবেশ করেন, বিশ্বব্যাপী যা কিছু আছে সবই আমার ভাব সমন্বিত। ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )

আমিই ভগবান অর্থাৎ চিৎ-অচিৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ। পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞগণ ঐ সকল সম্যক্ অবগত হয়ে মনোবৃত্তি নিবিষ্ট করে আমার ভজনা করে। ( রামানুজ )

ভৃগু মনু প্রভৃতি রূপ বিভূতি দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের হেতু আমিই। বিবেকিগণ এই তত্ত্ব জেনে প্রীতিযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন। ( শ্রীধর স্বামী )

কিরূপ বিভূতি যাথাত্ম্য জ্ঞানীর ভক্তি উদ্রেক করে সেটী এখানে দেখিয়েছেন। জগজ্জন্মাদি লক্ষণ লক্ষিত পরব্রহ্ম স্বরূপ আমি। দেব মনুষ্যাদি লোক গমনাগমন বৃদ্ধি হ্রাসাদি আমার মধ্যেই প্রবর্ত্তিত হয়। যথার্থ বোধযুক্ত পুরুষ প্রেমযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করে।

( কেশব ভারতী )

এখানে ভাব সমন্বিতা অর্থে প্রেম ও আদর বুঝিয়েছে।

( আনন্দগিরি )

নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ণই যে জগৎ কারণ এটী যারা জানেন তারা পরম প্রীতির সঙ্গে আমার ভজনা করেন। ( বলদেব )

গীতামতে সৃষ্টি মায়া বা শূন্য হতে নয়। তিনি নিজের মধ্যে থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেন, নিজেই সব হন। সৃষ্টির সমস্ত কিছুই তাঁরই সত্তায় সত্তান্বিত ও তাঁরই মধ্যে বিদ্ধৃত। এই তত্ত্ব প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা জেনে পরে অন্তরের অধ্যাত্ম শক্তির প্রভাব অনুভূতিজ ভাবে পরিণত হয়। মনের এইভাবে পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সাধন দ্বারা মানব প্রকৃতির উন্নতি সাধিত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

বিশ্বে একমাত্র ঈশ্বরই সত্য পুরুষ। সারা বিশ্বের সমস্ত খণ্ড ভৌতিক দ্রব্য, জীব, পদার্থ, মনোভাব, ঘটনা, কর্ম্ম, অবস্থা ইত্যাদি যা কিছু অনুভূতি হয়, সে সমস্তই ঐ ঈশ্বরের সঙ্কল্প মাত্র সৃষ্ট। এবং তাঁরই ইচ্ছায় জীবচিত্তে অনুভূত হয় মাত্র। ঐ সমস্তগুলিকে শাস্ত্রে 'সর্ব্ব' আখ্যা দেওয়া হয়। জীবের ইন্দ্রিয়াদি মনোভাব সবই ঈশ্বরের মায়া প্রভাবে সম্ভব হয় বলে ঈশ্বরের এক নাম 'সর্ব্ব'। জ্ঞানিগণ

ঐ 'সর্ব্বস্বরূপ' ঈশ্বর বুদ্ধির ভাবে বা ভাবনায় যুক্ত থাকেন, ভজনা করেন। (যোগানন্দ)

**অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে**—এখানে একটী প্রশ্ন ওঠে, 'প্রভবঃ' অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বলে আবার কেন 'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' বললেন—সমস্ত সৃষ্টিই প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ স্বকার্য্য সাধনে প্রবর্ত্তিত হয় একই ধরণের কথা কেন দুবার বললেন? উত্তরে বলা যায়—'প্রভবঃ' অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল আদিকারণ তো তিনি বটেনই, আবার সমস্ত সৃষ্টি চক্রাকারে নিত্য বিলসিত হচ্ছে, ফেঁপে উঠছে বৃৎ ধাতু অনেন ইতি বর্ত্তন্তে—অর্থাৎ বেড়ে উঠছে Expand করছে। Physics এ Vortex movement এর বেশ কতগুলি কারণ জানা গ্যাছে কিন্তু সম্পূর্ণ কারণ জানা যায়নি! Vortex movement এবং Linear movement কতকগুলি Hot gasses এর ফলে হয়ে থাকে এবং চক্রাকারে বা বৃত্তাকারে চলতে থাকে। Cyclone এর মধ্যে খুব লক্ষ্য করা যায় এইটী গতিশীলও থাকে আবার সাময়িক ভাবে স্থিতিশীল হয়ে থাকে, আর এই গতিশীল তীব্র আবর্ত্তন স্রোতে যে কোন জিনিষই পরে তীব্রভাবে আবর্ত্তিত হতে হতে এগিয়ে যায়। এই Vortex movement-এর পরিধি ক্রমাগত Expand করতে থাকে ছড়িয়ে পরে, এগিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে Centrepetal ও Centrifugal force খেলা করে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল হয়ে সাময়িকভাবে আবর্ত্তিত হলেও আত্যন্তিকে তারা এগিয়েই যায়। এই বিরাট সৃষ্টি ঠিক তেমনি ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম থেকে সৃষ্ট হয়ে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত হতে হতে Expand করতে করতে আবার এগিয়ে

চলেছে ব্রহ্মাবগাহী হয়ে। এখন Vortex movement একটী Anti গতিতে পড়লে অগ্রগতি নিরুদ্ধ হয়ে যায় সাময়িক ভাবে আবার যখন অগ্রগতি নেয়—তখন প্রায়শই খুব তীব্র বেগে বেরিয়ে যায়। ধর্ম্মরাজ্যেও তাই কোন কোন মানুষ হরি বিমুখ; ঘোরতর ধর্ম্ম বিমুখ হয়ে চলেছে কিন্তু সে সাময়িক ভাবে—তারা আবার যখন অগ্রগতি নেয় তখন ভীষণ শক্তিশালী গতি নেয়, বিল্বমঙ্গল, গিরীশ ঘোষ, জগাই, মাধাই এরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'প্রবর্ত্ততে' কথাটীতে সৃষ্টির চক্রাকারে গতি বোঝাচ্ছে। এরই মধ্যে নিত্যদিনের ছোট-খাটো Movement-গুলিও আছে এবং সবই তাঁর ইচ্ছায় আছে।

মদ্ভাব—Ideaও হতে পারে, 'প্রভব' এবং 'প্রবর্ত্ততে' Ideaও হতে পারে, এই দুটী জেনে সাধন ভজন করতে হবে। তার একটী কথা ভক্তি পাকলে ভাবের উদয় হয়। ভগবানকে দৃঢ়ভাবে নিতে পারে। তাঁকে কেন্দ্র করে আমরা এসেছি চলছি এবং এই ভাবেই চলে যাব। দিন দিন ভজনা করে দৃঢ় নিষ্ঠা হবে। সেইটীই ভাব; কায়মনোবাক্যে ভজনাই ভক্তি—ভক্তি পাকলে প্রেম, ভাব।

এই ধরণের কথা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই :—

একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞান যোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম এ নয় ও নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ ব্রহ্ম যে কি মুখে বলবার যো নাই।

জ্ঞানীরা ঐ রূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা বলে না, ভক্তেরা বলে এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, জীব জন্তু এসব ঈশ্বর করেছেন তাঁরই ঐশ্বর্য্য। তিনি অন্তরে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে তিনি নিজে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসেনা। ( কথামৃত ১।২।৩ )

উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এইসব হয়েছেন—যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক একটী রূপ।"

'হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু, সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম। যা দেখি তাই পূজা করি।" ( কথামৃত ৩।৮।২ )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে—৫।১০, ১২।৭, ৪।১৫ ও ৪৬।১৮।

প্রভব ঃ—১৮।৯, ৬।৭

**মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।**
**কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯**

মচ্চিত্তাঃ ( আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত ) মদ্গতপ্রাণাঃ ( আমাতেই জীবন নিযুক্ত যার ) মাং পরস্পরম বোধয়ন্তঃ ( আমার আলোচনা পরস্পরের মধ্যে করে ) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ ( এবং সর্ব্বক্ষণ আমার কীর্ত্তন করে ) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ( সন্তোষ ও সুখলাভ করে )।

যাঁদের চিত্ত আমাতেই নিবেদিত, ভগবৎ চিন্তা বিনা যাঁরা প্রাণ ধারণে অক্ষম, এইরূপ ভক্ত পরস্পরের মধ্যে আমার কথা বুঝায় ও আলোচনা করে এবং সর্ব্বক্ষণ আমার কীর্ত্তন করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন।৯

আমাতেই যাঁদের চিত্ত সংলগ্ন তাঁরা 'মচ্চিত্ত'। যাঁদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি উপসংহৃত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছে তাঁরা 'মদ্গত প্রাণ'। এইরূপ মদ্গত-জীবন ব্যক্তিগণ পরস্পর মিলিত হয়ে, বলবীর্য্য, জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত যে আমি, সেই আমারই কথা পরস্পর বলেন ও তাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন ও প্রিয় সঙ্গে রতি লাভের ন্যায় গভীর প্রীতি লাভ করেন। (শঙ্করাচার্য্য)

যাঁদের চিত্ত ভগবানে নিবিষ্ট যাঁদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রাজি ভগবৎ ভজনেই রত, তাঁরা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা পরস্পরের নিকট আমারই তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করেন অথবা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুরা পরস্পর ঈশ্বরের তত্ত্বকথা আলোচনা করেন ও সেই আলোচনাতেই সন্তুষ্ট হন অর্থাৎ সেই ভগবৎ তত্ত্ব কথনেই সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়েছে, অন্য কোনো লাভের প্রয়োজন নেই, ঈদৃশ সন্তোষ লাভ করেন। আর সেই সন্তোষ হেতু প্রিয় সমাগত হলে যেমন উত্তম সুখ লাভ হয় সেইরূপ সুখ অনুভব করেন। ( মধুসূদন )

**মচ্চিত্তঃ** অর্থাৎ আমার স্মৃতিপরায়ণগণ এবং মৎস যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করতে পারেনা সেরূপ ভগবৎ চিন্তা ব্যতিরেকে যাঁরা জীবন ধারণে অক্ষম তাঁরা আমার রূপ গুণ ও লাবণ্যাদি পরস্পরের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়ে ও আমার অতি দিব্য পবিত্র কর্ম্ম আচরণ ও

চরিত্রের কথা আলোচনা করেন ও উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন ইত্যাদি সহায়ে ভজনা করে পরম সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করেন।

( বলদেব, রামানুজ ও শ্রীধরস্বামী )

ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুতেই যাঁদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়না চক্ষুকর্ণাদি ও মন যাঁদের ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে থাকতে পারে না ও আর কিছুতে তৃপ্তি লাভ করেনা অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন কোন কামনাই যাদের নাই এরূপ ধরণের সমান সমান ব্যক্তি অথবা গুরু ও শিষ্যে ভগবৎ আলোচনা করে পরমানন্দ লাভ করেন ও পরস্পর ভগবৎ আলাপের ফলে বিমুগ্ধ ও গদগদ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

( কৃষ্ণানন্দ )

ভগবানকে বিশ্বের ঊর্দ্ধে এবং বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বত্র উপস্থিত দেখে তাঁর সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, পূর্ণতা উপলব্ধি করে, তাঁরা এমন গভীর প্রীতি অনুভব করেন যে সংসারের সাধারণ সুখ-দুঃখ তুচ্ছ হয়ে প্রাণ, মন হৃদয় এক দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, তাঁদের সারাজীবনের সঙ্গে ভগবান একান্তভাবে জড়িয়ে যান। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**মচ্চিত্তাঃ** অর্থাৎ মনবুদ্ধি অহংকার এই তিনের সমাবেশ। মচ্চিত্ত কথার বহুরকম অর্থ হতে পারে—অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তা অর্থাৎ পুরুষোত্তম তত্ত্ব চিন্তায় অথবা যোগীর পরমাত্মা চিন্তা, জ্ঞানীর ব্রহ্ম-চিন্তাও হতে পারে ; এতেই যার মন, বুদ্ধি, অহং তিনের সমাবেশ নিবিষ্ট ভাবে হয়। চিত্ত অর্থে সাংখ্য মতে মন, বুদ্ধি, অহংকার। এখন এ কথাটী বোঝার বিষয় ; পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে বলে মনের তিনটী ক্রিয়া Thinking, Feeling and Willing. একাগ্র চিত্ত সাধকের

মনের তিনটীই হবে ভগবৎমুখী, ভগবৎ চিন্তা, ভগবৎ আনন্দ অনুভূতি এবং ভগবানে যুক্ত হবার তীব্র ইচ্ছা। আমাদের শাস্ত্রে বলে 'সংকল্প বিকল্পাত্মক' মন। মন কোন জিনিষ কখনও সংকল্প করে আবার কখনও বিকল্প বা পরিত্যাগ করে, এই দুটী কাজ মনের। কিন্তু গীতা মতে বা অন্যান্য শাস্ত্রে বলে বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা। মনের কোনটী গ্রহণ করা উচিৎ বা অনুচিৎ—নিশ্চয় করে দেয়। কাজেই একাগ্র চিত্ত ভক্ত ইষ্ট বিষয় লাভে সংকল্প করবে আর অন্য বিষয় পরিত্যাগ করবে, এটী তার বুদ্ধিই তাকে নিশ্চয় করে দেবে আর অহং সত্তাই সমস্ত ব্যক্তিত্বের মূলে, কাজেই সমস্ত অহং এর লয় সাধন করতে হবে নিজ নিজ ইষ্ট লাভে। (বেদচ্ছন্দা)

**মদ্গত প্রাণাঃ** এটী আরো গভীর ভক্তদের কথা—যে ভক্ত বা যোগী বা জ্ঞানী ইষ্ট চিন্তা ব্যতিরেকে জীবন ধারণেই অসমর্থ তাঁদের জন্য বলা। (বেদচ্ছন্দা)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাই, যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা তাঁতে গত হয়েছে সেই ভক্ত।

**বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্**—এখানে পরস্পরের মধ্যে লীলা চিন্তাও দুরকম হতে পারে। যেমন ভগবান অবতীর্ণ হয়ে যে সব লীলা করে গেছেন, সেই সব লীলা চিন্তন ও পরস্পরের মধ্যে লীলা আলোচনা করা যেমন বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর সঙ্গে ঠাকুরের দুলালীভাবের মধুর লীলা চিন্তন ও পরস্পারের সঙ্গে সেই সব লীলা কথোপকথন আবার চিন্তা এবং আলাপন ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে এও হতে পারে। যে যেমন আধার যে যেমন ভালবাসে সে সেই রকম আলোচনা করবে।

এখানে ভগবান Religious sociologyর কথা বললেন। সমাজ-বদ্ধজীব পরস্পর যেমন সমাজের বিধিনিষেধ মেনে প্রীতি সৌহার্দ্য নিয়ে থাকে ভক্ত সেই রকম থাকবে, অথচ পরস্পর ভগবৎ তত্ত্ব নিয়ে প্রীতি পূর্ণ আলোচনাও করবে।

'বোধয়ন্ত পরস্পরম' কথাটীর Biological ব্যাখ্যাও হয়। Biologyতে আছে Gregarious habit এর কথা। গাছপালা, জীব-জন্তু, মানুষ সকলের মধ্যেই এটী বিশেষ লক্ষ্য হয়। Biologyতে বলে এক জায়গায় একরকম গাছপালা সারিবদ্ধভাবে বা সংখ্যায় অনেক জন্মায়—এক জায়গায় একই রকম জীবজন্তু দলবদ্ধভাবে থাকে একই রকম পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে একই সঙ্গে ওড়ে—এটী সেই প্রাগৈতি-হাসিক যুগ থেকে চলে আসছে এই Gregarious habit—ভক্তেরাও তাই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ঠাকুরকে ডাকে, হরিনাম কীর্ত্তন করে। হরি ভক্তেরা এক জায়গায় জমায়েত হয়; মায়ের ভক্তেরা এক জায়গায় জমায়েত হয়—পরস্পর ভগবৎ কৃপা বিলাস আলোচনা করতে ভালোবাসে—আনন্দ পায়; অন্য ভাবের লোক থাকলে জমেনা ইত্যাদি। (বেদচ্ছন্দা)

**তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ**—এখন বর্ত্তমান যুগে মানুষের চাহিদা ও কাজ এত বেড়ে গেছে যে ভগবৎ আলোচনা তাদের মনকে মোটেই আনন্দ দেয়না। বৈষ্ণবদের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ তো দূরে থাকুক এক কালীন স্মরণও কেউ করতে চায় না—অভাব, চাহিদা, কাজের চাপ, এসব তো আছেই—তাছাড়া অত্যধিক বিলাসী মন হয়ে যাওয়ার জন্যও অনেকটা সময় পায় না ভগবৎ চিন্তা করার।

কিন্তু ভগবৎ চিন্তায় বা নামে—ভগবৎ প্রসঙ্গে মনকে জোর করে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা রাখতে হবে। জোর করে আনন্দ পাবার চেষ্টা করতে হবে তখন কৃপার দরজা আপনি খুলে যাবে। আবার এই লীলা চিন্তা যদি সরস ও মধুর ভাবে করা যায় তাহলে মন আপনিই আনন্দ পাবে। ভগবৎ রসে মন আপনি বিভোর হবে। কিন্তু চেষ্টা রাখতে হবে। সাধুদেরতো বিশেষ করে বটেই আর গৃহীভক্তদেরও মনে রাখতে হবে একদিন সব ছেড়ে যেতে হবে।

তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ—এখানে দুটী তো প্রায় একই অর্থবোধক তবে এক কথা দুবার বললেন কেন? উত্তরে বলা যায়—তুষ্যন্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ সন্তোষ আর রমন্তি হচ্ছে আত্মার আনন্দ—সন্তোষ। কাজেই ভগবৎ চিন্তা ও আলোচনায়, ভগবৎ সেবা পূজায়, ভক্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়ও পরিতৃপ্তি লাভ করে আবার তাদের আত্মাও পরমতৃপ্তি লাভ করে। ( বেদচ্ছন্দা )

'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' এই কথাটীর অনুরূপ কথা কথামৃত মুখে পাই—গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে মহাআনন্দ, আমীর এলে কথা কয়না কিন্তু যদি লক্ষ্মীছাড়া গাঁজাখোর আসে তবে হয়ত কোলা কুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ নীচু করে চলে যায় বা লুকিয়ে পড়ে। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্তু ঢোকে তাহলে সব গরু-গুলো তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটি করে, ভক্তের স্বভাব কি জানো? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা

হয় তখন তারা উভয়ে ধর্ম্ম কথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেনা। (কথাসার)

ভগবানের ভক্তদের ভগবৎ লাভের আনন্দ ও সন্তোষ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন—

'ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্য তাঁর জগতের ঐশ্বর্য্য, ভুল হয়ে যায়, তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য্য মনে থাকেনা। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকেনা।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।২।২)

শ্রীমৎ ভাগবতে আমরা পাই

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃনন্তি যে ভুরিদাঃ জনাঃ ॥

তপ্ত জীবগণের নিকট কবিগণ কর্ত্তৃক স্তুত, পাপনাশকারী, শ্রবণ মঙ্গল; শান্ত মধুর অমৃত মদিরা স্বরূপ তোমার লীলা কথা ধরণীতে যাঁরা আবৃত্তি করেন তাঁরা ভুরিদ (বহুদাতার সমান) (ভাঃ ১০।৩১।৯)

মহাপ্রভুর জীবনে আমরা বহুক্ষেত্রে দেখি নিরন্তর কৃষ্ণ নামে বেহুঁস, আবার কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনায় বহুক্ষণ কাটাচ্ছেন রায় রামানন্দ ইত্যাদি ভক্ত সঙ্গে 'আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় অপরে।'

**তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।**
**দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০**

সততযুক্তানাং (সতত আমাতে আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্ব্বকম্ ভজতাং (প্রীতির সঙ্গে আমার ভজনা করে) তেষাং (তাদের)

তং বুদ্ধিযোগং (সেই রকম বুদ্ধিযোগ) দদামি (দান করি) যেন (যার সাহায্যে) তে (তারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি (লাভ করেন)।

যাঁরা সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করেন সেই সমস্ত ভক্তগণকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি—যার সাহায্যে তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন।১০

এখানে কিরূপ ভক্ত ভগবানকে লাভ করে এবং কিভাবে সেকথা বলে যাচ্ছেন।

যে সব ভক্ত সতত অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবানের চিন্তা করে এবং যে চিন্তা কোন কামনা চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধুমাত্র ভগবানের প্রতি প্রীতি পরবশ হয়ে, সেই সব ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন। এই বুদ্ধি যোগ হচ্ছে পরমার্থ বিষয়ক-যথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞান সহায়ে ভক্ত সর্ব্বাত্মভূত পরমেশ্বরকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকে বা তাঁকে লাভ করে। (শঙ্করাচার্য্য)

যাঁরা মান যশ অর্থ ইত্যাদি কোন আকাঙ্খা না করে শুধু ভগবানে একাগ্র-বুদ্ধি হবার জন্য প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে আমি তাকে—ঈশ্বর বিষয়ক বুদ্ধি দান করি আর এরই ফলে তারা আমাকে লাভ করে অথবা ঈশ্বরকে অভিন্নরূপে বোধ করে। (মধুসূদন)

যে সতত আমাকে ভজনা করে তাকে আমি প্রীতি পূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ দান করি এবং সেই বুদ্ধি সহায়ে সে আমাকে লাভ করে।

(রামানুজ, শ্রীধরস্বামী)

যারা আমাতে যোগ বাঞ্ছা করে ও আমার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান-জনিত রুচি সহকারে ভজনা করে, সেই সমস্ত ভক্তি সুরসিকদের আমি একান্ত কৃপা পরবশ হয়ে বুদ্ধি যোগ অর্থাৎ মদ্বিষয়ক সম্যক্-দর্শন জনিত জ্ঞান দান করি আর এই জ্ঞান সহায়ে সে আমাকে লাভ করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র গুণ বিভূতি চিন্তা করলেই ভগবান লাভ হয়না ভগবানেরই অনন্য শরণ নিতে হয় এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপাতেই বা আমার কৃপাতেই আমাকে লাভ করে। ( বলদেব )

যারা উৎসাহ সহকারে প্রেমের সঙ্গে নিত্য সেবা করে তাদের ভগবানে বুদ্ধি যোগ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সমাধি বা নিষ্ঠা দান করি এবং সেই নিষ্ঠা সহায়ে সমুদ্রে নদী প্রবেশ করে যেরূপ, সেরূপ তারা আমাতে প্রবেশ করে। ( নীলকণ্ঠ )

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বললেন, মানুষ যদি নিত্য নিত্য-যুক্ত হয়ে ভজনা করে ও তাঁতেই প্রীতি অনুভব করে বা আনন্দ অনুভব করতে আরম্ভ করে, তাদের সেই অপূর্ণ অবস্থার প্রীতিকে ভগবান বুদ্ধি যোগ দ্বারা দৃঢ় করেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভক্ত যদি অনন্যচিত্ত হয়ে ভগবৎ চিন্তা করে তাহলে ভগবান কৃপা দৃষ্টি প্রদান করেন। এই কৃপাদৃষ্টির ফলে ভক্ত হৃদয়ে নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হয়। সেই বুদ্ধির ফলে সাধক পরমাত্মনকে লাভ করেন। সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে তো ভগবান লাভ হয়না তাই ভক্ত যদি ভগবানের জন্য আকুল হয় তাহলে ভগবান ভক্তের বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে দেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

**সততযুক্তানাং**—এইটীর বিশেষ অর্থ আছে—সতত যুক্ত

যে থাকতে পারে তার বুদ্ধি যোগ থাকলো আর নাই থাকলো, তার তো সব হয়েই গেল কাজেই ঠাকুরকে নতুন করে তাকে দেবার আর কিছুই থাকে না কিন্তু সতত যুক্ত অর্থ যারা সতত যুক্ত থাকবার চেষ্টা করে। সর্ব্বদা যারা স্মরণ, মনন, নাম চিন্তন সহায়ে নিজ নিজ ইষ্ট বা গীতা মতে পুরুষোত্তমে যুক্ত হবার চেষ্টা করে। সকলের পক্ষে সর্ব্বদা যুক্ত থাকা সম্ভব নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই এই চেষ্টাটা সর্ব্বদা রেখে যেতে হবে। নিবিষ্ট ভাবে না পারলেও গুরুদত্ত ইষ্ট নাম গেঁথে নিতে হবে মনে মনে।

**ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্**—এটারও অর্থ বিশেষ লক্ষণীয়। সকলেই যে ভজনা করে তার কোন মানে নাই। আবার যারা ভজনা করে তার মধ্যেও খুব কম লোক আছে যারা প্রীতির সঙ্গে ভজনা করে। বেশীর ভাগই ভজনা করতে হয় তাই করে। কোন রকমে বেগার দেওয়া গোছের ভাবে ভজনা করে, আর খুব কমই ভাগ্যবান আছে যারা প্রীতির সঙ্গে, অনুরাগের সঙ্গে, ভজনা করে। কিন্তু এই আনন্দ বা প্রীতি যাতে হয়—ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে, ইষ্টকে ডাকতে গিয়ে, যাতে পুলক অশ্রু সত্যিকার ভালবাসা বা আনন্দ হয় তার জন্য প্রার্থনা করতে হয়। দিনের পর দিন নাম করে যেতে হবে, প্রথমে ভাল লাগবে না, আলুনি লাগবে কিন্তু প্রার্থনা আর নিত্য নাম ভজনা রেখে গেলে তখন নামেরই কৃপায় ঠাকুরকে ডাকতে ভালো লাগবে, না ডেকে প্রাণ থাকবে না। অবশ্য এর জন্য আমাদের প্রতি নিয়ত প্রার্থনা রেখে যেতে হবে।

**তেষাংবুদ্ধিযোগং দদামি**—যাঁরা প্রীতি ভালবাসা ভক্তি ও প্রেমের সঙ্গে ভজনা করে বা করার চেষ্টা করে, ভগবান তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধি দান করেন। যে বুদ্ধি সহায়ে ভগবান লাভ হয়, তাঁর সঙ্গে লীলা বিলাসে যুক্ত হওয়া যায় সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ঠাকুর ভক্তদের দান করেন এবং তার ফলে ভগবান লাভের পথ সুগম হয়। বুদ্ধি মানে ভাগবতী বুদ্ধি, গুরু ইষ্ট পথে স্থিতধী যে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি কৃপা করে ভগবান যদি না দেন তো শুধু মানুষের চেষ্টায় হয় না।

**যেন মামুপযান্তি তে**—এরূপে নাম করতে করতে নামের কৃপায় আনন্দ প্রীতি আসে এবং তার ফলে নামীর কৃপা জন্মে—এবং নামীর কৃপায় ইষ্টলাভ বা পুরুষোত্তম লাভ হয়। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র ঃ—

নিত্যযুক্ত—১৪।৯, ২২।৯, ১০।১০, ১।১২, ২।১২, ১৭।৭, ১৪।১২, ১৪।৮

মচ্চিত্ত—৭।১২, ৯।১২, ৫৭।১৮, ৫৮।১৮।

**তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।**

**নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১**

তেষাং অনুকম্পার্থম্ এব ( তাদের প্রতি কৃপা করেই ) অহং ( আমি ) আত্মভাবস্থঃ ( তাদের অন্তরে অবস্থিত থেকে ) ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন ( জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে ) অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি ( অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করি )।

আমি সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপা করে তাঁদের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানদীপ ধরে অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি।১১

ভগবান সাধকের উপর অনুকম্পা অর্থাৎ করুণা করে তাদের তমোগুণ জাত অবিবেক বা অজ্ঞানকে বিনষ্ট করেন এবং অন্তঃকরণকে ভক্তিজনিত চিত্তেব প্রসাদরূপ তৈল দ্বারা বিবেক প্রদীপ জ্বেলে দেন। ভগবানে অভিনিবেশরূপ বাতাস দ্বারা তা প্রথমে প্রজ্বলিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনশক্তি সংস্কারের সঙ্গে মিলনে যে প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয় সেই প্রজ্ঞাই দীপের শিখা। আসক্তি বিহীন অথবা বিষয় চিন্তাহীন চিত্তের অবস্থাই দীপের প্রজ্বলনের আচ্ছাদন স্থান, অর্থাৎ প্রদীপ যেমন আচ্ছাদনের তলায় নিষ্কম্পভাবে প্রজ্বলিত হয় রাগদ্বেষবিহীন চিত্তেই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে। সর্ব্বদা ধ্যান ও একাগ্রদ্বারা এই জ্ঞানদীপের প্রভাব উজ্বল হয়ে ওঠে। এইরূপ জ্ঞানময়ের দীপের দ্বারা অজ্ঞানহেতু যে মোহ বা অন্ধকার সৃষ্টি হয়, সেই অন্ধকার আমিই দূর করি। ( শঙ্করাচার্য্য )

ভগবান ভক্তকে যে বুদ্ধিমান করেন তার ফল হচ্ছে আত্মপ্রাপ্তি ; এখন এই আত্মপ্রাপ্তিরূপ ফল কাকে কেন্দ্র করে জন্মায়, সে কথা এই মন্ত্রে বলে যাচ্ছেন।

ভক্তদের বা সাধকদের অন্তঃকরণে অবস্থিত থেকে আমি একান্ত করুণা বশত তাদের অজ্ঞান নাশ করি। তাদের আত্মকারা যে অন্তঃকরণ বৃত্তি তাতে বিষয়রূপে অবস্থিত হয়ে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ আশাকে বিষয়ীভূত করে তাদের অন্তঃকরণে যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় সেটী জ্ঞানদীপের ন্যায়—চিদাভাসযুক্ত অপ্রতিবন্ধ দীপসদৃশ। জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞান নাশ হলে তার কার্য্য তম বা ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় রাশি সব নষ্ট হয়।

কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। যেমন আলো ও অন্ধকার পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মযুক্ত, একের প্রকাশে অন্যের নাশ হয়, সেরূপ অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। এজন্য জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের আর অজ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞানের নাশ হয়।

চিত্তশুদ্ধ ব্যক্তির নিদিধ্যাসন প্রবল হওয়ায় তাদের অন্তঃকরণে কোন বিষয়ের সংস্পর্ক থাকে না, একমাত্র আত্মতত্ত্বই তাতে অপ্রতিহত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিষয়ীভূত হয়ে থাকে। শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্যকে চিদাভাস বলা হয়। এই চিদাভাস বা বৃত্তিজ্ঞানই বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে খ্যাত। তাই সমস্ত অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের যত সমস্ত কাজ আছে তাদের বিনাশক এবং একে জ্যোতির্ম্ময় দীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

( মধুসূদন )

আমাবিনা প্রাণধারণে অসমর্থ একান্ত ভক্ত যারা তারাই কেবল আমার কৃপার পাত্র এরূপ ভক্তকে কৃপা করবার জন্য তাদের পরম কোষ মধ্যে ভৃঙ্গের ন্যায় তদ্ভাবে অবস্থিত থেকে স্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা জ্ঞানবিরোধী অনাদি কর্ম্মরূপ অনাত্মক ও আমাব্যতীত অন্যবিষয়ে আসক্তিরূপ যে তম সেই তমের নাশ করি। ( বলদেব )

আমার ভাব অন্তঃকরণ বৃত্তিতে বিস্তার করে বা ভক্তের মনোবৃত্তির বিষয় হয়েও অবস্থিত হয়ে মদীয় কল্যাণগুণ আবিষ্কার পূর্ব্বক আমার বিষয় জ্ঞানাখ্য স্বজাতীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে জ্ঞান বিরোধী প্রাচীন কর্ম্মরূপ অজ্ঞান যা আমাব্যতীত বিষয় প্রাবল্যের কারণ হয়-সেই সমস্ত পূর্ব্বাভ্যস্ত তম নাশ করি। ( রামানুজ )

সততযুক্ত ভক্তের হৃদয়ে অনুকম্পাবশত তদীয় চিত্তবৃত্তির বিষয় হয়ে আমি জ্ঞানদীপ জ্বেলে তমোগুণজাত সুখ দুঃখ ক্লেশ ইত্যাদি বন্ধনের বিনাশ করি। ( হনুমান )

আমি অনুগ্রহ করে ভক্ত হৃদয়ে তার বুদ্ধি বৃত্তিতে অবস্থান করে জ্ঞানরূপ দ্বীপ জ্বেলে সংসার বন্ধন সৃষ্টিকারী তম নাশ করি।

( শ্রীধর স্বামী )

ভগবান গীতামুখে অন্যত্র অঙ্গীকার করেছেন আমি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করি। আর এখানে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন। ভক্তিপথ অবলম্বনকারী বা জ্ঞান পথের সাধক যেই হন না কেন, ভগবৎ অনুকম্পা ব্যতীত ব্রহ্মবোধ বা ভগবৎ জ্ঞান অসম্ভব —শ্রীভগবানও এই মন্ত্রে সে সম্বন্ধে স্বকীয় অনুকম্পার কথাই উল্লেখ করেছেন। ( বিশ্বনাথ ও নীলকণ্ঠ )

অন্যত্র ভগবান ভক্তের অভাব ও দুঃখ মোচন করেন সেকথা বলছেন, তিনি করুণা করে ভক্তের সংসার বীজ নষ্ট করেন। বাইরের কোন ক্রিয়া প্রক্রিয়া অজ্ঞান বীজ নষ্ট করতে পারে না। অন্তর দেবতা সাধকের অন্তরে বিরাজ করে সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের বিকাশ সাধন করেন। তিনি নিজে জ্ঞানদীপ জেলে ভক্তকে দর্শন দেন—তিনি দয়া করে দেখা না দিলে কোন কৌশলেই তাকে দেখা যায় না। ( কৃষ্ণানন্দ )

ভগবান এখানে অঙ্গীকার করলেন ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করে জ্ঞানের আলোক জ্বেলে মনের সমস্ত অন্ধকার দূর করে ভক্তের আত্মার মধ্যে নিজেকে প্রকাশিত করেন। মানুষ তার ফলে নীচের প্রাকৃত

দ্বন্দ্ব ও অশান্তি হতে উঠে সাক্ষী স্বরূপ আত্মার অক্ষর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবানের করুণা ও ভক্তের প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা দুই এর সমন্বয়ে জীবের মধ্যে ভগবানের লীলা পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। এইটীই হচ্ছে গীতার পরম বাক্য। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঈশ্বরে ঐরূপ নিত্যযোগরূপ ভাবের উদয় হলে তিনি কৃপা করে সেই ভক্তকে মুক্ত করবার জন্য ভক্তের অন্তরাত্মায় জাগ্রত হয়ে আত্মজ্ঞান দান করেন ও তাঁর চিত্তের অবিদ্যা নাশ করেন।

( যোগানন্দ )

আগের দুটী তিনটী শ্লোকে 'মচ্চিত্ত মদ্গতপ্রাণা', 'সতত যুক্তানাং', 'ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম' ইত্যাদিতে প্রসন্ন হয়ে 'দদামি-বুদ্ধিযোগং' বললেন এই শ্লোকে আবার তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপ জ্বেলে তাদের অবিদ্যা অন্ধকার নাশ করি একথা কেন বললেন? আরো বললেন—অন্তরে অবস্থিত থেকে অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি জ্ঞানদীপ সহায়ে—ভগবান অন্তরে অবস্থান করলেই তো সব অবিদ্যা অন্ধকার নাশ হয়ে যাবে তার জন্যে আবার জ্ঞানদীপের কি প্রয়োজন? তার উত্তরে বলা যায়—যে জ্ঞানীর বা ভক্তের নিজের অজ্ঞান তো নাশ হয়েই গেছে, এখানে যেটী বললেন সেটী হচ্ছে চতুষ্পার্শের বহুজনের অজ্ঞানতম নাশ করার জন্য জ্ঞানদীপ দেন। অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী তখন তিনি অপরের মনের অজ্ঞান নাশে সক্ষম হয়ে যান। (বেদচ্ছন্দা) অনুরূপ কথা কথামৃত মুখে পাই—

'কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না।

'কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটী কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জ্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়, তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।

যদি কেউ সার্জ্জনকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয় বলতে হয়—সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটী নিজের মুখেব ওপরে ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি।

ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি দর্শন করি।

( কথামৃত-১।৪।৭।৯৫ ) এ ছাড়াও অসংখ্য কথা এ ধবণের পাই কথামৃত মুখে।

গীতার এই মন্ত্রে যে কথা কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ ভগবানকে জানে এই কথা আমরা উপনিষদ মুখেও পাই—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
    ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
    স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ এই পরমাত্মা যাকে বরণ করেন তার দ্বারাই তিনি লভ্য এই বরণ শব্দই এক অর্থে অনুকম্পা বা কৃপা।

( কঠো-উপ-১-২।২৩ )

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম ॥১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩

অর্জ্জুন বললেন—

ভগবান্ ( আপনি ) পরং ব্রহ্ম ( পরব্রহ্ম ) পরং ধাম ( আশ্রয় ) পরমং পবিত্রং সর্ব্বে ঋষয়ঃ ( সমস্ত ঋষিরা) দেবর্ষি নারদ স্তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাস চ ত্বাং ( তোমাকে ) শ্বাশ্বতং ( শাশ্বত ) পুরুষং দিব্যং ( স্বপ্রকাশ ) আদি দেবং ( দেবতাগণের ও আদি ) অজং ( জন্মহীন ) বিভুঃ ( সর্ব্বানুস্যূত ) আহুঃ ( কথিত ) স্বয়ং চ এব ( তুমি নিজেও ) মে ব্রবীষি ( আমাকে বলেছ )।

অর্জ্জুন বললেন—তুমি—পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পবিত্রতম। ভৃগু ইত্যাদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে নিত্য পুরুষোত্তম স্বপ্রকাশ, দেবতাদের আদি, অজ ও বিভু বলে বর্ণনা করেন। তুমি নিজেও তাই বলছ। ১২—১৩

ভগবানের যথাবর্ণিত বিভূতি ও যোগ শ্রবণ করে অর্জ্জুন বললেন, তুমি 'পরব্রহ্ম' 'পরমাত্মা', 'পরমধাম', 'পরম তেজ', 'পরম প্রকৃষ্ট',

পাবন, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিরা নারদ প্রমুখ দেবর্ষিগণ, অসিত দেবল ও ব্যাস এঁরা সকলেই বলে থাকেন, তুমি পুরুষ, নিত্য শাশ্বত, দিব্যধাম স্বর্গে অবস্থিত নিত্য সমস্ত দেবতার আদিতে বিরাজমান তুমি সর্ব্ব-ব্যাপক স্বভাব, বিভু, আর তুমি নিজেও আমাকে ঐরূপ বলছ।

( শঙ্করাচার্য্য )

হে পরমাত্মন তুমি স্বপ্রকাশ ও স্বর্ব্বপ্রকাশক, তুমি চেতন-অচেতন যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়স্থল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রবস্তু, তোমার দর্শনেই সমস্ত অন্ধকার, অবিদ্যা, পাপ ইত্যাদি সবই চলে যায়। তুমি-নিত্য, সনাতন, তুমি প্রপঞ্চাতীত, সমস্ত দেবতার আদিকারণ অর্থাৎ পরম দেবতা—তোমার জন্মও নাই অন্তও নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপক, তোমার অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের ও মহত্ত্বের কথা বশিষ্ঠ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, নানাস্থানে, নানাভাবে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। এক্ষণে তুমি নিজেও সেই বিভূতির কথা বলছ। ( শ্রীধর, রামানুজ, বিশ্বনাথ ও মধুসূদন )

এক্ষণে অর্জ্জুন নিঃসংশয়ে গ্রহণ করছেন ভগবানের বাণী এবং মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বাতীত পরব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম এবং সংসারের সমস্ত অপবিত্রতার উর্দ্ধে পরম পবিত্রতার স্বরূপ। সমস্ত দেবতার আদি দিব্যপুরুষ, জন্মরহিত অনাদি ও বিভুরূপে সমস্ত সৃষ্টি ব্যেপে রয়েছেন ও সৃষ্টি পরিচালনা করছেন।

ভগবানের সমগ্র জ্ঞান শুধু মন বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না, চাই অধ্যাত্ম উপলব্ধি। আত্মদৃষ্টিযুক্ত ঋষিদের কাছে এই জ্ঞান শিক্ষা

করতে হয়। অথবা ভক্তের হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং এই জ্ঞান প্রকাশ করে দেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪

হে কেশব, মাং যৎ বদসি ( বলছ ) এতং সর্ব্বং ঋতং ( সত্য ) মন্যে ( স্বীকার করছি যেহেতু হে ভগবান ) তে ( তোমার ) ব্যক্তিং ( প্রভাব বা আবির্ভাব ) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ ( জানেন না )।

হে কেশব, তুমি যা আমাকে বলছ সে সমস্তই সত্য বলে মানি। কারণ হে ভগবান, দেব, দানব কেউ তোমার অবতার তত্ত্ব জানে না।

সর্ব্বম্ ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় ঋষিগণ ও তুমি যেভাবে বলেছ সে সমস্তই আমি বিশ্বাস করেছি তুমি তোমার স্বরূপের কথা যে বললে সে কথা দেবতারাও জানেন না, দানবগণও জানে না।

( শঙ্করাচার্য্য )

হে ভগবান তুমি করুণা করে অনাদিত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বময়ত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা ইত্যাদি সম্বন্ধে যতকথা বললে সে সমস্তই আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি—কোন সন্দেহ আর নাই। তোমার প্রভাব বৃত্তান্ত পরম জ্ঞানী দেবতাগণ অথবা দাম্ভিক অসুরগণ কেহই পরিজ্ঞাত নন।

( আনন্দগিরি, রামানুজ, শ্রীধর, বলদেব )

কৃষ্ণভগবানের বাক্যে যে অর্জ্জুনের বিশ্বাস এসেছে সে কথা তার 'কেশব' সম্বোধনেই প্রমাণিত হচ্ছে। 'কেশব' অর্থাৎ ক শব্দে ব্রহ্মা

এবং ঈশ অর্থে রুদ্র এরাও সর্ব্বেশ্বর হলেও যিনি এদেরও অনুকম্পা করেন তিনি 'কেশব' সেজন্য কেশব কথা অতিশয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশক।

( মধুসূদন )

**স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।**
**ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫**

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ( ভূতসমূহের নিয়ন্তা ) হে দেবদেব ( দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ) জগৎপতে ( বিশ্বপালক ) ত্বং স্বয়মেব আত্মনা ( তুমি স্বয়ং ) আত্মানং ( নিজের স্বরূপ ) বেত্থ ( জান )।

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে দেবাদিদেব, হে জগৎপতে, তুমি স্বয়ং আত্মজ্ঞানে আত্মস্বরূপ জান। তোমার স্বরূপ আর কেউ জানেনা।১৫

যেহেতু তুমি সকলের আদি আর তোমাকে জানাও সকলের পক্ষে অসম্ভব সে কারণে তোমার জ্ঞান স্বয়ং উপস্থিত হয়। তোমার স্বরূপ শুধু তুমি জান, অর্থাৎ ভগবান নিরুপাধিক ও সোপাধিক তত্ত্ব ভগবান নিজেই জানেন, মানুষ কেমন করে জানবে?

সৃষ্টিতে পদার্থ দুরকম 'প্রত্যক ও পরোক'। জড়বিষয়কে 'প্রত্যক' ও আত্মতত্ত্বকে 'পরোক' বলে। তিনি যখন মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হন তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। কিন্তু সে সবই অন্যের জানা অসম্ভব। পুরুষোত্তম কথাতেই সেটী প্রমাণিত হয়েছে। অর্জ্জুন ভগবান বর্ণিত কথা বুঝেছেন, বিশ্বাস করেছেন সে ওই 'ভূতভাবন' অর্থাৎ উৎপত্তি কারন কথাতে বোঝা

যাচ্ছে। জন্মদাতা পিতা হলেও সকলে ইষ্ট হতে পারেন না, কিন্তু শুধু শ্রীভগবানই দেবদেব বলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সম্বোধিত হলেন! আবার দেবগণ আরাধনীয় হলেও জগতের অধিপতি হতে পারে না। ইত্যাদি বহু কারণে তোমার স্বরূপ কে জানতে পারছে?

( মধুসূদন )

মূলে স্বয়মেব বাক্যে যে 'এব' পদ আছে তার দ্বারা তুমি আপনার তত্ত্ব আপনিই জান একথাই প্রকাশ করছে। অন্য যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব জানে সেও তোমার অনুগ্রহের ফলে কিন্তু তোমার নিজের ক্ষেত্রে অপরের কোন সহায়তার প্রয়োজন নাই, এজন্যই তুমি ভূতগণের ঈশ্বর, দেবদেব, জগৎ পতি, এবং জগতের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, সবই তুমি—তুমিই ঈশ্বর।

( শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী বলদেব )

জীব অক্ষর পুরুষাখ্য শুদ্ধ চিদাত্মা হয়ে আত্মাখ্য শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন। ( যোগানন্দ )

**বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।**
**যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬**

ত্বং ( তুমি ) যাভি বিভূতিভিঃ ( যে যে বিভূতিরাশি ) ইমান্ লোকান্ ( এই লোকসকল ) ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ( ব্যেপে রয়েছ ), [ সেই ] দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ ( নিজের দিব্য বিভূতি সকল ) অশেষেণ হি ( বিস্তৃতরূপে ) বক্তুম্ অর্হসি ( কৃপা করে বল )।

তুমি যে যে বিভূতি প্রভাবে সর্ব্বলোক ব্যাপি বিরাজ করছ

সেকথা একমাত্র তুমিই বলতে সমর্থ। এইসব কথা বিশেষ ভাবে আমাকে বল।১৬

তুমি নিজে যে সকল বিভূতি প্রভাবে ও মহিমা দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি ব্যেপে রয়েছ, সেই সব দিব্য আপ্রাকৃত আত্মবিভূতি বর্ণনা একমাত্র তুমি নিজেই করতে পার আর কারো পক্ষে এটী সম্ভব নয়।

( শঙ্করাচার্য্য )

তোমার বিভূতি যখন অন্য কেউ জানতে পারে না অথচ আমাদেরও সেগুলি জানা উচিত : যে সব দিব্য বিভূতি দ্বারা তুমি সমস্ত জগৎ ব্যেপে রয়েছ, যারা সর্ব্বজ্ঞ নয়, তারা যখন সেসব বিভূতির কথা জানেনা তখন তুমিই আমাকে অশেষভাবে বলে যাও।

( মধুসূদন )

সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন ত্রিকালদর্শী ঋষিদের নিঃসন্দী কথা শুনেও পরিতৃপ্তি হচ্ছেনা। সকল জ্ঞানের, সকল তর্কের, মীমাংসা মূর্ত্তি নারায়ণ যখন আমার সম্মুখে বিরাজমান, তখন হে দীননাথ, তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বিবরণ তোমার শ্রীমুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছা করি।

( রামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, হনুমান )

শ্রীকৃষ্ণরূপ ঈশ্বরসত্তা এই সমগ্র জগৎ ব্যেপে বিরাজ করছেন সেটী এই মন্ত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেউ দিব্য অর্থাৎ আকাশস্থ বিভূতির বিবরণ প্রকাশ করতে সক্ষম নন। এজন্য অর্জ্জুন দেহধারী কৃষ্ণের কাছেই এই অনুরোধ জানাচ্ছেন।

( যোগানন্দ )

**কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌।**
**কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭**

হে যোগিন্‌ অহং ( আমি ) কথং ( কিরূপে ) ত্বাং ( তোমাকে ) সদা পরিচিন্তয়ন্‌ ( সর্ব্বদা চিন্তা করে ) বিদ্যাং ( জানতে পারব ) ? [ হে ভগবান ] কেষু কেষু ভাবেষু চ ( এবং কোন্‌ কোন্‌ বস্তুতে ) ময়া ( আমার দ্বারা ) চিন্ত্যঃ ( ধ্যেয় বস্তু হও ) ?

হে যোগী কিরূপে সতত ধ্যান করলে আমি তোমাকে কোন্‌ কোন্‌ বস্তুতে কিভাবে চিন্তা করব সে কথা বল ।১৭

হে যোগীশ্বর কি প্রকারে সর্ব্বদা চিন্তা করতে করতে আমি তোমাকে জানতে পারব ? সৃষ্টির কোন কোন বস্তুতেই বা তোমার চিন্তা করব ? ( শঙ্করাচার্য্য )

নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হে যোগীন্‌, আমি স্থূলবুদ্ধি আর দেবতারাও যখন তোমাকে জানতে পারেন না তখন নিরন্তর ধ্যান পরায়ণ হয়েও আমি কিভাবে তোমাকে জানার সামর্থ্য লাভ করব এবং তোমার বিভূতিরাশির চেতন ও অচেতন বস্তু সকলের মধ্যে কোন কোন বস্তুর মধ্যে তোমার চিন্তা করব ? ( মধুসূদন )

ভগবানের সম্বন্ধে পরমতত্ত্ব শ্রবণ করে অর্জ্জুনের মনের সংশয় দূর হলে তাঁর হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হল এবং ভক্তিনত চিত্তে আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে তিনি জানতে চাইছেন কিভাবে ধ্যান করলে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরও গভীরতা লাভ করবে ! জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত কোন সত্যে গড়ে তুলবেন । ( শ্রীঅরবিন্দ )

**বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।**
**ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮**

হে জনার্দ্দন আত্মনঃ (নিজের) যোগং বিভূতিং বিস্তরেন (বিস্তৃতভাবে) ভূয়ঃ কথয় (আবার বল) হি (যেহেতু) অমৃতম্ (তোমার অমৃত তুল্য কথা) শৃণ্বতঃ (শুনে) মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি (আমার তৃপ্তি হয় নাই)।

হে জনার্দ্দন। তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সকল বিস্তীর্ণ ভাবে আবার বল। কারণ তোমার অমৃতময়ী কথা শুনে আমি এ যাবৎ তৃপ্ত হতে পারি নাই।১৮

তোমার যোগৈশ্বর্য্যশক্তি, বিশেষ বিভূতি অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুরাজির বর্ণনা পূর্ব্বে বলা হলেও হে জনার্দ্দন—জীবের গতি কর্ম্মাদিরূপ ফলাফল নাশক, দেবপ্রতিপক্ষ অসুরাদির নরকাদিরূপ অসৎ গতি বিধায়ক, মানবজাতির মুক্তি ও অভ্যুদয় দাতা তোমার শ্রীমুখ থেকে তোমার বিভূতি ইত্যাদির কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা কবি। তোমার বাক্যামৃত পানে আমি এখনও তৃপ্ত হই নাই—সেইহেতু আরও বর্ণনা কর তোমার ঐশ্বর্য্য কথা।

(শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান)

পূর্ব্বে তোমার ঐশ্বর্য্যাদির কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করেও আমি তৃপ্ত হই নাই, সেইহেতু হে জনার্দ্দন আমার তৃপ্তির জন্য তোমার অমৃতক্ষরিত বাণীমুখে নিজ বিভূতিরাশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে আমাকে আরও তৃপ্তি দান কর। (রামানুজ)

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি লক্ষণযুক্ত বিভুতিরাজি, যোগৈশ্বর্য্য পুনর্ব্বার বর্ণনা করে আমাকে অমৃত পান করাও। ( শ্রীধরস্বামী )

এই মন্ত্রে 'অহৃতি', 'অতিশয়োক্তি' ও 'রূপক' ত্রিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগ করে অর্জ্জুন নিজের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের অতিশয় তৃষ্ণা প্রকাশ করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন হে জনার্দ্দন জনগণ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজন জন্য তোমার আরাধনা করে, সেই হেতু আমিও তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ; তোমার অমৃতবর্ষী বাক্যে বিভুতি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করে আমাকে তৃপ্ত কর।

( মধুসূদন ও বলদেব )

ভগবান বিশ্বের সঙ্গে এক আর সকলের মধ্যেই এক এইটীই তার যোগ। আর বিশ্বমাঝে তার শক্তির বিকাশই বিভুতি। বিশ্বলীলার মধ্যেই মানুষ যে দিব্য আনন্দ আস্বাদ করতে পারে অমৃত কথাটীতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

শ্রীভগবানুবাচ

**হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।**
**প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯**

শ্রীভগবান উবাচ ( বললেন ), হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্য আত্মবিভূতয়ঃ ( নিজের দিব্য ঐশ্বর্য্যরাশি ) প্রাধান্যতঃ তে ( তোমাকে ) কথয়িষ্যামি ( বলছি ) হি ( কেননা ) মে বিস্তরস্য ( আমার বিভুতি রাশির ) অন্তঃ ন অস্তি ( শেষ নাই )।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বললেন, তোমাকে আমার প্রধান প্রধান

বিভুতিরাশি বর্ণনা করছি। কারণ আমার বিভূতিরাশির শেষ নাই।১৯

হন্ত অব্যয় প্রয়োগ করে ভগবান আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আমি নিজেই দিব্য বিভুতিরাজি বর্ণনা করে যাচ্ছি।
বিভূতি বলতে আমার প্রধান প্রধান বিভূতির মাত্র বর্ণনা করব। আমার বিভূতি বিস্তারের অন্ত নাই শতবর্ষ বললেও তা শেষ করা যায় না। (শঙ্করাচার্য্য)

হন্ত ইত্যাদি অব্যয় প্রয়োগে অনুমোদন প্রকাশ করছেন। অর্জ্জুন যখন আকুল হয়ে তাঁর নিজ বিভূতির কথা শ্রবণের জন্য আকুলতা প্রকাশ করলেন, তখন সেই প্রার্থনা অনুমোদন করে বললেন হে কুরু তিলক, আমার অসাধারণ বিভূতির কথা প্রধানতঃ বলব, কেননা বিস্তারিত তো বলা সম্ভব নয়। আমার বিভূতির বিস্তার খুবই অনন্ত. সেইহেতু শুধু প্রধান প্রধান বিভূতিগুলির কথাই বলে যাব। (মধুসূদন)

বিভূতি অর্থাৎ ভগবানের নিয়ামকত্ব পূর্ব্বে 'এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' মন্ত্রে যোগ শব্দে সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব ও বিভূতি শব্দে প্রবর্ত্তনত্ব সূচিত হয়েছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রেও বললেন তাঁর সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব ও লোকমহেশ্বরত্ব উপলব্ধি করে ভাবসমন্বিত জ্ঞানীগণ তাঁকে ভজনা করেন। ইত্যাদি কথাতেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভগবান যে বিভূতি বর্ণনা করবেন তাতে নিঃসংশয়িতরূপে তার সর্ব্বশক্তিমত্তা উপলব্ধি হবে। কিরূপে নিঃসংশয়িতভাবে সর্ব্বত্র তাঁর নিয়ামক শক্তি উপলব্ধি ও সর্ব্বেশ্বর জ্ঞান লাভ জন্য ভজনা করতে হবে সে কথাও বলে যাচ্ছেন।

(রামানুজ, বলদেব ও শ্রীধর)

বাস্তবিকভাবে যাঁর ঐশীশক্তি কোনরূপ বাধা বিঘ্নের অধীন নয় যাঁর ক্ষমতা, মহিমা দেশকাল পরিচ্ছন্ন নয়, যাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই সেই পুরুষোত্তমের বিভূতির কখনও ইয়ত্তা করা যায় না (বিশ্বনাথ ও নীলকণ্ঠ)।

ভগবানের অনন্ত বিভূতির কথা, অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ করলেও শেষ হয় না। এজন্য বিশেষ বিশেষ বিভূতির কথা অর্জ্জুনের আগ্রহাতিশয্যের জন্য বলবেন এবং এতেই তাঁর তৃপ্তি লাভ হবে।

(কৃষ্ণানন্দ)

এই সৃষ্টিয় সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের বিভাব, মায়াযোগ ছাড়া কিছুই নয় সুতরাং সেগুলি অনন্ত ও অসংখ্য এবং ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না—সেজন্য ভগবান প্রধানগুলিরই সংক্ষেপে বর্ণনা দেবেন। এখানে বিভূতি বলতে যে যে সত্বায় ঐশ্বরীয় বিদ্যামায়ার প্রকাশ বেশী, অবিদ্যার প্রকাশ কম তাকেই বুঝিয়েছেন। (যোগানন্দ)

ভগবানও অনন্ত, তাঁর বিভূতিও অনন্ত। কেবল যে যে বস্তুর মধ্যে ভগবৎ বিভূতির বিকাশ জাজ্বল্যভাবে বিদ্যমান এবং যেগুলির শক্তি উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, শুধু সেই বিভূতি রাশির কথাই এখানে ভগবান বলবেন। 'বাসুদেব সর্ব্বম।'—ভগবান সর্ব্বত্র—তাঁর অস্তিত্বেই সব সম্ভব হচ্ছে কিন্তু সমস্ত কিছুর বর্ণনা সম্ভব নয়। (শ্রীঅরবিন্দ)

পুরুষোত্তমতত্ত্ব বা ভগবৎ তত্ত্ব অনন্ত, কাজেই তাঁর বিভূতিও অনন্ত। (বেদচ্ছন্দা)

**অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।**
**অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০**

হে গুড়াকেশ! (অর্জ্জুন) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বজীবের অন্তরে) আত্মা অহম্ (আমি আত্মারূপে) অহম্ এবং (আমিই) ভূতানাং (সর্ব্বজীবের) আদিঃ (সৃষ্টির কারণ) মধ্যং (স্থিতি) অন্ত্যঃ চ (ও মৃত্যু বা বিনাশ)।

হে অর্জ্জুন, সমস্ত জীবের মধ্যে আমিই জীবভূত সনাতন। আমিই সর্ব্বজীবের আদি কারণ। স্থিতি ও প্রলয় কর্ত্তা আমিই। ২০

তন্মধ্যে প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে যেটী বলা যায় সেটী শ্রবণ কর। হে 'গুড়াকেশ' অর্থাৎ হে জিতনিদ্র বা ঘনকেশ অর্জ্জুন, সকল প্রাণীর সকল আত্মায় বা হৃদয় রাজ্যে আমিই পরব্রহ্ম সত্ত্বায় বিরাজিত। অর্থাৎ সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্মারূপে যে আমার ধ্যান করতে সমর্থ নয়, সে মৎ কথিত বিভূতির যে কোন একটী শ্রদ্ধা সমন্বিত চিত্তে গ্রহণ করে ধ্যান করবে; কারণ আমিই সমস্ত ভূত বর্গের অ্যাদিকারণ— স্থিতিকারণ ও লয় কারন সমস্তই আমি। (শঙ্করাচার্য্য)

অর্জ্জুনকে 'গুড়াকেশ' বলে সম্বোধন করার অর্থ এই যে— গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী এবং যে নিদ্রাজয়ী সেই ঈশ্বর চিন্তা বা ধ্যানসমর্থ। অতএব অর্জ্জুনকে ধ্যান সমর্থশীল বলে বলছেন যে, সমস্ত চেতন প্রাণীগণের হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামীরূপে এবং প্রত্যগাত্মারূপে আমিই অবস্থিত একথা স্মরণ করে তুমি ধ্যান করবে। আর যদি সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব ধ্যানে সক্ষম না হও তাহলে আমিই চেতন-

বর্গের উৎপত্তি—স্থিতি ও লয়ের কারণ এইটী ধ্যান করবে।

( মধুসূদন )

ভগবান সর্ব্বভূতে হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে অবস্থিত আছেন একথা গীতামুখেও বহুস্থানে বলেছেন অন্যশাস্ত্রেও একথা বহুশবার বলা আছে। ভগবান সর্ব্বচেতন প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত থেকে ভূতগণের কর্ম্মজনিত বাসনা বা সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্মফল প্রদান করেন। সর্ব্বশরীরে আধার ও নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন এইটী অর্জ্জুনকে ধ্যান করতে বলেছেন ( রামানুজ )।

হে অর্জ্জুন ভগবানই মহৎ এবং আদি ও স্রষ্ঠা এই ত্রিবিধ। অর্থাৎ ভগবানই পরমাত্মা বা বিভু বিজ্ঞানানন্দরূপে এবং মহাস্রষ্টারূপে সর্ব্বজীবহৃদয়ে বিদ্যমান। সমস্ত কিছুর মূলও তিনি। সমষ্টি হৃদয়ে ও ব্যষ্টিহৃদয়ে সর্ব্বত্রই তিনি অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত অন্যশাস্ত্রেও তিনজন পুরুষের উল্লেখ করেছেন গীতামতে তিনিই সবকিছু এটী জানতে পারলেই মুক্তি। ( বলদেব )

আমিই বাসুদেব পরমাত্মারূপে সর্ব্বজীব মধ্যে অবস্থিত 'আত্মাশব্দ' অর্থাৎ যা বিস্তৃতিযুক্ত। আমি সর্ব্বজীব মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। সর্ব্বজীবের আমিই আশা অর্থাৎ একত্রে মিলিত হবার স্থান, যেমন জলাশয়ে চতুর্দ্দিকের জল একত্রে মিলিত হয়। আমি অচল ও স্থির। আমি সবকিছুর জন্ম কারণ। স্থিতি অর্থাৎ মধ্য কারণ এবং অন্ত কিনা—লয় কারণ। ( নীলকণ্ঠ ও রাঘবেন্দ্র যতি )

অর্জ্জুন নিদ্রা তন্দ্রাদি বিজেতা ( সেজন্য ) গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করলেন এবং ধারণাশক্তি পরায়ণ বলে সর্ব্বভূতে ভগবান প্রত্যগাত্মা-

রূপে বিরাজমান ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অর্থাৎ সমস্ত কিছুরই মূল কারণ তিনি, এইরূপে অর্জ্জুনকে চিন্তা করতে বললেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

এই মন্ত্র মধ্যে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বভূত মধ্যে একচৈতন্যরূপে ধ্যান করার উপদেশ দিলেন। ( যোগানন্দ )

সমস্ত কিছুর মধ্যেই ভগবান গুপ্তভাবে বিরাজমান আছেন এবং সেখানে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

'গুড়াকেশ'—জিতনিদ্র একথা বললেন অর্থাৎ অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর যুদ্ধের জন্য সেনাপতি বা যোদ্ধাদের নিদ্রাজয় করতে হয়—অর্থাৎ সংযমের মধ্যে থাকতে হয়।

'সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ'—ইত্যাদি একটী প্রশ্নে ভগবান একবার বললেন, আমি সর্ব্বজীবের আদি মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ সবকিছুই আমি তাহলে আলাদা করে সর্ব্বভূাশয়স্থিতঃ কেন বললেন? দুবার একই কথা কেন বললেন? এর উত্তরে বলা যায়—একটী রূপ হচ্ছে হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে সর্ব্বভূতমধ্যে পরমরমণীয় প্রেমিকরূপে রয়েছেন এটী বললেন ভক্তের জন্য, আবার সমস্ত সৃষ্টির আদি-মধ্য ও অন্তের কারণ এটী বললেন দার্শনিক ব্যাখ্যা হিসাবে।

গীতার এই বাণীর সঙ্গে উপনিষদের বাণীর মিল রয়েছে—উপনিষদে রয়েছে 'অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' এখানেও তাই হৃদিস্থিত হৃষীকেশরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে প্রত্যেকটী দেহে রয়েছেন আবার সমস্ত বিশ্বজুড়ে আদি মধ্য ও অন্ত সবেরই মধ্যে রয়েছেন অনন্তরূপে তাছাড়া দুটি বিপরীতভাব পাশাপাশি বলে যাওয়া গীতার একটী নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য।

পাশ্চাত্ত্যের বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—ভগবানই যে সমস্ত সৃষ্টির আদি—মধ্য ও অন্তকারণ ও বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতীত একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন ( বেদচ্ছন্দা )।

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একই পরমাত্মা বিরাজ করছেন এসম্বন্ধে আমরা অন্যান্য শাস্ত্রেও পাই যথা :—

'একোস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। ১০
একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্

( কঠ-উপঃ—২।১০, ১১, ১২) ;

একই আত্মা বহুঘটে বা জীবে অনুপ্রবেশ করে বহুরূপ ধারণ করেছেন।

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও সকলের নিয়ন্তা হয়ে যে অদ্বিতীয় সত্ত্বা বহুরূপে নিজেকে প্রকট করেন বিবেকী পুরুষ আচার্য্য উপদেশ মত অভ্যাসের ফলে নিজবুদ্ধিতে সেই একত্ব দর্শন করেন, তাঁদেরই অবিনশ্বর সুখ সম্ভব হয়—অন্যকারও নয় ( শ্বেতাশ্ব-উপ ৬।১১ )

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে গোপনভাবে বিরাজিত ; তিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের নিবাসস্থল, সর্ব্বসাক্ষী, চেতয়িতা ও নিরুপাধিক এবং নির্গুণ। ( শ্বেতাশ্বতরো ৬।১১ )

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্
সর্ব্বেভ্যঃ অন্তরং ... ...
যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরং যময়তি।

( বৃহদারণ্যক ৩।৭।১ )

**আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।**
**মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১**

অহং আদিত্যানাং ( আদিত্যগণের মধ্যে ) বিষ্ণু জ্যোতিষাং ( জ্যোতিষ্মানদের মধ্যে ) অংশুমান ( রশ্মিমান ) ( সূর্য্য ) মরুতাং ( বায়ুগণের মধ্যে ) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং ( নক্ষত্রগণের মধ্যে ) অহং শশী ( আমি চন্দ্র )।

দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামধারী আদিত্য। জ্যোতিষ্মানদের মধ্যে আমি রশ্মিমান সূর্য্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমি শশী।

কি প্রকারে বিভূতি ধ্যান করতে হবে সে কথা এখানে বলে যাচ্ছেন। দ্বাদশ 'আদিত্য' মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতি বিকীরণকারীগণের মধ্যে অংশুমান 'সূর্য্য'। মরুৎ নামে খ্যাত যে সব দেবতা তন্মধ্যে আমি 'মরীচি'। এবং যাবতীয় নক্ষত্র আছে তন্মধ্যে আমি 'চন্দ্র'। ( শঙ্করাচার্য্য, বলদেব )

কশ্যপ ঋষির প্রভাবে অদিতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা, মিত্র অর্য্যমা ইত্যাদি দ্বাদশ জনের জন্ম হয়। অদিতির গর্ভে জাত সকলকেই আদিত্য বলা হয়। এবং তাঁরই জঠরে জন্মগ্রহণ করে ভগবান বামন রূপে অবতীর্ন হন—ইনিই আদিত্যগণের মধ্যে ( বিষ্ণু ) শ্রেষ্ঠ। জ্যোতিষ্কদের মধ্যে বা প্রকাশশীল বস্তুগণের মধ্যে অংশুমান সূর্য্যই পৃথিবীর সব কিছুকে প্রকাশ করছে। এজন্য অংশুমানই শ্রেষ্ঠ। উনপঞ্চাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি 'মরুৎ' নামী বায়ু। নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমা বা চাঁদ। বিভূতিগুলির মধ্যে নিজের অংশ বা পূর্ণস্বরূপের কথা উল্লেখ করেছেন। ( মধুসূদন )

ভগবান নক্ষত্রগণের মধ্যে নিজেকে চন্দ্র বা শশী বলে উল্লেখ করেছেন কেননা চন্দ্রের রূপ স্নিগ্ধতা সবচেয়ে বেশী। এবং পুণ্যফল-ভোগের জন্য যে লোক প্রাপ্তি হয় তাই নক্ষত্রলোক। এজন্য চন্দ্রলোক শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রলোকেই পুণ্যফল জন্য প্রধানতঃ গতি হয়। ( হনুমান )

জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে নিদাঘকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডই এস্থলে লক্ষীভূত হয়েছেন—ইনিই তমোনাশক ও প্রকাশকগণের মধ্যে প্রধান এজন্য ভগবান নিজেকে দিবাকর বলে আখ্যা দিয়েছেন। ( নীলকণ্ঠ )

পৌরাণিক ব্যাখ্যা ও বেদের ব্যাখ্যার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। বেদে সাত আট আদিত্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ এবং আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইনি ধর্ম্মাত্মক, বিশ্বপ্রকাশক বলে তিনি বিষ্ণু। ( বল্লভ )

আবার ঋগ্বেদের সূক্তে বলা হয়েছে, 'ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে নেধা-

নিদমে পদম' এবং তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' এই বিষ্ণুর চারিপাদ। তিন পাদদ্বারা বিশ্বভুবন ব্যেপে আছেন এবং আর এক পদ তাঁর অব্যয় স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বাতীত। সেজন্য বিষ্ণু পরমাত্মা পরব্রহ্মরূপে ধ্যেয়। ইনিই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ এবং অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে চিন্তনীয়।

ঋগ্বেদেও মরুদগণ অন্তরীক্ষ দেবতা বলে স্তুত হয়েছেন। বায়ুই বহু হয়ে মরুৎ নামে পরিচিত হন। অন্তরীক্ষস্থ বহুসাধ্য কর্ম্মে বায়ুই মরুৎরূপে পৃথকভাবে বিজ্ঞাত হন। এদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তি-যুক্ত তিনিই মরীচ নামে অভিহিত। এখানে শ্রীধর স্বামী ও আচার্য্যদেব অনুরূপ ভাষ্য করেছেন। যেখানেই প্রাধান্য দৃষ্ট হয় সেখানেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বা বিভূতি অনুভূত হয়। এজন্য অগ্নি ইত্যাদি জ্যোতিষ্মানের মধ্যে সূর্য্য, মরুৎগণের মধ্যে মরীচ; অশ্বিনী ইত্যাদি নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র ভগবানের বিভূতি।

( কৃষ্ণানন্দ )

এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই হচ্ছে ভগবানের শক্তির প্রকাশ বা বিভূতি। কিন্তু যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণ; যা কিছু শক্তিযুক্ত সেইখানেই ভগবানের প্রকাশ বেশী। বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই ভগবানের বিকাশ বলে চিন্তা করলেও সর্ব্বত্র তাঁর প্রকাশ সমান নয়। প্রত্যেক জীবকে বা সাধককে ক্রমশঃ বেশী করে নিজের অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে বিকশিত করে ভাগবতী জীবনের দিকে, দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এই জন্যই ভগবানের বিশেষ বা উৎকৃষ্ট বিকাশ চিন্তা করতে হয়, এতে আপন সত্ত্বার উৎকৃষ্ট বিকাশ সাধিত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**'আদিত্যানামহংবিষ্ণু'**—এটী বলার অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্ত্তা—ধাতা।

**'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান'**—আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের মাধ্যমে যতদূর জানা গেছে এই পৃথিবীতেই জীবলোক, মনুষ্যলোক যা কিছু আছে অন্যত্র কোথাও তা নেই—আর এই সমস্তের কারণ ওই সূর্য্য, কাজেই মহাকাশে যত জ্যোতিষ্কই থাকুক না কেন সৃষ্টির বৈচিত্র—সৃষ্টির মূল্য হিসাবে সূর্য্যের গুরুত্বই বেশী—তাছাড়া পার্থিব দৃষ্টিতে জ্যোতিষ্মান বস্তুদের মধ্যে সূর্য্যই সবচেয়ে বেশী luminous, সূর্য্য-কিরণই সবচেয়ে বেশী প্রতিভাত।

**'নক্ষত্রাণামহং শশী'**—'চন্দ্রম্' শব্দের অর্থ ওষধীশঃ ( ইতমরঃ-শব্দকল্প দ্রুমঃ )। ব্রীহি, যবাদি শস্য সকল, নিশাকালীন পুষ্প সকল, চন্দ্রের শক্তিতেই সৃষ্ট এবং রক্ষিত। তাছাড়া সৌন্দর্য্য ও কাব্য সাহিত্যের প্রেরণা বা inspiration জোগায়, সেই হিসাবেও চন্দ্রের মূল্য কম নয়। তাছাড়া সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয় চন্দ্রের অভিকর্ষের ফলে। ( বেদচ্ছন্দা )

**বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।**
**ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২**

বেদানাং ( চতুর্ব্বেদ মধ্যে ) সামবেদঃ অস্মি ( **আমি** সামবেদ ) দেবানাং ( দেবতাদের মধ্যে ) বাসবঃ ( ইন্দ্র ) অস্মি ( **হই** ) **ইন্দ্রিয়াণাং** ( ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ) মনঃ চ অস্মি ( আমি ) ভূতানাং চেতনা অস্মি ( জীবগণের মধ্যে আমি জ্ঞান )।

দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, চতুর্ব্বেদ মধ্যে আমি সাম। ইন্দ্রিয়-

গণের মধ্যে আমি মন এবং জীবগণের মধ্যে আমি চেতনা বা জ্ঞান।২২

চারিটী বেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে অর্থাৎ রুদ্র ও আদিত্যাদির মধ্যে ইন্দ্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তঃকরণস্থ সংস্কল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তিই মন এবং এই মনই শ্রেষ্ঠ বলে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ মনে—। আর সমস্ত ভূতগণের দেহ মধ্যে বা কার্য্যকারণরূপ সংঘাত সৃষ্ট দেহে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধি বৃত্তিই **'চেতনা'** এবং চেতনাই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ।

( শঙ্করাচার্য্য )

চারটী বেদের মধ্যে মিষ্টতা বা লালিত্য হেতু ভগবান সামবেদ ; দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্রবলে তিনি ইন্দ্র ; একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই মনই সবকিছুর পরিচালক বলে শ্রেষ্ঠ সেইহেতু তিনি মন ; এবং সমস্তভূতগণের মধ্যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় যে বুদ্ধিবৃত্তিতে তিনি সেই বুদ্ধিবৃত্তি। ( মধুসূদন, বলদেব, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ )

চেতনবৎগণের মধ্যে আমিই চেতনা। ( রামানুজ )

সমস্ত ভূতগণ মধ্যে চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির প্রকাশ।

( শ্রীধরস্বামী )

ভগবান সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন বলে বেদসমূহেব মধ্যে সামবেদ। 'এইস্থানে তিনি বাস করেন।' এই অর্থে বাস অর্থাৎ সর্ব্বদেশ, এইভাবে যিনি অবস্থিত তিনি 'বাসব'। যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে সর্ব্বাববোধ হয় তার নাম 'মন'। সর্বভূতের চেতনকারিত্বরূপে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম প্রদান করেন বলে তিনি 'চেতনা'। ( রাঘবেন্দ্র যতি )

প্রাণিগণ চেতনাশক্তি সহায়েই অন্তর্জগত ও বহির্জগত জানতে

পারে এবং মনের দ্বারা বাক্যবস্তুর স্পর্শ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং সাড়া দেয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

বেদসমূহের মধ্যে সামবেদই আদি। ( যোগানন্দ )

**'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'**—সামবেদ যেহেতু স্বর-ছন্দ তালযুক্ত সেই হেতু তখনকার মানুষের মনে এবং এখনকার মানুষের মনে যেমন গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে—যেমন সর্ব্বসাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করতে পারে—যুক্তি, তর্ক, উচ্চ অনুভূতি, কঠিন, জটীল তত্ত্ব সেটা পারেনা। সেজন্য অন্যবেদ অপেক্ষা সামবেদই সকলের প্রিয়।

**'দেবানামস্মি বাসবঃ'**—দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র খুব শক্তিশালী এবং খুব সত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন।

**'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'**—চক্ষু কর্ণাদি একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মনেই ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি বিদ্যমান। মনের জোরেই সব ইন্দ্রিয় জয় সম্ভব। শুদ্ধ মনেই ভগবৎ বস্তু প্রতিভাত হয়।

**'ভূতানামস্মি চেতনা'**—একথা গীতায় বহুবার বলেছেন। জড় জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে জীবজগতের প্রাধান্য—বৈশিষ্ট্য সবই ওই জন্য, আর সেইটী হচ্ছেন পুরুষোত্তম নিজে। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সবই তিনি কিন্তু ওই চেতনার মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশী।

( বেদচ্ছন্দা ).

ইন্দ্র শত যজ্ঞকারী বলে শ্রেষ্ঠ. ঋগ্বেদের প্রায় একের চতুর্থাংশ সূক্ত ইন্দ্র সম্বন্ধেই উদ্গীত। এবং দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রই প্রথম

ব্রহ্মাকে জেনেছিলেন—এজন্য ইন্দ্র সমস্ত দেবতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা কেনোপনিষদে একথা পাই।

'তস্মাদ্বা-ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্, স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি'

যেহেতু ইন্দ্র নিকটবর্ত্তীভাবে এঁকে স্পর্শ করেছিলেন, ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন সেইজন্যই তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(কেনোপনিষৎ ৪।৩ মন্ত্র)

জিবগণের মধ্যে চেতনার অভিব্যক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ যেখানে যত বেশী ভগবানের প্রকাশ ও সেখানে তত বেশী। চেতনা ইট পাথরের মধ্যেও আছে কিন্তু খুব স্তিমিত। এসম্বন্ধে জার্ম্মান দার্শনিক সপেনহুর বলেছেন 'Consciousness that sleeps in stones, dreams in animals and wakes in man.'

জিবের চৈতন্যশক্তি সম্বন্ধে আমরা সাংখ্যকারিকাতেও পাই :— "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাদিব লিঙ্গম্।" অর্থাৎ জীবের অন্তরে আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলে চিত্ত চেতনবৎ হয় বা চৈতন্য-যুক্ত হয় (কারিকা ২০)।

চণ্ডীতেও চেতনাশক্তির জয়গান করা হয়েছে—মা নিজেকে বলছেন—জিবগণের মধ্যে চেতনারূপে বিদ্যমান—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"

"চিতিরূপেন যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

অতএব জিবগণের অন্তঃকরণের শ্রেষ্ঠভাব যে চেতনা সেইটিই ভগবানের বিশেষ বিভূতি।

**রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।**
**বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃশিখরিণামহম্ ॥২৩**

রুদ্রানাং শঙ্করঃ অস্মি—( রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শঙ্কর ) যক্ষ রক্ষসাম্ বিত্তেশঃ ( যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে আমি কুবের ) অহং বসুনাম্ পাবকঃ অস্মি ( বসুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি ) শিখরিণাঞ্চ মেরুঃ অস্মি ( এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি মেরু )।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে আমি ধনপতি কুবের, অষ্টবসু মধ্যে আমি অগ্নি, আর মেরুগণের মধ্যে আমি সুমেরু।২৩

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি 'শঙ্কর'; যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে আমি বিত্তশালী কুবের, অষ্টবসুগণের মধ্যে আমি সর্ব্বশোধনকারী বা সর্ব্বপাবক অগ্নি এবং উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের মধ্যে আমি সুমেরু পর্ব্বত।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, রামানুজ, শ্রীধর, বলদেব ইত্যাদি )

রুদ্র শব্দ বেদে একরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, উপনিষদে আর এক রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার পুরাণে আর একরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ বলেন রুদ্র যিনি রোদনের সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছেন, রোদন করেন বা ভক্তদের রোদন করান তিনিই রুদ্র। আবার কেউ বলেন রুদ্র ভেষজ ইত্যাদির জন্মদাতা দেবতা বিশেষ। এই রুদ্র দেবতা-গণের মধ্যে শঙ্করই শ্রেষ্ঠ। ইনি মঙ্গলেরও দেবতা।

যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে কুবের বলে পরিচয় দিলেন যেহেতু কুবের এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরাণমতে এরা ব্রহ্মার সৃষ্ট এবং ক্রুর প্রকৃতি-

যুক্ত অন্তরীক্ষচারী। কুবের এদের মধ্যে একটু শুভবুদ্ধিযুক্ত ও শিবভক্ত বলে শ্রেষ্ঠ।

বসু শব্দের অর্থও বিভিন্ন মতে বিভিন্ন।

'যেমন প্রত্যেক জীবের মধ্যে গুণ শক্তির তারতম্য আছে তেমনি জড় পদার্থগুলির মধ্যেও শক্তির বিশেষ প্রকাশ আছে, এখানে সেই সব কথাই বলে যাচ্ছেন। (শ্রীঅরবিন্দ)

রুদ্র দেবতাগণের মধ্যে একমাত্র শঙ্করই নিজ ভক্তগণকে মুক্তিদান করেন এইজন্য শ্রেষ্ঠ। যক্ষ রক্ষগণের মধ্যে একমাত্র কুবেরই সম্পুর্ণ ধনের অধিকারী এজন্য কুবের একটী বিভূতির প্রকাশ। বসুগণের মধ্যেও অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু স্বর্ণরত্নাদির আকর ভূমি বলে শ্রেষ্ঠ—এগুলি যেহেতু বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠ সেইহেতু এতে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। (কৃষ্ণানন্দ)

এখানে ভগবান বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের বা শক্তির কথা বলছেন—সেই হিসাবে সমস্ত রুদ্রগণের মধ্যে তেজস্বী 'শঙ্কর'। 'রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' ( ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বে শিব পূজাপদ্ধতি ) স চ ব্রহ্মণঃ ক্রোধরূপঃ সৃষ্টিকালে ভ্রূমধ্যা জ্জোতিঃ। তৎসৃষ্টঃ ভূত প্রেতপিশাচাদিঃ অয়মেবান্তে সংহার কর্ত্তা। ( ইতি ভাগবতম ) অর্থাৎ ক্রোধানলে সমস্ত সৃষ্টি ভস্মীভূত হয়ে যায়—আবার 'শঙ্কর' শব্দের আর একটী অর্থ হচ্ছে শং—মঙ্গল ; কর—যিনি করেন। অর্থাৎ যিনি মঙ্গল বিধান করেন। 'শঙ্কর' সংহার কর্ত্তা বা সংহারের দেবতাও যেমন তেমনি তিনি আশুতোষ অর্থাৎ অল্পে তুষ্টও হন এবং যেহেতু শঙ্কর সেই হেতু পরম মঙ্গলময়ও তিনি। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব, ঐশ্বর্য্যে, বুদ্ধিতে

বিদ্যাতে, শান্তিতে পরিপূর্ণ এইজন্যই ভগবান নিজেকে **শঙ্কর** বলে আখ্যা দিলেন। তাছাড়া শিবশঙ্কর হচ্ছেন সমস্ত কলাবিদ্যার উদ্গাতা বা জন্মদাতা। ( বেদচ্ছন্দা )

**'বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম'**—যক্ষরক্ষগণের মধ্যে ধনপতি কুবের শিবের উপাসক ও অনুচর এবং শ্রেষ্ঠ ধনশালী বলে শ্রেষ্ঠ।

**'বসূনাং পাবকাশ্চাস্মি'**—বসুগণের মধ্যে অগ্নি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও শক্তিমান—মানুষের জীবন ধারণের জন্য অগ্নির প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বজন স্বীকার করতে বাধ্য—মানব সভ্যতার একেবারে সুরু থেকে আজও পর্য্যন্ত অগ্নি প্রয়োজনীয়। ( বেদচ্ছন্দা )

**'মেরুঃ শিখরিণামহম্'**—সুমেরু মাহাত্ম্য বর্ত্তমানে বিশেষ বোঝা যায়না। তবে বিস্তৃতি বিরাট এইজন্যই মনে হয় বলেছেন। সুমেরু সম্বন্ধে আগেকার পৌরাণিক ব্যাখ্যা এখন আর বোঝা যায় না। হয়ত রত্নখনি কিছু আছে সেখানে। ( বেদচ্ছন্দা )

**পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।**
**সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪**

হে পার্থ মাং পুরোধসাং চ ( সমস্ত পুরোহিতগণের মধ্যে আমি ) মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি ( শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলে জানবে ) অহং সেনানীনাম্ স্কন্দঃ ( সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক ) সরসাং সাগরঃ অস্মি ( সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে আমি বিশাল সাগর )।

হে পার্থ, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সমস্ত সেনাপতিগণের মধ্যে আমি শিবতনয় কার্ত্তিক এবং সমস্ত জলাশয় মধ্যে আমি বিশাল সাগর।২৪

সমস্ত পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি ইন্দ্রদেবতার পুরোহিত এবং ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু বৃহস্পতিও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সেনাপতিগণের মধ্যে 'স্কন্দ' অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়, যেহেতু কার্ত্তিকেয় দেবতাদিগের রক্ষার্থে সেনাপতি হয়েছিলেন। এবং অতিশয়বলী রাক্ষসগণের উৎখাত করেছিলেন সেইহেতু তিনি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। এবং যেসব দেবখাত জলাশয় আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সাগর তার বিশালতার জন্য।

( শঙ্করাচার্য্য, বলদেব, মধুসূদন, আনন্দগিরি, হনুমান ইত্যাদি )

'বৃহস্পতি' উৎকৃষ্ট পুরোহিত, এবং ঋগ্বেদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক দুই সূক্তের ঋষি। তিনিই বাচস্পতি। ( রামানুজ )

কার্ত্তিকেয় শঙ্করের পুত্র বলে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ ইন্দ্র যেহেতু শ্রেষ্ঠ তার রাজপুরোহিত হিসেবে বৃহস্পতিও শ্রেষ্ঠ। আর সেনাপতি মধ্যে কার্ত্তিকেয় সর্ব্বাপেক্ষা বীর্যবান এজন্য শ্রেষ্ঠ, অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগর শ্রেষ্ঠ, এজন্য এসব হচ্ছে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। ( কৃষ্ণানন্দ )

যা কিছু সত্ত্বগুণ প্রধান, যা কিছু বীরত্ব বা শৌর্য্যপূর্ণ, যা কিছু বিরাট তার মধ্যেই ভগবানের মহিমা বিশেষভাবে বিরাজ করে। সেজন্য ভগবান নিজেকে 'বৃহস্পতি' বলে পরিচয় দিলেন। বৃহস্পতি দেবতাগণের গুরু, খুব ধার্ম্মিক এবং সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি আর 'কার্ত্তিক'—পুরাণের কাহিনী অনুসারে শিব অংশে জন্ম—এবং শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন তাঁর কাছে সকলেই পরাজিত হয়েছিল। এজন্য ভগবান নিজেকে কার্ত্তিক বলে পরিচয় দিলেন। সমস্ত জলাশয়ের

মধ্যে বিশালতায় শ্রেষ্ঠ 'সাগর'। এবং সাগরগর্ভ নানাবিধ রত্নে পরিপূর্ণ এছাড়া মনুষ্যজীবনে তার প্রয়োজন অতুলনীয়। যে জন্য সাগরের আর এক নাম রত্নাকর। বিশাল সমুদ্রের দিগন্ত নীল বিস্তৃতি স্বতঃই ভগবানকে মনে পড়িয়ে দেয়।

( বেদচ্ছন্দা )

**মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।**
**যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫**

অহং মহর্ষীণাং ( মহর্ষিদের মধ্যে আমি ) ভৃগুঃ অস্মি ( ভৃগুমুনি ) গিরাম্ এক অক্ষরম ( শব্দরাশির মধ্যে আমি একাক্ষরী ওঁকার ধ্বনি ). যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞঃ অস্মি ( সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ জপযজ্ঞ ) স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ( অচল দ্রব্য সমূহের মধ্যে আমি বিশাল হিমালয় )।

মুনিগণের মধ্যে অত্যন্ত তেজস্বী ভৃগু, শব্দরাশির মধ্যে আমি একাক্ষরী প্রণব, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থ রাশির মধ্যে আমি হিমালয়।২৫

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি 'ভৃগু'। শব্দনিচয়ের মধ্যে একাক্ষর 'প্রণব'। যজ্ঞ সমূহের মধ্যে 'জপযজ্ঞ' এবং স্থিতিমান পদার্থের মধ্যে আমি 'হিমালয়'। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )

মহর্ষিগণের মধ্যে 'ভৃগু' ইনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অতিশয় তেজস্বী, অক্ষর সমূহের মধ্যে 'ওঁকার'রূপ শব্দ, যজ্ঞ সমূহের মধ্যে হিংসাদি দোষবিহীন হওয়ায় অত্যন্ত শোধক 'জপযজ্ঞ' এবং স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে হিমালয়। পূর্ব্বমন্ত্রের মেরু ও এই মন্ত্রের

'হিমালয়' কিন্তু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যে জন্য পুনরুক্ত দোষ হয়। (মধুসূদন)

জগতে যতরকম অচল পদার্থ আছে তন্মধ্যে হিমালয় রত্নের আবাস ভূমি; পতিতোদ্ধরিণী গঙ্গার উৎসস্থান, এবং অসংখ্য মুনী-ঋষির বাসস্থান এসব কারণে এগুলি ভগবানের বিভূতি।

(কৃষ্ণানন্দ)

**মহর্ষিণাং ভৃগুরহং'**—ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং ধনুর্ব্বেদ বিদ্যার প্রবর্ত্তক। বিষ্ণু পুরাণে আছে ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই সত্য প্রমাণ করার মানসে ব্রহ্মা ও শিবকে অসম্মান প্রদর্শনের চেষ্টায় তাঁরা উত্তেজিত হন কিন্তু নিদ্রিত বিষ্ণুর বক্ষস্থলে যখন ভৃগু পদাঘাত করেন তখন বিষ্ণু ক্রোধের কোন আভাস মাত্র না দেখিয়ে আরো নত হয়ে পদসেবা করলেন—তখন ভৃগু স্থির করলেন ইনিই শ্রেষ্ঠ দেবতা, এর পূজাই শ্রেষ্ঠ। সেই থেকে বিষ্ণু পূজা অধিক প্রচলিত হল এবং ভৃগু পদচিহ্ন বিষ্ণুর বুকে চিহ্নিত হয়ে গেল। এইটী পুরাণ কাহিনী।

ভৃগু সবচেয়ে বেশী তেজস্বী ও অভী—নারায়ণের বুকে পদাঘাত করেন সবদেবতাদের মধ্যে নারায়ণ বা বিষ্ণুর মধ্যেই সবচেয়ে বেশী করুণা প্রেম, ক্ষমা, সেবা, উদারতা ইত্যাদি বিশেষ গুণের প্রকাশ এবং তিনি প্রজাপালক। সেইজন্য বিষ্ণুই সবচেয়ে বড়—এই পদাঘাত ভক্তের কাছে খুব অসহ্যকর—কিন্তু পরীক্ষা করার ওই যে সাহস ও ও তেজস্বিতা এও একটী বিশেষ শক্তি। (বেদচ্ছন্দা)

**'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্'**—অক্ষরের মধ্যে একাক্ষর প্রণব—স্বামীজী দেখিয়েছেন এই পবিত্র ওঁকারধ্বনির মধ্যে অ-উ-ম অক্ষর ধ্বনিত হয়—আর এরই মধ্যে সব অক্ষরের অস্তিত্ব এসে যায়—গ্রীক-দর্শনেও পাই সৃষ্টির আদিতে একটা সুর অনুরণিত হয় সেই সুরের কম্পন থেকেই সৃষ্টি। হিমালয় পর্ব্বতে গিয়েও আমাদের সাধুরা শুনে এসেছে ওই ওঙ্কারধ্বনি—মনটা নিস্তরঙ্গ হয়ে এলেই সেখানকার আকাশে বাতাসে ওঙ্কারধ্বনি শোনা যায়। উমাপ্রসাদও হিমালয় ভ্রমণে লিখেছেন এই কথা। তাছাড়া জ্ঞানীরা সাধন-রাজ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেলে ধ্যানে তন্ময় হয়ে শুনতে পান এই অনাহত নাদ ওঁ ওঁ ওঁ। ( বেদচ্ছন্দা )

[ এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শোনা একটী ঘটনা উল্লেখ করছি। শ্রীঠাকুর তখন সিউরীর বাড়ীতে একলা গভীর সাধনায় ডুবে থাকতেন—বাইশঘণ্টা ধ্যানও করতেন প্রতিদিন। আশ্রম তখনও হয়নি। এমনি সাধনার সময়ে একদিন গভীরধ্যানে মগ্ন হঠাৎ শুনলেন ওঁকার ধ্বনি—ক্রমাগত বহুক্ষণ ধরে। ধ্যানের চমক ভাঙলে মনে করলেন নীচে নিশ্চয়ই কোন সাধু এসেছেন; মাঝে মাঝে দু একজন সাধু আসতেনও। তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখলেন দরজা যেমন নিজে বন্ধ রেখেছিলেন, তেমনি বন্ধ আছে আর সাধু বা মানুষ কেউ কোথাও নেই তখন আবার গিয়ে ধ্যান করতে বসলেন। এরপর থেকে ঠাকুর ধ্যানের মধ্যে প্রায় সেই ওঁকার ধ্বনি শুনতে লাগলেন তখন বুঝলেন এটী নাদব্রহ্ম—সেই অনাহত ধ্বনি। [ লেখিকা ]

'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'—সর্ব্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদির মধ্যে যেমন জপযজ্ঞ সর্ব্বসাধারণে সর্ব্বাবস্থায় করতে পারে এবং জপযজ্ঞ যেমন মনকে অতি উন্নতির রাজ্যে নিয়ে যায়—তেমন কোন যজ্ঞ দ্বারা সম্ভব নয়। একান্তে হোক, কাজের ফাঁকে হোক সর্ব্বদা নাম করে যেমন ভগবানের সঙ্গে বা ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়—অন্য যজ্ঞে সেটী সম্ভব নয়। বিশেষ করে এযুগে যাগযজ্ঞ প্রথা তো একরকম উঠেই গেছে। এযুগে একমাত্র জপযজ্ঞ দ্বারাই ভগবানে যুক্ততা রাখার চেষ্টা করে যাওয়া সম্ভব। আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন নামনামী অভেদ। কাজেই নামীর কৃপা বা ভগবৎ কৃপা পেতে গেলে ভগবানের নাম জপ মস্তবড় জিনিষ। যতবার নাম করা যায় ততবার নামী বা ভগবানের স্পর্শও পাওয়া যায়—সে আমরা বুঝতে পারি বা নাই পারি। জপযজ্ঞে নানা আয়োজন, অর্থব্যয়, এসব কোন প্রয়োজন হয় না। এবং এতে হিংসাদি কর্মও হয় না—এজন্য নানা কারণে সব যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

( বেদচ্ছন্দা )

'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ'—পৃথিবীর মধ্যে অনেক উচ্চ পর্ব্বত আছে—কিন্তু হিমালয় শ্রেষ্ঠ—উচ্চতা গুণে তো বটেই তাছাড়া হিমালয়ের গৌরব হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক—মহান্ দিব্য প্রভাবের জন্য। আল্পসের উপর উঠলে বড় বড় হোটেল-খাওয়া—চাঞ্চল্য, বিলাস, ভোগ ইত্যাদি; হিমালয়ের বুকে সহর নগর গড়ে উঠলেও হিমালয় এত বিশাল যে আজও তার আধ্যাত্মিক গৌরব প্রচুর। আজও সেখানে বহু সাধু সন্ত ধ্যানমগ্ন—আজও মনটা ওখানে গেলে

খুব তাড়াতাড়ি সমাহিত হয়ে যায়। উদার হতে আরো উদার হয়ে যায়—বুকটা ভরে যায়। এছাড়া এতরকম ফল, ফুল ও ভেষজবৃক্ষাদি বা গুল্ম আছে যা আজও সারা পৃথিবীতে পাওয়া মুস্কিল। (বেদচ্ছন্দা)

**অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষিণাঞ্চ নারদঃ।**

**গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬**

অশত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং (সমস্ত বৃক্ষরাশির মধ্যে আমি অশত্থ) দেবর্ষিণাং চ নারদঃ (দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ) গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ (গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ) সিদ্ধাণাং কপিলমুনিঃ (সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি)

বৃক্ষরাজির মধ্যে আমি অশত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি।২৬

বৃক্ষরাজির মধ্যে আমি অশত্থ, 'দেবর্ষি' অর্থাৎ যারা দেবতা এবং মন্ত্র দর্শন করে ঋষিত্ব লাভ করেছেন তম্মধ্যে নারদ সর্বশ্রেষ্ঠ। গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যে চিত্ররথ'। এবং সিদ্ধগণের' মধ্যে অর্থাৎ যারা ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি অতিশয় লাভ করেন তাঁদের সিদ্ধ বলে, এদের মধ্যে আমি কপিলমুনি। (শঙ্করাচার্য্য)

গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে অর্থাৎ গায়ক বৃত্তি সম্পন্ন দেবগায়কগণের মধ্যে আমি **'চিত্ররথ'**। আর চেষ্টা বিনাই যাঁরা জন্মকাল থেকে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্যের আধিক্য লাভ করেন এবং পরমার্থ লাভ করেছেন তাদের **'সিদ্ধ'** বলা হয়। সেইসব সিদ্ধগণের মধ্যে আমি **'কপিলমুনি'** যিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ছিলেন। (মধুসূদন)

পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রচুর বিখ্যাত বৃক্ষরাজি বর্ত্তমান কিন্তু তন্মধ্যে অশত্থ গাছ শ্রেষ্ঠ কেননা বিবিধ অনুষ্ঠানে অশত্থবৃক্ষে প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলসেচ করতে হয়। এই পুণ্যবৃক্ষের নীচে জলসেচ ফলে পরলোকেও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় এজন্য অশত্থবৃক্ষ শ্রেষ্ঠ। 'দেবর্ষি' অর্থাৎ যারা দেবতা হয়েও চেষ্টার ফলে মন্ত্রদর্শী হয়েছেন ও ঋষিত্ব লাভ করেছেন তাদের মধ্যে আবার নারদ ঋষি শ্রেষ্ঠ কেননা ইনি বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠভক্ত।

পরমার্থ লাভের জন্য যাদের কোন যত্নই গ্রহণ করতে হয় না, যারা জন্মগত সিদ্ধ হয়েই জন্মেছে তাদের 'সিদ্ধ' বলা হয়—এরূপ সিদ্ধগণের মধ্যে **কপিল** প্রধান—ইনি আজন্ম জ্ঞানী। জন্মেই পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, পৃথিবীতেও সাংখ্যকারিকা প্রচার করে মঙ্গলসাধন করেছিলেন। ( রামানুজ, বলদেব, ইত্যাদি )।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যের অতিশয় প্রকাশ কপিলের মধ্যে তাই কপিল শ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্বিভূতি। ( কৃষ্ণানন্দ )

গন্ধর্ব্ব এক জাতীয় গায়ক দেবতা। সিদ্ধলোক বাসী এক-জাতীয় যোগশক্তি সম্পন্ন মুনি। ( যোগানন্দ )

**অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং**—অশ্বত্থগাছকে ভগবান নিজের স্বরূপের একটী বলে বর্ণনা করলেন। অশ্বত্থগাছের এত জীবনীশক্তি যে যতবার গাছ কেটে দেওয়া যায় ততবারই আবার জন্মায়—অতি দীর্ঘায়ু সেই হিসেবেও অশ্বত্থ গাছ অন্য গাছ অপেক্ষা বিশিষ্ট।

( বেদচ্ছন্দা )

**দেবর্ষিণাঞ্চ নারদঃ**—দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ ভক্তশ্রেষ্ঠ। বীণা বাজিয়ে সর্ব্বত্র হরিনাম গান করে ঘুরে বেড়াতেন, মন্ত্রদ্রষ্টাঋষি ;

ইনি ভক্তি সূত্র রচনা করেন। এঁর মধ্যে ভগবৎ ভক্তির বিকাশ বিশেষরূপে হয়েছিল বলে ভগবান নিজেকে নারদ বলে পরিচয় দিলেন।

**গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ**—এসব পুরাণ কাহিনীর যথার্থ অর্থ বর্ত্তমানে বোধগম্য নয়। তবে ইনি গন্ধর্ব্বদের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং পাণ্ডবদের সাহায্য করেছিলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ**—কপিলমুনি সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। ইনি ভগবান কপিল নামে খ্যাত ছিলেন এবং জন্মাবধি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এখানে একটী প্রশ্ন কিন্তু মনে ওঠে—ভগবান সমস্ত মুনিগণের মধ্যে নিজেকে কপিল বললেন অথচ কপিলমুনিতো ভগবান মানেন না—তিনি বলেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, প্রমাণাভাবাৎ" প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবানকে প্রমাণ করা যায় না সেজন্য তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন—উত্তরে বলা যায়, যারা যত, বলে আমি ঈশ্বর মানিনা, ঈশ্বর মানিনা, তারা ততই ভগবানে বিশ্বাসী ; ততবেশী ভগবান বা ঈশ্বরকে চিন্তা করে। যত বড় নাস্তিক সে ততবড় আস্তিক। সাধারণ মানুষ যারা ভগবানে বিশ্বাসী—তারা ভগবান আছেন, ভগবান আছেন বলে চেঁচিয়ে বেড়ায় না, বা এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু যে ভগবান নেই বলে, সে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান নেই নেই বলে, তারাই বেশী ভগবানের চিন্তা করে—কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে শত্রু মনে করায় শেষের দিকে অনবরত শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন, এও তেমনি।

চিত্ররথ, কপিল ইত্যাদির মধ্যে ভগবানের বিভূতির বিশেষ

প্রকাশ। শ্রদ্ধানম্র চিত্তে সেগুলির শক্তি নিজের মধ্যে অর্জ্জনের চেষ্টা করতে হয়। যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ, যা কিছু প্রশংসনীয় সেখানে শ্রদ্ধা দেওয়া, অন্ততপক্ষে হিংসা বা নিন্দা না করা সেই শিক্ষাই এখানে দিয়েছেন। (বেদচ্ছন্দা)

**উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবম্।**
**ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭**

অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাং (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থন কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা) বিদ্ধি (জেনো) গজেন্দ্রাণাং ঐরাবতং (গজেন্দ্রদের মধ্যে) নরাণাং চ (ও মানুষের মধ্যে) নরাধিপঃ (রাজা) [বলে জেনো]।

অশ্বগণের মধ্যে অমৃতলাভের সময় উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে। হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে।২৭

অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে, অর্থাৎ উচ্চৈঃ-শ্রবা এমন একটী অশ্ব যে, অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন কালে যে অশ্ব আবির্ভূত হয়েছিল, অতএব এটী একটী বিশেষ অশ্ব। হস্তীগণের মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ সে ইন্দ্রের হাতী এবং ইরাবতীর সন্তান। আর সমস্ত মানুষগণের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে।

(শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন)

উচ্চৈঃশ্রবা সুলক্ষণা ও সৌন্দর্য্য জন্য শ্রেষ্ঠ। ঐরাবত দিব্যতেজ হেতু, দেবরাজের বাহন হেতু শ্রেষ্ঠ। আর মানুষকে ধর্ম্মে প্রেরণা দেওয়া বা প্রবৃত্ত করা এবং অধর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত করার একমাত্র নেতা

ও শাসনকর্ত্তা হচ্ছেন রাজা, এগুলি বিশেষ বিশেষত্ব হেতু ভগবৎ বিভূতির প্রকাশ। (কৃষ্ণানন্দ)

উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত এবং মানুষের মধ্যে রাজা, এদের মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, এই সমস্ত বিভূতি বা শক্তি-বিশেষ ভাগ্যের পরিচয়। এগুলিকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় ও নিজের মধ্যে সেই শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা রাখতে হয়। সর্ব্বোপরি অহংকার ত্যাগ করে, হিংসা ত্যাগ করে, শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সেই শিক্ষাই ভগবান এখানে দিয়েছেন। (বেদচ্ছন্দা)

**আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।**
**প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥২৮**

আয়ুধানাং অহং বজ্র (অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র) ধেনূনামস্মি কামধূক (গাভীগণের মধ্যে কামধেনু) প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ (প্রজা উৎপাদনের জন্য আমি কামদেব) সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ (সাপগণের মধ্যে আমি বৃহৎ বাসুকি)।

অস্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে কামধেনু, প্রাণীগণের সৃষ্টির জন্য আমি কামদেব, এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।২৮

যতপ্রকার আয়ুধ অর্থাৎ অস্ত্র আছে তন্মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ আয়ুধ বা অস্ত্র। এটী মহামুনী দধীচির অস্থি থেকে তৈরী হয়েছিল। দধীচির তনুত্যাগ, ও বজ্র অস্ত্র তৈরী সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কথা আছে। ধেনুগণের মধ্যে বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই কামধেনুর কাছে কেউ কোন প্রার্থনা করলেই পূর্ণ হত, এজন্য এই ধেনু শ্রেষ্ঠ।

এছাড়া কামধেনু প্রার্থনা মাত্রই দুগ্ধ দান করে। জগতের সৃষ্টি প্রবাহ রক্ষার জন্য ভগবান প্রজনয়িতা কামদেব, কেবল মাত্র সম্ভোগ মাত্র প্রধান যে কাম তা অশাস্ত্রীয়, সুতরাং হেয়। কিন্তু প্রজার উৎপত্তি হেতু যে কাম সেই কামই শ্রেষ্ঠ। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সর্পের মধ্যে বাসুকি শ্রেষ্ঠ।

( শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, রামানুজ, কেশবভারতী, মধুসূদন )

**আয়ুধানামহং বজ্র**—আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অস্ত্র atomic energyর সাহায্যে তৈরী hydrogen bomb, atom bomb ইত্যাদির শক্তি সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে, এখানে মনে হয় বজ্র ও তৎকালীন সেইরকম কোন অস্ত্র। বজ্র হচ্ছে ঐ রকম কোন একটা high voltage electrical discharge-বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণের একটী বিশেষ শক্তিশালী রূপ। ( বেদচ্ছন্দা )

**কামধুক**—পুরাণ প্রসিদ্ধ কামধেনু গাভী নাকি সব অভীষ্ট পুরণ করতেন, বশিষ্টদেবের গাভী—আর এমনিতে যে গরুকে যখনই দোয়ানো হয় দুধ কিছু কিছু দিলেই তাকে কামধেনু বলা হয়।

( বেদচ্ছন্দা )

**কন্দর্প**—সৃষ্টির প্রয়োজনে সংযত কামের প্রয়োজন হয়! **বাসুকি**—সর্পদের মধ্যে বৃহৎ এবং পুরাণে শেষ নাগ বলে খ্যাত। এসব অর্থ বর্ত্তমানে বোঝা শক্ত। ( বেদচ্ছন্দা )

**অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।**
**পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯**

নাগানাং অনন্ত অস্মি ( নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ ) যাদসাং

চ অহম্ বরুণ ( জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ ) পিতৃণাং অর্য্যমা অস্মি ( পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা ) সংযমতাং অহং যমঃ ( নিয়ন্তৃগণের মধ্যে আমি যম )।

নাগদের মধ্যে অনন্ত, জলচরদের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, এবং কর্ম্মফল নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে আমি যম।২৯

বহুশির বিশিষ্ট সর্পকে নাগ বলা হয়। 'অনন্ত' নাম্নী সাপ হচ্ছে নাগেদের রাজা বা শ্রেষ্ঠ এবং এরই নাম 'শেষনাগ'। 'যাদোগণের মধ্যে জলদেবতা 'বরুণই' শ্রেষ্ঠ। ঋগ্বেদে মিত্র-বরুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু সূক্ত আছে। বরুণ দেবতা আবরণকারী দেবতা। অন্তরীক্ষে মেঘাবরণ দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেন, অন্তরীক্ষে যে অপলোক আছে 'বরুণ' সেখানের অধিদেবতা এবং বৃষ্টি ইত্যাদি বর্ষণের দেবতা। পিতৃলোক বাসিগণের মধ্যে 'অর্য্যমা' প্রধান। বেদের নানাস্থানে 'অর্য্যমা' উদ্দেশ্যে স্তুতি আছে। ঋগ্বেদে 'বরুণ-মিত্র-অর্য্যমা' প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র আছে। 'অর্য্যমা' শব্দে স্থানে স্থানে সূর্য্যকেও বুঝিয়েছে। 'অর্য্যমা' মানবকূলের বিশেষ হিতসাধক—এঁর কৃপায় সব আপদ-বিপদ দূরে যায়। আর মঙ্গল বিরাজ করে। প্রাচীন আর্য্যেরা এই 'অর্য্যমা' নামধারী দেবতাদের পূজা করতেন। পিতৃগণের অধিপতি হচ্ছেন 'অর্য্যমা'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই 'অর্য্যমা' সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। সংযমকারীগণের মধ্যে যম শ্রেষ্ঠ। এগুলি বিশেষ শক্তি বা উৎকর্ষের জন্য ভগবানের বিভূতি বলে বর্ণিত হল।

( শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি, মধুসূদন ইত্যাদি )।

'যম' মৃত্যুর অধিপতি। মৃত্যুর সম্বন্ধে নিয়ম অলঙ্ঘ্য ও নর-লোকে মৃত্যু নিয়মের মত এত কঠোর নিয়ম আর নেই (শ্রীধরস্বামী)। নিয়মনকারীগণের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদানে নিগ্রহানুগ্রহ কর্ত্তা বৈবস্বত 'যম' শ্রেষ্ঠ। ( মধুসূদন ও কেশবভারতী )

যাঁরা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সংযমরূপ তপস্যা করেন ঈশ্বরই সেই সংযম শক্তি, শাসনশক্তি, জয়েরও কৌশলস্বরূপ। ( যোগানন্দ )

'যমরাজ' ধর্ম্মরাজ এঁর বিচারে এতটুকু ভুল ত্রুটি নেই। কর্ম্ম-ফলানুসারে ঠিক যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলকে মৃত্যুলোকে নিয়ে যান।

( বেদচ্ছন্দা )

'যম' দেবতার নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ( ১০।১৪।২ ) মন্ত্রে আছে মৃত্যুর পর আমরা কোন পথে যাব এসবের নিয়ন্ত্রণ করেন 'যম'। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও যম-নচিকেতা উপাখ্যানে পাওয়া যায় যম মৃত্যুপতি ( বৃহঃ-আঃ ১।৪।১১ )।

যাস্ক নিরুক্তেও পাই ঃ—যম অর্থে 'যচ্ছতি উপরময়তি জীবতাং সর্ব্বং ভূতগ্রামম্।"

এই সংসারে প্রতিটী জীব জ্ঞানী-অজ্ঞানী ধনী-নির্ধনী, অত্যাচারী সদাচারী, রাজা-প্রজা, সুখী-দুঃখী, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক কারো নিস্তার নাই—মৃত্যুর হাতে থেকে কেউ মুক্তি পায়না। মানুষ অনেক চেষ্টায় অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হলেও মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং নিয়ামকগণের মধ্যে যম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্য ভগবান নিজেকে যমরূপে নির্দ্দেশ করেছেন। আবার যম শব্দ পতঞ্জল যোগশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে সংযম অর্থে—এখানে যম-অর্থে শরীর ও মনের

সম্পূর্ণ সংশোধন বোঝায় এরূপ অর্থেও 'যম' শব্দ প্রয়োগ হতে পারে।

**প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।**
**মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম ॥৩০**

অহং দৈত্যানাং প্রহ্লাদ অস্মি ( দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ ) কলয়তাং চ কালঃ অস্মি ( ধ্বংসকারীগণের মধ্যে কাল ) অহং মৃগাণাং চ ( পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ ) পক্ষিণাম চ ( পক্ষীগণের মধ্যে ) বৈনতেয়ঃ ( গরুড় )।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বধ্বংসী কাল, পশুদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ পশু সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়।৩০

হরিবিদ্বেষী দৈত্যকূলে 'প্রহ্লাদই' শ্রেষ্ঠ ; হরিভক্তির জন্য—তিনি ভক্ত চূড়ামণি। ভগবানের জন্য তাঁর ক্লেশ সহিষ্ণুতা, অসীম ধৈর্য্য ও অনন্য ভগবৎ স্মরণের তুলনা হয় না—কলন অর্থাৎ গণনা। গণনাকারীদের মধ্যে আমি 'কাল' যেহেতু কালকে অবলম্বন করেই সংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে। এই কাল চক্র অনন্ত ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংসার সৃষ্টিকে উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আদি অন্ত কোন কিছুই নাই। 'কাল' নারায়ণ স্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বা আদিতে, সৃষ্টির মধ্যে ও সৃষ্টি অন্তে প্রলয়েও নারায়ণ স্বরূপ এই অনাদি অনন্ত 'পরমাত্মন' কাল বর্ত্তমান থাকেন. কারও বাধাবিঘ্ন, নিষেধ গ্রাহ্য করেন না, কারোদ্বারা বশীভূত হননা। এই অনন্ত কালচক্রের মধ্যে দেবতারা নিজ পরিমাণ অনুসারে কালের

বিভাগ করেন। মানুষও দিবা রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বর্ষ ইত্যাদি গণনা করেন কিন্তু সবই সেই অনন্ত কালের মধ্যে অবস্থিত হয়ে আছে বলে এসব সম্ভব হচ্ছে এবং সেই কাল প্রবাহের তুলনায় মানুষের কাল কিছুই নয়। কাজেই ভগবান নিজেকে সেই কালস্বরূপ বলে বর্ণনা দিচ্ছেন। বনমধ্যে অসংখ্য হিংস্র স্বভাব অথবা শান্তস্বভাব পশুদের মধ্যে সিংহই সবচেয়ে বেশী বিক্রমশালী, সেখানেও ভগবানের বিশেষ বিভূতির বিকাশ। আকাশমার্গে পক্ষ বিস্তার করে যারা উড়ে চলে, তাদের বিহঙ্গম বলা হয় এদের মধ্যে গরুড়পক্ষী ভগবানের বাহন এবং বলবিক্রম হেতু শ্রেষ্ঠ। এবং এই গরুড় ভগবানের নিত্য অনুচর, ধার্ম্মিক, ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তন নিপুণ, ইত্যাদি নানা কারণে শ্রেষ্ঠ। এগুলি সবই ভগবানের বিশেষ বিভূতি বা শক্তির প্রকাশ।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, রামানুজ, কেশবভারতী )

**প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং**—দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ হরিভক্তির জন্য শ্রেষ্ঠ।

**কালঃ কলয়তামহম্**—মৈত্রায়ণী উপনিষদ্, অথর্ব্ববেদ ইত্যাদি বহুশাস্ত্রে কালকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়েছে এবং পূজা করা হয়েছে কিন্তু এখানে ভগবান বললেন, 'আমি সর্ব্বগ্রাসী কাল'। ভগবানের নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করেন, গ্রাস করেন। ভাঙাগড়া এসব তো তাঁর কাছে খেলা। আর ভগবানের সৃষ্টি গ্রাস করা ভগবান ছাড়া আর কারও সাধ্য নাই কাজেই তিনি নিজেই সর্ব্বধ্বংসী কাল।

( বেদচ্ছন্দা )।

**মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং**—জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে সিংহ যেমন

বীর তেমনি চলা ফেরায় একটা মহান আচরণ. দেখা যায়। ক্ষুধার্ত্ত না হলে সিংহ কারোকে হত্যা করে না। বেদচ্ছন্দা )

**বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্**—ভগবান নিজের সঙ্গে নিজের বাহনের তুলনা করলেন। ভগবানকে বহন করা সহজ কথা নয়। তাছাড়া ভক্ত শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন। ( বেদচ্ছন্দা )

**পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।**
**ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ।।৩১**

পবতাং পবনঃ অস্মি ( বেগবানদের মধ্যে আমি পবন ) শস্ত্রভৃতামহম রামঃ ( শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দশরথ তনয় ) ঝষাণাং মকরঃ অস্মি ( মাছেদের মধ্যে মকর ) স্রোতসাং চ ( এবং নদীদের মধ্যে ) জাহ্নবী অস্মি।

বেগবানদের মধ্যে আমি বায়ু, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে ভগবান রাম, মৎস্যদের মধ্যে মকর এবং নদীদের মধ্যে আমি গঙ্গা।৩১

যা কিছু প্রবাহিত হয় তাদের মধ্যে পবন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, সাগরের বুকে ঝড়ের কারণ, উত্তাল তরঙ্গের কারণ, বহুক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ আবার বায়ু বা পবন সমস্ত মানবজীবন রক্ষা কল্পেও প্রভূত প্রয়োজনীয়—এক কথায় পবন ভিন্ন জীবন ধারণই অসম্ভব। কাজেই পবন ভগবানের বিশেষ বিভূতি। অস্ত্রধারিগণের মধ্যে বীর শ্রেষ্ঠ রাম, রাক্ষসধ্বংসকারী ভগবান স্বয়ং এবং প্রজানুরঞ্জন রাম। সত্যনিষ্ঠা. ত্যাগ, স্নেহ সবেই অতুলন। সমস্ত পৃথিবীতে জলাশয়, সাগর, সরোবর ইত্যাদিতে যত মৎস্যাদি প্রাণীকুল আছে তন্মধ্যে মকর সর্ব্বাপেক্ষা বিশালকায় জলচর প্রাণী। এবং পৌরাণিক আখ্যায় গঙ্গার বাহন

রূপে কীর্ত্তিত হয়েছে। পৃথিবীতে যত নদী বা স্রোতস্বিনী আছে তন্মধ্যে জাহ্নবী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। পূণ্য সলিলা বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, রামানুজ বলদেব, বিশ্বনাথ ইত্যাতি )।

প্রবহমান যা কিছু তার মধ্যে বাতাসের গতিবেগ বেশী (Gaseous diffarion), আলোর গতির কথা এখানে আসছে না। কেননা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোকে একটা প্রবহমান বস্তু বলে ধরা হয়না, এইসব কারণে বেগবানদিগের মধ্যে ভগবান নিজেকে পবন বললেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্**—অস্ত্রধারীদের মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যিনি হরধনু ভঙ্গ করেন শস্ত্রধারী হিসেবে শ্রেষ্ঠ। ( বেদচ্ছন্দা )

**জাহ্নবী**—হরিপাদপদ্ম থেকে জন্মলাভ করেছেন এই পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—এজন্য অন্যান্য স্রোতস্বিনীদিগের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া বহুযুগ ধরে গঙ্গাতীরে অসংখ্য সাধুভক্ত বাস করেছেন বা আজও করছেন—তাঁদের অঙ্গস্পর্শিত হয়ে আরও পুণ্যতোয়া হয়ে গেছেন। গঙ্গার মাহাত্ম্য ওইজন্য আরও বেড়ে উঠেছে। তাছাড়া যুগ যুগ ধরে অগণিত ভক্তগণের কণ্ঠে হরিনাম ধ্বনিত হয়েছে এই জাহ্নবীর তীরে। ভগবান এই গঙ্গাতীরে লীলা করেছেন। আর গঙ্গার জলে চটকরে জীবাণু জন্মাতে পারেনা। যার জন্য আওরঙ্গজেব অত হিন্দুবিদ্বেষী হয়েও গঙ্গার জল নিয়ে রেখে দিতেন অন্য জল খেতেন না। ( বেদচ্ছন্দা )

**সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।**
**অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২**

হে অর্জ্জুন সর্গানাম ( সৃষ্টবস্তুসমূহের ) আদিঃ অন্তঃ মধ্যঃ চ ( আদি মধ্য ও অন্ত ) অহম এব ( আমিই ) অহম্ বিদ্যানাং আধ্যাত্মবিদ্যা ( বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা ) প্রবদতাং বাদঃ ( তর্কের মধ্যে আমি বাদ নামক তর্ক ) ।

হে অর্জ্জুন সৃষ্ট বস্তু ও জীব সকলের আমি আদি, মধ্য ও অন্ত ! আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং তর্কের মধ্যে বাদ নামক তর্ক ।৩২

ভগবান সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কারণ। পূর্ব্বে ভূতগণের অর্থাৎ চেতন প্রাণিগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। বলেছেন নিজেকে কিন্তু এস্থলে বলা হল যে শুধু চেতন জীবগণেরই নন অচেতন জড়েরও তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা মোক্ষপ্রদ বলে শ্রেষ্ঠ। বাদিগণ মধ্যে আমি 'বাদ'। তিন রকম তর্কপদ্ধতির মধ্যে বাদই প্রধান যেহেতু এই পদ্ধতিতে তত্ত্বস্বরূপ নির্ণিত হয়।

( শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন )

ভগবান সৃষ্ট জিবগণের যেমন স্রষ্টা, তেমনি সৃষ্ট জড়জগতেরও আদি, মধ্য ও অন্ত। ভগবান সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বরূপ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয় যে বিদ্যায় সেই আধ্যাত্মিক বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

বাদিগণের মধ্যে বীতরাগদ্বেষ তত্ত্ববুভুক্ষু সতীর্থগণ মধ্যে বা গুরু শিষ্য মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্থাপন দূষণ পূর্ব্বক যে স্বপক্ষ বিপক্ষ পরিগ্রহ কথা সেইটীই বাদ।

( রামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, কেশবভারতী )

যে অধ্যাত্ম বিদ্যাদ্বারা অর্থাৎ যে বিদ্যার সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্ব জানা

যায়—বা যে বিদ্যায় ভগবৎ বস্তু লাভ হয়, সেই বিদ্যাই অধ্যাত্ম বিদ্যা। যেহেতু ভগবৎ লাভ শ্রেষ্ঠলাভ, সেইহেতু অধ্যাত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

( বেদচ্ছন্দা )

তিনিই সৃষ্টিস্থিতি ও লয় স্বরূপ এসম্বন্ধে অনুরূপ কথা চণ্ডীমুখে পাই :— বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে শ্রুতিমুখে :—"তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষামিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকয়ণ, নিরুক্ত ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকল অপরাবিদ্যা। আর পরাবিদ্যায় সেই অক্ষরকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়।

( মণ্ডুক উপঃ ১।১।৫ ) বৃহঃ উপ ( ২।৪।১০, ৪।১।২ )।

চণ্ডীতে আছে 'যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ।

ন্যায়দর্শনে আছে 'প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ-পঞ্চাবয়বোপান্নং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহোবাদঃ।" ( ১।১।৪২ )

**অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।**

**অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥৩৩**

অক্ষরাণাং অকারঃ অস্মি, ( অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার ) দ্বন্দ্ব সামাসিকস্য চ অহম এব ( এবং সমাস সমস্তের মধ্যে ) অক্ষয় কালঃ অহম্ ( আমি অক্ষয় কাল ) অহং বিশ্বতোমুখ ( অনন্তমুখ ) ধাতা ( কর্ম্মফল দাতা )।

**অক্ষরগণের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমিই দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় কাল, এবং আমিই সকল জীবের কর্ম্মফল দাতা।৩৩**

'অক্ষর' এস্থলে বর্ণকে বুঝিয়েছে। ভগবান বর্ণসমূহের মধ্যে অকার নামে আদিবর্ণ এবং সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস। আর ভগবান অক্ষয় কাল স্বরূপ। ক্ষণাদিরূপে প্রসিদ্ধ কাল অথবা কালেরও কাল পরমেশ্বর। এবং ভগবানই 'ধাতা' অর্থাৎ সমস্ত জগতের সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা। বিশ্বতোমুখ বলতে সর্ব্বতোমুখ বুঝিয়েছেন। ( শঙ্করাচার্য্য )

বর্ণের মধ্যে অকার আদি বর্ণ, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ প্রধান বলে দ্বন্দ্ব সমাস শ্রেষ্ঠ। তিনি কাল অর্থাৎ কলা মূহুর্ত্তাদিময় কাল। 'ধাতা' অর্থাৎ সকল প্রাণীর ভর্ত্তা।

( রামানুজ )

কাল এস্থলে প্রবাহাত্মক অক্ষয় কালকেই বুঝিয়েছেন। কর্ম্মফল বিধাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা সর্ব্ব কর্ম্ম ফল বিধাতা।

( শ্রীধরস্বামী )

এখানে কাল বলতে সঙ্কর্ষণ সমুত্থিত কালাগ্নি। ( বলদেব )

আমিই অক্ষয় কাল অর্থাৎ ক্ষয়িকালের অভিমানী পরমেশ্বর নামক কাল। যিনি 'জ্ঞ' অর্থাৎ চেতন স্বরূপ, যিনি কালের ও কাল অর্থাৎ নাশকারী—ক্ষয়কালাভিমানী। ( মধুসূদন )

অক্ষয় কাল রূপে ভগবানের শক্তি প্রকাশই আমাদের কাছে স্পষ্ট। এই কালের পটভূমিকাতেই ভগবান আমাদের ধারণায়

প্রকাশিত হন বিধাতারূপে। তিনি লীলামুখে সমস্ত বস্তু ও ঘটনাকে গ্রথিত করেন। ভগবান অনন্তকাল রূপে বিরাজিত আবার অনন্ত দেশরূপেও বিরাজিত। কাজেই যেদিকেই আমরা চাই ভগবানকে দেখি, অতএব তিনি 'বিশ্বতোমুখ'। ( অরবিন্দ )

**'অক্ষয়ঃকালঃ'** অর্থাৎ যে কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভেদ জাগেনা, সেই চিন্ময় আধ্যাত্মিক অক্ষরলোকে দেশকালের মায়া নেই, সেখানে ত্রিকাল যুগপৎ একই বর্ত্তমান কালে বিধৃত। ধাতা—ঈশ্বরই সঙ্কল্প দ্বারা যাবতীয় জগৎ প্রবঞ্চের ধারণ কর্ত্তা। ( যোগানন্দ )

**'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'**—অক্ষরের মধ্যে আদি অকার আর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেকটী অক্ষরের মধ্যেই অকার বিদ্যমান। (বেদচ্ছন্দা)

**দ্বন্দ্বঃসামাসিকস্যচ**—দ্বন্দ্ব সমাসে দুটী বিপরীত পদের মিলনে একটী নূতন পদ সৃষ্টি হয়, ভগবান নিজেকে দ্বন্দ্ব সমাস বললেন—তার দ্যোতনা হচ্ছে এই, সাংখ্যমতেও বটে গীতা মতেও বটে, পুরুষ প্রকৃতির যোগে এই সৃষ্টি, তবে গীতামতে পুরুষোত্তমের অংশভূত প্রকৃতি; সৃষ্টি সময়ে এই প্রকৃতির সহায়ে সৃষ্ট হয় এবং সৃষ্টির একটী নূতন এবং আলাদা রূপও হয়। ( বেদচ্ছন্দা )

**অহমেবাক্ষয়ঃ কালো**—এখন দেখা যাচ্ছে যে কাল তো আবহমান কালধরে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এই যে টিক্‌টিক করে চলেছে প্রত্যেক সেকেণ্ডেই তো খণ্ডিত হচ্ছে, তাহলে অক্ষয় কেন বললেন—সকাল সন্ধ্যে ও ছেদ এনে দিচ্ছে। এর উত্তরে বলা যায় যে ঘণ্টা, সেকেণ্ড, মিনিট, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, এগুলো সব বৈজ্ঞানিক কাল; Metaphysical কাল একটী আছে, সেটী অক্ষয় অপরি-

বর্ত্তনীয়। ধরা যাক্ আমাদের একটা ঘড়ি দূরে, আরও দূরে নিয়ে যাও ক্রমে শব্দ খুব কমে যেতে যেতে একেবারেই কানে আসবেনা। কিন্তু দূরবীন লাগিয়ে ঘড়িটী দেখ দেখবে ঘড়ি চলছে যদিও slow হয়ে গেছে। শব্দ তরঙ্গ অপেক্ষা আলোর তরঙ্গের speed বেশী এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল—কাজেই দূরে, আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যদি হয় ঘড়িটীকে—আর দূরবীন দিয়ে দেখতে থাকো, দেখবে ঘড়িটী চলছে কিন্তু ক্রমশঃ slow হয়ে যাচ্ছে, আলোর তরঙ্গ পৌঁছানোর বাইরে যদি ঘড়িটীকে নিয়ে যাও দেখবে ঘড়ি বন্ধ অথচ সেখানেও হয়তো ঘড়ি চলছে, কাজেই আমাদের এইযে Scientific time সবই relative time আপেক্ষিক সত্য আর আমাদের পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডে চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ২৪ ঘণ্টা লাগে সেটীকে বিজ্ঞানী বলে ১ দিন এবং সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী আপন কক্ষপথে একবার প্রদক্ষিণ করতে ৩৬৫ দিন লাগে। এই যে সূর্য্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ × ২৪ ঘণ্টা লাগলো একেই বৈজ্ঞানিকগণ বলে একবছর। কিন্তু সূর্য্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের বেলায় সেই হিসাব খাটেনা। বুধগ্রহ সবচেয়ে কাছে সূর্য্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার ২১ দিন লাগে—তাহলে ওই ২১ দিনে তার ১ বছর ধরতে হবে—আর বৃহস্পতি অনেক দূরে। সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার পৃথিবীর হিসাবে ২৯২ বছর লাগে, কাজেই পৃথিবীর সময়ের হিসাব সূর্য্যেরই অন্যগ্রহের ক্ষেত্রে খাটেনা, তো সূর্য্যের বাইরে মহাকাশে আরো কত অসংখ্য সহস্র সহস্র কোটী কোটী জ্যোতিষ্ক আছে,

সেখানে আমাদের time এর হিসাব তো পাগলের প্রলাপ মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের time হচ্ছে relative time. এমন নক্ষত্র মহাকাশে আছে যেখান থেকে আলো এসে এই পৃথিবীতে আজও পৌঁছায়নি—অথচ সেখানে কিছুনা কিছু ঘটে যাচ্ছে, সেগুলো এখনও অনেক হাজার হাজার বছর আমাদের জানার বাইরে থাকবে কিন্তু তাই বলে সেগুলো নাই বলা চলবে না। আছে বা ঘটছে সে সবই সেই অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় absolute time এর মধ্যে। এইখানে ভগবান অক্ষয় কালের কথা বললেন, সেটীর কথা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বা বিজ্ঞানে পাওয়া যায়না। এই অক্ষয় কালের কথা আমরা পাই অথর্ব্ববেদ B, K. XIX/53 ইত্যাদি মন্ত্রে। মৈত্রায়নী উপনিষদেও এই অক্ষয় কালের কথা আছে ( মৈত্রায়নী উপ-৬।১৫ )।

( বেদচ্ছন্দা )।

**ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ**—এই নিখিল বিশ্বের যে যেমন কর্ম্ম করে যাচ্ছে সর্ব্বানুস্যূত বিধাতা তাকে তেমনি ফলবিধান করছেন।

"জীব অনেক চেষ্টা করলেও কর্ম্মফল আয়ত্ত করতে পারেনা যিনি কর্ম্মফল দান করেন তিনি ঈশ্বর।" ( বেদচ্ছন্দা )

অক্ষয় কাল সম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রে অনুরূপ কথা আছে।

'জ্ঞঃ কাল-কালো গুণী সর্ব্ববিদয়ঃ।" এই কাল নিরবচ্ছিন্ন নিত্য অখণ্ড—ইনি মহাকাল। ( ইতি শ্রুতি )

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে

হে দেবি আপনি কলা ( ১ কলা = ৩০ কাষ্ঠা ) কাষ্ঠা

( ১ কাষ্ঠা = ১৮ নিমেষ ) ক্ষণমুহুর্ত্তাদি সূক্ষ কালরূপে জগতের পরিণামদায়িনী ( অর্থাৎ অখণ্ড কালরূপিণী ) এবং জগতের সংহার কর্ত্রী শক্তিরূপিনী। হে নারায়ণি আপনাকে প্রণাম করি।

( শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৯ )।

ন্যায় দর্শনেও অনুরূপ শ্লোক পাই ৪র্থ অধ্যায় ১ আহ্নিক ১৯ সূত্রে।

**মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।**
**কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪**

অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ ( আমি সমস্ত সংহারকারী মৃত্যু ) ভবিষ্যতাং উদ্ভবং চ ( এবং সুদূর ভবিষ্যতে প্রাণীগণের পুনরায় অভ্যুদয় ) নারীণাং ( নারিগণের মধ্যে ) কীর্ত্তি, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতি, মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ।

ধ্বংসকারিগণের মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্যৎ প্রাণিগণের আমি নতুন অভ্যুদয়ের কর্ত্তা, নারিগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা অর্থাৎ ঐ সকল আমারই বিভূতি।৩৪

**'মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চ'**—মৃত্যু সাধারণ ক্ষেত্রে দুইরকম—ধনাদিহরণ রূপ মৃত্যু--আবার প্রাণহরণরূপ মৃত্যু—কিন্তু ভগবান এখানে বলছেন আমি সর্ব্বহররূপ মৃত্যু। বিশেব করে মহাপ্রলয়ে পরম ঈশ্বররূপে সমুদয় হরণ করেন, এখানে সেই মৃত্যুর কথাও হতে পারে। আবার যোগ্য ব্যক্তিগণের কল্যাণাস্পদ হয়ে উঠবার ভবিষ্যৎ কারণ। আবার আমিই নারিগণের মধ্যে কীর্ত্তি, বাক্ শ্রী, স্মৃতি. মেধা, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ। ( শঙ্করাচার্য্য )

আমি সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যু আবার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয় প্রাপ্তির

যোগও আমি। আমিই 'কীর্ত্তি' অর্থাৎ নানা দিকদেশে ধর্ম্মস্বভাবজন্য যে খ্যাতি। 'শ্রী' ধর্ম্মার্থ শরীরে কান্তি। 'বাক' সমস্ত অর্থের যা প্রকাশক সেরূপ সংস্কৃত বাণীকে বাক বলা হয়; বহুপূর্ব্বের অনুভূত বিষয় ইত্যাদি স্মরণ করার যে শক্তি সেটি স্মৃতি। বহু অতীত গ্রন্থ মনে রাখার যে প্রখর স্মৃতিশক্তি সেটী মেধা। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করার শক্তি তার নাম ধৃতি। হর্ষ ও বিষাদে যে অবিকৃতচিত্ততা তার নাম 'ক্ষমা'। এই বৃত্তিগুলির আভাসমাত্রও যার মধ্যে থাকে সে আদরের বস্তু হয়ে দাড়ায় আর ঐগুলি যে সমস্ত স্ত্রীমধ্যে বিশেষ ভাবে থাকে তারা অতি প্রসিদ্ধ তো বটেই। এগুলি সবই ভগবানের বিশেষ গুণ। ( মধুসূদন )

**'সর্ব্বহরঃ'**—অর্থাৎ আমি প্রলয়কালীন মৃত্যু বা সমস্ত মৃত্যুর আমি মৃত্যু, আবার সকল সৃষ্টিরই আমি উৎকৃষ্ট অভ্যুদয় কারণ ( বলদেব )

ভগবানই 'ধ্বংসকর্ত্তা'। মনে হয় সৃষ্টি বুঝি তিনি ধ্বংসের জন্যই করে থাকেন কিন্তু তাঁর মধ্যেই অভ্যুদয়ের অনন্ত সম্ভাবনা, ধ্বংসের সঙ্গে নূতন সৃষ্টির সূচনা চলছে ( শ্রীঅরবিন্দ )।

গীতামুখে ভগবান বহুবার 'আমি মহাকাল—সর্ব্বধ্বংসী কাল' কেন বললেন—তার উত্তরে মনে হয় তার কাছে যা কিছু পুরাতন, অপ্রয়োজনীয় সব তিনি ধ্বংস করেন—নতুন নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা করেন। মানুষ বা সর্ব্বজীব মৃত্যুকে বড় ভয় করে—কিন্তু এই কথা গীতায় বার বার বলে বোঝাচ্ছেন—যদি আমরা নিত্য নিত্য চিন্তা করি যে ভগবানই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু—একদিন মৃত্যুরূপে এসে তিনি

কোলে ঠাঁই দেবেন—বিধাতার এই অলঙ্ঘনীয় বিধান—তাহলে মৃত্যুকে আমাদের আর ভয় থাকবেনা—মৃত্যু তখন বাঞ্ছনীয় প্রিয়-জনের সঙ্গে মিলনের পথ বলে মনে হবে। আমরা তখন অতিমৃত্যুর পারে অবস্থান করবো। ( বেদচ্ছন্দা )

বিরাট বিশ্বের ধ্বংসের কথা আমরা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানেও পাই। Dr. F. Allen এর কথায়—পাই Thermodynemics এর দ্বিতীয় নিয়মে বলে the heat is running down so that in an infinite time the universe would have reached a heat death. ( World Phi. P. 117. part III. Swami Satyananda.)

মানুষের মধ্যে শুভগুণগুলি মহাদেবী বা ভগবানেরই একথা আমরা চণ্ডীতেও পাই।—

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা তুষ্টিস্তথা পুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ!

আরও পাই ঃ—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।'
'মহামেধা মহাস্মৃতিঃ'।

চৈতন্য চরিতামৃত মুখেও পাই ঃ—

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্য গুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণসর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥

শ্রী লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী মতি।
এইসব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত।

( মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ )

**বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।**
**মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫**

অহং সাম্নাং ( সামবেদের মন্ত্রের মধ্যে ) বৃহৎ সাম, ( বৃহৎ সাম মন্ত্র ), ছন্দসাং গায়ত্রী অহম্ ( আমি ছন্দোবদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র ) তথা মাসানাং অহং মার্গশীর্ষ ( মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ ) ঋতূনাং কুসুমাকরঃ ( ছয়ঋতুর মধ্যে বসন্তকাল )।

সামবেদীয় মন্ত্ররাশির মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, এবং ঋতুগুলির মধ্যে আমি বসন্তকাল।৩৫

সামগানের মধ্যে আমি বৃহৎ সামগান, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুগনের মধ্যে 'কুসুমাকর'—ঋতু-বসন্ত।

( শঙ্করাচার্য্য )

প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও সান্ধ্য সবন এই ত্রিবিধ সবনকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে এই গায়ত্রীছন্দ—এজন্য সমস্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী প্রধান। তাছাড়া ত্রিবর্ণের উপনয়ন সংস্কারে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয় এজন্যও সমস্ত ছন্দের মধ্যে এই গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্য।

আর দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ-মাসে নানা প্রকার নতুন ধান্যাদির জন্ম হয়, নানা প্রকার শাক শব্জী উৎপন্ন হয়, প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে গৃহ ও এই সময়ে শীতও বেশী থাকেনা, গ্রীষ্মও বেশী থাকেনা বলে এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। সমস্ত ঋতুদের মধ্যে বসন্ত কালেই নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হয় এজন্য মনোরম তাছাড়া শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের বসন্ত ঋতুতেই নানাপ্রকার যজ্ঞের আরম্ভ প্রশস্ত বলে উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি নানা কারণে এই ঋতুর প্রাধান্য অতএব এসবে ভগবানের বিষেশ প্রকাশ। ( মধুসূদন )

ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রীছন্দের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে গায়ত্রীছন্দই একমাত্র সোমাহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য এই ছন্দ শ্রেষ্ঠ।

( শ্রীধরস্বামী )।

**বৃহৎসাম তথা সাম্নাং**—সামবেদ সুর করে গাওয়া হয়—আর সুর ও গান সকলের মনকে মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে সেজন্য সামবেদ সর্ব্বজন প্রিয় ছিল তখনকার দিনে। আবার বৃহৎ সাম নামে মন্ত্রটি প্রধান এবং সেইটীতে ভগবানের প্রকাশ।

**গায়ত্রী ছন্দসামহম্**—ছন্দযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রী মহিমা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও স্বীকৃত হয়েছে।

**মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং**—আগে অগ্রহায়ণ মাস থেকে বছর গণনা সুরু হত। তাছাড়া এসময় ক্ষেত, খামার মাঠ, ঘাট সবই ফসলে প্রাচুর্য্যে ভরে থাকে—মানুষ তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে, সেই সময় বিশেষ গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই থাকেনা কাজেই

একটী বিশেষ ভালো মাস। সেজন্য ভগবান নিজেকে অগ্রহায়ণ মাসের সঙ্গে তুলনা করলেন।

**ঋতূনাং কুসুমাকরঃ**—বসন্তকালও সৌন্দর্য্যে, আকর্ষণে, সাচ্ছন্দে সেরা ঋতু। কবির ঋতু—এই ঋতুতেই ভগবান বার বার ধরার বুকে নেমে এসেছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।**
**জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬**

অহং ছলয়তামস্মি দ্যূত্যম্ ( ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি পাশা-খেলা ) তেজঃ তেজস্বিনাং অহম্ ( তেজস্বী ব্যক্তিগণের আমি তেজ ) জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি ( আমি জয়, আমি উদ্যম ) সত্ত্বং সত্ত্ববতা-মহম্ ( সত্ত্বগুণিগণের সাত্ত্বিকগুণ )।

আমি ছলনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের আমি তেজ। বিজয়ীপুরুষের বিজয় গৌরব, উদ্যমশিলগণের মধ্যে আমি অধ্যাবসায় এবং সত্ত্বগুণ ব্যক্তিগণের আমি সাত্ত্বিকভাব।৩৬

এই মন্ত্রে ভগবান দেখাচ্ছেন যে জগতে তিনি ছাড়া কিছু নাই; ভালো মন্দ সবই তাঁরই শক্তিতে হচ্ছে। তাই প্রবঞ্চকগণের দ্যূত-ক্রীড়া যা বেদাদি শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে সেটীর মধ্যেও নিজের বিভূতির প্রকাশ দেখালেন। তেজস্বী অর্থাৎ উগ্রস্বভাব ব্যক্তিগণের শক্তি স্বরূপ আমারই বিভূতি ক্রীড়া করছে। উদ্যমশিল ব্যক্তিগণের উদ্যমও আমি আবার সত্ত্বগুণী ব্যক্তির ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রকাশও আমার বিভূতি প্রসূত হয়ে থাকে।

( শঙ্কর, মধুসূদন, ও অন্যান্য আচার্য্যগণ )।

**দ্যূতং ছলয়তামস্মি**—আমি ছলনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া কেন একথা বললেন? এটাতো অশুভ। নিজেকে খারাপ জিনিষের সঙ্গে কেন বর্ণনা করলেন? নিখিল বিশ্বে যিনি কল্যাণগুণের আকর তিনি কেন দ্যূতক্রীড়া হবেন? উত্তর এই যে, যা কিছু ভূমাস্বরূপ তাই নির্দোষ। ছোট্ট একশিশি জলে বা একপাত্র জলে এক ফোঁটা বিষ দাও ক্ষতিকর হবে কিন্তু বিরাট সমুদ্রে—কি বিশাল গঙ্গায় এক ফোঁটা তো দূরের কথা একজালা বিষও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। সেই রকম নিখিল বিশ্বের কল্যাণশক্তির আধার যিনি দ্যূতক্রীড়ার পরিমাণ সেখানে কিছুনা। তিনি সেই কল্যাণগুণের আকরই থেকে যান। ( বেদচ্ছন্দা )

ভগবান ছলনাকারিগণের মধ্যে নিজেকে দ্যূতক্রীড়া বললেন একথার আরও একটী গভীর দ্যোতনা আছে—যেখানে পাশাখেলা হয়, সেখানে সব কয়টী ছলনাকারী জুয়ারী এক জায়গায় জমা হয়, শেষে মস্তবড় জুয়ারীর হাতে একদিন সকলের পরাজয় হয়। তারই হাতে সকলের সবকিছু খোয়া যায়—কথাটা ঠিকই; মানুষ যত বড় জুয়ারীই হোক, আর যত ছলনা বা যতবড় ঠকবাজীই করুক, একদিন মহাকালের হাতে সব খোয়া যায়—কাজেই তিনি মস্তবড় ছলী বিশেষ করে খুব ছলনাকারীদের কাছে ভগবানও ছলনাময় হরি "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" ( বেদচ্ছন্দা )

**তেজঃ তেজস্বিনামহম**—এখানে ভগবান বলছেন মানুষের অহঙ্কার করার কিছু নাই, তেজস্বীর তেজ তিনি নিজে—বিজয়ী পুরুষেরও গর্ব্বের কিছু নাই, তিনি সেই জয় নিজে—আর অধ্যবসায়ী

পুরুষদের তিনি উত্তম এবং সত্ত্বগুণী পুরুষের মধ্যে সত্ত্বগুণ—সবকিছু শ্রেষ্ঠগুণ তিনি নিজে, সেজন্য মানুষের নিজের জন্য গর্ব্ব বোধের কিছু নাই, আবার অপরকেও বিদ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, করারও কিছু নাই। একথা মনে রেখে চললে মানুষের জীবনে কত শান্তি আসতে পারে, সমাজের সংকীর্ণতা কত দূর হতে পারে একথা বুঝবার বিষয়।

( বেদচ্ছন্দা )।

গীতায় অন্যত্র ঃ—

সবকিছু শুভগুণ ঈশ্বর হতেই উদ্ভুত—৫।১০, ২৯।১০, ১২।৭, ১৫।১৫।

পুরুষকার— ৪।১২, ৪৪।২, ৩০।৯, ৩৬।১০ ৫৯।১৮।

**বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।**
**মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥৩৭**

অপি অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ ( বৃষ্ণি বংশিয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব) পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ( পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় ) মুনীনাং অপি অহং ব্যাসঃ (মুনিদের মধ্যে ব্যাস) কবীনাং উশনঃ কবিঃ ( কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য্য )।

আমি কৃষ্ণীবংশিয়গণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন মুনিদের মধ্যে ব্যাসদেব, এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।৩৭

বৃষ্ণিবংশীয়জনগণের মধ্যে আমি তোমার সখা ভগবান বাসুদেবই শ্রেষ্ঠ। ( শঙ্করাচার্য্য )

বাসুদেব অর্থাৎ 'সংকর্ষণ' বলরাম ( বলদেব )। আমি উপদেষ্টা বাসুদেব পুত্র। ( রামানুজ ও মধুসূদন )

মননশীল সর্ব্ব পদার্থজ্ঞানীদের মধ্যে অথবা বেদার্থ মননশীলদের মধ্যে ব্যাসদেবই শ্রেষ্ঠ। (শ্রীধরস্বামী, বল্লভ)

এই মন্ত্রে ব্যাখ্যার কিছু নাই—বৃষ্ণিবংশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তো শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই, আর পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ বীর এবং ভগবানের সখা কাজেই শ্রেষ্ঠ। আর ব্যাসদেবের মত পণ্ডিত জ্ঞানী ও ভক্ত কোন মুনি ছিলেন না। ব্যাসদেবকে নারায়ণের অংশাবতার বলা হয়। তবে শুক্রাচার্য্যের কবিত্বশক্তির কথা বিশেষ কিছু বর্ত্তমানে জানা যায়না—এটী এখন এযুগে বোধগম্য নয়।

(বেদচ্ছন্দা)

**দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।**
**মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮**

অহং দময়তাং দণ্ডঃ (আমি শাসনকারিগণের দণ্ড) জিগীষতাম্ নীতি অস্মি (জয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের আমি সামাদি নীতি) গুহ্যানাং মৌন এব (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে আমি মৌন) জ্ঞানবতাং চ জ্ঞানং অস্মি (জ্ঞানীদিগের আমি জ্ঞান)।

শাসনকর্ত্তৃগণের হাতে আমি দণ্ড, জয়েচ্ছু মানুষের মধ্যে আমি সামদানভেদ ইত্যাদি নীতি, গোপনীয় বিষয় সকলের আমি মৌন এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞানস্বরূপ।৩৮

যে শাসন প্রভাবে বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল জনগণ সংযত পথে চলতে বাধ্য হয় ভগবানই সেই দণ্ডের প্রেরয়িতা ও নিয়ামক। সেজন্য দণ্ডধারীর দণ্ডশক্তি ভগবানেরই বিভূতি।

যে উপায়ে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে জয়লাভ করা হয় আমি

সেই নীতি। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যুদ্ধে জয়লাভে চারটীর নীতি যেখানে যেমন প্রয়োজন হয় প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ নীতিও তাঁর বিভূতি।

গোপনীয় বিষয় সকলের মধ্যে আমি মৌনভাব। মৌন শব্দের অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক নিদিধ্যাসন বুঝতে হবে। এছাড়া জ্ঞানীগণের জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিপক্কতা হতে যে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় ও যা অন্য সমস্ত অজ্ঞান নাশক সেই জ্ঞানই ভগবানের বিশেষ বিভূতি স্বরূপ।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, বলদেব, রামানুজ ইত্যাদি )

এই মন্ত্রে মানবের জ্ঞান, মৌনভাব, ক্রিয়াকৌশল ও সংযমশক্তিকে যোগ বা শক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। মৌনভাবই শ্রেষ্ঠ গুহ্যভাব। ( যোগানন্দ )

শ্রীভগবান এখানে—বহুতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর, বিভূতি বর্ণনার পর, রাজতন্ত্র সম্বন্ধে দু একটী কথা বলেছেন—রাজ্যশাসন, পরিচালনা করতে গেলে, বহুজনকে শাসনাধীন রাখতে গেলে দণ্ডবিধান প্রয়োজন সেকথা বলছেন। রাজার ক্ষমতা ও শাসননীতি দৃঢ়ভিত্তিযুক্ত করতে গেলে অমান্যকারিগণের সাজা বা শাস্তি একান্ত প্রয়োজন সেকথা এখানে বলছেন—রাজশক্তি দুর্ব্বল হাতে পড়লে রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে নানা গোলমাল আসে। একথা বহু ইতিহাসে দেখা গেছে।

জয়লাভ করতে শুধু শক্তি প্রয়োগ করলেই হয়না—কোথাও

বুদ্ধি কৌশল এসবও প্রয়োজন হয়। সে জন্য 'সাম-দান-ভেদ' ইত্যাদি নীতি তখনকার শাসনতন্ত্রে প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে বলছেন। কোন বিষয় যদি গোপন রাখার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় সেখানে মৌনভাব অবলম্বন করতে হয়। এও রাজনীতির একটী কৌশল।

আর শেষে বলছেন, সমস্ত জ্ঞানীদের মধ্যে জ্ঞানরূপী বিভূতি নিয়ে ভগবান বিদ্যমান থাকেন তবেই জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করতে পারে বা জ্ঞানী খ্যাতি অর্জ্জন করে। অর্থাৎ সবের মধ্যেই ভগবানের শক্তি এই চিন্তা নিয়ে সাধনা করে যেতে হবে। তবেই কর্ম্ম হবে তখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং মিলবে মুক্তি। (বেদচ্ছন্দা)

গীতায় অন্যত্র—

দণ্ডঃ দময়তাং—৪১।১০, ৩৬।১০, ২৯।১০

**যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।**

**ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥৩৯**

হে অর্জ্জুন যৎ চ অপি (যা কিছু) সর্ব্বভূতানাং বীজং (সর্ব্ব-জীবের উৎপত্তি কারণ) তৎ অহম এব (আমি তাই) ময়া বিনা যৎ স্যাম (আমাছাড়া যা হতে পারে) তৎ চরাচরম্ ভূতং ন অস্তি (সেরূপ পদার্থ বিশ্বচরাচরে নাই)

হে অর্জ্জুন সর্ব্বজীবের বা জগতের যা কিছু উৎপত্তি কারণ বা আদি কারণ সে আমিই, আমি ছাড়া কোন পদার্থ বিশ্বচরাচরে নাই।৩৯

এস্থলে বিভূতি বর্ণনা উপসংহার করে আনছেন ও বলছেন আমি

সমস্ত কিছুর প্ররোহ কারণ। চেতন অচেতন যাই হোক, জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যা আমাব্যতীত সৃষ্ট বা স্থিত। আমার সত্ত্বা ব্যতীত কারো সত্ত্বা নাই। আমাকর্ত্তৃক ত্যক্তবস্তু শূণ্য মাত্র, কেননা আমি সকলের আত্মা। ( শঙ্করাচার্য্য )

এই বিরাট সৃষ্টির যা কিছু সে ওই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যবীজ। ভগবানই সর্বভূতের বীজপ্রদ পিতা। সচ্চিদানন্দঘন আত্মার দ্বারাই সকলের সিদ্ধি হয়। ( আনন্দগিরি )

আমিই একমাত্র কারণ আর এই নিখিল বিশ্ব আমার কার্য্য।

( মধুসূদন )

আমিই সৃষ্টির বীজ স্বরূপ। সাধারণ বীজ ঠিক নিজের ধরণের বৃক্ষ উৎপাদন করে, অন্যধরণের উৎপাদনে সক্ষম নয়; কিন্তু আমিই সেই একমাত্র বীজ যার থেকে অসংখ্য প্রকারের সৃষ্টি, তাছাড়া স্থিতি ও প্রলয় সম্ভব। ( পণ্ডিত দামোদর )

বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ। তেমনি সর্ব্বভূতের মূলকারণ মায়া উপহিত চৈতন্য—ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ছাড়া কোন ভূতই সৃষ্টি হতে পারেনা। ( কৃষ্ণানন্দ )

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্ব যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—উপনিষদের মতই ভগবান এখানে বললেন সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যেপে যা কিছু ভাব, যা কিছু সৃষ্টি, যা কিছু গুণ, যা কিছু শক্তি সবই ভগবান নিজে। এটী ধ্যানের বস্তু বোধে বোধ করার বস্তু। ( বেদচ্ছন্দা )

**নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।**
**এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ।।৪০**

হে পরন্তপ ( শত্রুতাপন ) মম দিব্যানাং বিভূতীনাং ( আমার দিব্য বিভূতিরাশির ) অন্ত ন অস্তি ( শেষ নাই ) এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ( এই বিভূতি বিস্তার ) ময়া ( আমার দ্বারা ) উদ্দেশতঃ ( সংক্ষেপে দিগদর্শনরূপে ) প্রোক্তং ( কথিত হল )।

হে পরন্তপ আমার দিব্য-বিভূতি রাশির শেষ নাই। আমি যে কথা বিভূতি সম্বন্ধে বললাম তা আমার বিভূতি যোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র।৪০

হে শত্রুতাপন, আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরের বিভূতির বর্ণনা করতেও কারো ক্ষমতা নাই। আমি যে বিভূতির কথা বললাম তা অংশত মাত্র; সম্পূর্ণ বলে শেষ করা যায় না। ( শঙ্করাচার্য্য )

মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ভগবানের অনন্ত বিভূতি ধারণা করা সম্ভব নয়। ( বল্লভ, রামানুজ )

এমনকি সর্ব্বজ্ঞেরও আমার দিব্য বিভূতির কথা জানবার বা বলবার সামর্থ্য নাই। ( মধুসূদন )

অর্জ্জুন শাস্ত্রমুখে বহুবার পড়েছেন বা শুনেছেন যে ভগবানের বিভূতি অনন্ত, গুণ অনন্ত ইত্যাদি—এখানে ভগবান সেকথা আবার বললেন কেন ? প্রয়োজন ছিল কি বলার ? একটা কথা হচ্ছে শাস্ত্রে পড়া এক জিনিষ, আর স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ থেকে শোনা আর এক জিনিষ। এখানে ভগবান অনন্ত বিভূতির কথা বলেছেন পরে আরোও বলে যাচ্ছেন—'একাংশেন স্থিতো জগৎ' ইত্যাদি এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করানো—এসবের

পেছনে কারণ আছে। এর প্রয়োজন ছিল—অর্জ্জুন, স্বামীজী প্রমুখ বিরাট শক্তির আধার, এদের যদি ঠাকুর শুধু বলতেন—জপমালা ঘোরাও এককোণে বসে ; তাহলে কি কাজ হত ? কাজেই ভগবান তাদের সেই বিশেষ শক্তির আধারের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতার আবরণ ছিল, গণ্ডী ছিল, সেটী ভেঙ্গে না দিলে কাজ হত না—অথচ তাঁদের ওপর নির্ভর করেছিল—বিরাট ভারতের উন্নতি রক্ষা—কিন্তু একজন বলছেন, 'ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবো' আর একজন বলছেন, 'আমি ওসব পারবো না, আমি শুকদেবের মত সমাধিতে ডুবে থাকবো' ইত্যাদি কথা। দুজনেই ক্ষুদ্রতার সঙ্গে কথা বলছেন—ক্ষুদ্রতার গণ্ডী নিয়ে বসে আছেন, অর্থাৎ নিজের শান্তির কথা চিন্তারূপ গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে, বিশ্বের কল্যাণার্থে ভূমার দৃষ্টি দিতে গিয়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন—আর স্বামীজীকে স্পর্শ মাত্রেই সমস্ত বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে যেতে লাগলো—'ভাসে ব্যোমে ছায়াসম এ বিশ্ব চরাচর'—'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি।' ইত্যাদি উপলব্ধি হওয়ায় তখন বিশ্বকল্যাণে নামলেন। এই যে গীতা এটী এখন আমাদের কাছে সুললিত সংস্কৃত কাব্য বা শ্লোক সমন্বিত মাত্র কিন্তু সমস্ত ভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের যে কি গভীর অনুভূতি; ভেতর একেবারে ভেঙ্গে চূড় করে দিলেন, সে অনুভূতি তো আমরা ধারণা করতে পারবো না। এই বিশ্বরূপ দেখানোর আগে প্রস্তুতি দিচ্ছেন এই শ্লোকে—যে আমার অনন্ত বিভূতির কিছুমাত্র বললাম—আর বিচিত্র বিভূতিযুক্ত এই বিশ্বচরাচর মাত্র আমার একটী অংশে বিদ্ধৃত হয়ে রয়েছে ; এর বাকী অংশটুকু যে কি সেটী 'অবাংমনসো

গোচরম’। পরন্তপ বলে সম্বোধন করে শত্রুধ্বংস করার যে অন্তর্নিহিত শক্তি মোহগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল সেটীকে পুনরুদ্দীপিত করছেন।

( বেদচ্ছন্দা )

মম দিব্যানং—২।১০, ১২।১০, ১৩।১০, ১৪।১০, ১৫।১০, ১৬।১০, ১৯।১০, ২২।১০, ২৬।১০, ৩৭।১০, ৪০।১০, ৫।১১, ৮।১১, ১০।১১, ১১।১১, ১২।১১, ১৩।১১, ১৪।১১, ১৫।১১, ২৫।১১, ৩১।১১, ৩৮।১১, ৪৫।১০।

**যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।**
**তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্ ॥৪১**

বিভূতিমৎ ( ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ যাতে ) শ্রীমৎ ( লক্ষীযুক্ত ) উর্জ্জিতং এব বা ( অতিশয় প্রভাবযুক্ত ) যৎ যৎ ( যে যে বস্তু ) তৎ তৎ এব তৎসমস্তই ( মম ) তেজোঽংশ-সম্ভবম্ ( আমার শক্তি অংশ থেকে জাত ) অবগচ্ছ ( জেনো )।

যা কিছু ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, লক্ষীশ্রীসম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন সে সমস্তই আমার তেজ অংশ সম্ভূত বলে জানবে।৪১

যে যে প্রাণবন্ত, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, লক্ষী, সম্পৎ, শোভা বা কান্তিযুক্ত, বল ইত্যাদির আধিক্যযুক্ত সেই সমস্তই আমাব তেজের অর্থাৎ শক্তির অংশ সম্ভূত। ( মধুসূদন, শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি )

ঈশিতব্য সম্পন্ন যা কিছু, ভূতজাত সমৃদ্ধিযুক্ত, কল্যাণযুক্ত যা কিছু, সবই আমার নিয়মন শক্তি প্রসূত ( রামানুজ )।

যা কিছু শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ বলে মনে হবে তাতেই আমার বিশেষ প্রকাশ জানবে। ( কৃষ্ণানন্দ )

এই সমস্ত কথাগুলির মধ্যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের light theoryর মিল রয়েছে। light theoryর formulaতে ফেলে এগুলি ব্যাখ্যা করা যায়। বিভূতি কথার অর্থ বিশেষ গুণ যা বিশেষরূপে উজ্জ্বল করে তোলে, জগৎ সমক্ষে উজ্জ্বল ভাবে ধরে দেয়, সেটী বিভূতি।

সত্ত্বং—যা কিছু সত্ত্বগুণোদ্ভুত তাই প্রকাশশীল, 'তত্রসত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম',—অর্থাৎ সত্ত্বগুণযুক্ত—সাধু মহাপুরুষ—অবতার পুরুষ—সত্ত্বগুণী লোক যতই অপ্রকাশ বা নিরালায় থাকার চেষ্টা করুণ ঠিক তাদের প্রকাশ হবেই। জগতে মহিমার কথা ছড়িয়ে পড়বেই—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, নিজের শ্রীঅঙ্গের রূপ সম্বন্ধে 'ঢুকে যা ঢুকে যা' বলে, তবুও জগৎ জুড়ে চলছে ঠাকুরের নাম, কথা, পূজা—এখানেও সেই light theory এসে পড়ছে, যার ওপর light reflect করে তাই চোখের সামনে ধরা পড়ে উজ্জ্বল হয়ে। এখন এই যে, সত্ত্বগুণ, এই যে ভগবৎ বিভূতি এগুলি ভগবানের 'তেজোঽংশ সম্ভূত' অর্থাৎ ভগবৎ সত্ত্বা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মত এসে যার ওপর পরে সে সমস্তকে উজ্জ্বল করছে প্রকাশিত করে তুলছে—আলোক রশ্মির মত।

শ্রীমৎ—অর্থাৎ সুন্দর—শ্রীযুক্ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যাঁরা ভগবানকে ডাকেন এবং ভগবৎ লাভ করেন তাঁরা শ্রীযুক্ত হন। কাটিয়াবাবা অত কঠোর তপস্যা পরায়ণ সাধু তো—ছবিতে হাসছেন কিন্তু হাসিতে যেন অমৃত ঝরে পড়ছে—সে হয়তো চেহারা তেমন ভালো নয়—তবুও দেখবে ঠিক ঠিক সাধু মহাত্মার মধ্যে একটা শ্রী থাকবেই—এখানেও সেই light theoryর কথা এসে পড়ছে—

সূর্য্যের সাতটা রঙ জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে, ফুলের মধ্যে এসে পড়ছে। সব রঙ absorb করে যে রঙ absorb করতে পারে না, সেই রঙটি বাইরে প্রকাশিত হয়। এমনি করেই ফল ফুল ইত্যাদি যা কিছু রঙীন সুন্দর বস্তু সবই হচ্ছে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলনের ফলে। তেমনি ভগবানের তেজ অংশভূত আলোক রশ্মি আমাদের মধ্যে এসে নিত্য নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে—মহাপুরুষগণ বা শক্তিমান পুরুষগণ ভগবানের অংশভূত তেজ ধরতে পারেন এবং absorb করে কোন কোন বিশেষ আলো মেলে ধরেন—তাই তাঁরাই জগতে শ্রীমৎ হয়ে দাঁড়ান।

ঊর্জ্জিতম্—অর্থাৎ উচ্ছলিত—এখানেও light theoryর কথা—electron গুলি Protonকে কেন্দ্র করে নিজের নিজের orbitএ ঘুরছে—কিন্তু যখনই সেটী থেকে চ্যুত হয়—jump করে—তখনই আলোর বিকিরণ—এই jump করাই উছলে পড়া—ঊর্জ্জিতম্—এখানে মিল রয়েছে বৈকি।

আধুনিক বিজ্ঞানে বলে দুটী energyর কথা-bottled energy আর free energy—এই bottled energyর ফলেই সমস্ত matter বা জড়বস্তুর সৃষ্টি—আর free energyর ফলে আলো উত্তাপ radiation এসব সৃষ্টি। যখন electron গুলি protonকে কেন্দ্র করে নিজের নিজের orbitএর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধভাবে ঘোরে তখন সেই গণ্ডীবদ্ধ ঘোরার ফলে হচ্ছে matter আর যখন protonকে কেন্দ্র করে electron গুলি নিজের orbit এ গণ্ডীবদ্ধভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ jump করে নিজের নিজের কক্ষচ্যুৎ হয় বা orbit থেকে লাফিয়ে পরে তখন energyর সৃষ্টি হয়—এবং তখন সেটী গণ্ডীবদ্ধভাবে নয়—

সেটী তখন free বা মুক্ত—এই free energy থেকেই light heat এসবের সৃষ্টি।

এই মন্ত্রটী নিয়ে আমাদের সাধনাও করতে হবে, যা কিছু শ্রীযুক্ত, তেজযুক্ত বা শক্তিযুক্ত, সেই সবই ভগবানের অংশভূত—যেমন সূর্য্য, অগ্নি ইত্যাদি—আমাদের সাধনা সহায়ে, প্রাণায়াম সহায়ে সেই সমস্ত বিভূতিযুক্ত বস্তু থেকে জ্যোতি, শক্তি, তেজ—ফুলের পবিত্রতা ইত্যাদি আকর্ষণ করে নিজের অন্তর-রাজ্যকে তেজযুক্ত—জ্যোতির্ম্ময় পবিত্রতম করে তোলা। যেমন সূর্য্যত্রাটক করা। তারপর রোদে বসে জপ করার সময়, আগুন জ্বেলে হোম করার সময়, ওই সূর্য্যের বা আগুণের তেজ-জ্যোতি-অন্তরে আকর্ষণ করা—বা বিরাট জলাশয়ের তীরে বসে জপ সহায়ে তার শীতলতাকে আকর্ষণ করে অন্তরের অন্তঃস্থলকে শান্ত করে তোলা—ঋষিরা যেমন করতেন—'শান্তমুপাসীত তজ্জলান ইতি'—সিন্ধু শতদ্রুর বিরাট তীরে বসে ধ্যান করে তাদের এই উপলব্ধি—কাজেই এই মন্ত্রটী নিয়ে সাধনা করা দরকার। (বেদচ্ছন্দা)

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই যথা—গীতায় আছে যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেকচার দেওয়ার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেন যে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। (কথামৃত ১।১২।৩)

অগ্নিতত্ত্ব সর্ব্বভূতে আছে, সব জিনিষে আছে কিন্তু কাষ্ঠে তার বেশী প্রকাশ (কথামৃত ৫।১২।৪)

তিনি ভালো লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, সূর্য্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ।

আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত গীতাতে এসব আছে। ( কথামৃত ৪।৬।৪ )

তিনি কারোকে বেশী শক্তি, কারোকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে।
( কথামৃত ২।৮।২।৭৫ )

গীতায় অন্যত্র—

বিভূতিমৎ——৭।১০, ১৬।১০, ১৯।১০

সত্ত্ব—২৭।১৩, ৪৫।২

তেজ—৩৬।১০, ৯।৭, ১০৭, ১২।১৫

**অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।**
**বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২**

অথবা, হে অর্জ্জুন, এতেন বহুধা জ্ঞাতেন কিং ( এত বিস্তৃতভাবে জানার কি প্রয়োজন ) অহং ইদম্ কৃৎস্নং ( আমি এই সমস্ত বিশ্বচরাচর ) একাংশেন বিষ্টভ্যস্থিতঃ ( একাংশে মাত্র ধারণ করে অবস্থান করছি )

অথবা হে অর্জ্জুন এত সুবিস্তৃত ভাবে জানার তোমার কি

প্রয়োজন ? আমি এই সুবিশাল জগৎ সৃষ্টি করে আমার একাংশে মাত্র ধারণ করে অবস্থান করছি।৪২

উপসংহারে ভগবান বললেন, হে অর্জ্জুন আমার অনন্ত বিভূতি খণ্ড খণ্ড ভাবে বা স্বতন্ত্ররূপে কত জানবে ? তার প্রয়োজনই বা কি ? আমি সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং সকলই যখন আমার তেজে উদ্ভাসিত, তখন স্বতন্ত্রভাবে বিভূতির কথা জানার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আমার একাংশ দ্বারা সমগ্র জগৎ স্তব্ধীভূত করে অবস্থান করছি, বৈদিক মন্ত্রেও আছে পরমেশ্বরের একটিমাত্র পাদ-স্বরূপে ভূতনিচয় আবৃত। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, হনু )

বিভূতি সম্বন্ধে বহু কথা বলার পর এই অধ্যায়ে উপসংহারকালে বলছেন বিভূতি সম্বন্ধে কত আর বিস্তৃতভাবে জানবে ? শুধু এইটুকু জানলেই হবে যে আমার একাংশমাত্র দ্বারা বিশ্বজগৎ বিদ্ধৃত বা আমি আমার একটী মাত্র অংশ দ্বারা বিশ্বজগৎ ব্যেপে রয়েছি। শ্রুতিমুখেও বলা হয়েছে অবশিষ্ট আমার ত্রিপাদ সত্ত্বা অমৃত স্বরূপ। কাজেই তুমি পৃথক পৃথক জানার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি ত্যাগ করে পরমাত্ম দৃষ্টি কর। ( মধুসূদন )।

এই অধ্যায়ে সমস্তক্ষণ বিভূতি বর্ণনাশেষে বলছেন সমস্ততেই ভগবানবোধ আনার জন্যই বিভূতি যোগ সৃষ্ট। শেষে বলছেন প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক ভগবানের উপস্থিতি ধারণাই শ্রেষ্ঠ। কেন না তিনি ছাড়া কেউ নাই, কিছু নাই। ( শ্রীধরস্বামী )

চিদচিদাত্মক সমুদয় জগৎ প্রকৃতি ও তার বিকৃতি অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র দ্বারা বিধৃত। ( রামানুজ )

**সৃষ্টির সবকিছু ভগবানের ক্রীড়াত্মক ও একাংশ দ্বারা মাত্র** বিদ্ধৃত এটী ধারণা করলেই হল। ( বল্লভাচার্য্য )

যা কিছু শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি সে সমস্ত ভগবানের বিভূতি, কিন্তু এগুলি যত দীপ্ত বা গুরুত্বপূর্ণ হোক তাঁর অনন্তশক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। তাঁর কণা মাত্র শক্তির সহায়তায় সৃষ্টি বিদ্ধৃত, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**অথবা বহুনৈতেন**·········ইত্যাদি—এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কতখানি কৃপামূর্ত্তি ফুটে উঠেছে, কতখানি মনোবিজ্ঞানবিদের মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে সেটী লক্ষ্য করার বিষয়। অর্জ্জুন যতবড় ভক্তই হন বা যোদ্ধাই হন—বিশ্বপিতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো কিছুই না—ক আউন্স brainএ ভগবানের বিভূতির কথা তিনি কতটুকু জানতে সক্ষম হবেন, তাঁর অনন্ত সত্ত্বার অতি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব অথচ তিনি ভগবানের বিভূতির কথা জানতে চাইছেন—একটী Class I-এর ছেলে যদি একজন M. S. C. পাশ করা লোককে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কি পড়েছেন বা কি কি বিষয় সম্বন্ধে পড়েছেন বলুন তো'—তাহলে যে M. S. C. পাশ করেছে তার পক্ষে একেবারে I থেকে M. S. C. পর্য্যন্ত বইগুলোর নাম, বিষয়বস্তুর নাম বলাও যেমন শক্ত, তার থেকে আরও অনেক শক্ত হচ্ছে Class I ছেলেটির সেগুলো ধারণা করা—বা বোঝা। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ হয়তো বলবে 'দূর ছেলে তুই কি বুঝবি, বলে হয়তো অবজ্ঞা করে, অহংকার করে' তাকে দমিয়ে দেবে—কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতবড় বিজ্ঞানীর মত ধৈর্য্য সহকারে, আদর

কয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর বিভূতির কথা অর্জ্জুনকে—এই অধ্যায়ের সুরুতেই বিরক্তির সঙ্গে নয় অতি স্নেহ ভরে অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—

'ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ'।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥

সুরুতেই অর্জ্জুনকে মহাবাহো বলে সম্বোধন করছেন—এবং সেটী প্রীতিকর এবং হিতকর ভাবে বলে যাচ্ছেন। আর সমস্ত অধ্যায় জুড়ে বলতে বলতে সমস্ত সত্ত্বাটী নিজের বিভূতি বর্ণনায় গর গর করে উঠেছে, তখন সেটী দমন করে বলছেন—এত সমস্ত জেনে তোমার কি প্রয়োজন—এই সমস্ত যা কিছু দেখছ, সেটী মাত্র আমার একাংশে বিদ্ধৃত হয়ে আছে, আমার অনন্ত সত্ত্বার কথা অজানাই রয়ে যায়—মানুষের এতটুকু বুদ্ধিতে সেটী সম্পূর্ণ জানাও সম্ভব নয়—দেখাও সম্ভব নয়।' অনেক কিছুই বলে তবে শেষে বলেছেন—এত জেনে কি কাজ' কিন্তু প্রথমেই এটী বলে অর্জ্জুনকে দমিয়ে দিলেন না—এইখানে মনোবিজ্ঞানীর আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। (বেদচ্ছন্দা)

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতি-যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ

# একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

**মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।**

**যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ।।১**

অর্জ্জুন উবাচ ( বললেন ) মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ ( আমার প্রতি কৃপা করে যে গোপনীয় ) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ( অধ্যাত্ম বিষয়ক ) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং ( যে বাণী তোমা কর্ত্তৃক বর্ণিত হল ) তেন মম ( তদ্দারা আমার ) অয়ং মোহঃ বিগতঃ ( মোহ দূর হল )

অর্জ্জুন বললেন—আমার প্রতি কৃপা করে যে পরম গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করলে—তাতে আমার শোকরূপ মোহ দূর হল ।১

তোমার একাংশ মাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যেপে অবস্থান করছ, এই বাক্য দ্বারা আমার অবিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে। তোমার বাক্য-রাজি পরম বিবেকপূর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ণ এবং করুণাপূর্ব্বক আমাকে বলার জন্য কৃতার্থ হয়েছি।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, মধুসূদন )

ভক্তিযোগ বিশেষভাবে প্রণিধান করার জন্য ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ বিভূতিসমূহ বললেন। ভগবানের শ্রীমুখ থেকে বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ দর্শনের ইচ্ছা অর্জ্জুনের মনে জাগলো। ( বলদেব )

ভগবানের-বিভূতি যোগ শ্রবণে আনন্দ নিমগ্ন অর্জ্জুন সেই পূর্ণ পুরুষকে দর্শন কামনায় এই শ্লোকের অবতারণা করেছেন। (বিশ্বনাথ)

জগতের বস্তু সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মস্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ছিল এবং সেই ভ্রান্ত ধারণাই অর্জ্জুনের যুদ্ধ কর্ম্ম বা স্বধর্ম্মে অনিচ্ছার কারণ। শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে অর্জ্জুনের এই মোহ দূর হল।

(শ্রীঅরবিন্দ)

আমার ওপর কৃপা করে নিরতিশয় গোপণীয় আত্মা ও অনাত্মার বিবেক সম্বন্ধীয় যে বাক্য বললেন, তার ফলে আমার বিপর্য্যয়াত্মা মোহ বিনষ্ট হয়েছে। (মধুসূদন)

এখানে অর্জ্জুন বললেন—আপনার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হয়েছে—কিন্তু এরপরও কয়েক অধ্যায় গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে হয়েছে। অর্জ্জুন যুদ্ধ করেছেন—কাজেই মোহ একবার গেছে আবার এসেছে—সখা, বন্ধু, আত্মীয়, এইভাবে দুজনে বহুদিন প্রণয় সূত্রে মেলামেশা করেছেন—এবং অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সেই সঙ্গে সেইমত ব্যবহারও করেছেন—কিন্তু অন্যান্য অধ্যায়ে তো বটেই দশম অধ্যায়ে নিজের বিভূতির কথা বিশেষভাবে বলায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলে, অনন্তশক্তিশালী বলে চিন্তা করতে বাধ্য করলেন এবং এই বিভূতি যোগ শুনেই সখা যে শুধু মানুষ দেহধারী সখাই নয় অনন্ত বিভূতির বা শক্তির অধীশ্বর এ ধারণা অনেকটা হওয়ায় সেকথা এখানে স্বীকার করছেন। (বেদচ্ছন্দা)

**ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।**

**ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২**

হে কমলপত্রাক্ষ ত্বত্তঃ ( হে পদ্মপলাশলোচন হরি তোমার কাছ থেকে ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ( সৃষ্ট বস্তু সকলের সৃষ্টি—প্রলয় ) ময়া বিস্তরশঃ ( আমা কর্তৃক বিশদভাবে ) শ্রুতৌ অব্যয়ম্ মাহাত্ম্যম্ অপি চ ( তোমার বিনাশ রহিত মহিমাও শ্রুত হল )।

হে পদ্মপলাশলোচন হরি, জীবজগতের জন্ম-মৃত্যু এবং তোমার অক্ষয় মহিমা এই সমস্তই তোমার কাছ হতে শ্রবণ করলাম।২

'ভব ও অপ্যয়' অর্থাৎ উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধে তোমার নিকট বহুকথা শ্রবণ করেছি। হে পদ্মপলাশলোচন হরি তোমার অব্যয় ( অক্ষয় ) মাহাত্ম্যও শুনেছি। ( শঙ্করাচার্য্য )

এই শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে যে সম্বোধন করলেন তাতে তার প্রেমের আধিক্য প্রকাশিত হয়েছে। ( মধুসূদন )

এই মন্ত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে অর্জ্জুন অচিরেই বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবেন। 'কমলপত্রাক্ষ' সম্বোধনে অর্জ্জুনের অত্যানুরক্তি ব্যক্ত হচ্ছে। তিনি বিশ্বরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হলেও বর্ত্তমানে কৃষ্ণ ভগবানের ভুবন মোহন রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ( রামানুজ )

ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অর্জ্জুন বুঝলেন যে ভগবানই জগতের মূল ও সূক্ষ্ম কারণ। ( কৃষ্ণানন্দ )

এখানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই সমস্ত জীবজগতের জন্মদাতা—সৃজনকর্ত্তা পালনকর্ত্তা, আবার সংহার কর্ত্তা, মহাকাল এসব বিভূতি যোগে শুনেছেন সেকথা সব স্বীকার করছেন—আস্তে আস্তে অর্জ্জুনের বিশেষ অহংকার নম্রতা লাভ করছে। ( বেদচ্ছন্দা )

**এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।**
**দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩**

হে পরমেশ্বর—যথা ত্বং আত্মনা (আপনার বিষয়) আত্থ (বলেছ) এতৎ এবং (এটী এই রকম) হে পুরুষোত্তম তব, ঐশ্বরং (ঈশ্বরীয়) রূপং দ্রষ্টুম ইচ্ছামি (রূপ দেখতে ইচ্ছা করি)।

হে পরমেশ্বর তুমি নিজের বিভূতি যা বললে তা এইরূপই বটে, পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঈশ্বরীয় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি ।৩

তোমার আত্মস্বরূপ বর্ণনা ও বিভূতি বর্ণনা যথাযথ তবুও হে পরমেশ্বর, তোমার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল ও বীর্য্যযুক্ত সেই ঈশ্বরীয়রূপ আমি দর্শন অভিলাষ করি। (শঙ্করাচার্য্য)

করুণা পরবশ তুমি যে বিভূতি যোগ বর্ণনা করলে, তার ফলে তোমার নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাবের কথা জেনে অবিশ্বাসের আশঙ্কা দূর হলেও তোমার সেই ঐশ্বর রূপ যা জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজ মণ্ডিত, সেইরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি। (মধুসূদন)

যে ব্যক্তি অন্তর প্রদেশে ভগবানের মাধুর্য্যরস উপভোগ করে পরমানন্দ লাভ করেছেন তার পক্ষে বিভূতি দর্শনের কোন প্রয়োজন হয় না কিন্তু তবুও অর্জ্জুনের মনে বিভূতি দর্শন, ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শনের সাধ জেগেছে, এ যেন মধুপানকারীর হঠাৎ কটু রস আস্বাদন ইচ্ছার মত। (বলদেব)

অর্জ্জুন এখানে সেই যোগেশ্বর, মহেশ্বর, পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত রূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। (শ্রীঅরবিন্দ)

অর্জ্জুন যে বিভূতির কথা শুনে এলেন এখানে সেগুলির কিছু কিছু দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।**

**যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪**

হে প্রভো তৎ যদি ( সেইরূপ যদি ) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ( আমার দেখবার যোগ্যতা ) ইতি মন্যসে ( এটী মনে কর ) ততঃ ( তাহলে ) হে যোগেশ্বর ত্বং মে ( তুমি আমাকে ) অব্যয়ং আত্মানং ( অক্ষয় আত্মরূপ ) দর্শয় ( দেখাও )।

হে প্রভো যদি তুমি মনে কর আমি সেইরূপ দর্শনের যোগ্য, তাহলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ দর্শন করাও।৪

অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধাই করতলগত যে সমস্ত যোগিগণের, সেইসব যোগিগণের পরমেশ্বব হে যোগেশ্বর হরি, আমাকে যদি যোগ্য মনে কর, তাহলে তোমার সেই ঐশ্বররূপ দেখাও। ( মধুসূদন )

হে প্রভু অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা, হে জ্ঞান প্রভৃতি কল্যাণ গুণাকর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব দর্শনের লক্ষণ জ্ঞান যোগের ঈশ্বর, তোমার পরমাত্মার নিত্য অব্যয় স্বরূপ দর্শন করাও।

( শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বলদেব বিশ্বনাথ )

ভগবৎ ইচ্ছাতেই অর্জ্জুনের মনে বিশ্বরূপ দর্শন অভিলাষ জাগলো কেননা অর্জ্জুনের ওপরে যে বিরাট কর্ম্মদায়িত্ব গ্রহণের আদেশ সেই সহস্র সহস্র মুখ থেকে গ্রহণই ঠিক। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এও বলছেন যদি দেখার আমি যোগ্য হই। হে যোগেশ্বর হরি। কৃপা করে আমাকে দেখাও তোমার অব্যয় রূপ। ( বেদচ্ছন্দা )

শ্রীভগবানুবাচ

**পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ-সহস্রশঃ।**
**নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫**

শ্রীভগবান উবাচ, হে পার্থ মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানা বিধানি (নানারূপ) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ অথ সহস্রশঃ (শত শত সহস্র সহস্র) রূপাণি পশ্য (রূপ দর্শন কর)।

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র, বিভিন্ন গুণ ও অবয়বযুক্ত এই রূপ দর্শন কর।৫

অর্জ্জুন নানাভাবে আকুল প্রার্থনা করলে ভগবান বললেন, হে অর্জ্জুন আমার অনেক প্রকার রূপ দর্শন কর। এই রূপ নানাবিধ অর্থাৎ নানারকমের, লোহিত পীত, ইত্যাদি নানা বর্ণের নানা অবয়ব-পূর্ণ—বিচিত্র। (শঙ্করাচার্য্য)

আমার অপরিমিত আকৃতি বর্ণ ও বিচিত্রতাপূর্ণ দিব্যাতিদিব্য অবয়ব সকল দর্শন কর বা দর্শনের যোগ্য হও। (মধুসূদন)

বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে, অর্জ্জুন ভগবানের আলৌকিক রূপ দর্শনের দেব দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলেন। অশেষ আকৃতি, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র অবয়ব, নানা দিব্যাতিদিব্য কান্তি ইত্যাদি অনন্ত বিভূতি দর্শন করার ভাগ্য কঠোর তপস্যা করেও সাধকগণ লাভ করতে পারে না। কিন্তু ভক্তবৎসল হরি অর্জ্জুনের একটী বার মাত্র প্রার্থনাতেই বিশ্বরূপ দর্শনের অনুমতি দিলেন, যোগ্যতা দিলেন। ভক্তের প্রতি

ভগবানের এত দয়া বলেইতো ভগবানের জন্য ভক্ত সব ছাড়তে পারে।

(কৃষ্ণানন্দ)

ভগবানের অনন্ত বিভূতি শত শত সহস্র সহস্র নানারকম বর্ণযুক্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সেগুলি দিব্যাতিদিব্য বিভূতি। (বেদচ্ছন্দা)

**পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।**
**বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬**

হে ভারত, আদিত্যান্ (আদিত্য সকল) বসূস্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ (বসুগণ রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারগণ) তথা মরুতঃ পশ্য (বায়ুগণ দেখ) বহুনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব্ব) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্যবস্তুরাজি) পশ্য (দেখ)।

হে ভারত, আমারই মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু দর্শন কর। এর আগে যা কখনও দেখনি, সেই সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর।৬

অর্জ্জুনকে ভারত সম্বোধন করার অর্থ অর্জ্জুন পুণ্যবান, জ্ঞানবান রাজর্ষি ভরতের বংশজাত সন্তান। অর্জ্জুন ভগবানের অনুচর এসব কারণে বিরাটরূপ দর্শনের অধিকার কিছু আছে। এই কথার পর ভগবান বলে যাচ্ছেন এই পৃথিবীতে যা কখনও কেউ দেখে নি সেই সব দর্শন তুমি করবে। অশ্বিনী ইত্যাদি দেবতাগণকে, একাদশ রুদ্রগণকে, ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণ ইত্যাদিকেই কেবলমাত্র আমার দেহে দেখবে তাই নয়, সমস্ত জগৎ আমার দেহ মধ্যে দেখবে।

(শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, আনন্দগিরি যোগানন্দ)

এ জগতে প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্র দৃষ্ট যে সকল বস্তু আছে সেই সব

আর সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অদৃষ্টপুর্ব্ব আশ্চর্য্যপূর্ণ যা কিছু বস্তু আছে সেই সমস্তই দর্শন কর। (রামানুজ)

তুমি ছাড়া অন্য কেউ যে দিব্যরূপ ও অনন্ত আকৃতি প্রকৃতি দর্শন করে নাই, সেই সব আশ্চর্য্য দর্শন কর। (মধুসূদন)

এই শ্লোকে ভগবান যে যে নাম করলেন সেই সব গুলিতেই বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। (বেদচ্ছন্দা)

ভারত—এই কথাটীও বিশেষ লক্ষণীয়। ভগবানের প্রত্যেকটী সম্বোধন গূঢ় অর্থ পূর্ণ—ভারত শব্দে সম্বোধন করেও গভীর মনো-বিজ্ঞানীর পরিচয় দিচ্ছেন—অর্থাৎ জ্ঞানী বলে সম্বোধন করে জ্ঞান সত্বাকে উদ্বুদ্ধ করছেন। (বেদচ্ছন্দা)

বিশ্বরূপ দর্শনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই ঃ—বাল গোপাল মাটী খাচ্ছেন দেখে মা যশোদা তিরস্কার করলে মুখ হাঁ করে গোপাল বললেন, 'মা দেখ মাটী খাই নি' তখন মা যশোদা মুখ মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন।

নারদ যখন শ্বেতদ্বীপে তপস্যাযুক্ত ছিলেন তখন ভগবান নারদকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন—মহাভারত শান্তিপর্ব্বে পাই একথা।

আবার কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে দুর্য্যোধনের নিকট গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। দুর্য্যোধন তাতে বিরক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বেঁধে রাখতে ও বন্দী করতে চেষ্টা করেন। তখনও ভগবান বিরাট রূপ ধারণ করেন। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বে পাই একথা—কিন্তু অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন সেরূপ কখনও কায়োকে দেখান নি।

**ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম।**
**মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭**

হে গুড়াকেশ ( অর্জ্জুন ) ইহ মম দেহে ( এই শরীরে ) একস্থং ( একত্রে অবস্থিত ) কৃৎস্নং ( সমগ্র ) সচরাচরম্ ( স্থাবর-জঙ্গম সঙ্গে ) জগৎ অন্যৎ যৎ চ ( আর যা কিছু ) দ্রষ্টুমিচ্ছসি ( দেখতে ইচ্ছা কর ) অদ্য পশ্য ( এখানে দেখ )।

হে অর্জ্জুন আমার শরীরে একত্রে অবস্থিত, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু দ্রষ্টব্য তুমি দর্শন কর এবং যা কিছু তুমি এখন দর্শন করতে অভিলাষ করছ সে সবই দর্শন করে নাও।৭

আরও বলছি শোন, হে নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন, আমার এই এক দেহেই সমস্ত সৃষ্টির স্থাবর জঙ্গমাত্মক সবই একত্রে অবস্থিত দর্শন কর। আর যুদ্ধে জয় পরাজয়াদি যে আশঙ্কা করছ, সেই জয় পরাজয়াদি যদি তুমি দেখতে ইচ্ছা কর তাহলে সে সমস্তও আমার এই এক দেহেই দেখতে পাবে। ( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দ গিরি )

অনন্ত দিক্ বা দেশ কালে ব্যাপ্ত, অনন্ত সৃষ্টিরূপ, কোটি জন্ম ধরে সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করলেও যা দেখা যায় না, সেই সমস্ত আমার কৃপায় দর্শন করতে সক্ষম হবে। সেই সমস্ত আমার এই দেহে একত্রে অবস্থিত দেখবে। শুধু কি তাই জগতের অবস্থা বিশেষাদি জয়-পরাজয়াদি যা কিছু তুমি দেখতে চাও সবই দেখতে সক্ষম হবে।

( মধুসূদন, শ্রীধর স্বামী, বলদেব )

আমার এই জন্মের এই দেহে একইক্ষণে সমস্ত বিশ্বচরাচর কোটি

কোটি ব্রহ্মাণ্ড, গ্রহ নক্ষত্র যা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কালে পরিদৃশ্যমান সে সমুদায়ই অধুনা দর্শন করবে। ( বল্লভ )

এই শ্লোকই হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শনের মূল কথা ভগবানের মধ্যে বহুর ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি এক হয়ে বহু—বহু হয়ে এক—সবই সেই এক। জগতে যে আমরা অসংখ্য বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্তু দেখি ভগবানের মধ্যে সে সমস্তই একত্রে মিলন সূত্রে অবস্থান করছে, 'ইহৈকস্থং' কথার এই অর্থ। একবার এই একত্ব দর্শন বা বোধ যদি হয়, তাহলে সমস্ত সঙ্কোচ ভয়, জয় হয়ে যায়, অতিবড় ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও জগৎলীলা আলিঙ্গন করা যায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ত্রিভুবনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যা কিছু সবই এক দেহে এককালে একক্ষণে অর্জ্জুনকে কৃপা করে দেখাচ্ছেন এবং অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় পাচ্ছিলেন সেই কথার উত্তরেও বললেন, কার জয় হবে তাও ওই বিশ্বরূপের মধ্যে দেখতে পাবে। ( কৃষ্ণানন্দ )

গুড়াকেশ—শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে নিদ্রাজয়ী হতে হয়। এই বলে সম্বোধনে অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

ভগবানের বিশ্বরূপের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির, সমস্ত শক্তি, বিলাসের পরিপূর্ণ সম্ভবনা নিহিত রয়েছে—অর্জ্জুনকে দেখাচ্ছেন—এই দেখানো এ একমাত্র অনন্ত শক্তির আধার ভগবানেই সম্ভবে। যেমন দক্ষিণেশ্বর লীলায় স্বামীজীকে ঠাকুর দেখিয়েছিলেন। আবার এই দর্শন স্থূল চর্ম্মচক্ষে হয় না সেটীও পরে বলবেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।**
**দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮**

অনেন চক্ষুষা এবতু ( তোমার ওই স্থূল চর্ম্ম চক্ষু সহায়ে ) মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ( আর রূপ দেখতে সক্ষম হবে না ) তে দিব্যং চক্ষু দদামি ( সেজন্য আমি দিব্যদৃষ্টি দান করছি ) মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ( আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ অসম্ভব সম্ভবকারী রূপ দর্শন কর )।

হে অর্জ্জুন, তুমি—তোমার চর্ম্ম চক্ষু দিয়ে আমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করতে সক্ষম হবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করছি ; সেই দিব্য চক্ষু দিয়ে তুমি আমার এই ঐশ্বরিক অসম্ভব সম্ভবকারী রূপ দেখ।৮

বিশ্বরূপধারী আমাকে এই চর্ম্মচক্ষে দেখতে তো সমর্থ হবে না। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি, সেই দিব্যচোখে অনন্ত রহস্যপূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন কর। ( শঙ্করাচার্য্য )

অর্জ্জুন আমার এই দিব্যরূপ দর্শন কিন্তু ওই চর্ম্ম চক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু বা অলৌকিক দৃষ্টি দান করব, সেই দৃষ্টি সহায়ে তুমি আমার অঘটন ঘটন সামর্থ্যের বিলাস দর্শন করবে।

( মধুসূদন )

পার্থিব চক্ষুর দর্শন শক্তি খুব পরিমিত, কাজেই ভগবানের সহস্র শীর্ষ বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয়। এজন্য ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান করলেন। ( বলদেব )

অর্জ্জুনকে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য তেজোময় দৃষ্টি দান করলেন। ( শঙ্করানন্দ )

অল্পশক্তিযুক্ত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয় বলে ভগবান তাকে অপ্রাকৃত দর্শনক্ষম চক্ষু দান করলেন। ( কেশবভারতী )

দিব্য অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভগবানের দিব্যরূপ—ঐশ্বরীয় রূপ দেখা যায়। একমাত্র ভগবানের মধ্যেই এই অনন্ত বৈচিত্রময় বিশ্বলীলার নিগূঢ় ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য চাই দিব্য দৃষ্টি। (শ্রীঅরবিন্দ)।

এই বিশ্বরূপ দেখা তো মানুষের সাধ্যের বাইরে—মানুষের চিন্তারও বাইরে। মানুষের নিজের শরীরটাই সে নিজের চোখ দিয়ে এককালে সবটা দেখতে পায় না, তো সমগ্র বিশ্বজগতের বিলাস, বিস্ময়কর সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়—অসংখ্যরূপ বর্ণ ইত্যাদি কি করে দেখবে! এ কেবলমাত্র ভগবানের কৃপাতেই সম্ভব—এ যেন যাদুকরের যাদুদণ্ড বুলিয়ে দেওয়া। মানুষের চর্ম্ম চক্ষের lensএ এটী ধরা পড়ে না। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিলেন আর সেই জন্যই সম্ভব হল তাঁর বিশ্বরূপ দেখা। (বেদচ্ছন্দা)

মানুষ নিজের সাধারণ চোখ দিয়ে এই জগতেরই অনেক বস্তু দেখতে পায় না বা পারে না—যেমন সূক্ষ্ম জীবাণু দেখার জন্য মাইক্রোসকোপের সাহায্য গ্রহণ করে, দূর মহাকাশের কথা জানতে গিয়ে খুব শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্য গ্রহণ করে, প্রচণ্ড আলোর মধ্যে তাকাতে রঙীন চশমা ব্যবহার করে, কাজেই ভগবানের তেজোময় বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য তো, এই চর্ম্ম চক্ষু তো কোন কাজেই লাগবে না সেজন্য ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান করছেন।

(বেদচ্ছন্দা)

গীতায় অন্যত্র :—ঐশ্বরং যোগং, আত্মবিভূয়ঃ

ঐশ্বরং রূপং—৭।১০, ৬।৪, ১৬।১০, ১৯।১০, ৪০, ৩।১১,৯।১১।

সঞ্জয় উবাচ

**এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।**
**দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯**

সঞ্জয় উবাচ—হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র) মহাযোগেশ্বরঃ হরি এবম্ উক্ত্বা (এরূপ বলে) ততঃ পার্থায় পরম ঐশ্বরং রূপ দর্শয়ামাস (দেখালেন)।

সঞ্জয় বললেন—হে রাজা, মহাযোগেশ্বর হরি এইমত বলে তারপর অর্জ্জুনকে দিব্য ঈশ্বরীয় রূপ দেখালেন।৯

সঞ্জয় বললেন—এই কথার পর ভগবান অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন; সেই দৃষ্টি লাভে মহান্ এবং যোগিগণের ঈশ্বরের পরম ঐশ্বরীয় বা বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। (শঙ্করাচার্য্য)

অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যোগ সকলের ঈশ্বরের অসাধারণ রূপ, বিচিত্র, নিখিল, জগদাশ্রয় বিশ্বের প্রশাস্তা-রূপ দর্শন করলেন। (রামানুজ)

অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি, ভক্তগণের ক্লেশহরণকারী হরি, অর্জ্জুনকে দিব্য ঐশ্বরীয় রূপ দর্শনের নিমিত্ত দিব্যচক্ষু দান করলেন।

(মধুসূদন)

**অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।**
**অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০**
**দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।**
**সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১**

[এরূপ] অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেক অদ্ভুত দর্শনম্ (অনেক

মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ঠ অনেক অদ্ভুৎ দ্রষ্টব্য পদার্থযুক্ত ) অনেক দিব্য আভরণং ( অনেক দিব্য অলঙ্কারযুক্ত ) দিব্য অনেক-উদ্যত আয়ুধং অসংখ্য উদ্যত অস্ত্র-সস্ত্র ) দিব্যমাল্যাম্বরধরং ( দিব্য মাল্য ভূষিত ) দিব্য গন্ধ অনুলেপনং ( সুগন্ধি দিব্য অনুলেপন যুক্ত ) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং ( সকলের বিস্ময় উৎপাদনকারী ) দেবম্ অনন্তং ( জ্যোতির্ম্ময় অন্তবিহীন ) বিশ্বতোমুখম্ ( সর্ব্ববিস্তারি বদনযুক্ত )।

ঐরূপে অসংখ্যমুখ, নেত্রযুক্ত, অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ দর্শনযুক্ত পদার্থ, অনেক দিব্য গহনা, অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্রযুক্ত, দিব্যমাল্য ও বস্ত্র এবং দিব্য-গন্ধযুক্ত, অনুলেপন বিশিষ্ট, সকলের বিস্ময় উৎপাদনকারী, অত্যন্ত জ্যোর্তির্ম্ময়, অন্তবিহীন এবং অনন্তমুখ বিশিষ্ট। ১০।১১

অসংখ্য দিব্য বসন, ভূষণ, মাল্য, চন্দনভূষিত, অনেক উজ্জ্বল আভা-যুক্ত মূর্ত্তি, অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ নিচয়, তেজ, বল, বীর্য্য শক্তি, গুণরাশি, অবস্থা ইত্যাদি সেই বিশ্বতোমুখ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছন্ন পরমেশ্বরের দেহে দর্শন করলেন।

( শঙ্কর, মধুসূদন, রামানুজ, শঙ্করানন্দ )

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ২০ম মণ্ডলে ১০ সূক্তে

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম।

ইত্যাদি ইত্যাদি ১—১৪ মন্ত্র পর্য্যন্ত গীতার এই বিশ্বরূপ দর্শনের অনুরূপ।

**দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।**
**যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২**

দিবি ( যদি ) সূর্য্য সহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ ( আকাশে যদি একসঙ্গে সহস্র সহস্র সূর্য্যের উদয় হয় ) [ তবে ] সা ( সেই প্রভা ) তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ ( সেই মহাত্মার বিশ্বরূপের প্রভার সঙ্গে তুল্য হতে পারে )।

আকাশে যদি একসঙ্গে সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রভা উদ্দীপ্ত হয় তাহলে সেই বিরাট পুরুষের বিশ্বরূপের তুল্য হতে পারে।১২

বিশ্বরূপ ভগবানের যে দেহ প্রভা এস্থলে সেই প্রভার উপমা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। সহস্র সূর্য্যাদি একত্রে একসঙ্গে উদিত হয় এবং তাদের কিরণমালা যদি একত্রে সঞ্চিত হয়, তাহলে যে দীপ্তি প্রকাশ পায় তবেই সেই দেহের দীপ্তির সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, মধুসূদন )

এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দ্বারা সে রূপের নিরুপমত্ব বর্ণিত হয়েছে। ( বলদেব )

মধ্যাকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের উদয় যেমন অসম্ভব তেমনি সেইরূপের প্রভাবের বা দীপ্তির তুলনা হয় না। ( কেশবভারতী )

ভগবৎ জ্যোতি অতুলনীয় এ সম্বন্ধে অনুরূপ বহুকথা অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে 'চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্

( ছান্দোগ্য ৪।৭।৩—৪ )

ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ( শ্বেতাশ্বতর ৩।১২ )।

"যদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতি।" ( মৈত্রায়ণী ৬।৩ )

'তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ( মণ্ডুক-উপ-২।২।৯ )

'নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃ ( মহানারায়ণ উপ—১১।৪ )

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"
( ইতি মুণ্ডক উপ ২।২।১০ )

**তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।**
**অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩**

তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য ( সেই সমস্ত দেবতার ও অধিদেবতা ) শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং ( দেহে নানারূপে বিভক্ত ) কৃৎস্নং জগৎ ( সমস্ত বিশ্বচরাচর ) একস্থং অপশ্যৎ ( একত্রে অবস্থানকারী হিসেবে দেখলেন )।

তখন সেই অর্জ্জুন দেবদেবের দেহ মধ্যে নানারূপে বিভক্ত তারি অঙ্গ-প্রতঙ্গের মত একত্র অবস্থানকারী সমগ্র সৃষ্টি ও জগৎকে দেখলেন।১৩

সেই বিশ্বরূপ দেবাদিদেব হরির দিব্য দেহে সেই একই সময়ে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি নানারূপে বিভক্ত জগৎকে অর্জ্জুন একত্রে বিরাজমান দর্শন করলেন। ( মধুসূদন, শঙ্করাচার্য্য )

ব্রহ্মাদি বিবিধ, বিচিত্র, দেবতির্য্যক মনুষ্য স্থাবরাদি ভোক্তৃবর্গ, পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, পাতাল ইত্যাদি ভোগস্থান আর নানাভাবে প্রকৃতি পুরুষাত্মক চেতন-অচেতনাত্মক সমগ্র জগৎকে সেই দেহ মধ্যে দর্শন করলেন। ( রামানুজ )

অনেক মৃণ্ময়, স্বর্ণময়, রত্নময় অথবা লঘু, মধ্য, বৃহৎ ইত্যাদি রূপে

পৃথক ভূত, নিখিল জগৎ, সেই দেহ মধ্যে দর্শন করলেন। ( বলদেব )

**ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা-ধনঞ্জয়ঃ।**

**প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪**

ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ ( অবাক হয়ে ) হৃষ্ট রোমা ( রোমাঞ্চিত হয়ে ) সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য ( অর্জ্জুন মস্তক নত করে ) কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত ( কর জোরে বললেন )

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জ্জুন অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হলেন। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং মস্তক বিনম্র করে করজোড়ে বলতে লাগলেন।১৪

মহাদেবাদির সঙ্গে যুদ্ধাদি সংগ্রামে খ্যাতনামা অর্জ্জুন যিনি স্বয়ং অগ্নি-সদৃশ বৃষল, ধনঞ্জয় নামে পরিচিত, সেই অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত কম্পিত কিছুই হলেন না, বরং সভক্তি চিত্তে পুলকিত হয়ে সেই বিশ্বরূপধারী, সেই নারায়ণকে মাটীতে মাথা স্পর্শ করে বার বার প্রণাম করে বললেন। ( মধুসূদন, শঙ্করাচার্য্য )

অর্জ্জুন উবাচ

**পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা**

**ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।**

**ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ**

**দিব্যান ॥১৫**

অর্জ্জুন উবাচ ( বললেন ) হে দেব দেব তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূত বিশেষ সংজ্ঘান্ ( তোমার দেবদেহে সমস্ত দেবতাকুলকে ও সমস্ত ভূতবর্গকে ) দিব্যান্ ঋষীন্ সর্ব্বান্ উরগান চ ( দিব্য

ঋষিগণকে এবং সর্পকুলকে ) ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং পশ্যামি ( এবং সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মাসনা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দর্শন করলাম )।

অর্জ্জুন বললেন, হে দেব তোমার বিশ্বরূপের মধ্যে আমি সমস্ত দেবগণ গতিশীল, স্থিতিশীল, বিশ্বচরাচর, সমস্ত সর্পকুল, সমস্ত ঋষিকুল, ও সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মাসনা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখছি।১৫

অর্জ্জুন বললেন—হে দেব তুমি যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করছ সেটী কিরূপ আমি দর্শন করছি, তা বলছি—আদিত্য, বসু, ইন্দ্র, রুদ্র, প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে তোমার দেহে দর্শন বা অনুভব করছি। স্থাবর জঙ্গমাত্মক নানাভূতসমূহকে এবং পৃথিবী পদ্ম মধ্যে, মেরু কর্ণিকাসনে যিনি অবস্থান করেন, সেই প্রজাগণের ঈশ্বর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে দর্শন করছি। সেইভাবে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে ও এবং বাসুকি প্রভৃতি স্বর্গীয় সর্পগণকেও দর্শন করছি ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনু )।

সর্ব্বলোকের অদৃশ্য বস্তু ও বিষয়রাশি তোমার প্রদত্ত দিব্যচক্ষু সহায়ে আমি যেমন দর্শন করছি সেকথা বলে যাচ্ছি শ্রবণ কর—আদিত্য, বসু প্রভৃতি দেবগণকে, কমলাসন উপবিষ্ট সর্ব্বজীবের ঈশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মার মানস পুত্র সে সমস্ত ঋষিগণকে, দিব্য আকৃতি বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণকে তোমার দেহ মধ্যে দর্শন করছি।

( মধুসূদন, বলদেব শ্রীধর )

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাতীয় ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সমুদয় প্রাণীগণকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাণ্ডাধিপ আর সেই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত কমলাসন উপবিষ্ট ঈশ্বরকে এবং দেবর্ষি প্রমুখ ঋষিগণকে ও দিব্যকান্তি সর্পগণকে আপনার বিশ্বরূপ মধ্যে দর্শন করছি ( রামানুজ )।

**অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬**

হে বিশ্বেশ্বর—অনেক বাহুদরবক্ত্রনেত্রং ( বহু হস্ত, বদন ও নেত্রযুক্ত ) অনন্তরূপং ( অনন্তরূপধারী ) ত্বাং সর্ব্বতো পশ্যামি (সর্ব্বত্র তোমাকে দেখছি ) পুনঃ ( এবং ) তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি ( আদি-অন্ত-মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছি না )।

অগণিত হস্ত, উদর নেত্র ও বদনযুক্ত, অসীমরূপযুক্ত তোমাকে সর্ব্বদিকেই সর্ব্বস্থানেই দেখছি। কিন্তু বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি তোমার আদি-অন্ত মধ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।১৬

হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ তোমার আদি-অন্ত-মধ্য কিছুই বুঝতে পারছিনা, তুমি অনন্ত-অসীম-সর্ব্বত্রই তোমার অসংখ্য নেত্র, মুখ-উদর বাহু ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি। ( শঙ্করাচার্য্য )

সর্ব্বত্র অসংখ্য বাহু উদর-মুখাদিযুক্ত অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বদিকে দর্শন করছি। ( শ্রীধরস্বামী )

তুমি সর্ব্বগত বলে তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখতে পাচ্ছিনা।
( মধুসূদন )

তুমি দেশকালাদিরূপ কোন উপাধি দ্বারা পরিচ্ছন্ন নও এজন্য তুমি অনাদি, অনন্ত ও অসীম।

( রামানুজ, বলদেব, শ্রীধর, বিশ্বনাথ, বল্লভ ইত্যাদি )

সৃষ্টিরূপে ভগবান বহু হয়েছেন, কাজেই বহুরূপে প্রকাশিত রূপের সমষ্টিগত ভাবে অসংখ্য বাহু, নেত্র, বদন, উদর ইত্যাদি দর্শন করছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্ক-
দ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭**

কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং ( মুকুটধারী, গদাহস্ত, চক্রধারী ) সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তম্ ( সর্ব্বত্র প্রভাবশালী ) তেজোরাশিং ( তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ) দুর্নিরীক্ষং ( সাধারণ দৃষ্টির অগম্য ) দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ ( প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় কিরণযুক্ত ) অপ্রমেয়ম্ চ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি ( অপরিমেয় তোমাকে সর্ব্বত্র দেখতে পাচ্ছি )।

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্ব্বত্র প্রভাবশালী, তেজঃপুঞ্জকলেবর, প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় কিরণযুক্ত, দর্শন ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য, অপরিসীম তোমার অদ্ভুত বিরাটমূর্ত্তি সর্ব্বদিকে আমি দেখছি।১৭

তুমি কিরীট গদা ও চক্রধারী, তুমি পুঞ্জীভূত তেজস্বরূপ, তোমার দীপ্তি সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল ও অতি কষ্টের সঙ্গে দর্শন করতে হয় এইরূপ অর্থাৎ দুর্নিরীক্ষ্য তুমি, অপ্রমেয় অর্থাৎ অসীম তুমি। ( শঙ্করাচার্য্য )

তুমি মুকুট শোভিত হয়ে সারসিক সজ্জা করেছ, তুমি গদাধারী, তোমার হাতে সুদর্শন চক্র শোভা পাচ্ছে এবং এই চক্রই মুক্তিদানে সক্ষম। তুমি সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত কিরণযুক্ত এবং এই কিরণ প্রদীপ্ত অনল সদৃশ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী। তুমি প্রমাণের অযোগ্য অর্থাৎ অপ্রমেয়। ( বল্লভ )

'তুমি কিরীটধারী'—জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশক তুমি গদাধারী—সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্ত্রণকারী। 'তুমি চক্রধারী অর্থাৎ ধর্ম্মচক্রধারী

এবং সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজককারী। তুমি অপ্রমেয় অর্থাৎ ভগবৎ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের বাইরে। ( দেবেন্দ্র বিজয় )

অর্জ্জুন নিজে যোদ্ধা—সেজন্য ভগবানের মধ্যে বহু অস্ত্র সমন্বিত সর্ব্বত্র বিচরণশীল—যোদ্ধগণের রূপদর্শন করলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে শুধু সখা বা আত্মীয় মনে করেছিলেন—যুদ্ধের নির্দ্দেশ নানান কারণ দেখিয়ে অবহেলা করেছিলেন কাজেই ভগবান ভয় দেখালেন এবং বিশ্বের মধ্যে কমনীয় বস্তুর অপেক্ষা তেজ জ্যোতি বীর্য্য, শক্তি, বীরত্ব ইত্যাদিরই বহু প্রকাশ দেখালেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।**
**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥**

ত্বম অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং (তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য ) ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম ( তুমি এই জগতের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ) ত্বম অব্যয় শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা ( নিত্য সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ) ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ ( তুমিই চিরন্তন পুরুষ এটীই আমার মত )।

তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম, তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, তুমি এই সৃষ্টির চরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, তুমি অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এইটি আমার মত।১৮

তোমার যোগশক্তি দর্শন করে আমার এইটি উপলব্ধি হল যে, তোমার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি নাই বলে তুমি ‘অক্ষর’, তুমি ‘পরম’, অর্থাৎ পরব্রহ্ম—মুমুক্ষুগণের তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু অর্থাৎ বেদিতব্য তুমিই সকলের ‘নিধান’ অর্থাৎ সকল বস্তু একমাত্র তোমাতেই

অবস্থান করছে—তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তুমি শাশ্বত নিত্য ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক তাই তুমি ধর্ম্মগোপ্তা। 'তুমিই' সনাতন পুরুষ চিরন্তন পুরুষ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—এইটী আমার মত।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও মধুসূদন )

তুমি নিরবয়বত্ব হেতু সর্ব্বক্রিয়ার আশ্রয় হয়েও, সর্ব্বক্রিয়ার অবিষয় হেতু এবং তোমার ক্ষরণ নাই বলেও তুমি অনন্ত ইত্যাদি কারণে তুমি 'অক্ষয়' তুমি নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম। সমস্ত সৃষ্টি তোমাতে নিহিত সর্ব্ববিকারজাত বিশ্বের যে অব্যাকৃত জগৎ বীজ, তাও তোমাতেই নিহিত বা সেই বীজ তুমিই, সেই হেতু তুমি 'পরমনিধান'। তুমিই জ্ঞান কর্ম্মাত্মক বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্মের রক্ষক, সেইহেতু তুমি 'ধর্ম্মগোপ্তা'। ( শঙ্করানন্দ )

তুমি অক্ষর, উপনিষদ মন্ত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য বস্তু, তুমিই পরম, আধার-ভূত, বার বার অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মকে তুমিই রক্ষা করে যাচ্ছ, পালন করে যাচ্ছ—তোমার স্বরূপ ও গুণের কোন বিকার নাই তাই তুমি অব্যয়। ( রামানুজ )

ধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত বা বিপর্য্যস্ত হলে তিনিই তা পুনরুদ্ধার করেন বলে তিনিই ধর্ম্মগোপ্তা। ( যোগানন্দ )

এখানে অর্জ্জুনের কথার সুর পালটে যাচ্ছে—ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, তুমিই জগতের একমাত্র আশ্রয়, রক্ষক, পালক, একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং নিত্য বস্তু বলে বোধ হচ্ছে। (বেদচ্ছন্দা)

**অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।**
**পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯**

অনাদি মধ্যান্তম্ ( আদি মধ্যহীন ) অনন্তবীর্য্যং অনন্তবাহুং (অনন্ত শক্তি, অনন্ত বাহু ) শশী সূর্য্য নেত্রম্ দীপ্তহুতাশবক্ত্রং ( চন্দ্র সূর্য্যরূপ নেত্রযুক্ত, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট ) স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ( স্বীয় তেজদ্বারা এই জগতের উত্তাপ দান কারী ) ত্বাং পশ্যামি ( তোমাকে দেখছি )।

আমি দেখছি তুমি আদি, মধ্য ও অন্তহীন, তোমার শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের শেষ নাই, অসংখ্য তোমার বাহু, শশীসূর্য্য তোমার চক্ষু, তোমার বদনমণ্ডল প্রজ্বলিত অগ্নির মত জ্বলছে—তুমি নিজের তেজে সমস্ত জগতকে উত্তাপ দান করছ।১৯

তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, তোমার বীর্য্যের অন্ত নাই, তোমার অনন্ত বাহু ; শশী ও সূর্য্য তোমার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মুখমণ্ডল, তুমি নিজতেজের দ্বারা এই বিশ্বকে তাপ দান করছ।

( শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, মধুসূদন )

'তুমি অনন্ত বাহু' অর্থাৎ অনন্ত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, তুমি অনন্ত বীর্য্য অর্থাৎ অনন্ত পরাক্রমযুক্ত। ( বল্লভ )

'অনন্তবাহু' অর্থে অনন্ত বাহু, উদর, মুখ সমস্তই বোঝাচ্ছে। 'অনন্ত বীর্য্য' বলতে অসীম জ্ঞানশক্তি, তেজবীর্য্য সবই বুঝিয়েছে, যাঁর নেত্র চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধতাযুক্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজযুক্ত, প্রদীপ্ত, কালানলবৎ যাঁর বদন, সেই তুমি স্বীয় তেজে সারা বিশ্বে উত্তাপদান করছ। ( রামানুজ )

এখানেও অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখে ভীত হয়েছেন—ভগবানের দুই চোখ চন্দ্রসূর্য্যের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ও প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ষণ

করছে ইত্যাদি—অর্জ্জুন এত ভয় পেয়েছেন বিশ্বরূপ দেখে যে ভাষা ভাব সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, Brain fall করছে। ( বেদচ্ছন্দা )

**দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।**
**দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০**

হে মহাত্মন্ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ ( স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যমর্ত্তী স্থান অর্থাৎ আকাশ ) একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং (একমাত্র তুমিই ব্যেপে রয়েছ ) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ ( দশদিকও ) তব অদ্ভুতম্ ইদং উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা ( তোমার এই অদ্ভুৎ উগ্র রূপ দেখে ) লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ( ত্রিলোক ব্যথিত হচ্ছে )

হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই এই পৃথিবী ও স্বর্গ এবং মধ্যস্থল আকাশ ব্যেপে অবস্থান করছ। তোমার অদ্ভুত ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করে ত্রিলোক ভীত ও দুঃখিত হচ্ছে ।২০

পৃথিবী স্বর্গ এবং এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান যে অন্তরীক্ষ সে সমস্তই তুমি ব্যেপে রয়েছ অর্থাৎ দশদিকই তুমি ব্যেপে রয়েছ। তোমার অত্যুগ্র বিশ্বরূপ দর্শন করে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল, ভীত ও কম্পিত হচ্ছে। ( শঙ্করাচার্য্য )

এই মন্ত্রে ভগবানের বিশ্বরূপের অনন্ত ব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে। ( আনন্দগিরি )

অনন্ত বিস্ময়কর দুরধিগম্য অসীম তেজোযুক্ত রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হয়েছে। ( মধুসূদন )

যে রূপ দেখে ত্রিলোক ভীত হচ্ছে, সেইরূপ সংবরণ কর, এই কথাই সূচিত হচ্ছে। ( বল্লভাচার্য্য )

অৰ্জ্জুন ভগবান প্রদত্ত দিব্যচক্ষে সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপী ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে নিজে ভীত হয়েছেন এবং সমস্ত ত্রিলোকবাসী অতীব সন্ত্রস্ত হয়েছেন এটী দর্শন করছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।**
**স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১**

অমী সুরসঙ্ঘাঃ ( ঐ দেবতাগণ ) ত্বাং হি ( তোমাতেই ) প্রবিশন্তি প্রবেশ করছে ) কেচীৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি ( কেউ বা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে জোড় হাত করে রক্ষা প্রার্থনা করছে ) মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘা ( মহর্ষি সিদ্ধ পুরুষগণ স্বস্তি স্বস্তি বলে ) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তবন্তি ( সারগর্ভ স্তুতিবাক্যে তোমাকে স্তব করে প্রসন্ন করছে )।

ঐ দেবতাগণ তোমাতে প্রবেশ করছেন, অনেকে ভীষণ ভীত হয়ে রক্ষা কর বলে জোড় হাত করে প্রার্থনা করছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণও স্বস্তি স্বস্তি বলে উত্তম সারগর্ভ স্তব পাঠ করে তোমার প্রসন্নতা সম্পাদন করছে।২১

যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত এইটি ভগবান বিশ্বরূপের মধ্যে প্রদর্শন করছেন। অৰ্জ্জুন সেটী দর্শন করে বলছেন যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধগণ অর্থাৎ ভূতার হরণ করবার জন্য যে বসু বা দেবগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন তারা সকলে তোমার মধ্যে প্রবেশ করছেন। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ভীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমার গুণ বর্ণনা করছেন। আবার পলায়নে অসমর্থ হয়ে এই যুদ্ধে উৎপাতাদি নানা ভয়হেতু 'জগতের মঙ্গল হোক' এই কথা উচ্চচরণ করছেন। তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ভীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমার গুণ

বর্ণনা করছেন। আবার পলায়নে অসমর্থ হয়ে, এইযুদ্ধে উৎপাতাদি নানা ভয়হেতু 'জগতের মঙ্গল হোক' এই কথা উচ্চারণ করছেন। অন্যান্য মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, স্তুতিপূর্ব্বক তোমার সন্তোষ উৎপাদনে যত্নশীল হয়েছেন। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

অর্জ্জুন দিবদৃষ্টি লাভে যে বিশ্বরূপ দর্শন করছেন, ত্রিলোকবাসী দেবগণও সেই বিরাটরূপ দর্শন করে ভীত হয়েছেন ও কৃতাঞ্জলি হয়েছেন, কেননা তাঁরাও দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। অর্জ্জুন আরও দেখলেন, যুদ্ধে যে সব যোদ্ধগণ হত হচ্ছেন, তাঁরা তোমাকেই বিশ্বাশ্রয় দর্শন করে, তোমার শরীরে প্রবেশ করছেন। কেউবা ভয়ে তোমার স্তুতিগান করছেন। তত্ত্ববিৎ সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ স্তুতিগানে তোমার তুষ্টি সাধন করছেন। ( শ্রীধরস্বামী, রামানুজ )

ভূভার হরণ কল্লে, ভীষ্ম প্রমুখ বসুগণ যুদ্ধ করতে করতে, তোমার মধ্যে প্রবেশ করছেন, দুর্যোধনাদি অসুরগণ হত হয়ে তোমাতে প্রবেশ করছেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীত, হয়ে তোমার স্তবগান করছেন, যুদ্ধ উপস্থিত হলে নারদাদি মহর্ষিগণ তৎ দর্শন নিমিত্ত এসেছেন ও জগতের মঙ্গলের জন্য, স্বস্তি উচ্চারণ দ্বারা তোমাকে তুষ্ট করছেন। ( মধুসূদন )

এই শ্লোকোক্ত মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই, আকাশের তারা এরা, সকলেই আকাশরূপ বিরাট পুরুষের মধ্যদেহরূপ ছায়াপথ মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত বলে যেন তোমাতে প্রবিষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে। যে তারাগণ লাল বর্ণের, তারা যেন ভীত হয়ে মুখ লাল করে, তোমার স্তবগান করছেন ও ক্ষমা চাইছেন। এদের

মধ্যে কেউবা জগতের কল্যাণ কর, এই প্রার্থনা করছেন। ( যোগানন্দ )

অর্জ্জুন নিজে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন ও দেখছেন, দেবগণ ভীষণ ভীত হয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে— রক্ষা প্রার্থনা করছেন—দেবগণ, ঋষিগণ, সেজন্য স্তব করছেন, প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য। আর ভয় পাবার কথাও। একে অসীম শক্তির অধিকারী পুরুষ যখন কারোকে ভীতি প্রদর্শন করবো মনে করেন, তখন সে অনলবর্ষী, ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ তো সকলের মনেই ভীতি সঞ্চার করবে। আমাদের দেশের topmost কোনো লোকই যদি, হঠাৎ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে সব সন্ত্রস্ত হব—নারায়ণই যদি এই মূহুর্ত্তে আমাদের সামনে এসে দাড়ান, আমরা বেশীর ভাগ ভয় পেয়ে যাব। অথচ একটী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে যদি এসে দাঁড়ায় তাহলে সকলেই তাকে আহা কাদের বাছারে! করে আদর করবে, কোলে নেবে। অর্জ্জুনও তাই সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। (বেদচ্ছন্দা)

**রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।**
**গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২**

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা ( রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যনামক দেবতাগণ ) বিশ্বেঽশ্বিনৌ ( বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনী কুমারদ্বয় ) মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ ( মরুদ্‌গণ, উষ্মপায়ী পিতৃগণ ) গন্ধর্ব্ব যক্ষা সুর সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ চ ( এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ ) সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে ( তোমাকে দেখছেন )।

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ বসুগণ, সাধ্যনামী দেবতাগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারগণ, উনপঞ্চাশ বায়ুগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ অসুর, সিদ্ধগণ সকলেই হতবাক হয়ে তোমাকে দর্শন করছেন।২২

একাদশ রুদ্রগণ, দ্বাদশ আদিত্যগণ, অষ্টবসুগণ, সাধ্য নামী দেবগণ, বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ আখ্যাধারী দেবতাগণ, উষ্মপানকারি পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কুমের ইত্যাদি যক্ষগণ, বিরোচন ইত্যাদি অসুরগণ, কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তোমাকে দর্শন করছেন।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, শ্রীধর, রামানুজ ইত্যাদি )

অর্জ্জুন নিজে বিরাটরূপ দেখে ভয় পাচ্ছেন আবার আনন্দিত হচ্ছেন, চমৎকৃত ও বিস্মিত হচ্ছেন আর দেখছেন সমস্ত দেবতাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ঋষিগণ, সকলেই আশ্চর্য্যভাবে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।**
**বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩**

হে মহাবাহো তে ( তোমার ) বহুবক্ত্রনেত্রং ( অসংখ্য বদন নয়ন বিশিষ্ট ) বহুবাহূরুপাদং দ্রংষ্ট্রাকরালং ( অসংখ্য বাহু ও উরু ও পদযুক্ত, অসংখ্য ভীষণাকার দন্ত বিশিষ্ট ) মহৎরূপং দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ ( ভীত হয়েছে সেই রূপ দেখে ) তথা অহং ( আমি ও ভীত হয়েছি )।

হে মহাবাহো, অসংখ্য নেত্র, বাহু, উরু ও পদযুক্ত, উদর বিশিষ্ট,

এবং বহু ভীষণাকার দন্তযুক্ত, ভীষণ দর্শন তোমার এই বিরাট মূর্ত্তি দেখে, সমস্ত লোক সকল ভীত হয়েছে, আমিও ভীত হয়েছি।২৩

তোমার অতি প্রমাণ নেত্রযুক্ত, অসংখ্য বাহুযুক্ত, অসংখ্য উদরযুক্ত, বহুসংখ্যক দ্রংষ্ট্রাযুক্ত, অতিভয়ানক রূপ দর্শন করে, আমিও ভীত হয়েছি এবং অপরাপর লোক সমূহও ভয়ে কাতর হয়েছে। (মধুসূদন)

তোমার ভয়ঙ্কর অতিকায় রূপ দর্শনে, আমি ও সমস্ত লৌকিক প্রাণীগণ ভয়ে ব্যথিত ও চঞ্চল হয়েছি। ( শঙ্করাচার্য্য )

এখানে অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপ দর্শন করতে সুরু করেছেন, অন্য লোক সকলও সেই ভীষণাকার মৃত্যুরূপ দর্শনে ভীত।

( বেদচ্ছন্দা )।

**নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম।**
**দৃষ্টাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪**

হে বিষ্ণো নভঃ স্পৃশং দীপ্তং অনেক বর্ণং ( আকাশ ছোঁওয়া, তেজযুক্ত, নানাবর্ণযুক্ত ) ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশালনেত্রম ( বিস্ফারিত মুখমণ্ডল অতি উজ্জ্বল নেত্রযুক্ত ) ত্বাং দৃষ্ট্বা (তোমাকে দেখে) প্রব্যথিতান্তরাত্মা ( বেদনার্ত্ত চিত্ত ) [আমি] ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ( ধৈর্য্যও শান্তি লাভ করতে পারছি না )।

হে বিষ্ণু, আকাশ ছোওয়া, তেজোদ্দীপ্ত, বিস্ফারিত নেত্র, অতি উজ্বল বিশাল নয়নবিশিষ্ট রূপ দেখে, আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়েছে ও আমার মন শান্তি হারিয়েছে ও ইন্দ্রিয়রাজি কার্য্যশক্তি হারাতে বসেছে।২৪

তোমার ভীতিপ্রদ বিচিত্রাকার অনেক বর্ণযুক্ত রূপদর্শন করে,

বিকৃত আননসমূহ দর্শন করে, প্রজ্বলিত বিশাল নেত্রসমূহ দর্শন করে, আমার অন্তরাত্মা বা মন অতিশয় ভীত হচ্ছে, কম্পিত হচ্ছে। আমি ধৈর্য্য ধরতে পারছিনা, মনতুষ্টিও লাভ করতে পারছিনা বা শান্তি পাচ্ছিনা। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

হে বিষ্ণো অন্তরীক্ষব্যাপী তোমার ভীতিপ্রদ প্রজ্বলিত বিশাল বিশাল নেত্রসমূহ, আননসমূহ ও ভয়প্রদ নানা সংস্থানযুক্ত তোমার রূপ দর্শন করে, আমি দেহেন্দ্রিয়াদিকে সংযত রাখতে পারছিনা, মনেও প্রসন্নতা লাভ করতে পারছিনা। ( মধুসূদন )

ত্রিগুণ প্রকৃতির অতীত পরম ব্যোমবাচক যে আকাশ, সেই আকাশ স্পর্শী তোমার তেজোযুক্ত বিস্তৃত নেত্রসমূহ দর্শনে, সর্ব্বগ্রাসী বিস্তৃত আনন সমূহ দর্শনে ও ভীতিপ্রদ প্রজ্বলিত সিতকৃষ্ণপীতাদি নানা বর্ণ যুক্ত শরীর দর্শনে আমি দেহধারণে অক্ষম বোধ করছি, মনেও শান্তি পাচ্ছিনা, ইন্দ্রিয়াদি ও সংযত রাখতে পারছিনা।

( কেশব, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী )

**দ্রংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।**
**দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫**

দ্রংষ্ট্রাকরালানি, কালানলসন্নিভানি ( ভীষাণাকার দন্তযুক্ত, প্রলয়াগ্নিতুল্য ) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে ( তোমার মুখ দেখে দিশেহারা হয়ে গেছি ) শর্ম্ম চ ন লভে ( সুখও পাচ্ছিনা ) হে দেবেশ হে জগন্নিবাস প্রসীদ (হে দেবেশ হে জগৎপতি প্রসন্ন হও)।

বিশাল বিশাল দন্তযুক্ত, ভয়ঙ্কর দর্শন, প্রলয়ের অগ্নিতুল্য তোমার

মুখ দর্শন করে, আমি দিশেহারা হয়ে গেছি এবং স্বস্তি পাচ্ছিনা, হে দেবেশ, হে জগৎপতি প্রসন্ন হও।২৫

বহু দন্ত দ্বারা বিকৃত ও প্রলয়কালে লোকসমূহ গ্রাসকারী অগ্নি সদৃশ মুখ দর্শন করে, আমি পূর্ব্বাপর বিবেকজ্ঞান হীন হয়ে পরছি। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও।

( শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন )।

যুগান্তকালাগ্নিসদৃশ, সংহার প্রবৃত্ত, ঘোর মুখ দর্শন করে মোটেই সুখ পাচ্ছিনা। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমি যাতে প্রকৃতিস্থ হই তাই কর। ( রামানুজ )

তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে আমি কোন মাত্র সুখ পাচ্ছিনা, তুমি প্রসন্ন হও। (বল্লভ)

**অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপাল সঙ্ঘৈঃ।**
**ভীষ্মো দ্রোণঃ সূত পুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥**
**বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দ্রংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।**
**কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥২৭**

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ অমীচ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ ( নৃপতিগণের সঙ্গে ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ) তথা ভীষ্ম দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ চ ( এবং ঐ কর্ণ ) অস্মদীয়ৈ যোধমুখ্যৈঃ সহ (তোমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ সহ ) ত্বরমাণাঃ তে দ্রংষ্ট্রা করালানি ( দ্রুত তোমার দন্তদারা ) ভয়ান কানি ব্রক্ত্রাণি ( ভয়ঙ্কর মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছে ) কেচিৎ চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ দশানান্তরে বিলগ্না সংদৃশ্যন্তে ( কেউ

কেউ চূর্ণিত মস্তকে তোমার দন্ত সন্ধিতে সংলগ্ন রয়েছে দেখা যাচ্ছে)।

রাজন্যবর্গসহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ তোমার ভীষণাকার দ্রংষ্ট্রাকরাল মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং দন্ত সন্ধিতে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।২৬—২৭

অর্জ্জুনের বিপক্ষীয় সমস্ত বীরগণ, ওই কালস্বরূপ ভগবানের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখে, অর্জ্জুন নিজের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বলছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ এবং আমাদের পক্ষেরও বিশেষ বিশেষ যোদ্ধগণও তোমার করাল গহ্বরে প্রবেশ করছে। যে সমস্ত যোদ্ধগণ তোমার মহাকাল স্বরূপের মুখগহ্বরে ত্বরান্বিত হয়ে প্রবেশ করছে, তাদের অনেকেরই মস্তক ইত্যাদি তোমার বিকট দন্তদ্বারা চূর্ণিত হচ্ছে, কেউ ঝুলছে। অতি ভীষণ তোমার রূপ।

(শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন ইত্যাদি)।

অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপের মাঝে ভাবী যুদ্ধের জয়, পরাজয়, সমস্ত দর্শন করছেন। যে সমস্ত অজেয় অজেয় বীরগণ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, তাদের সকলেই সর্ব্বজয়ী হয়েও মহাকালের গহ্বরে প্রবিষ্ট হচ্ছেন ইত্যাদি অর্জ্জুন দর্শন করছেন।

(মধুসূদন, শ্রীধরস্বামী ও রামানুজ)

**যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।**
**তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥২৮**

যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ (যেমন নদীসকল বহুজলপ্রবাহ-

দ্বারা ) অভিমুখাঃ সমুদ্রং এব দ্রবন্তি ( সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়ে প্রবেশ করে ) তথা তবামীনরলোকবীরাঃ বা ( সেইরূপ এই পৃথিবীর বীরগণ ) অভিবিজ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি ( চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত তোমার মুখমণ্ডল সমূহে প্রবেশ করছে )।

যেমন নদীসমূহের বহু জল স্রোত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করে, সেই রকম সেই মনুষ্যলোকের বীর যোদ্ধাগণ তোমার গগন বিস্তৃত জ্বলন্ত মুখ গহ্বরে প্রবেশ করেছে।২৮

মহাকালের মুখগহ্বরে ওই সব রাজন্যবর্গ, যোদ্ধবর্গ, কিভাবে, প্রবেশ করছে তার উপমা দিচ্ছেন অর্জ্জুন। অনেক পথবাহী নদী-গণের জলস্রোত যেমন প্রবল বেগে সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ মানবসমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা যোদ্ধাগণ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত তোমার মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছে।

( শঙ্কর, মধুসূদন, শ্রীধর, কেশব )।

**যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।**
**তথৈবনাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯**

যথা পতঙ্গা সমৃদ্ধবেগাঃ ( অতিবেগে ধাবিত হয়ে ) নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি ( মৃত্যুর জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে) তথা নরলোকাঃ অপি ( এই পৃথিবীর লোকগণ তেমনি ) সমৃদ্ধ বেগাঃ নাশায় এব তব বক্ত্রানি বিশন্তি ( মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখ গহ্বরে প্রাবেশ করছে )।

যেমন পতঙ্গগণ মৃত্যুর জন্য অতি দ্রুতবেগে অগ্নিতে প্রবেশ করে,

তেমনি এই লোক সকল মৃত্যুর জন্য অতি বেগে ধাবিত হয়ে, তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।২৯।

যোদ্ধগণের মহাকালের মুখগহ্বরে প্রবেশের সঙ্গে নদীগণের সমুদ্র প্রবেশের তুলনায় অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে, আর পতঙ্গগণের অগ্নিপ্রবেশ মধ্যে বুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু তারা অগ্নিকেই নিজ মৃত্যুর জন্য নির্দ্ধারণ করে। বুদ্ধি পূর্ব্বক ও অবুদ্ধি পূর্ব্বক দুই প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

( মধুসূদন, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী ইত্যাদি )।

**লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।**
**তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০**

জলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ ( প্রজ্বলিত মুখমণ্ডলগুলিতে সমস্ত লোক সকলকে গ্রাস করে ) সমন্তাৎ হেলিহ্যসে ( বার বার আস্বাদ গ্রহণ করছ ) হে বিষ্ণো সমগ্র জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য ( তোমার তেজের দ্বারা পূর্ণ করে ) তব উগ্রাঃ ভাসঃ সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য প্রতপন্তি ( তোমার উগ্র জ্যোতিঃ সমগ্র জগৎকে তেজ দ্বারা পূর্ণ করতঃ তাপদান করছে )।

তুমি জ্বলন্ত মুখদ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করে বার বার লেহন করে আস্বাদ গ্রহণ করছ। বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ তোমার তীব্র তেজোরাশি ব্যাপ্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।৩০

প্রজ্বলিত মুখমণ্ডল দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমস্ত লোককে নিজ মুখগহ্বরে প্রবেশ করাচ্ছ ও আস্বাদন করছ। হে বিষ্ণু বা ব্যাপনশীল, তোমার

অত্যুগ্র তেজদ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ করে রয়েছ পরন্তু তোমার দীপ্তি প্রবলভাবে তাপও দিচ্ছে। (শঙ্করাচার্য্য)

সকলকে প্রদীপ্ত বদনমণ্ডলে প্রবেশ করিয়ে দন্তদ্বারা কারো মস্তক চূর্ণ করছ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ দ্বারা কারো রুধির লেহন করছ। তোমার অত্যুগ্র রশ্মি বা কিরণদ্বারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছ ও প্রতপ্ত করে তুলছ। (রামানুজ)

তুমি বিশাল মুখগহ্বরে পূরে সমস্ত বীরগণকে ভোক্ষণ করছ আর তোমার অত্যুগ্র তেজ দ্বারা তোমার বিশ্ব পরিপূর্ণ করছ ও সন্তাপ দান করছ। (শ্রীধর ও মধুসূদন)

**আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।**
**বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১**

উগ্রমূর্ত্তি ভবান্ কঃ (উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে) মে আখ্যাহি তে নমঃ অস্তু (আপনাকে প্রণাম করি আমাকে বলুন) হে দেববর প্রসীদ (হে দেববর প্রসন্ন হও)। আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম ইচ্ছামি (আদি পুরুষ আপনাকে জানতে ইচ্ছা করি) হি যেহেতু তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি (আপনার কার্য্য কিছুই জানিনা)।

উগ্রমূর্ত্তি আপনি কে বলুন? হে দেববর আপনাকে প্রণাম করি প্রসন্ন হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কে বলুন এবং আপনি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? ৩১

হে অত্যুগ্র স্বভাব রুদ্ররূপ আপনি কে? হে দেবাদিদেব আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হন, অনুগ্রহ করুন সকলের

আদিভূত, সনাতন, আপনাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। ( শঙ্করাচার্য্য )।

হে ভগবান তোমার সংহর্ত্তারূপ ত্যাগ করে প্রসন্ন হও, আমি তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করি। ( রামানুজ )

রুদ্র ভয়ঙ্কর রূপ ত্যাগ করে, তুমি তোমার বাৎসল্যরূপ প্রকাশ কর। আমি তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করি। ( মধুসূদন )

হে ভগবান তোমার ভয়ঙ্কর রূদ্র রূপ দর্শন করে আমি ভীত--তুমি কি কৃতান্ত স্বরূপ অথবা আর কিছু? আমি তোমার শিষ্য এবং অনুগত, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করি ও অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও। তুমি নিজে বুঝিয়ে দাও। তুমি নিজে না বুঝিয়ে দিলে তো মানুষের সাধ্য নাই বুঝতে।

( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )।

হে ভীষণ মূর্ত্তিধারী তুমি শান্ত হও, তোমার স্বরূপ জানতে ইচ্ছা করি। এই জগৎ সৃষ্টির অভিপ্রায় জানতে সাধ হচ্ছে (যোগানন্দ)।

অর্জ্জুন এখানে যে প্রশ্ন করলেন সে প্রশ্ন মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন---ভগবানের এই করাল রূপ কেন? জগতে এত দ্বন্দ্ব কেন? যন্ত্রণা বিপ্লব হানাহানি কেন? হে দেববর তুমি এই ভীষণ মূর্ত্তি সংবরণ কর প্রসন্ন হও ( শ্রীঅরবিন্দ )।

২৯, ৩০, ৩১ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানের ভয়ঙ্কর মৃত্যু সুন্দর রূপ, সর্ব্ববিধ্বংসি মহাকাল রূপ দেখে আরও ভীষণ ভয় পেয়েছেন আর প্রসন্ন হতে প্রার্থনা করছেন অবশেষে তার কি ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন তখন ভগবান বলছেন ( বেদচ্ছন্দা )।

শ্রীভগবাননুবাচ

**কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্**
**সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।**
**ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ**
**প্রত্যনীকেষুযোধাঃ ॥৩২**

শ্রীভগবান বললেন—(আমি) লোকক্ষয় কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ (লোকক্ষয়কারী উগ্র) কালঃ অস্মি (মহাকাল) লোকান্ সমাহর্ত্তুং ইহ প্রবৃত্তঃ (এখন লোক সকলকে সংহার করতে ইচ্ছা করছি) ত্বাম্ ঋতে অপি প্রত্যনীকেষু (তুমি ধ্বংস না করলেও বিপক্ষ দলের) যে যোধাঃ অবস্থিতা (যে যোদ্ধাগণ রয়েছেন) সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি (তারা কেউ ভবিষ্যতে থাকবে না)।

শ্রীভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, এখন এই লোক সকলকে সংহার করতে ইচ্ছা করছি, তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলের যোদ্ধাগণ কেউ থাকবে না।৩২

শ্রীভগবান বললেন, আমি সেই লোকক্ষয়কারী কালস্বরূপ। সমস্ত লোককে সংহার করবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকবে না। অতএব তোমার পরাজয়ের কোন ভয় নাই (শঙ্করাচার্য্য)।

হে অর্জ্জুন আমি লোকধ্বংসকারী মহাকাল স্বরূপ এবং এক্ষণে সেই রূপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি ইত্যাদি অজেয় যাদের মনে করছ, তাদের মৃত্যু অবধারিত। তুমি

যুদ্ধ না করলেও তারা আমার কালস্বরূপে গ্রাসিত হবে। তোমার যুদ্ধ শুধু নিমিত্ত মাত্র (মধুসূদন)।

আমিই সৃজন কর্ত্তা আবার সর্ব্ববিধ্বংসি মহাকাল। তোমার প্রতিপক্ষের মহাবীর যোদ্ধবর্গের আর নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর বা নাই কর আমার সংহার রূপে তারা দেহত্যাগ করবেই।

(শ্রীধর স্বামী ও কৃষ্ণানন্দ)।

জীবের মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুরূপ পরিণাম হচ্ছে সবচেয়ে নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর সত্য, এই জ্ঞানই সাধকের বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে

(যোগানন্দ)।

ভগবান নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মহাকাল রূপ ধারণ করেন। নূতন সৃষ্টির নিমিত্তই তিনি পুরাতনকে ধ্বংস সাধন করেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার কারো সাধ্য নাই। তাই বলে শুধু ধ্বংসই ভগবানের রূপ নয়। তিনি একাধারে সৃজন কর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা। রক্ষা কর্ত্তাও তিনি এজন্য তিনি ধর্ম্মগোপ্তা। (শ্রীঅরবিন্দ)

সৃষ্টি, পালন ও সংসহারের মধ্যে ঈশ্বরের সংহর্তৃত্ব ভারই অগ্রে বোধগম্য বা জ্ঞানগম্য হয়। এই জন্য সংহার বা প্রলয় ক্রিয়াই তাঁর প্রধান কাজ। (যোগানন্দ)

গীতার অবতারণাই ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য, আর যুদ্ধ মানেই মহতী বিনটি—অসংখ্য লোকক্ষয়। সেজন্য গীতায় আমরা দেখতে পাই একাধিকবার লোকক্ষয়কারী কাল বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এখানে বলছেন আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল। এই বিপক্ষীয় ও স্বপক্ষীয় দলের বিশাল সৈন্যবাহিনী, এদের সকলেই ভীষণ মৃত্যুর

মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্জ্জুন যুদ্ধ করুক বা নাই করুক—ভগবানের সর্ব্বগ্রাসী ইচ্ছায় তাদের মৃত্যু অবধারিত (বেদচ্ছন্দা)।

মহাকালের করালগ্রাসের ফলে জীবের মৃত্যু ও শোক আছেই এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই :—

'কি করবে ? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও.........

তা শোক হবে না গো ? আত্মজ রাবণ বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে হাড়ের ভেতর এমন জায়গা নাই—যেখানে ছিদ্র নাই। ............ঐ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

তবে এসব অনিত্য। গৃহ পরিবার সন্তান দুদিনের জন্য। তাল গাছই সত্য। দু একটা তাল খসে পড়ছে। তার আর দুঃখ কি ?

ঈশ্বর তিনটী কাজ করছেন—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। মা কেবল সৃষ্টির বীজগুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির বীজগুলি বার করবেন। ( কথামৃত ২।৩।৫ )।

গীতামুখে ভগবান যেরূপ নিজেকে কালস্বরূপ বলেছেন সেরূপ ভগবৎ সত্ত্বাকে কালস্বরূপ অন্যান্য শাস্ত্রমুখে বলা হয়েছে।

"কালং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত।" ব্রহ্মকে কালরূপে উপাসনা করবে। ( মৈত্রায়ণী উপ ৬।১৪ ).

'কালাৎ দ্রবন্তি ভূতানি' কালের বুকে সমস্ত ভূতবর্গ বিলীন হয়ে যায়। ( মৈত্রায়ণী ৬।১৪ )

'নারায়ণাত্মকঃ কালঃ'—নারায়ণ কালস্বরূপ।

( মহানারয়ণ উপঃ )।

'কালো যঃ প্রাণঃ।' জীবন স্বরূপ যিনিই তিনিই কালস্বরূপ।

( মৈত্রায়ণী ৪।৫ )

অনুরূপ কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও পাই :—

" বিশ্বং বৈব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা।"

অর্থাৎ কাল নির্ব্বিশেষ অথবা মূর্ত্তিরহিত এবং আদি অন্তহীন। ঈশ্বর এই কালকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ করে লীলা দ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করে থাকেন। এই বিশ্ব বিষ্ণুম্যায়ার প্রভাবে উপসংহৃত হয়ে ব্রহ্মরূপতা লাভ করেছিল। ( ভাঃ ৩।১০।১২ )

অনুরূপ কথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও পাই—

কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িণী।
বিশ্বস্যোপরতৌশক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

তুমি, কাষ্ঠা, কলা ইত্যাদি রূপ ধারন করে সর্ব্বক্ষণ সমস্ত পদার্থের, সমস্ত ভূতসমূহের, পরিণাম ঘটিয়ে মৃত্যু সঙ্ঘটনায় সমর্থ—হে নারায়ণী তোমাকে প্রণাম করি। ( শ্রীশ্রীচণ্ডী )

আবার মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এঁকেই বলেছে,

"মহাকালস্য কলনাৎত্বমাস্তা কালিকাপরা।

এখানে তিনি কালিকারূপে মহাকালকে কলন করছেন ৪।৩০—৩১ )।

**তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যংসমৃদ্ধম্।**
**ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩**

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠঃ ( সেই হেতু তুমি ওঠ ) যশঃ লভস্ব ( যশ লাভ কর ) শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ (শত্রুকে পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কর ) ময়া এতে পূর্ব্বম এব নিহতাঃ ( আমাকর্ত্তৃক এরা পূর্ব্ব থেকেই হত হয়ে আছে ) হে সব্যসাচিন্ নিমিত্ত মাত্র ভব ( তুমি উপলক্ষ মাত্র হও )।

অতএব হে সব্যসাচি—যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও, শত্রুধ্বংস করে যশ গৌরব লাভ করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জ্জুন এঁদের আমি পূর্ব্বহতেই নিহিত করে রেখোছ তুমি উপলক্ষ মাত্র হও।৩৩

অতএব তুমি উত্থান কর। অজেয় সমস্ত বীরগণকে তুমি জয় করেছ, এই কীর্ত্তি লাভ কর। আর এই কীর্ত্তি লাভ বহুভাগ্যেই ঘটে থাকে। আমিই এই সমস্ত যোদ্ধবর্গকে মৃত করে রেখেছি। অতএব হে সব্যসাচী ( অর্থাৎ যিনি দক্ষিণ হস্ত ছাড়াও বামহস্তেও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ) তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও ও জয় লাভ কর।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও হনুমান )।

দ্রোণ, ভীষ্ম, অতিরথ প্রভৃতি অপরাজেয় বীরগণকে যুদ্ধে বধ করে কীর্ত্তিলাভ কর, বহুপুণ্যফলে এরূপ কীর্ত্তিলাভ মানুষের ভাগ্যে ঘটে থাকে। দুর্য্যোধনাদি প্রমুখ শত্রুগণকে বধ করে তুমি নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগ কর। হে অর্জ্জুন যেহেতু তোমার দক্ষিণ হস্ত ছাড়াও বাম হস্ত যুদ্ধ বিদ্যায় সমান পারদর্শী সেইহেতু ভীষ্মাদি বধ তোমার পক্ষে অসম্ভব নয় বিশেষ কবে আমি মহাকালরূপে তাদের

মেরেই রেখেছি—তুমি শুধু নিমিত্ত হও।

( মধুসূদন

'ময়ৈবৈতে পূর্ব্বমেব নিহতাঃ' ইত্যাদি কথায় ভগবান বোঝাচ্ছেন, সৃষ্টির সঙ্গেই নাশ এবং জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর যে চিরন্তন ব্যবস্থা আছে, সেইটাই নাশ বলে বর্ণিত হয়। এই নাশ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সব্যসাচী অর্জ্জুনকে, এই বিনাশ কার্য্যের শুধুমাত্র নিমিত্ত হতে বলছেন। ( যোগানন্দ )

এই যুদ্ধে ভগবানের আদেশই যথেষ্ঠ। অর্জ্জুন ভগবৎ উদ্দেশে যন্ত্ররূপে যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হন এবং ফল স্বরূপ ভগবৎ প্রসাদ প্রদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। অর্জ্জুনের বৃথা ভয়—কেননা অর্জ্জুন যুদ্ধ না করলেও, মৃত্যুরূপ অতি সুনিশ্চিত ধ্বংসকার্য্য বন্ধ থাকবেনা, পরন্তু অর্জ্জুনও যুদ্ধ না করে থাকতে পারবেন না—তার প্রবৃত্তিই তাকে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত করবে। সেক্ষেত্রে ভগবৎ আদেশে সগৌরবে যুদ্ধার্থে রত হন, এইটাই ভগবানের ইচ্ছা। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায় গীতায় সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সাধনার উপায় পদ্ধতি সব কিছুই বলে দিলেন, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভুল হয়নি, ঠিক বলেছেন 'তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।' যে কার্য্য ভগবানের ইচ্ছায় অতি অবশ্যই হবে, ভগবান অর্জ্জুনকে সে কাজে, কেবল নিমিত্ত মাত্র হয়ে দাড়িয়ে নিজের যশ এবং রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে বলছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।**
**ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ।৩৪**

ময়া হতাং দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মঞ্চ, জয়দ্রথঞ্চ কর্ণঞ্চ তথা অন্যান্ ( এরা সকলে এবং অন্যান্যেরা আমাকর্ত্তৃক নিহত ) যোধবীরান্ অপি ( যুদ্ধ বীরগণকে ), ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ ( তুমি ধ্বংস কর এবং ভয় পেওনা ) রণে সপত্নান্ ( শত্রুদের যুদ্ধে ) জেতাসি [ অতএব ] যুধ্যস্ব ( তুমি তাদের জয় করতে পারবে, সেজন্য যুদ্ধ কর )।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর সেনাপতি ও সৈন্যগণকে আমি পূর্ব্বহতেই নিহত করে রেখেছি—তুমি সেই মৃতগুলিকেই হত্যা কর। আশঙ্কা করোনা—শত্রুগণকে নিশ্চয় যুদ্ধে ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। অতএব তুমি যুদ্ধ কর ।৩৪

যে যে বীরের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের আতঙ্ক, তাদেরই নাম নির্দ্দেশ করে, ভগবান বলছেন যে, 'আমি তাদের নিহত করে রেখেছি।' দ্রোণাচার্য্য ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য ও দিব্যাস্ত্র সমূহ তাব করতলগত ও নখদর্পণে এবং ভীষ্মও গুরুস্থানীয় আর মৃত্যু তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। পরন্তু বহু দিব্যাস্ত্র তাঁর অধিকারে আছে, পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হন নাই। এইরূপে পিতার বরপ্রাপ্তি হেতু জয়দ্রথেরও মুণ্ড ভূমিতে যে ফেলবে, তার নিজেরই মস্তক নিশ্চিত ভূমিতে পতিত হবে—এবং এই বর হেতু জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধ করাও অতীব দুঃসাধ্য, কর্ণও সূর্য্যপুত্র এবং অতীব বীর পুরুষ—সহজাত কবচকুণ্ডল যার নিত্য রক্ষার কবচ—সেইহেতু এই সমস্ত বীর যোদ্ধৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা একান্ত দুঃসাধ্য কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন, আমি এদের

সকলকে নিহত করেই রেখেছি, তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিৎ বলে—সেই-হেতু তুমি শুধু এদের বধের নিমিত্ত মাত্র হও। তোমার জয় সুনিশ্চিত। ( শঙ্করাচার্য্য )

কর্ণ, দ্রোণ ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিব্য অস্ত্র মণ্ডিত ধনুর্বিদ্যাবিৎগণ, সত্যিই অজেয় কিন্তু কালাত্মা আমাকর্তৃক তাঁরা নিহত হয়ে আছে, কাজেই তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, তুমি কাতর হয়ো না, তুমি শত্রুগণকে জয় করতে পারবে। ( মধুসূদন )

অর্জ্জুন তাঁর গুরু আচার্য্য ও বন্ধুস্থানীয়গণকে হত্যা করতে ব্যথা পাচ্ছেন কিন্তু এসবই নিরর্থক। এইসব যোদ্ধাগণ নিজ অপরাধ হেতু, মৃত্যুর জন্য পূর্ব্ব থেকেই অলঙ্ঘ্যভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছেন, কাজেই অর্জ্জুন যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, এইটাই ভগবানের আদেশ।

( রামানুজ )

ভীষ্মাদি বীরশ্রেষ্ঠগণ ভগবৎ ইচ্ছায় নিহত হয়েই আছেন, সেজন্য এঁরা যতবড় বীরই হন, অর্জ্জুন নিশ্চয় তাদের জয় করতে সক্ষম হবেন। সুতরাং অর্জ্জুনকে ভগবান ভয় ত্যাগ করতে বলছেন।

( কেশব ভারতী )

এখানে ভগবান বিশ্বযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ নেতাকে কর্ম্মের চরম অলঙ্ঘ্য আদেশ প্রদান করছেন এবং সেই ভীষণ যুদ্ধের চরম ফলাফল বলেও দিচ্ছেন। ( শ্রীঅরবিন্দ )

সঞ্জয় উবাচ--

**এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।**
**নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫**

সঞ্জয় উবাচ ( বললেন ) কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা ( কৃষ্ণের এই কথা শুনে ) বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ ( কম্পিত কলেবর অর্জ্জুন জোর হাত করে ) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভূয়ঃ এব সগদ্‌গদং আহ ( কৃষ্ণকে বারংবার প্রণাম করে গদগদ স্বরে বললেন )'

সঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের এই কথা শুনে অর্জ্জুন কম্পমান শরীরে জোড় হাত করে, কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করলেন এবং ভীত হয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন।৩৫

সঞ্জয় এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে ইঙ্গিত দিলেন যে, ভীষ্মাদি সমস্ত বীরগণ মহাকালের ইচ্ছায় নিহত হয়েই আছেন এবং নিশ্চিত নিহত হবেন, তখন দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ নিরাশ্রয় হয়ে যাবেন, অতএব ধৃতরাষ্ট্রের উচিৎ যুদ্ধে সন্ধি করা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথায় কর্ণপাত করলেন না।

অর্জ্জুনের গদগদ হওয়া ভয়েও বটে, আনন্দেও বটে।

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন শ্রীধর )।

অর্জ্জুন উবাচ

**স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।**
**রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ**
**সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ ॥৩৬**

অর্জ্জুন-উবাচ ( বললেন ) হে হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি ( তোমার ঐশ্বর্য্য ও গুণকীর্ত্তনে জগৎ অতীব আনন্দিত হয় ), অনুরজ্যতেচ ( অনুরাগযুক্ত হয় ), রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি (রক্ষোগণ ভয়ে দিগবিদিগহারা হয়ে পালিয়ে যায়) সর্ব্বে সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি ( সমস্ত সিদ্ধ পুরুষগণও নমস্কার করেন ) স্থানে (যুক্তি যুক্ত)।

হে হৃষীকেশ, তোমার মহিমা কীর্ত্তনে সমস্ত বিশ্ব মুখরিত ও আনন্দিত হয়ে ওঠে, তোমার প্রতি অনুরাগযুক্ত হওয়া এটী বেশ যুক্তিযুক্ত, রাক্ষসগণ ভয়ে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধপুরুষগণ তোমাকে নমস্কার করে এও আশ্চর্য্যের নয়।৩৬

হে সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু তুমি এরূপ ভক্ত বৎসল, সেইহেতু সমস্ত জগৎ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে, গভীর আনন্দ অনুভব করে ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় এ খুব উপযুক্ত কথা। সাত্ত্বিক স্বভাব সম্পন্ন কপিলাদি জ্ঞানীগণ অথবা যজ্ঞতপ মন্ত্রাদি দ্বারা সিদ্ধগণ শান্ত চিত্তে, তোমার স্বরূপ দর্শন করেন ও প্রণাম করেন ও তামসিক প্রকৃতির অসুরগণ, রাক্ষসগণ, তোমার রূপ দর্শনে চতুর্দ্দিকে পলায়ণ করেন। ( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, মধুসূদন, শ্রীধরস্বামী, কেশব )

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত দেব গন্ধোর্ব্বাদিগণ, ভগবানের সংহার মূর্ত্তি দর্শন করে, ভক্তিতে স্তুতিগান করছেন ; দুষ্টস্বভাব অসুরগণ বিমুখ হয়ে পলায়ন করছে আর সনকাদি সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমস্কার করছেন। ( বলদেব )

ভগবানের নামে জগতের আনন্দ হয়, বস্তুত মহাকালীর করাল-বদনের মধ্যেই আমরা কল্যাণময়ীর মুখ দেখতে পাই, মৃত্যুর মধ্যে

মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাই। বাস্তবিক এতে ভয়ের কিছু নাই, কেবল অশুভ ও অজ্ঞান স্বভাব রাক্ষসী শক্তিযুক্ত যারা ধ্বংসের জন্য নির্দ্ধারিত তাদেরই ভয় হয়। (শ্রীঅরবিন্দ)

**কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।**
**অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সৎসৎ তৎ পরং যৎ ॥৩৭**

হে মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (ব্রহ্মারও গুরু) আদিকর্ত্রে চ (আদি কর্ত্তা) তে (তোমাকে) কস্মাৎ ন নমেরণ (কেন না প্রণাম করবেন) সৎ অসৎ পরং যৎ অক্ষরং তৎ চ ত্বম্ (তুমি সৎ অসৎ এবং এরও পারে যে অক্ষর তত্ত্ব তাই তুমি)।

হে মহাত্মন, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস তুমি ব্রহ্মার আদিগুরু এবং আদিকর্ত্তা, সেজন্য সমস্ত বিশ্বজগং তোমাকে কেন না প্রণাম করবে? তুমি সৎ এবং অসৎ এবং তারও পারে যে অক্ষর তত্ত্ব তাই তুমি।৩৭

তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, অথবা হিরণ্যগর্ভেরও নিয়ামক, তুমি সর্ব্বব্যাপক, তুমি গরীয়ান, তুমি সর্ব্বাশ্রয় হেতু সমস্ত জগৎ তোমার মধ্যে অবস্থিত, তুমি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদেবগণের ঈশ্বর এবং তুমি সৎ ও অসৎ উভয়, অতএব পরম অক্ষর স্বরূপ। সৎ অর্থ তুমিই একমাত্র নিত্যবস্তু, আর অসৎ অর্থাৎ যা নাই বলে প্রতীতি হয়, এই উভয় তুমি। মানুষের ইন্দ্রিয় মাধ্যমে তোমার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না সেইহেতু, তুমি অসৎও, অতএব তোমাকে সিদ্ধাদি সর্ব্বদেবগণ প্রণাম করবেনাই বা কেন?

( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ, কেশবভারতী, আনন্দগিরি )

তিনি সনাতন, তিনি অক্ষর, সৎ, অসৎ যা আছে, যা নাই, ব্যক্ত, অব্যক্ত সব তাঁরই দুটী ভাব। কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুরই উর্দ্ধে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সমস্ত পার্থিব বস্তুকে তিনি এক অনন্ত মুহুর্ত্তের মধ্যে ধরে রেখেছেন, সেখানে সবই চির বিরাজমান। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮**

হে অনন্তরূপ ত্বম আদি দেবঃ ( দেবতাগণের আদি ও সৃষ্টি কর্ত্তা ) পুরাণঃ পুরুষঃ ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ( তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের চরম স্থান ), বেত্তা বেদ্যং চ পরং চ ধাম ( জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও পরম পদ ) অসি ( হও ) ত্বয়া বিশ্বং ততং ( তোমার দ্বারা বিশ্ব পরিবৃত রয়েছে )।

হে অনন্তরূপ, দেবাদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ হয়েও এই বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি স্থান ও একমাত্র লয় স্থান। তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তুমিই পরমমোক্ষ স্বরূপ এবং সমস্ত সৃষ্টি অধিকার করে অবস্থান করছ।৩৮

তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে আদিদেব, দেহরূপ পুরীতে তুমি শয়ন কর বলে তুমি পুরুষ; তুমি চিরন্তন, তুমি বিশ্বের প্রকৃষ্ট আশ্রয় স্থান। প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্টি বীজাকারে তোমাতেই নিহিত থাকে।

তুমিই জগতের যাবতীয় বস্তু সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু তুমিই ; তোমার আদি অন্ত নাই, তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদ। ( শঙ্করাচার্য্য )

তুমি সমস্ত দেবগণের আদি, তুমি অনাদি, তুমি লয়স্থান, তুমি পরম বৈষ্ণব পদ। ( শ্রীধরস্বামী )

তুমি বিশ্বের পরম আধার এবং পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বাত্মভাবে অবস্থান করছ বলে একমাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। ( রামানুজ )

তুমি জগতের সৃষ্টির হেতু, তুমিই পুরুষ অর্থাৎ পূরণ কর্ত্তা এবং অনাদি তুমি সমস্ত সৃষ্টিরই বেদন কর্ত্তা বা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য সমুদায়ই তুমি। বিষ্ণুর পরম পদও তুমি। 'বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ'— এই কথায় দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হল—অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ও উর্দ্ধে জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় বস্তু সব তোমারই কল্পিত। ( মধুসূদন )

ভগবানই জ্ঞাতা এবং মানুষের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে যা কিছু জানার ক্ষমতা ভগবানই দিয়ে থাকেন। তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়। আমরা আংশিকভাবে বা সমগ্রভাবে যা কিছু জানি, সে সব সেই ভগবানকেই জানা। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।**
**নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯**

ত্বং ( তুমি ) বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ ( চন্দ্র ) প্রজাপতিঃ প্রপিতামহঃ চ ( ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মারও জনক ) তে সহস্র কৃত্বঃ নমঃ অস্তু (তোমাকে সহস্র সহস্র প্রণাম) পুনশ্চ চ নমঃ ভূয়ঃ অপিতে নমঃ নমঃ ( তোমাকে প্রণাম, বার বার প্রণাম, ভূলুণ্ঠিত প্রণাম )।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সবই তুমি। পিতামহ প্রজাপতি

ব্রহ্মা তুমি এবং ব্রহ্মারও জনক তোমাকে বার বার প্রণাম, ভূলুণ্ঠিত প্রণাম।৩৯

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি ও বরুণ ইত্যাদি, তুমিই চন্দ্রমা, তুমি পিতামহেরও পিতামহ, তোমাকে নমস্কার, বার বার নমস্কার, পুনঃ পুনঃ নমস্কার। (শঙ্করাচার্য্য)

বায়ু, যম, অগ্নি, চন্দ্র ইত্যাদি দ্বারা সূর্য্যাদি দেবতাগণও সূচিত হয়েছে। প্রজাপতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, এবং হিরণ্যগর্ভেরও জন্মদাতা অতএব প্রপিতামহ তোমাকে বার বার নমস্কার; বার বার কথার মধ্যে শ্রদ্ধার আধিক্য পরিস্ফুট হচ্ছে। (মধুসূদন)

বায়ু—বৈদিক দেবতা। যম সূর্য্য পুত্র—মৃত্যুর অধিপতি দণ্ড-ধারী কেউবা সূর্য্যকেই যম বলে অভিহিত করে। অগ্নি—বেদের সর্ব্বপ্রধান দেবতাদের অন্যতম। ১৯০টী সূক্ত আছে এঁর সম্বন্ধে। শশাঙ্ক—অর্থাৎ চন্দ্র ইনিও বিখ্যাত বৈদিক দেবতা। বরুণ দেবতাও মিত্র দেবতার সঙ্গে ঋগ্বেদে স্তুত হয়ে থাকেন। ইনিও এক আদিত্য। প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের পিতা।

(রামানুজ, কেশবভারতী)

তিনি জীবগণের পিতা—সকলেই তাঁর সন্তান বা প্রজা। নিম্নতম হতে আরম্ভ করে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি। তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মারও স্রষ্টা অতএব প্রপিতামহ। (শ্রীঅরবিন্দ)

**নমঃ পরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।**
**অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০**

তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ (তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে বার

বার প্রণাম ) সর্ব্ব-তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু, ( সমস্ত দিকেই তোমায় প্রণাম )। হে অনন্তবীর্য্য, অমিত বিক্রমঃ ত্বং ( তুমি ) সর্ব্বং সমাপ্নোষি ( তুমি সর্ব্বব্যেপে রয়েছ ) ততঃ সর্ব্বঃ অসি ( সেজন্য তুমি সর্ব্বস্বরূপ )।

তোমাকে সম্মুখে প্রণাম করি, তোমাকে পশ্চাতে প্রণাম করি। হে সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বত্রই তুমি, সেজন্য তোমাকে সকল দিকেই প্রণাম করি! অশেষ তোমার শক্তি ও বীর্য্য। অনন্ত তোমার বিক্রম। তুমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ—সেজন্য তুমিই সমস্ত।৪০

হে বিরাট, তুমি নিজ স্বরূপে জগৎকে ব্যেপে রয়েছ অতএব তুমি 'সর্ব্ব'। এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যা তোমাছাড়া থাকতে পারে অর্থাৎ সর্ব্বত্রই তুমি। তোমার বিক্রমের অন্ত নাই এবং তোমার সামর্থ্যেরও অন্ত নাই, এজন্য তুমি 'অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রম' তোমাকে বার বার প্রণাম জানাই। তুমি সর্ব্ব দিকেই সেজন্য, সর্ব্বদিকেই তোমায় প্রণাম জানাই। ( শঙ্করাচার্য্য )

হে সর্ব্বাত্মন্ সকল দিকেই তুমি অবস্থিত রয়েছ, সেজন্য সর্ব্বদিকেই তোমায় প্রণাম জানাই॥ তোমার বীর্য্য অর্থাৎ শরীরের বলও অনন্ত। তোমার বিক্রম অর্থাৎ শিক্ষা বা শস্ত্র প্রয়োগের কৌশলও অনন্ত। ( মধুসূদন )

ভগবানের অতি অদ্ভুৎ আকৃতি দর্শনে হর্ষান্বিত অর্জ্জুন অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক সর্ব্বদিকে নমস্কার করছেন। আত্মস্বরূপে চিদ্‌চিৎ

বস্তুসকলে তুমি ব্যাপ্ত। তোমার অনন্ত রূপ দ্বারা এ বিশ্বব্যাপ্ত অতএব তুমি সর্ব্ব (রামানুজ)।

ভক্তি আধিক্যে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকেই বার বার নমস্কার করেই চলেছেন। ভগবানের শারীর বল এবং পরাক্রম অনন্ত। স্বর্ণ যেমন কণক কুণ্ডলাদিতে ব্যেপে থাকে, তেমনি ভগবানও স্বকার্য্য জগতের অন্তরে বাহিরে ব্যেপে রয়েছেন অতএব ভগবান সর্ব্বস্বরূপ।

(শ্রীধর স্বামী)

এই শ্লোকে ভগবানের সর্ব্বাত্মকত্ব সূচিত হচ্ছে এবং সপ্রপঞ্চত্ব নিবারিত হচ্ছে। (আনন্দগিরি)

তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা—আবার অগনন ব্যষ্টি জীবাত্মার মধ্যেও তিনি, তাঁদের কর্ম্মের মহিমায় সৌন্দর্য্যত্ব সব কিছুই তিনি।

(শ্রীঅরবিন্দ)

আগে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাণী উপেক্ষা করে তত্ত্বকথা বলেছেন, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভীত করে তুললেন—এইভাবে যত দেখছেন, ততবেশী ভীত, বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন। ৩৬—৪০ মন্ত্র পর্য্যন্ত বার বার প্রণাম জানাচ্ছেন অর্জ্জুন। আর বিশ্বের সমস্ত শক্তি, সমস্ত দেবতাবর্গও তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছেন—এটী দেখছেন। (বেদচ্ছন্দা)

**সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।**
**অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি॥ ৪১**
**যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।**
**একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্। ৪২**

তব মহিমানং ইদং (তোমার বিশ্বরূপ, তোমার ঐশ্বর্য্য) অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি (আমি না জানার জন্য এবং প্রণয় বশত) সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি প্রসভং যদুক্তং (সখা ভেবে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা তোমাকে হঠাৎ বিনয় বিহীন ভাবে যা বলেছি) হে অচ্যুত, বিহার শয্যাসনভোজনেষু (হে অচ্যুত আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ ইত্যাদি সময়ে) একঃ অথবা তৎ সমক্ষং অপি (একা অথবা পরিজন বর্গের সামনে) অবহাসার্থং যৎ অসৎ কৃতঃ অসি (পরিহাসচ্ছলে যেরূপ ভাবে অপমানিত হয়েছ) অহং অপ্রেময় ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (অপ্রমেয় অচিন্ত্য স্বরূপ তোমার কাছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

তোমার ঐশ্বর্য্য মহিমা, তোমার বিশ্বরূপ না জেনে, তোমাকে সখা ভেবে অজ্ঞান স্বভাব বশতঃ বা প্রণয়চ্ছলে হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, এইসব সম্বোধন তোমায় করেছি, হে অচ্যুৎ আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ ইত্যাদি সময়ে, শয়নের সময়ে, উপবেসনের সময়ে, তোমাকে একাকী থাকাকালীন অথবা পরিজনবর্গের সামনে পরিহাসচ্ছলে তোমাকে কত অসম্মান করেছি, হে অচিন্ত্য প্রভাব, তোমার কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ৪১-৪২

হে অচ্যুৎ, আহারে, বিহারে, শয্যায়, ভ্রমণে, উপবেসনে ইত্যাদি সময়ে যখন তোমার ও আমার মাঝে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকতনা, তখন বন্ধুত্বের সূত্রে পরিহাস পূর্ব্বক যত কিছু বলেছি ও তার ফলে যে গুরুতর অপরাধ করেছি, তুমি সে সব ক্ষমা করো।

হে অপ্রমেয় আমি ক্ষমা চাইছি—তুমি আমায় ক্ষমা কর।
(শঙ্করাচার্য্য, হনু)

হে অপ্রমেয়, তোমার সঙ্গে আহার, বিহার, ভোজন, গমন, ভ্রমণ ইত্যাদি সময়ে, প্রণয় বশত রঙ্গচ্ছলে, যে সমস্ত তিরস্কার করেছি, সে সব জন্য আমাকে ক্ষমা কর (আনন্দগিরি)।

সরল বন্ধুত্ব সূত্রে যে সব তিরস্কার করেছি তজ্জন্য ক্ষমা কর
(বলদেব)

ক্রীড়া বা ব্যায়াম স্থানে, সখাগণ মধ্যে, যখন অবস্থান করতে অথবা সকলের অসাক্ষাতে শুধু তোমার সঙ্গে আহার, বিহার, ভ্রমণ, শয়ন ইত্যাদি যখন করেছি—সেই সেই সময়ে তুমি কতদিন অনাদৃত হয়েছ, হে অপ্রমেয়, তোমাকে কত অমর্য্যাদাযুক্ত প্রগল-ভতাপূর্ণ কথা বলেছি, সে সমস্তের জন্য হে করুণাময়, তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি (মধুসূদন)।

যে বিরাট, অনন্ত অপ্রমেয় সত্ত্বা, অর্জুনকে সীমাহীন বিশ্বরূপ, দর্শনের সৌভাগ্য দান করলেন, অর্জুন এতদিন কেবল তাঁর মানব আধারটী দেখেছেন মাত্র, তাঁর আসল সত্ত্বা এতদিন দেখতে পান নাই—তাই নিজের অজ্ঞতা বশত এতদিন যে অবহেলা করেছেন, ভগবানের কাছে সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছেন।
(শ্রীঅরবিন্দ)।

এখানে ভীত মানুষের মনোবিজ্ঞান সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষ যখন ভয় পায়—অসুস্থ হয়ে পরে—বিপদে পরে, তখন অপরাধ বোধ, অপরাধের ভয় খুব জেগে ওঠে, ক্ষমা প্রার্থনা অনুশোচনা

ইত্যাদি ভাব মনে খুব আসে। এখানেও অর্জুনের তাই হল। প্রণয় বশতঃ, সখ্যতা হেতু অনেক অপরাধ তার হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন ভগবানের কাছে। মানুষ যখন খুব অসুস্থ হয়, তখন তার প্রায়ই মনে হয়—তাইত—কি অপরাধ করেছি—যার জন্য এই অসুস্থতা—তখন মনটা খুব দুর্ব্বল হয়ে যায়, নরম হয়ে যায়, অর্জ্জুনের তাই হল ( বেদচ্ছন্দা )।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মুখে পাই :—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি—অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধাষ্ট্য (১) ক্ষমায় করিল বিনয়॥

**পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।**
**ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েপ্য—**
**প্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩**

হে অপ্রতিম ( অতুলনীয় প্রভাবশালী ) ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরু গরীয়ান্ চ অসি (তুমি এই বিশ্ব চরাচরের লোকের পিতা, গুরু, পূজ্য এবং গুরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব) লোকত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ ( এই ত্রিলোকে তোমার তুলনীয় কেউ নাই—তো তোমার অধিক কে থাকবে ?

অমিত প্রভাবশালী হে বিশ্বপিতা তুমি বিশ্বচরাচরের সকলের পূজ্য, গুরু, ও গুরু হতেও গুরুতর, ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেউ নাই, তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকবেই বা কি প্রকারে ? ৪৩

এই জগতের তুমিই একমাত্র গুরু এবং গুরু হতেও গুরুতর। তুমি বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা হিসাবে সকলের পিতা। তুমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এবং অদ্বিতীয় বলেই তুমিই অপ্রতিম প্রভাব—অর্থাৎ তোমার সঙ্গে কোন বস্তু তুলনীয় হতে পারেনা, তোমার সঙ্গে কারো সাদৃশ্যও হয় না ( শঙ্করাচার্য্য )।

এই শ্লোকেও অর্জ্জুন ভগবানের অপ্রমেয় তত্ত্ব বলে যাচ্ছেন। এই সৃষ্ট লোকসমূহের তুমি পিতা স্বরূপ। তুমি পূজ্য কেননা তুমি ঈশ্বর আবার তুমিই ঈশ্বরকে পাবার পথ বলে দেবার গুরু, উপদেষ্টা, এবং গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় পরমেশ্বর থাকা তো সম্ভব নয় কাজেই তুমি অতুলনীয়।

( মধুসূদন )।

এখানে অর্জ্জুন—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে বিশ্বচরাচরের লোক সকলের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং সর্ব্বলোকের অতুলনীয় বলে বুঝতে পেরেছেন—এখন আর মনুষ্য বোধ, সখা বোধ নাই ( বেদচ্ছন্দা )।

**তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম।**
**পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেবসোঢ়ুম্ ॥৪৪**

হে দেব তস্মাৎ ( সেই হেতু, অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ( শরীর নত করে প্রণাম করে ) ঈড্যম্ ঈশং ত্বাম্ প্রসাদয়ে ( বন্দনীয় ভগবান তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি ) পুত্রস্য [ অপরাধ ] পিতাইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ ইব সোঢ়ুম অর্হসি ( পিতা যেমন

পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় পতি যেমন প্রিয়ার, অপরাধ ক্ষমা করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর )

হে দেব পূর্ব্বোক্ত অপরাধে আমি দোষী, সেজন্য দণ্ডবৎ প্রণাম সহ, তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। সকলের বন্দনীয় ভগবান তুমি, পিতা যেমম সন্তানের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার, অপরাধ ক্ষমা করে তেমনি তুমি আমায় ক্ষমা কর।৪৪

তুমি জগতের স্রষ্টা ও পূজ্য, তুমি ঈশ্বর কিন্তু পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন বন্ধুর এবং সৎ স্বামী যেমন স্বাধ্বী স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তেমনি তুমিও আমায় সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর—তোমাকে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি ( শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন )

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনেব ভাব পবিবর্ত্তন হযেছে, নিজেকে দাস মনে করছেন।

( বলদেব যোগানন্দ )।

ভগবানের বিশ্বাতীত, অপ্রতিম স্বভাব মানব চিন্তার বাইরে, সেজন্য মানব সমাজে বা জগতেব বুকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য, মানবদেহ ধারণ, তাঁর মানবীয় রূপ সত্য। ভগবান মানবদেহ ধারণ করলে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, চরমতম পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে ও মানব জন্ম সার্থক হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ ).

**অদৃষ্ট পূর্ব্ব হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা ভয়েন চ**
**প্রব্যথিতং মনোমে।**
**তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ**
**জগন্নিবাস ॥ ৪৫**

হে দেব, অদৃষ্ট পূর্ব্ব (আগে যা দেখি নাই) [ তোমার বিশ্বরূপ ] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি ( দর্শন করে আনন্দিত হচ্ছি ) তৎ একরূপ ( অতএব তোমার সেইরূপ ) মে দর্শয়, হে দেবেশ হে জগন্নিবাস প্রসীদ ( আমাকে আবার দেখাও এবং প্রসন্ন হও )।

হে দেব, পূর্ব্বে যে বিশ্বরূপ দেখি, সেই রূপ দেখে আমার মন আনন্দিত হয়েছে; আবার ভয়ে বড় ব্যাকুলও হয়েছি অতএব তোমার সেই চির পরিচিত মানুষ রূপ দেখাও, আমার ওপর প্রসন্ন হও।৪৫

আমি নিজে বা অন্য কেউ পূর্ব্বে যে বিশ্বরূপ দর্শন করে নাই, সেই অদৃষ্ট পূর্ব্ব রূপ দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে, রোমাঞ্চ হচ্ছে, সেজন্য আমি কাতর প্রার্থনা করছি, হে জগতের আশ্রয় স্থান ও নাথ তুমি প্রসন্ন হও এবং আমি যেরূপ দর্শন করতে অভ্যস্থ সেই সখার রূপ আবার ধারণ কর, আমার অভ্যস্থরূপে আমায় দর্শন দাও।

( শঙ্করাচার্য্য )।

তোমার বিকৃত দর্শন, ভীষণ বিশ্বরূপ দর্শনে আমি ভীত; তুমি প্রসন্ন হও ও আমার অতি প্রিয় তোমার প্রাচীনরূপে দর্শন দাও।

( মধুসূদন ও আনন্দগিরি )

তোমার প্রসন্নরূপে, সখা রূপে আমায় দর্শন দাও।

( রামানুজ, কেশব )

বিশ্বরূপ সুবৃহৎ চেতন সত্ত্বা দর্শনে, অর্জ্জুন ভয়ে অভিভূত, সেজন্য

শ্রীভগবানের মানবদেহধারীরূপে পুনরায় দর্শন পাবার একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছেন। (যোগানন্দ)

এখানে অর্জ্জুন যতরকমের প্রীতির সম্পর্ক আছে, সেই সেই সম্পর্কে অভিহিত করছেন। প্রিয়, সখা, পিতা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করছেন এবং ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করছেন।

(বেদচ্ছন্দা)

**কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।**
**তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬**

অহং ত্বাং তথা এব কিরীটীনং গদিনং চক্রহস্তং (আমি তোমাকে সেই চির পরিচিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীরূপে) দ্রষ্টুম ইচ্ছামি (দেখতে ইচ্ছা করি) হে সহস্র বাহো বিশ্বমূর্ত্তে তেন চতুর্ভুজেন রূপেন এবভব (হে সহস্রবাহু তুমি আবার চতুর্ভুজরূপ ধারণ কর)।

আমি কিরীটধারী এবং গদা ও শঙ্খধারী সেই পূর্ব্ব পরিচিত নারায়ণ রূপই দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্র বাহু আবার চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।৪৬

হে বিশ্বমূর্ত্তে তুমি পুনরায় তোমার স্বীয় চতুর্ভুজধারী নারায়ণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। তোমার কিরীটশোভিত শঙ্খগদাচক্রধারী-রূপে পুনঃ প্রকাশিত হও। (শঙ্করাচার্য্য)

পূর্ব্বের মত তোমাকে কিরীট গদা শোভিত ও চক্রধারী সৌম্য-রূপে দেখতে ইচ্ছা করি।

(রামানুজ কেশব, শঙ্করানন্দ ও শ্রীধরস্বামী)

এখানে অর্জ্জুনের উক্তিতে প্রকাশ পেল যে, অর্জ্জুন বসুদেব-পুত্ররূপে দর্শন করলেও, তিনি তাঁর চতুর্ভুজধারী সৌম্যকান্তি নারায়ণরূপে দর্শন পেতেন। ( মধুসূদন )

হে সহস্রবাহু তুমি চিরপ্রিয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দাও।

( যোগানন্দ )

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে মানুষের একত্ব উপলব্ধি হতে পারে, সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে, বন্ধনের উর্দ্ধে, যেতে পারে, তথাপি সহস্রবাহু সংহার মূর্ত্তি, মানুষের সহ্যের বাইরে, তাই অর্জ্জুন ভগবানের নারায়ণ মূর্ত্তিতে দর্শন চাইছেন। ভগবানের নারায়ণ মূর্ত্তি, মঙ্গলময় মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি দর্শনে ভগবানের মহিমা বোধও হয়, আনন্দ আর তৃপ্তিও লাভ হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

Like goes unto like., মানুষের conception তার নিজের চিন্তার বাইরে কিছু চিন্তা করে আনন্দ পায় না, তাই মানুষ মানুষের মত রূপই ভালবাসে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতারই, সে, মানুষ আকৃতিই চিন্তা করে। বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের ক্ষেত্রেও সে, মানুষের মত আকৃতি চিন্তা করতে ভালোবাসে। বিশ্বরূপ দর্শনে তাই অর্জ্জুন ভীত ও আশ্চর্য্য হলেও, শান্ত সুন্দর দ্বিভুজ মূর্ত্তিই মানুষের মস্তিষ্ক চিন্তা করতে পারে ও হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। ( বেদচ্ছন্দা )

শ্রীভগবান উবাচ—

**ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।**
**তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭**

শ্রীভগবান উবাচ ( বললেন ), অর্জ্জুন প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ ইদং তেজোময়ং ( প্রসন্ন হয়ে আমার আত্মযোগ বলে এই তেজোদ্দীপ্ত) অনন্তং আদ্যং পরং বিশ্বরূপং দর্শিতং যৎ ( আদি অন্তহীন উত্তম বিশ্বরূপ যে দেখলে ) যৎরূপং তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং ( যে রূপ তুমি ভিন্ন অন্য কেউ পূর্ব্বে দেখে নাই )।

শ্রীভগবান বললেন, আমি প্রসন্ন হয়ে আত্মযোগশক্তি বলে— যে বিশ্বরূপ আদিভূত, অনন্ত, তেজোময়, বিশ্বাত্মক, শ্রেষ্ঠরূপ সেইরূপ যে তোমাকে দর্শন করালাম, সেটী তুমি ছাড়া পূর্ব্বে কেউ দেখে নাই ।৪৭

অর্জ্জুন ভয় পেয়েছেন দেখে, ভগবান বললেন, আমি প্রসন্ন হয়েই নিজ যোগশক্তি প্রভাবে, তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ঐশর্য্যময়, বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। এই তেজোদ্দীপ্ত, অনন্ত বিশ্বরূপ, এইমাত্র তুমিই প্রথম দর্শন করলে, এ পর্য্যন্ত আর কেউ ঠিক এইরূপ দেখে নাই। আমি তোমার ওপরে প্রসন্নই আছি। ( শঙ্করাচার্য্য )

হে অর্জ্জুন তুমি ভীত হয়ো না, তোমার ওপর অতি প্রসন্নতা হেতুই, প্রচুর, তেজযুক্ত, অসীম, অনন্ত, সর্ব্বকারণ স্বরূপ, বিশ্বরূপে দর্শন দিলাম, এরূপ একমাত্র তুমি ছাড়া পুর্ব্বে কেউ দেখে নাই।

( মধুসূদন )

ভগবান বললেন, অর্জ্জুন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমার মঙ্গলার্থে এবং তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েই, আমি নিজ সত্য-সঙ্কল্পরূপ যোগে যুক্ত হয়ে, অথবা নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা, তোমাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করালাম। ( রামানুজ, কেশব, শ্রীধরস্বামী )

যে মহাসঙ্কল্প ও মহাবিকল্পরূপ মায়াশক্তিস্বরূপ ঐশ্বরীয় মনের যোগবল দ্বারা, চিন্ময় ব্রহ্ম ভৌতিক বিশ্বাকারে বিবর্তিত ও প্রকাশিত হন, সেই শক্তি বা বিভাবই মায়াযোগ, আত্মযোগ, ঐশ্বরীয় যোগ প্রভৃতি নামে খ্যাত। ( যোগানন্দ )

ভগবান আত্মযোগ বলে অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখালেন সেটী শুধুমাত্র যোগজ। এই যোগজ শক্তিবলে ভগবৎ কৃপায়, অর্জ্জুন যে বিশ্বরূপ দেখলেন তখন অর্জ্জুনের দেহবোধ, জগৎবোধ আছে, অচেতন, বা ধ্যানস্থ অবস্থায় নয়—কথা বলছেন, বর্ণনা করছেন, কাজেই কৃপার দর্শন-দেহবোধ, জগৎবোধ থাকলেও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। ( বেদচ্ছন্দা )

**ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।**
**এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরু প্রবীর ॥৪৮**

হে কুরু প্রবীর ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ( না বেদধ্যয়ন প্রভাবে না যজ্ঞসাধন সহায়ে ) ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ ( দানের ফলেও নয়—ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারাও নয় ) ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ ( না উগ্র তপস্যার ফলে এইরূপ ) অহং নৃলোকে (মানুষের পৃথিবীতে) ত্বদন্যেন দ্রষ্টুং শক্যং ( তুমি ছাড়া অন্য কেউ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন )।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদপাঠ, দ্বারাও নয়, দানের ফলেও নয়, ক্রিয়া-কলাপের ফলে বা উগ্রতপস্যার সহায়েও নয়, মানুষের পৃথিবীতে তুমি ছাড়া এই রূপ, আর কারো দেখা সম্ভব হয় নি।৪৮

অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করে ভয় পেয়েছেন বলে, ভগবান তার বৃথা ভয় দূর করার জন্য, বিশ্বরূপের প্রশংসা করে যাচ্ছেন—এই বিশ্বরূপ দর্শন কারো ভাগ্যে ঘটে না—বেদধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, অগ্নিহোত্রাদি উগ্র তপস্যা, সুকঠোর চান্দ্রায়ণ তপস্যা ইত্যাদি কোন আচরণ দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন লাভ হয় না। আমারই প্রসাদে একমাত্র তুমিই, এইরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছ। ( শঙ্করাচার্য্য )

চতুর্ব্বেদ অধ্যায়ণ দ্বারা, মীমাংসা ও কল্পসূত্রাদির সাহায্যে, বেদবোধিত নিয়মাদি সহায়ে যজ্ঞাদি দ্বারা, দানের দ্বারা, শ্রৌত ইত্যাদি কর্ম্ম নিচয়ের দ্বারা, উগ্রতপস্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কিছুর সাহায্যেই, আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন লাভ কারো ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। ( মধুসূদন )

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের পেছনে কেবলমাত্র ভগবৎ কৃপা। কোনো তপস্যা, দান, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া, অধ্যয়ণ, ধ্যান ইত্যাদির ফল এই বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য আনতে পারে না। কেবল ভগবানের কৃপায় সম্ভব। ( বেদচ্ছন্দা )

বেদধ্যয়ণ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা কোন কিছু দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হয়না অনুরূপ কথা আমরা চৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই :—

সগনে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান।

জ্ঞানে কর্ম্মযোগে ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তি রস।
( শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ )

ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে উদ্ধব, আমার প্রতি দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য যোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস কোন কিছুই ঠিক ততখানি বশীভূত করতে পারে না।

( শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৯ )

**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বারূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্।**
**ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯**

*ঈদৃশ* ইদং মম ঘোরং রূপং ( এই আমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ) তে ব্যথা ( তোমার ভয় ) মা ( না হউক ) বিমূঢ়ভাবঃ মা ( ব্যাকুল ভাব না হোক ) ব্যপেতভীঃ ( অপগতভয় ) প্রীতমনাঃ ( প্রসন্নচিত্ত হয়ে ) পুনঃ ত্বং মে ইদং (তুমি আমার এই ) তৎ রূপং প্রপশ্য ( দর্শন কর )।

তুমি আমার এই ভীষণরূপ দর্শন করে ব্যথিত হবে না, বিমূঢ় হবে না, ভয় ত্যাগ করে, প্রীত মনে পুনরায় সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন কর।৪৯

আমার এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শন করে, তোমার যেন

ভয় না জাগে, তোমার ওপর প্রীত হয়েই আছি এবং তোমার ইষ্ট নারায়ণ রূপে দর্শন দিচ্ছি, ভাল করে দেখ। (শঙ্করাচার্য্য)

সহস্র সহস্র বাহু, অসংখ্য মুখ ইত্যাদি যুক্ত হওয়ায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে এবং তোমার ভয়, বেদনা ইত্যাদি সৃষ্টি করছে, তোমার ওপর প্রসন্ন হয়ে, আমি আমার বিশ্বরূপ সংবরণ করে, তোমার ইষ্ট চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দিচ্ছি, তুমি সন্তোষের সঙ্গে দেখ। (মধুসূদন)

বিশ্বরূপ ভগবানের নিজ আত্মারই প্রতিচ্ছবি, যাঁরা পূর্ণ যোগে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এই ঘোর বিশ্বরূপ দেখে ভীত হন না, বরং এই রূপের পেছনে করুণা ও কল্যানেচ্ছা দেখতে পান। ভগবান অর্জ্জুনকেও সেইরূপ অভী ও প্রশান্ত চিত্ত হতে বলছেন কিন্তু অর্জ্জুনের প্রকৃতি এখনও ভীষণ রূপ সহ্য করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত নন। সেজন্য ভগবান পুনরায় চতুর্ভুজ রূপ গ্রহণ করলেম। (শ্রীঅরবিন্দ)

তুমি ভয় রহিত ও আনন্দ চিত্ত হয়ে আমার সর্ব্বজন প্রার্থিত নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন কর। (যোগানন্দ)

পুনরায় কৃপা করে শ্যামসুন্দর স্নিগ্ধ, প্রিয় রূপ দর্শন করাচ্ছেন। (বেদচ্ছন্দা)

সঞ্জয় উবাচ

**ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।**
**আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০**

সঞ্জয় উবাচ—বাসুদেব, অর্জ্জুন ইতি উক্তা (এরূপ বলে) ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং (সেই রকম স্বীয় রূপ) দর্শয়ামাস (দেখালেন)

মহাত্মা পুনঃ সৌম্য বপুঃ ( প্রসন্নমূর্ত্তি ) ভূত্বা ( ধারণ করে ) ভীতম্ এনম্ অর্জ্জুনং আশ্বাসয়ামাস ( আশ্বস্ত হলেন )।

সঞ্জয় বললেন—ভগবান অর্জ্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় সেই নিজ কল্যাণ মূর্ত্তি দেখালেন। সেই মহান পুরুষ আবার প্রসন্নমূর্ত্তি ধরলেন এবং অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।৫০

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা বলার পর অর্জ্জুনকে আবার তাঁর প্রসন্নতাভরা নারায়ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। ( শঙ্করাচার্য্য )

বাসুদেব ঐ কথা বলার পর অর্জুনকে তাঁর মকর কুণ্ডল শোভিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতাম্বর, বনমালা—পরিশোভিত সৌম্যাতি-সৌম্য-চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। ( মধুসূদন )

অর্জ্জুন উবাচ

**দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।**
**ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥**

অর্জ্জুন উবাচ—( বললেন ) হে জনার্দ্দন তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্টা ( মানুষ রূপ দর্শন করে ) [ আমি ] ইদানীং সচেতাঃ (চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেছি) সংবৃত্তঃ অস্মি প্রকৃতিং গতঃ (জীবিত হলাম, প্রকৃতিস্থ হলাম)।

হে জনার্দ্দন তোমার সৌম্য, কম, মানুষরূপ দেখে, আমি এখন প্রশান্ত চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম।৫১

অর্জ্জুন বললেন—হে জনার্দ্দন, তোমার সৌম্যাতিসৌম্য মানুষ দেহ দর্শন করে, পরম আশ্বস্ত হয়ে, চৈতন্য ফিরে পেয়েছি। এতক্ষণ

বিশ্বরূপ দর্শন করে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, যেন অচেতন অবস্থায় ছিলাম (মধুসূদন)।

হে ভগবান, তোমাকে আমার চির পরিচিত সখারূপে আবার দর্শন করে, পরম প্রসন্নতা লাভ করলাম, প্রকৃতিস্থ হলাম।

(শঙ্করাচার্য্য)

অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করার জন্য, ভগবান যে রূপ ধারণ করলেন, সেই মূর্ত্তি করুণা, প্রেম, মাধুর্য্যের আগার এবং জীবের বড় প্রিয়।

(শ্রীঅরবিন্দ)

এখানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আবার নিজের সখারূপে, মানুষ রূপে দেখে, প্রসন্ন ও প্রকৃতিস্থ হলেন। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি কোনটীই তার ক্ষমতার বাইরে নিজের সাধ্যাতীত কিছু করতে পারে না। (বেদচ্ছন্দা)

শ্রীভগবান উবাচ

**সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।**
**দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২**

শ্রীভগবান উবাচ--মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং (দুনিরীক্ষং) যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করলে) দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য (দেবতারাও এই রূপের) নিত্যং দর্শনঃ কাঙ্ক্ষিনঃ (নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী)।

শ্রীভগবান বললেন—তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে, এটী দর্শন করা অতীব দুঃসাধ্য এবং দেবতারাও এইরূপ দর্শন করতে নিত্য নিত্য ইচ্ছা করেন।৫২

আমার যে রূপ দর্শন করে, তুমি খুব দুঃখ, বেদনা বা ভয় পাচ্ছ অর্থাৎ যে রূপ সুদুর্দ্দর্শ, সে রূপ দেখবার জন্য কিন্তু দেবতাগণ নিত্য অভিলাষী, কেননা তুমি যেমন আমার অনুগ্রহে দেখতে পেয়েছ, অন্য সব দেবতাগণ, সে রূপ দর্শন পায় নাই আর পাবেও না হয়ত। (শঙ্করাচার্য্য)

অর্জ্জুন তুমি আমার যে রূপ দেখলে, সেই রূপ দেবতারাও কখন দেখতে পায় নাই আর তা পরেও পাবে না, সেজন্য দেবতারা এইরূপ দর্শনের নিত্য অভিলাষী। সুতরাং যে জিনিষ একান্ত দুর্লভ সেটী তো 'সুদুর্দ্দশম্'। (মধুসূদন)

এই বিশ্বরূপ 'সুদুর্দ্দশম্' অর্থাৎ মানুষ নিজ চেষ্টা সহায়ে আংশিক ভাবে ভগবানের স্বরূপ বিশেষভাবে জানতে পারে! কিন্তু এরূপ বিরাটভাবে নয়—সেজন্য এই বিশ্বরূপ সুদুর্দ্দশ।

এই রূপের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্ব, রূপ, বিভেদ, দেশকাল ইত্যাদি ইত্যাদি এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে প্রকাশিত হয়, সেজন্য এই রূপ দেখা বহুভাগ্যের কথা এবং এজন্য এইরূপ দেবগণের চির বাঞ্ছিত।

(শ্রীঅরবিন্দ)

এই বিশ্বরূপ দর্শন তো কেউ কখনও করেনি আর নিজের ইচ্ছাতে এরূপ দর্শন সম্ভবও নয়, সেজন্য এইরূপ দেবতাদেরও আকাঙ্খিত। (বেদচ্ছন্দা)

**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।**
**শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩**

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি (যেরূপ অর্জ্জুন দর্শন করছেন) এবং

বিধঃ অহং ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া ( তপস্যা দান বা যজ্ঞাদি দ্বারা ) দ্রষ্টুং শক্যঃ ( দর্শন হওয়া সম্ভব নয় ) ।

অর্জ্জুন তুমি যে বিশ্বরূপ দর্শন করলে, বেদপাঠ, দান, তপস্যা, যজ্ঞাদি কোন কিছুর দ্বারাই সেই রূপ দর্শন সম্ভব নয় ।৫৩

এখানে ভগবান এই বিশ্বরূপ দুর্দ্দশই বা কেন আর দেবগণের বাঞ্ছিতই বা কেন তার কারণ বলে যাচ্ছেন। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ পাঠ, গো-দান, ভূমি দান, স্বুবর্ণ ইত্যাদি দান, দ্বারাও এই রূপ দেখা যায় না। ( শঙ্করাচার্য্য )

ঠিক এই ধরণের কথা ভগবান অষ্ট চত্বারিংশত মন্ত্রে বলেছেন কিন্তু এখানে পুনরায় সেকথা উত্থাপিত করলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের দুর্লভতা ব্যাখ্যা করার অভিলাষে। ( মধুসূদন )

ভক্তি বিরহিত বেদপাঠ শ্রবন বা অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে সর্ব্বশাসক, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বকারণভূত, বিশ্বরূপে কেউ দেখতে পায়না ( রামানুজ )।

পূর্ব্বে একথা বললেও, এখানে ও আবার অর্জ্জুনকে দৃঢ় করে বুঝিয়ে বলছেন যে, সকল রকম চেষ্টা ইত্যাদি করলেও, কোন মতেই ভগবানের কৃপা ব্যতীত, ভগবানের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হতে পারে না। ( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

এখানেও ভগবান কৃপার কথা বললেন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ, কোন কিছু করলেই এই বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না—এটী ভগবান কদাচিৎ প্রয়োজন বোধে বিশেষ শক্তির আধারকে দেখান। অর্জ্জুন, স্বামীজী প্রমুখকে দেখিয়েছেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র—৩।১৮, ৫।১৮, ২৮।৮, ৫৩।১১, ৪৮।১১, ১১-২৮।১৭, ৭।১৭ মন্ত্র।

**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।**
**জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪**

হে পরন্তপ, হে অর্জ্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু ( কিন্তু অনন্য ভক্তির সাহায্যেই ) এবং বিধঃ অহং ( এইরূপ আমি ) তত্ত্বেন জ্ঞাতুং (স্বরূপতঃ জানতে ) দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং চ ( দর্শন করতে ও প্রবেশ করতে ) শক্য ( সক্ষম হই )।

হে শত্রুতাপন, একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই, পরমেশ্বরকে এইরূপে তত্ত্বতঃ জানতে পারা যায়, সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে পারা যায় এবং আমাতে চিরন্তন ভাবে আশ্রয় লাভ করা যায়।৫৪

ভগবৎ বস্তুছাড়া, অন্য কোন বস্তুতে যে ভক্তি, পৃথকভাবে হয় নাই, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা যে ভগবৎ বস্তু ছাড়া, অন্য কোন বস্তু বুঝে নাই বা চিন্তা করে নাই, এরূপ একাগ্র ভক্তিকে অনন্য ভক্তি বলে; একমাত্র এই অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার বিশ্বরূপ দর্শন লাভ সম্ভব হয়। এবং এই জানা, শাস্ত্র জনিত জানা, এটীর মধ্যে ভগবানে প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত হয়।

( শঙ্করাচার্য্য )

একমাত্র মদেকনিষ্ঠ ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তি ঈশ্বর ব্যতীত, কোন কিছু জানে না, বা চায় না, যার সমস্ত প্রীতিটুকু ভগবৎ মুখী, সেই ভক্তিই অনন্য ভক্তি এবং একমাত্র এই অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমাকে

স্বরূপত জানা যায় এবং শুধু তাই নয়, আমাতে প্রবেশ করা যায় বা স্বরূপতা লাভও হয়ে থাকে। ( মধুসূদন )

একাগ্র ও অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ জানা, দেখা ও পাওয়া সম্ভব হয়। ( যোগানন্দ )

একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই নিজের নিজের আধার অনুযায়ী জানতে, দর্শন করতে ও সেই পরমধামে প্রবেশ করতে পারা যায়—অর্থাৎ ভক্তগণ তাঁর স্বরূপ লাভ করেন বা মোক্ষ লাভ করেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় অন্যত্র অনন্য ভক্তি—২২।৮, ১১।১৩, ৬।১২, ২২।৯, ১৩।৯, ৩০।৯, ১৪।৯।

**মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।**

**নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫**

হে পাণ্ডব যঃ ( যে ভক্ত ) মৎকর্ম্মকৃৎ ( আমাকে লাভ করার জন্যই আমারই কাজ করেন ) মৎ পরমঃ ( আমিই যার পরম গতি ) মদ্‌ভক্তঃ ( কায়মনোবাক্যে যে আমার একান্ত ভজনা করে ) সঙ্গ বর্জ্জিত ( আসক্তিশূণ্য ) নির্ব্বৈরঃ ( শত্রুশূণ্য ) সঃ মাম্ এতি ( যিনি, তিনিই আমাকে লাভ করেন )।

হে পাণ্ডব, যে ভক্ত আমার কাজ মনে করে, আমাকে লাভ করার জন্য সমস্ত কর্ম্ম করেন, আমি যার একমাত্র গতি এবং আমাকে লাভের জন্য, কায়মনোবাক্যে আমার ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তি শূণ্য, যার কারো প্রতি শত্রুভাব নাই, তিনিই আমাকে লাভ করেন।৫৫

যারা আমার জন্য কর্ম্ম করে, তারা মৎকর্ম্মকৃৎ। সাধারণ ভৃত্যও প্রভুর জন্য কর্ম্ম করে কিন্তু তারা প্রভুকে পরলোকের গতি বা আশ্রয় মনে করে না বরং যারা মৎকর্ম্মকৃত, তারা আমাকেই তাদের ইহপরকালের একমাত্র গতি মনে করে, সেজন্য তারা 'মৎপরম'। যাঁরা আমাকেই সকলের আত্মা বা একমাত্র প্রভু মনে করে ভজনা করে তারা মদ্ভক্ত। যাদের মন ধনাদি ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ইত্যাদিতে আসক্ত নয় বা যাদের প্রীতি ওই সকলে নাই তারা 'সঙ্গবর্জ্জিত।' যে ব্যক্তি কখনও অপরের শত্রুতা করে না, এমন কি সত্রুরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, তিনি নির্ব্বৈর। উপরিউক্ত এই সমস্ত গুণ যাদের থাকে, আমিই তাদের পরম গতি হই, সে আমাকেই লাভ করে।

( শঙ্করাচার্য্য )

ঈশ্বরার্পণ মানসে যে কর্ম্ম করে, সে 'মৎকর্ম্মকৃত।' যে আমাকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য বলে মনে করে 'মৎপরম'। যিনি পুত্রাদি বাহ্য বস্তুতে নিরাসক্ত তিনি 'সঙ্গবর্জ্জিত'। যিনি সর্ব্বভূতেই বিদ্বেষশূণ্য তিনি নির্ব্বৈরঃ। ইত্যাদি ব্যক্তিগণই আমাকে লাভ করেন। তুমি এই বিষয় জানতে ইচ্ছা করেছিলে বলে, তোমায় এটী উপদেশ দিলাম। ( মধুসূদন, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ )

ভক্তগণ আমার উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে আমার দিকে। আমার প্রতি তাদের একান্ত আসক্তি থাকায়, তারা জগৎ সংসারে অনাসক্ত হয়ে যায়। এবং যে ভক্তগণ যাবতীয় দুঃখ কষ্টকে একমাত্র নিজ কর্ম্মফল বলে মনে করে, শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও

অপরকে দুঃখ কষ্ট দেয় না। এসব কারণে সেই ভক্তগণের অবিদ্যাদি নাশ হয় ও তারা আমাকে লাভ করে। (রামানুজ)

নিম্নতম প্রকৃতিকে জয় করা, সকল জীবের সঙ্গে একত্ববোধ, ভগবৎ সত্বার সঙ্গে একত্ববোধ, সর্ব্বভূতে প্রেম, এই হচ্ছে পথ, এর দ্বারা মানুষ সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে অধ্যাত্মমুক্তি লাভ করে।

(শ্রীঅরবিন্দ)

ভগবৎ গীতার মধ্যে এটী একটী শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে এই মন্ত্রোক্ত পঞ্চবিধ সাধনই দরকার। ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম্ম করা ও সর্ব্বজীবের সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যেই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দর্শন ইত্যাদি হচ্ছে 'মৎকর্ম্মকৃৎ' এর লক্ষণ। 'মদ্ভক্ত' ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্ত। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যসমস্ত বিষয়ে অভিনিবেশ ত্যাগই 'সঙ্গবর্জ্জিত' হওয়া। ঈশ্বরের ভক্ত কদাচ জীবহিংসা করেন না—তিনি সর্ব্বভূতমধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব চিন্তা করায় জীবহিংসা করতে সক্ষমই হননা অতএব তিনি 'নির্ব্বৈরঃ।' (যোগানন্দ)

এই মন্ত্রটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখার মত। আর যতদূর সাধ্য নিজের জীবনে এটী ফুটিয়ে তোলা এটীই সাধনা। (বেদচ্ছন্দা)

—প্রতিটী অধ্যায়ের শেষে 'আমার শরণ নাও' অথবা 'আমাতে যুক্ত হও,' 'আমিই শ্রেষ্ঠ গতি' ইত্যাদি ভক্তি ভাবের কথা বলেছেন কাজেই গীতায় ভগবান চেয়েছিলেন অনন্য ভক্তি তত্ত্ব প্রচার। (বেদচ্ছন্দা)

এই বাণীর অনুরূপ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই—

'সঙ্গবর্জ্জিত'—যত মনের যোগ হবে ততই বাইরের জিনিষ থেকে মন সরে আসবে। (৩।১১।৩)

জ্ঞানীর সব বাসনা যায়, যা থাকে তাতে কোন হানি হয়না।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।৭।৪ )

'মৎকর্ম্মকৃৎ'—যার কর্ম্ম করছ, তাঁরই কর।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪।৪৮।৪ )

'মদ্ভক্ত'—যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা তাঁতে গত হয়েছে তিনিই সাধু

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।৯।২, ২।৯।১ )

গীতায় অন্যত্র—

মৎকর্ম্ম—১০।১১, ৬।১২, ১১।১২, ৪৬।১৮, ৫৬।১৮, ২৭।৯, ৬১।১৮, ২৪।৪, ৮।৫, ৯।৫, ১০।৫, ১৪।৫।

মৎপরম—৬১।২, ১৪।৬, ৬।১২, ৫৭।১৮, ৫৫।১১।

মদ্ভক্ত— ২৩।৭, ৩৪।৯, ৬৫।১৮, ১৬।১২, ৫৫।১১, ২০।১২।

সঙ্গবর্জ্জিত—১৮।১২, ৪৭।২, ৪৮।২, ২০।৪, ১০।৫, ১১।৫, ১০।১৩, ৬।১৮, ৯।১৮, ২৩।১৮।

নির্বৈরঃ—১৩।১২, ১৭।১৩, ৩২।৬ ও ২৯।৯।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনঃসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

# দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

**এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।**
**যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১**

অর্জ্জুন উবাচ ( বললেন ) এবং সতত যুক্তাঃ ( সর্ব্বদা তদেকচিত্ত ) যে ভক্তাঃ ( যে ভক্তগণ ) ত্বাং পর্য্যুপাসতে ( তোমার সেবা করেন ) যে চ অপি ( যারা ) অব্যক্তং অক্ষরং ( অব্যক্ত অক্ষরকে ) [ ধ্যান করেন ] তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ (তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সাধক ?)

অর্জ্জুন বললেন—সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত হয়ে যে সকল ভক্ত তোমার ভজনা করেন এবং যাঁরা অব্যক্ত অব্যয় তত্ত্বের ভজনা করেন, এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ১

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতাতে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় বলা হয়েছে, প্রথম নামরূপাতীত পরব্রহ্মের বিষয়ে, দ্বিতীয়ত সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন গুণময় পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন দানের পরও সেই কথার পুনরাবৃত্তি হয়, এজন্য এই অধ্যায়ে সুরুতেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করেছেন নির্গুণ ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরের উপাসনার কোনটী শ্রেষ্ঠ ?

( শঙ্করাচার্য্য )

গীতায় কখনও ভগবান ভক্তিনিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব বলেছেন, কখনও

বলেছেন, "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত"—কিন্তু এর মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অথবা ভক্তি, এই প্রশ্ন অর্জ্জুন এখানে করছেন। (শ্রীধর)

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মৎকর্ম্মকৃৎ 'মৎপরমো' ইত্যাদি কথায় 'মৎ' শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সগুণ ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরকে বুঝিয়েছেন, না নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝিয়েছেন, অর্জ্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সেই প্রশ্ন করছেন। ( মধুসূদন )

শ্রীভগবান উবাচ

**ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।**
**শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২**

শ্রীভগবান উবাচ ( বললেন ) ময়ি মনঃ আবেশ্য ( আমাতে নিবিড়ভাবে মন রেখে ) নিত্যযুক্তা পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ ( সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তাযুক্ত হয়ে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ) যে ( যারা )। মাম্ উপাসতে ( আমাকে ভজনা করেন ) তে ( তারা ) যুক্ততমাঃ মে মতাঃ ( আমার মতে উত্তম সাধক )।

শ্রীভগবান বললেন, যাঁরা আমাতে মন একান্তভাবে অনুরক্ত করে পরমা ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁরাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত।২

যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, সমস্ত কামনাত্যাগী, তাঁদের কথা এখানে আলোচনা না করে পরে করবেন। এক্ষণে শুধুমাত্র 'অনন্যচিন্ত' ভগবৎ ভক্তগণের কথা বলে যাচ্ছেন। এরূপ ভক্তগণ ভগবানকে সর্ব্বযোগেশ্বর গণেরও ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদিরূপ অবিদ্যাময় অন্ধকার দৃষ্টিবর্জ্জিত, এইভাবে ভগবানকে বুঝে পরমাভক্তির সঙ্গে

ভজনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা বা চিন্তা করেন ; এজন্যই সেই ভক্ত সমস্ত সাধকগণের মধ্যে 'যুক্ততম' বলে ভগবানের কাছে বিবেচিত। ভক্তের এই তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তা হেতু ভগবানের তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা যুক্ততম ভক্ত বলে বিবেচিত হন।

( শঙ্করাচার্য্য )

এখানে ভগবান সাকারবাদী ভগবৎ ভক্তগণের উৎকৃষ্টতা বলে যাচ্ছেন। ভক্তগণ পরমেশ্বর বাসুদেবের অনন্য ভাবে শরণ নিয়ে ও অতিশয় প্রীতির সঙ্গে নিরন্তর চিন্তা করে, নিজ মনকে বাসুদেবময় করে তোলেন। হিঙ্গুলের মধ্যে গালাকে প্রবেশ করিয়ে দিলে যেমন গালা সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তেমনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নিরন্তর ভগবৎ শরণে, উৎকৃষ্ট সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হয় ও সর্ব্বদা ঈশ্বরাসক্ত হওয়ায় ভক্তেরা বিষয়ান্তরে পরাঙ্মুখ হয়ে, কেবল ভগবানকেই ধরে থাকেন বলে ভগবানের দৃষ্টিতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ( মধুসূদন )

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ বিশিষ্ট পরমেশ্বর আমাতে মদর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা যুক্ত হয়ে বা একনিষ্ঠ হয়ে ভজনাই শ্রেষ্ঠ উপায়। (শ্রীধরস্বামী)

প্রকটরূপ ভগবানে নিষ্কামভাবে নিরন্তর একরূপে আবিষ্ট থাকা ও সর্ব্বাত্মভাবে নিবেশিত থাকাই যুক্ততম ভক্তের লক্ষণ। (বল্লভ)

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ভগবানে মন একাগ্র করে সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ( কেশব ভারতী )

শ্যামসুন্দর আমাতে মন নিবিষ্ট করাই যুক্ততম ভক্তের লক্ষণ।

( বিশ্বনাথ ও বলদেব )

ভগবানই একমাত্র গতি বলে যিনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে ভগবানের

অনন্য শরণাগত হন, তাঁর চিত্তে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হয় ও আরাধ্য-দেবতাকে সর্ব্বকল্যাণগুণাকর বলে বুঝতে পারেন। এরূপ ভক্তই যুক্ততম। ( কৃষ্ণানন্দ )

প্রাচীন জ্ঞানযোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ব্রহ্মের মধ্যে জীবের ব্যক্তিগত সত্তার লোপ সাধন। কিন্তু গীতার মুক্তি সেরূপ নয়, এ মুক্তি হচ্ছে একই সঙ্গে সকল প্রকারেব মিলন। গীতার মুক্তিতে মুক্তজীব অনন্তপ্রেম ও ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে জড়িত বলে ভগবৎ প্রকৃতির সঙ্গে জীব প্রকৃতির একত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত ভগবৎ ভাবে ভাবিত হয়ে গীতা বর্ণনা করছেন বলে, তৎকালে নিজেকে ঈশ্বর হতে স্বতন্ত্র মনে করেন নাই। এজন্য 'অহং', 'মাং' 'মৎ', 'ময়ি', 'ময়া' ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দদ্বারা ঐ এক ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন। ( যোগানন্দ )

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে' এই কথাটির মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলে বা বুঝতে গেলে আমরা দেখব এর পেছনে গভীর রহস্য রয়েছে। মনোবিজ্ঞানে Condition of Memory-র আলোচনায় যে অনেকগুলি সর্ত্ত বা Condition আলোচনা করেছে, তার মধ্যে তিনটী সর্ত্ত বা condition হচ্ছে mental; প্রথম হচ্ছে attention; Retention এর সবচেয়ে বড় সর্ত্ত হচ্ছে attention; দ্বিতীয় হচ্ছে apperception এর আকারে Synthetic attention, তৃতীয় সর্ত্ত হচ্ছে interest. Attention and apperception in their

turn will depend on the interest that we take in a thing. কাজেই ময্যাবেশ্য মনঃ কথাটীতে ওই তিনটী mental condition থেকে গেল, যার জন্য ভগবৎ বস্তু স্মরণে আসবে। আর এর জন্য আমাদের attention চাই, interestও চাই ভগবৎ বস্তুতে। তাছাড়া যে তিনটী condition কে external অথবা mechanical বলেছে সেটীকেও এখানে কাজে লাগাতে হবে। ধ্যানের মধ্যে ভগবৎ মূর্ত্তিটী হবে উজ্জ্বল—এখানে এসে যাবে (1) Vividness or intensity—এই সর্ত্তটীও এখানে এসে গেল। আর দ্বিতীয় সর্ত্ত (2) Its frequency or repetition. 'নিত্যযুক্ত' হলে এই দ্বিতীয় সর্ত্তটী বা conditionটীও থেকে গেল, আর তৃতীয় সর্ত্ত (3) Its recency and freshness--নিত্য নিত্য বারংবার চিন্তা করলে তিন নম্বরের condition এর কথা এসে যাবে। কাজেই যদি আমরা নিত্যদিন, নিরন্তর, সর্ব্বরূপে, চেষ্টা করি তাঁকে স্মরণে রাখবার, তখন তিনি কৃপা করেই পরম রমণীয় হয়ে প্রকাশিত হবেন।

ভগবৎ বস্তুলাভের জন্য আমাদের subjective দিক থেকে বা view নিয়ে সাধনা করতে হবে, তেমনি তাঁর Objeetive কৃপাও চরমভাবে বর্ষিত হয়ে থাকে। তাঁরই কৃপায় তবেই তো মানুষ তাঁকে লাভ করতে পারে। আমাদের আন্তরিক চেষ্টা দেখলে, তিনি আমাদের সমস্ত জীবন-মৃত্যু অমৃতায়িত করে, পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হন, ধরা দেন। এতো যুগে যুগে প্রমাণিত হচ্ছে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে—অর্থাৎ পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে।

শ্রদ্ধা কথার অর্থই হচ্ছে আস্তিক্যবুদ্ধি। ভগবান আছেন এই বিশ্বাসই হচ্ছে শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধা সুগভীর হওয়াটাই 'পরয়া' অর্থাৎ 'পরম'।

মনোবিজ্ঞানে বলে বিশ্বাস হচ্ছে একটি মানসিক বৃত্তি বিশেষ এবং জ্ঞানের রাজ্যে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে—বিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করলে আমরা দেখি, বিশ্বাসের স্থান জ্ঞানের রাজ্যে বিরাটভাবে বিস্তৃত। All knowledge is belief, but all belief is not knowledge. এখন আমরা দেখলাম জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে যদিও সব বিশ্বাসই জ্ঞান নয়। ভগবৎ জ্ঞান লাভের জন্যও তেমনি চাই বিশ্বাস। যদিও সব মতে ভগবৎ অস্তিত্বই স্বীকার ঠিক ঠিক ভাবে করেনা কিন্তু ভগবৎ তত্ত্ব হচ্ছে metaphysical তত্ত্ব। এই মানুষদেহে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শন স্পর্শ ইত্যাদি হয় না বলে তারা অবিশ্বাস করে কিন্তু যারা একান্ত ভক্ত, তাদের এই চরম metaphysical জ্ঞানলাভ করতে গেলে চাই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের আরও একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশ্বাস সংশয়ের অবসান করে। সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি মানুষের মনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যে বিক্ষিপ্ততা বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, বিশ্বাসে সে সমস্ত কষ্টের অবসান ঘটিয়ে মনে শান্তি নিয়ে আসে। এটাও বিশ্বাসের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক। কাজেই বিশ্বাসের এই অদ্ভূৎ শক্তির কথা মনে রেখে আমাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে হবে

গভীর ভাবে। পাশ্চাত্য চিন্তা ধারায় বিশ্বাসের ছয়টী দিক বিচ করা হয়েছে। যথা :—

Factors in Belief—

(1) The cognitive factor—

Undoubtedly belief must be in relation to some mode ( cognitive consciousness : a sense percept, a memory imag( an idea or train or complex of ideas. These furnish th immediate points of reference for any belief.

(2) The emotional factor.

It is not unusual to find belief determined by othe considerations than reference to systematic connection It has been noted that the state of belief has in itself a certain emotional colouring.

[3) The conative factor — In the volitional or active aspect of consciousness, experience, we find an even more important determinant of belief.

(4) Belief and personality—

The stream of belief then is fed from within. We cannot truly say that it is cognitive or conative or emotional. Belief expresses the definite attitude of the personality towards its experience. In Boldwin's definition of belief it is the consciousness of personal endorsement of reality.

(5) Social factor,

This may be called the social factor—In important part of that environment is the body of belief.

(6) Religious belief.

As to the respective forms which religious belief may take, this obvioulsy depends largely on the social factor, on the influence of the instruction, and the like through which the society in which one lives expresses its religious consciousness and realizes and satisfies its religious need.

(Encyclopoedia of Religion and Ethics. Voll II P. 460—463 )

কাজেই আমরা বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের emotion, cognition, conation এই সবগুলিকে গভীরভাবে কাজে লাগাবো আর তার সঙ্গে personality জুড়ে দিতে হবে। ভারত তো ধর্ম্মের দেশ আর তার সামাজিক প্রভাবও ধর্ম্মানুগ—বিশেযত তখনকার দিনে তো ছিল। কাজেই আমাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা হবে গভীর, অনুরক্তি, অনুভূতি, তীব্র ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, ধর্ম্মবিশ্বাস সবে মেশানো একটা জোরালো অনুভূতি—তবেই আমরা ভগবানকে লাভ করতে এবং যুক্ততম হতে পারবো।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং—গীতার যুগে মানুষের জীবনধারা বর্ত্তমান যুগের মত এত জটীল ছিলনা। এত লোক সংখ্যা ছিলনা—সমাজধারা অনেকটা শৃঙ্খলা যুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণদের তো কিছু অভাবই হতনা, hard competition ছিলনা—অবশ্য ব্রাহ্মণও ছিলেন

নির্লোভ। সহজ সরল জীবন, কাজেই মানুষ সত্যি করে নিবিষ্টমনে ভগবৎ চিন্তা করতো আর ভগবৎ চিন্তা সমাজের একান্ত সামগ্রিকভাব ছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে জটীল সমাজ প্রথায় hard competition-এ মানুষের জীবনধারা অনেকাংশে বিপর্য্যস্ত, কাজেই ভগবৎ চিন্তায় মন নিবিষ্ট করা খুব কঠিন। তারপর mass mind তো এখন ভগবানের চিন্তা একরকম ভুলেই গেছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগে এগুলি একেবারে Ideal—এ যুগে ওই মহাপ্রভুর 'হরের্নামৈব কেবলম্' আর ঠাকুরের কথা 'সকাল সন্ধ্যা দুবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করা'—এতেই হয়ে যাবে বর্ত্তমানের লোকের।

( বেদচ্ছন্দা )

নিত্যযুক্তা উপাসতে—'নিত্যযুক্ত'—'নিরন্তর ভগবৎ চিন্তায় যুক্ত' এখানে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলছেন—এটি তো খুব শক্ত কথা, এটী সে যুগে সম্ভব ছিল। এ যুগে একেবারে Ideal এবং খুব কঠিন। কিন্তু এ যুগে অসুখ, বিসুখ, বিপদ, খুন, জখম এসব বেশী, কাজেই সব বিপদ থেকে অন্তত রক্ষা পেতে গেলে, সমস্ত কাজের ফাঁকে একটা sincere চেষ্টা রাখতে হবে ইষ্টনাম করার। এবং সেটী বাড়িয়ে যেতে হবে।

উপাসতে—এযুগে উপাসনার প্রথাও আর বিধিবৎ নাই—কিন্তু ঠাকুরকে নিয়ম করে ডাকার চেষ্টাটী রাখতে হবে—যতটা পারা যায় —গীতা মুখেই ভগবান অতি সহজ উপাসনার কথা বলেছেন—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—অতি সহজ এই উপাসনা পদ্ধতি। কিন্তু চেষ্টা রাখতে হবে—অর্থ-মান-যশ লাভ করতে

গেলে কত কষ্ট করতে হয়, আর ভগবৎ লাভ করতে কিছুই না করলে চলবে কেন? অবশ্য যারা ভোগী, যাদের বাসনার কিছুই কমতি হয়নি, তারাও মুখে হারেনা, আর অজুহাতও দেখায় নানারকম।

**শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে**—আস্তিক্য বিশ্বাসযুক্ত মন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়টী দিয়ে সেই ভগবানে নিরন্তর যুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে, তবেই সে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বর্ত্তমানে Communism এর যুগ, ঈশ্বরে অবিশ্বাসের যুগ—বিশ্বাস শ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে কমে যেতে বসেছে —যদিও কেউ কোন দিন ভগবৎ তত্ত্বকে পারবে না পৃথিবী থেকে মুছে দিতে। মানুষের ভগবান ছাড়া উপায় নাই, দুদিন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে আবার ভগবানকে মানতে বাধ্য হবে। কাজেই ভক্তদের জোর করে ভগবানে মন রাখতে হবে—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত উত্তম ভক্তের Ideal সামনে রেখে নিরন্তর চেষ্টা রাখতে হবে।

যুক্ততমা—নিত্যযুক্ত ও যুক্ততমা দুটী একই ধরণের কথা—যে ভক্তের মন তৈল ধারার মতন ভগবৎ বস্তুতে নিরন্তর নিরচ্ছিন্নভাবে যুক্ত বা নিবিষ্ট তিনিই যুক্ততম।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও জগতের গূঢ় রহস্য, সৃষ্টির গূঢ় রহস্য তত্ত্ব জানতে গিয়ে ভগবৎ শক্তি না মেনে পারছে না। Whitteker প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রকৃতির সমস্ত বস্তু বা বিষয় সকলের মধ্যে এবং অন্য বস্তুসকলের সঙ্গে তাদের মধ্যে system, adjustment fitness এসমস্ত লক্ষ্য করলে ভগবৎ বস্তু বা চরম বৌদ্ধিক সত্ত্বা না মেনে উপায় নাই। Modern scientific discovery enables a

deeper understanding of nature and opens new prospects and possiblities to believe in God.

দিব্যাতিদিব্য সত্বার অস্তিত্ব মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন The most beautiful and most profound motion we can exp:rience, is the sensation of the mystical. The cosmic religious experience is the strongest and noblest main spring of scientific research. কাজেই সেই বিরাট শক্তির কাছে মাথা নত না করে কোন উপায় নাই। (বেদচ্ছন্দা)

'নিত্যযুক্তা' কথার অনুরূপ কথা আমরা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথাতেও পাই :—সর্ব্বদা যে ঈশ্বরচিন্তা করে, সে জানতে পারে তাঁব স্বরূপ কি (কথামৃত ১।৩।৫)

সর্ব্বদাই তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করতে হয়।

(কথামৃত ৫।৫।১)

সর্ব্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিৎ (কথামৃত ৪।৮।৩, ৪।১৫।৩)।

গীতায় অন্যত্র :—

যুক্ততমা মতাঃ—১৪-১৭।১৯

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

যে তু (কিন্তু যাঁরা) সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সর্ব্বত্র সমত্ববুদ্ধি হয়ে)

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ( সমস্ত জীবের কল্যাণে সচেষ্ট ) ইন্দ্রিয় গ্রামং সংনিয়ম্য ( ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে ) অব্যক্তং অনির্দ্দেশ্যং ( ইন্দ্রিয়াতীত, অনির্ব্বচনীয় ) সর্ব্বত্রগং ( সর্ব্বানুস্যূত ) অচিন্ত্যং ( চিন্তাশক্তির অগম্য ) কূটস্থং ( নিশ্চল ) অচলং ( নিস্পন্দন ) ধ্রুবম্ ( নিত্য ) অক্ষরং ( নির্গুণ ব্রহ্ম ) পর্য্যুপাসতে ( উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান করেন ) তে ( তারা ) মাম্ এব ( আমাকেই ) প্রাপ্নুবন্তি ( লাভ করেন )।

কিন্তু যাঁরা সর্ব্ববস্থায় সমবুদ্ধি সম্পন্ন, এবং সর্ব্বজীবের মঙ্গলাকাঙ্খী বা কল্যাণে রত হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়রাজিকে সংযত করে, সেই অনির্দ্দেশ্য ( অর্থাৎ মনুষ্যবুদ্ধি যার নির্দ্দেশ দিতে পারে না ) অব্যক্ত সর্ব্বানুস্যূত, অচিন্ত্য, নিশ্চল, কম্পন রহিত, নিত্য, অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান করেন তাঁরাও আমাকেই লাভ করেন।৩।৪

তবে কি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রশস্ত নয় ?--অর্জ্জুনের বা সাধকদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে, সেজন্য এখানে বলছেন অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বরূপে বা সর্ব্বদিকে প্রশস্ত উপাসনা। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম যেহেতু জাগতিক কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়না সেই হেতু তা অনির্দ্দেশ্য—কোন ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়না, কোন প্রমাণের দ্বারা প্রকাশিত করা যায়না ইত্যাদি কারণে মানব চিন্তার অগম্য বলে সে তত্ত্ব অচিন্ত্য এবং স্থূল কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়না অতএব অব্যক্ত। ব্রহ্মের কখনও বিনাশ বা ক্ষয় নাই অতএব অক্ষর।

ব্রহ্মতত্ত্বকে কূটস্থ বলারও নিগূঢ় অর্থ আছে। কূট শব্দ অর্থা যা বাইরে গুণযুক্ত হলেও অন্তরে দোষযুক্ত। সংসাররূপ অবিদ্য প্রভৃতি বাইরে গুণযুক্ত, চাকচিক্য যুক্ত হলেও অন্তরে অনর্থময়ী সেই মায়া বা অব্যাকৃত প্রকৃতি, সেই জগৎ কারণ অবিদ্যাই 'কূট'— যিনি সেই কূটে অবস্থিত—যিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, তিনি 'কূটস্থ'। আবার 'কূট' শব্দের অর্থ রাশি। রাশি যেমন অচল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে তেমনি অক্ষরও অবিকৃতভাবে নির্ব্বিকার ভাবে বিদ্যমান এবং যেহেতু 'কূটস্থ' সেই হেতু 'অচল' এবং অচল' বলেই 'ধ্রুব' বা নিত্য।

জ্ঞানীগণ এই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভের নিমিত্ত সমুদয় ইন্দ্রিয় সমূহকে সম্যক ভাবে বা প্রকৃষ্টভাবে সংযত করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু-লাভের জন্য সমস্ত কিছু থেকে প্রত্যাহার করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি ইষ্ট-অনিষ্ট সমস্ত বিষয়ে একই প্রকার থাকে। অতএব অক্ষরের উপাসনাকারীগণ যে ব্রহ্মকে বা আমাকে লাভ করবেন, এতো সুনিশ্চিত। জ্ঞানীকে 'আমার আত্মা' একথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই যাঁরা ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপতা লাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে যুক্ততম বা অযুক্ততম কিছু এসব বলার কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। ( শঙ্করাচার্য্য )

ভগবৎ ভক্তদের অপেক্ষা অক্ষর উপাসনাকারীগণ নিম্ন থাকের, এই ধারণা পাছে হয় এজন্য ভগবান—প্রথমেই 'তৎ' পদবাচ্য ব্রহ্মের সপ্ত বিশেষণ দিলেন। প্রথমেই অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত বলে কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত হননা। যা দেশ কালাদি দ্বারা

পরিচ্ছিন্ন তা চিন্তার বিষয়ীভূত। কিন্তু যা দেশ কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তা চিন্তনীয় নন অতএব ব্রহ্মবস্তু 'অচিন্ত্য'। ব্রহ্মবস্তু জাতি, গুণ, ক্রিয়া সম্বন্ধ রহিত বলে 'অব্যক্ত'। যা মিথ্যা অথচ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান, তা কূট—মায়াও তদ্রূপ মিথ্যা হয়েও লৌকিকভাবে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। মায়াতে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি 'কূটস্থ'। অবিদ্যা কল্পিত সর্ব্ব বিকার মধ্যে সাক্ষী চৈতন্যরূপে বিকাররহিতভাবে অবস্থিত অতএব তিনি 'অচল'। তিনি অপরিণামী বলে 'ধ্রুব'। ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বকারণ বলে সর্ব্বকার্য্য ব্যেপে অবস্থান করেন অতএব 'সর্ব্বগত'।

এই ব্রহ্মবস্তুলাভের আশায় যাঁরা ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয় ভোগ্য সমস্ত বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করেন অর্থাৎ শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, যাঁরা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বজ্ঞান অবিদ্যামূলক বলে পরিহার করেন বলে যাঁদের সর্ব্বস্পৃহা নিরস্ত হয়েছে ও সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়েছে, এরূপ বৈরাগ্যবান পুরুষেরা হিংসা রহিত হন বলে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন। এখানে 'অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা' এই সন্ন্যাস মন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। এবংবিধ সর্ব্বসাধন সম্পন্ন হয়ে, সাধন ফলে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হয়ে যান, অক্ষর ব্রহ্ম আমাকেই তাঁরা প্রাপ্ত হন বা আমাতেই অবস্থান করেন অতএব যুক্ততম বা অযুক্ততা ইত্যাদির আর প্রশ্নই ওঠে না। ( মধুসূদন )

অক্ষর ব্রহ্ম কূটস্থ পুরুষ, রূপগুণযুক্ত দেব মনুষ্যাদি থেকে স্বতন্ত্র, এজন্য কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয় বলে তিনি 'অনির্দ্দেশ্য'। চক্ষু প্রভৃতি করণের অগোচর বলে যিনি 'অব্যক্ত' যিনি অক্ষর

অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা স্বরূপ, যিনি সর্ব্বসাধারণ বলে 'কূটস্থ'; অসাধারণাকার বলে যাঁর প্রচ্যুতি হয়না অর্থাৎ যিনি 'অচল'। তিনি বিকার রহিত বলে, 'অব্যয়' এবং 'ধ্রুব'। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করে ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যাঁরা সর্ব্বভূত হিতসাধন করেন ও উপরিউক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরাও নিঃসন্দেহে তাঁকে লাভ করবেন। (রামানুজ)

দেহাভিমানী দেবমানবাদি শব্দদ্বারা তাঁকে বিশেষিত করিতে পারেন না বলে তিনি 'অনির্দ্দেশ্য'। যিনি কেবল মনের দ্বারা জানার অগম্য তিনি 'অচিন্ত্য'। যিনি 'অক্ষর' আত্মচৈতন্য স্বরূপ। সর্ব্বদা একাবস্থাযুক্ত বলে তিনি 'কূটস্থ' বা জগৎ মিথ্যা হলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় বলে 'কূট' এবং অধ্যাস সম্বন্ধে অধিষ্ঠানরূপে স্থিত বলে তিনি 'কূটস্থ'। জ্ঞান ও জ্ঞাতৃস্বরূপ হয়েও অবিকার এজন্য তাঁকে অচল বলা হয়। স্থির ইন্দ্রিয় সংযমী ও সর্ব্বভূতহিতে রত এই অক্ষর উপাসকগণ আমাকে বা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করেন কিন্তু ক্লেশের সঙ্গে লাভ করেন। (বলদেব)

যাঁকে শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব তিনি 'অনির্দ্দেশ্য'—তর্কের দ্বারা অগম্য বলে যিনি 'অচিন্ত্য'। যিনি রূপাদিহীন বলে 'অব্যক্ত'। যিনি মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠান হেতু 'কূটস্থ', স্পন্দন রহিত বলে যাঁকে অচল বলা হয়—অথবা ভাব, বিকার রহিত বলে যাঁকে 'অচল' ও 'ধ্রুব' বলা হয়—। যিনি সর্ব্বদেশ ব্যাপী—এই কারণে অক্ষর উপাসকগণ ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে সর্ব্বভূত হিতসাধন পূর্ব্বক উপাসনা করে অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করে ঠিকই, কিন্তু যেহেতু তিনি

অক্ষর', 'অনির্দ্দেশ্য' 'কূটস্থ', 'অচল', 'অচিন্ত্য' সেই হেতু তাঁকে লাভ করাও খুব কষ্টকর।

পূর্ব্বেও ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য ও অব্যক্ত ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, মনে স্বতই উদয় হতে পারে তবে কি তিনি শূন্য, তাঁর কি বিদ্যমানতা নাই? এই আশঙ্কায় এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন তিনি 'সর্ব্বত্রগ', তিনি 'কূটস্থ' ইত্যাদি, কিন্তু এঁকে জানতে গেলে চাই সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম ও সর্ব্বতোভাবে চাঞ্চল্য ত্যাগ করে, আমিত্বের নাশ করে নির্ব্বিকল্পত্বে একাকার হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যখন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহকৃত দেহ ও মন বুদ্ধি স্থিরভাবে ব্রহ্ম পদার্থাববোধ নিযুক্ত হয়, তখনই পরম ফল উপস্থিত হয়। সর্ব্বজীবের হিতসাধনে প্রবৃত্তিরূপ সন্ন্যাসও ধ্যানাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে। (নীলকণ্ঠ)

লৌকিক ভাষায় যাঁকে নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি দেশ কালাদি পরিচ্ছেদশূণ্য, যাঁকে ধ্যান করতে গিয়ে মনও পরাস্ত হয়ে যায়, যিনি পরিণাম রহিত, যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হননা, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে সমস্ত বৃত্তি বর্জ্জিত হয়ে, সমাহিত চিত্তে, তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যিনি শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি সম্পন্ন, বিষয় বাসনা বর্জ্জিত, তিনিই নির্গুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী। (কৃষ্ণানন্দ)

সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রেখে সর্ব্বত্র সমত্ব বুদ্ধি পালন করে যাঁরা অচল, অটল, ধীর, অচিন্ত্য, সর্ব্বানুস্যূত, অব্যক্ত, অবিনাশী স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁরা সকল জীবের হিতে নিবিষ্ট হয়ে আমাকে লাভ করেন। (গান্ধীজী)

বিশ্বরূপ ঈশ্বরের ভাব, গুণ ও ধর্ম্মাদির মধ্য দিয়ে ব্যতাত জীবের চিদাত্মায় অক্ষর ব্রহ্মলাভ সম্ভব নয়। পরমাত্মা বা ব্রহ্মে ও পূর্ণ ঈশ্বরে কোন পার্থক্যই নাই। জীব সমস্ত উপাধি ক্ষয়ে ও লয়ে ঈশ্বরেরই শক্তিতে বা কৃপায় আত্মায় ও শেষে ব্রহ্মে প্রবেশ করে।

ঈশ্বরের উপাসনা সহজ কিন্তু অক্ষরের উপাসনায় একাদশ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রয়োজন।

ঈশ্বর, আত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনা—প্রত্যেকটী ক্ষেত্রেই 'সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ' ও 'সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ' হতেই হবে।

কুটস্থ অর্থে আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত চিদাত্মাকেও বোঝায়।

( যোগানন্দ )

গীতা যে পথ দেখিয়েছে তাতে জ্ঞান অপরিহার্য্য। কিন্তু এই জ্ঞানে সমগ্র ক্ষর, অক্ষর ; সগুণ, নিগু'ণ এবং এরও উর্দ্ধে পুরুষোত্তমের জ্ঞান। ব্রহ্মের নৈর্ব্যিক্তিকতা লাভ করতে হবে কিন্তু গভীর ও উদার প্রেমভক্তিই হচ্ছে অধ্যাত্ম সিদ্ধির উপায়। আর এর জন্য চাই নিষ্কাম উপায় ; আর এর জন্য চাই নিষ্কাম কর্ম্ম—'সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ' হওয়া চাই। অক্ষর ব্রহ্মও ভগবানের একটী ভাব—অতএব তার উপাসনা করেও একই লক্ষ্যে পৌছানো যায়—কেবল পথ অতিরিক্ত কঠিন এবং সম্পূর্ণও নয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

উপাসনাকালে যদিও অব্যক্ত উপাসকগণ অব্যক্ত ভাবেই ব্রহ্মের উপাসনা করেন, গুণাতীত ভাবটীকে মাত্র ধ্যানের বিষয় করেন কিন্তু উপাসনার ফলরূপে যে ব্রহ্মবস্তুকে গুণসংযুক্তরূপেই তাঁরা প্রাপ্ত হন.

সেকথাই ভগবান উপদেশ করলেন, অতএব ব্রহ্মবস্তু গুণ সংযুক্তরূপেই বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি গুণ ও গুণাশ্রয় উভয়াত্মক।

( সন্তদাসজী )

যেত্বমক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং—অক্ষর কথার ব্যাখ্যা গীতামুখেই ভগবান ৮ম অধ্যায় তৃতীয় মন্ত্রে দিয়েছেন 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমং'। অনির্দ্দেশ্য তিনি সত্যই, মানুষের এইটুকু মাথা—এইটুকু চিন্তাশক্তি নিয়ে সেই বিরাট অনন্ত তত্ত্বের নিরিখ কতটুকু দেবে? তাই 'অনির্দ্দেশ্য।' 'অব্যক্ত' শব্দের গীতামতেই অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি বিরহিত প্রলয়ের পরের অবস্থা—যা সৃষ্ট জীবের ভাষায় ব্যক্ত হয়না—তাই 'অব্যক্ত'। সর্ব্বত্রগং—আবার ওই অব্যক্ত তত্ত্বই কি করে সমস্ত বিশ্বচরাচরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করছে—সেকথা 'অচিন্ত্য'—তাই বললেন 'অচিন্ত্য'—আবার তিনি কূটস্থ একথারও বহু অর্থ হতে পারে—তিনি 'কূটস্থ' অর্থাৎ নিশ্চল ( ইতি মেদিনী ) অর্থাৎ তিনি নিশ্চল স্থির। আবার 'কূটস্থ' অর্থাৎ মায়াধীশ এই অর্থও হতে পারে। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে মায়ার খেলা দেখাচ্ছেন। 'অচলং'—নিশ্চল অথবা সৃষ্টির স্পন্দন রহিত। ধ্রুবম্ নিত্য একথা অনস্বীকার্য্য—সত্যিকারে নিশ্চিত ধ্রুব বলে যদি কিছু থাকে তো সেই তিনি। ( বেদচ্ছন্দা )

এখানে ভগবান, ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম একই। যিনি ভক্তের কাছে ভগবান, তিনিই জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, আবার তিনিই গীতামতে পুরুষোত্তম। উপনিষদ, বেদ-বেদান্ত জ্ঞানের পর ভগবান ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। সেই পটভূমিতে অতি সুচতুরভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরুতে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, সর্ব্বত্রগ, অচল, ধ্রুব বলে সুরু

করে জ্ঞানীর মনকেও অভিভূত করে, আকর্ষণ করে ভক্তিরাজ্যের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। সর্ব্বত্র সমান বুদ্ধি নিয়ে ইন্দ্রিয় সংযত করে—আমাকে পাবার জন্য, সর্ব্বভূতস্থিত জীবভূত সনাতনকে সেবা করাই গীতামতে শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ এবং ভগবানকে লাভ করার উপায়। সর্ব্বভূতের কল্যাণকারীরা আমাকে লাভ করেন। 'Therefore all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them' এখানে Bible এই নীতির কথাই বলেছেন। ধর্ম্মরাজ্যে এই জন্য যার যা খুশী সেই ভাবে ধর্ম্মাচরণ করা চলবেনা। সমষ্টির কল্যাণ দৃষ্টিও প্রয়োজন।

ধর্ম্ম শুধু নিজের জন্য নয়—ধর্ম্মাচরন বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনেও সাধিত হওয়া উচিৎ। তাই ধার্ম্মিকদের আচরণ সর্ব্বভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ করা। ইংরাজী পাশ্চাত্ত্য নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে perfectionism, যার ভেতর greatest good of the greatest number, এই নীতি আজ বিশ্বনীতির পর্য্যায়ে পড়ে। আজকের দিনে উপনিষদের 'সহ নাববতু' আর গীতার ওই 'সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ' কথা পালনের বিশেষ প্রয়োজন। ( বেদচ্ছন্দা )

ব্রহ্মবস্তু—অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য, অক্ষর ইত্যাদি ইত্যাদি কথা অঙ্ক-শাস্ত্রেও বর্ণিত হয়েছে—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। ( কঠ ১।৩।১৫ )

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ১।১০ )

'তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্'

তিনি অনির্দ্দেশ্য, পরমানন্দ ও অপরোক্ষরূপে বিত্তমান ( কঠ ২।২।১৪ )।

'স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, হে গার্গি ব্রহ্মজ্ঞেরা এঁকেই সেই অক্ষর বলে থাকেন! ( বৃহঃ উপ ৩।৮।৮ )

ব্রহ্মবস্তু অচিন্ত্য সে সম্বন্ধে উপনিষদে পাই

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন॥' ইতি

পরমাত্মাকে বিষয় করতে না পেরে মনোবৃত্তির সঙ্গে বাক্যসকল তা থেকে ফিরে আসেন। ( তৈঃ উপ ২।৪।১ )।

গীতার 'সর্ব্বত্রগ' কথার অনুরূপ কথাও বিভিন্ন শাস্ত্রে আছে, তন্মধ্যে দু একটি এখানে দেওয়া হল—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ

সেই একই আত্মা সর্ব্বভূত মধ্যে অবস্থিত হয়ে বহুরূপে প্রতিভাত হচ্ছে—কঠ, ২।২।৯

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

সেই একই পরমাত্মন অগ্নি, জল, ওষধী, বায়ু, বনস্পতি ও বিশ্বভুবন জুড়ে অবস্থিত। ( শ্বেতাশ্বতরো উপ ২।১৭ )

অনুরূপ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বাণীমুখেও পাই—

ব্রহ্ম যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নাই (কথামৃত ১।২।৩, ১।১৫।২) ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ (কথামৃত ১।৩।৫, ১।১২।৯, ২।২।৫, ৩।১।৪ ইত্যাদি 'ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায়না ১।২।৩, ১।৩।৪, ১।৩।৫, ১।৬।২, ১।৯।১২, ২।১।২, ৪।৮।১, ৫।৫।২, ৫।১৮।২ ইত্যাদি।

গীতায় অন্যত্রঃ—

পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বরে বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই যথা—২০।১০, ২১।৬, ৩০।৬, ৩১।৬, ২৪।৭, ১৭।১৫, ১৮।১৫

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫

তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্ ( অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্ত কিন্তু সেই মানুষগণের ) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ হয় ] হি ( যেহেতু ) অব্যক্তা গতিঃ ( নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা ) দেহবদ্ভিঃ দুঃখং অবাপ্যতে ( দেহধারী মানুষের দুঃখই লাভ হয় )।

অব্যক্ত, অক্ষর, পরমব্রহ্মে একনিষ্ঠ বা আসক্তচিত্ত মানুষ বা সাধকগণের সিদ্ধিলাভে অধিক কষ্টই হয়, কারণ দেহধারী মানুষ অতি দুঃসাধ্য কষ্ট করেই নির্গুণ ব্রহ্মকে লাভ করে।৫

যাঁরা মৎকর্ম্মকৃত প্রভৃতি দুরূহ ব্যাপার সাধন করে, আমাকে লাভের জন্য উপাসনা করেন, তাঁদেরও যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হয় কিন্তু যাঁরা সেই অবিনাশী অক্ষর পরমার্থ তত্ত্বলাভে তৎপর হন, তাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়, কারণ দেহাভিমানী ত্যাগ করার জন্যই তাঁদের এই অধিক মাত্রায় ক্লেশ ভোগ করতে হয়। যাদের চিত্ত অব্যক্ত, অক্ষর উপাসনায় বেশী তৃপ্তি লাভ করে, তাদেরই

'অব্যক্তাসক্তচেতসাম' বলা হয়েছে। কাজেই দেহাভিমান যাদের বেশী তাদের অক্ষর উপাসনায় ক্লেশ ভোগও বেশী করতে হয়।

( শঙ্করাচার্য্য )

অব্যক্ত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অক্ষরে অভিনিবিষ্ট চিত্ত যাদের, তাদের দ্বৈতদর্শী সকাম উপাসকগণের যে ক্লেশ, তার চেয়ে অনেক বেশী কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হয়। ( আনন্দগিরি )

অব্যক্ত বিষয়রূপ অতি সূক্ষ্ম সমাধি নিরত যাদের মন, অব্যক্ত অক্ষর বিষয়ে মনোবৃত্তি যাঁদের, তাঁদের অক্ষরের সাধনা খুবই ক্লেশকর, কেননা সাধারণতঃ মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে, সেজন্য যতক্ষণ দেহ আছে, অক্ষর উপাসনা ভালো লাগলেও, তাদের পক্ষে অনুচৈতন্যের অনুশীলন দুঃসাধ্য—কিন্তু ভক্তিমার্গেও সাধন কালে সম্যক্ আচরণে যথেষ্ট ক্লেশ হলেও ভক্তের চিত্তে ভগবানের আনন্দময় রূপের স্ফুরণে সে ক্লেশ অনুভব হয়না। এজন্য ভক্তিমার্গের সাধন অক্ষর অব্যক্তের সাধন অপেক্ষা অনেক সহজ সাধ্য।

( বলদেব )

প্রকটরূপের সাধন অপেক্ষা অপ্রকটরূপের সাধন অনেক বেশী কষ্টসাধ্য, এমন কি অব্যক্তে প্রবেশ প্রাপ্তির পরেও লৌকিক দেহের পূর্ব্বানুভূত লৌকিক স্মরণে, জল-নিমজ্জিতের জলপানের মতই দুঃখ পায়। ( বল্লভাচার্য্য )

এই মন্ত্রে অক্ষর অব্যক্ত উপাসকগণের সুকঠিন পথের কথা বলে, সাবধান সূচক বাণীই যেন শোনাচ্ছেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণেরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মন নিবিষ্ট করে, সতত তৎকর্ম্ম পরায়ণ

হতে হলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় ঠিকই কিন্তু তবুও যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তাঁদের অনেক বেশী কষ্ট ভোগ করতে হয় এবং তার কারণও ভগবান নিজমুখেই বলে দিলেন। দেহবাদী মানুষ বা দেহবুদ্ধিযুক্ত মানুষের সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হয়ে, বেদান্তবাক্য বিচার দ্বারা সকল ভ্রম দূর করার যে বিপুল প্রয়াস বা চেষ্টা, তাতে অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে হয়। কাজেই সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনা, দুই উপাসনার ফল যখন একই, তখন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপাসনাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। ( মধুসূদন )

যাঁরা দেহজ্ঞানী তাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করতে গিয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোহং' ইত্যাদি মন্ত্রজপের সময় দেহকেই আত্মা বলে জ্ঞান করে। সেক্ষেত্রে তাদের পরব্রহ্ম বোধ দুঃখময় বা দুষ্কর বৈকি।

( রামানুজ )

অব্যক্ত অর্থাৎ কারো দ্বারা যিনি প্রকাশিত হননা—যাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়না, এবং যে গতিও অব্যক্ত অর্থাৎ কোন উপায়েই যা পরিস্ফুট হয়না সেটী প্রাপ্তির পথও বিশেষ কষ্টসাধ্য বটেই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু নদীর গতিবেগ রুদ্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য ইন্দ্রিয় নিরোধও তেমনি দুঃসাধ্য। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে উপাসনার কষ্ট কিছু করলেও ব্রহ্মলাভ নিশ্চিৎ সম্ভব। ধান বার করে নেওয়ার পরে সেই তুষে যতই আঘাত করা হোক না কেন, সে কাজ যেমন অনর্থক, তেমনি ভক্তি বিরহিতগণের কেবল মাত্র ক্লেশই লাভ হয় আর কিছুই লাভ হয়না। ( বিশ্বনাথ )

সগুণ উপাসনাও অতিশয় ক্লেশসাধ্য তথাপি তা ঈশ্বররূপ বস্তু বিশেষকে অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয় এবং উপাসকগণও সোপান পরম্পরায় আরোহণ করে পরমাগতি লাভ করেন। কিন্তু যাঁরা নিরালম্বন ধ্যান করেন অর্থাৎ যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের চেষ্টা যেন আকাশের সঙ্গে যুদ্ধ করার ন্যায় অনর্থক, সেজন্য তারা অধিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। চিন্মাত্রের ওপর মায়া দ্বারা বিশ্ব অধ্যস্ত হয়ে রয়েছে—তাতে আতিবাহিক রূপে যাবতীয় জড় অধ্যসিত। কিন্তু মায়াদ্বারা অধ্যস্ত জড়ে ভগবৎ চিন্তা করতে করতে ক্রমশঃ চিন্মাত্রে উপনীত হওয়া যায়। তীব্র অভিনিবেশ দ্বারা জড়ত্ব ঘুচে গিয়ে জড় প্রতিমায় ভগবৎ প্রকাশ সম্ভব, এই কারণেই ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করতে সক্ষম হন আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ঠিক যেন বিহঙ্গের ন্যায় উর্দ্ধগতি প্রাপ্তির চেষ্টা করেন কিন্তু পরিণামে বিক্ষেপ ও লয়াদি হেতু বিড়ম্বিত হন। বরং এক্ষেত্রে পরাজয়-সম্ভাবনাই বেশী। এজন্য অব্যক্তের উপাসনা অতীব দুঃসাধ্য। (নীলকণ্ঠ)

দেহধারণ করতে হলেই আহার, আশ্রয় ও অন্যান্য কিছু কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্রহ্মে বা অব্যক্তে মনোনিবেশকারী ব্যক্তি ভূতবুদ্ধি ও দেহজ্ঞান বিস্মৃত হয়, এর ফলে দেহরক্ষা সুকঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্য দেহধারী মানুষের ঈশ্বর উপাসনাই প্রশস্ত।

(যোগানন্দ)

নির্গুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সমীপে বেদান্ত বাক্যাদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি

দ্বারা চিত্তকে নিগূঢ়ভাবে অন্তর্মুখী করা প্রয়োজন কিন্তু সগুণব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনায় এত কাঠিন্য করতে হয় না। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয়ে, ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমুদয় কর্ম্ম পূজাদি করলেই তাঁকে লাভ করা যায়, এজন্য ভগবৎ উপাসনাই প্রশস্ত। ( কৃষ্ণানন্দ )

ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই যে, ভক্ত ভগবানে বিলীন হয়ে যায় ও অন্তে এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবানই থাকেন। সাকার উপাসনায় এই স্থিতিতে সহজে পৌঁছানো যায়। সেজন্য নিরাকারে একেবারে সিধা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা খুব কঠিন এবং কষ্টসাধ্য। কেননা অমূর্ত্ত স্বরূপের জন্য একটীও নিশ্চয়াত্মক শব্দ নাই। একমাত্র নিষেধাত্মক 'নেতি' শব্দদ্বারাই সন্তোষ লাভ করতে হয়।

( গান্ধীজী )

এক ভগবানই তাঁব পরমপদে বিশ্বাতীত অচিন্ত্য সত্ত্বা, পরম অব্যক্ত ও সকল প্রকাশনার উর্দ্ধে নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার তিনিই পুরুষোত্তম। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মসত্ত্বা মানুষকে কোনরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করে না। সাধককে সবই লাভ করতে হয় সর্ব্বদা দুঃখ স্বীকার করে, কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিগ্রহ করে। দেহধারী জীবের পক্ষে এটী খুব কষ্টকর। কিন্তু গীতার পুরুষোত্তমের উপাসনা করা কত সহজ। ( শ্রীঅরবিন্দ )

এখানে ভগবান ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা কল্লে, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানময় উপাসনা কত শক্ত সেটী দেখাচ্ছেন। মানুষ তার অস্থি মজ্জা ইত্যাদি সমন্বিত ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে থেকে, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিয়ে কি করে চিন্তা করবে সেই বিরাট অব্যক্ত তত্ত্বকে? অব্যক্ত—সত্যিই সেই

নিগু´ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অব্যক্ত, বিরাট সৃষ্টি যাঁর এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে মাত্র পরিচালিত, ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছু যাঁর একাংশে মাত্র অবস্থিত, মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাষা কি করে তার স্বরূপ বর্ণনা করবে—কাজেই তিনি অব্যক্ত, মানুষের ভাষা, চিন্তা সেখানে খেই হারিয়ে ফেলে। এখন এই যে অব্যক্ত যাকে মানুষ চিন্তাতেই ঠিক আনতে পারল না, ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারল না, তাঁকে কি করে অনাসক্ত চিত্ত হয়ে, একাগ্রভাবে, নিবিড় ভাবে ভজনা করবে—কাজেই এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্লেশই অধিক হয়। বিদেহ যদি হতে পারা যায়, দৈহিক ও জাগতিক কামনা বাসনার উর্দ্ধে যদি উঠতে পারি তবে হবে—কিন্তু হওয়া যত কঠিন, হতে গিয়ে শুধু ক্লেশই তত এসে জোটে।

রক্ত মাংসের মানুষ, সুখ দুঃখ সম্পন্ন জীবের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা, নিষ্ঠা, জগৎ স্বপ্নবোধ হওয়া—এগুলি খুবই কঠিন। সমস্ত কিছু করে, বলা—করিনি, এটাও খুব কঠিন। সেজন্য মানুষের নিজের মত করে সেবা, পূজা করা, ইত্যাদি সাধন সহায়ে রূপময় ভগবানকে পাওয়া—তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্য তাঁরই নামে বুক ভরে কাঁদা ইত্যাদি আরো অনেক সহজ—আর তিনি তো ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

আগের শ্লোকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য তত্ত্ব বলে অতি সুচতুর ভগবান ঠিক কথার মোড় ঘোরাচ্ছেন—জানিয়ে দিচ্ছেন নিগু´ণ ব্রহ্মতত্ত্বকে লাভ সাধারণ জীবের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য; দেহধারী জীব কি করে সবই অধ্যাস বা মায়া বলে উড়িয়ে দেবে?

'ক্লেশোঽধিকতর'—ইত্যাদি কথাটী বলায় 'গতি' কথাটী থেকেই Behaviouristic psychology-র কথা প্রমাণিত হচ্ছে। তারা বলেন

মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা—কর্ম্ম পদ্ধতি, অভ্যাস ইত্যাদি মানুষের মস্তিষ্কে নির্দ্দিষ্ট channel বা পথসৃষ্টি করে—মন সেই পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত হয়। হঠাৎ নতুন পথ ধরে চলতে বাধা পায়। গীতার এই বাণীও ঠিক এই কথাই প্রকাশ করছে। মানুষের খাওয়া পড়া ইত্যাদি নিত্যদিনের চিন্তাধারা, ভোগবিলাস, অভ্যাস, সবই স্থূল ইন্দ্রিয়জ। স্থূল ইন্দ্রিয়জ বিষয় নিয়ে মানুষের cortical region গঠিত। সেই হিসেবে হঠাৎ মনে অব্যক্ত চিন্তা করা, ধ্যান করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই একান্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। দেহধারী মানুষের পক্ষে নির্গুণ অব্যক্ত ইত্যাদি চিন্তা একান্ত কঠিন। (বেদচ্ছন্দা)

অব্যক্তের উপাসনাও যে খুব কঠিন এবং কলিযুগে সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও অনেক কথা বলেছেন, যথা কলিতে জীব অন্নগত প্রাণ, 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা' কেমন করে বোধ হবে? সে দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। যতই বিচার কর, কোনখান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেয়; অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, মনে করলে মূল শুদ্ধ উঠে গেল, কিন্তু তারপর দিন সকালে দেখ, গাছের একটী ফেঁকড়ী দেখা দিয়েছে—দেহাভিমান যায় না। তাই ভক্তিযোগ কলির পক্ষে ভাল, সহজ। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।৪।৭)

আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত লেগেছে, হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, কই কাঁটায়

আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি—এ সব কথা বলা সাজেনা। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হবে তো (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।১৫।২) 'ভক্তি পথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়"। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১।৩।৪)

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭

হে পার্থ, যে তু (কিন্তু যারা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে ন্যস্ত করে) মৎপরাঃ (আমিই যাদের পরম বস্তু) অনন্য এব যোগেন (নিরন্তর ভক্তিযোগ যুক্ত হয়ে) ধ্যায়ন্ত (আমাকে ধ্যান করে বা চিন্তা করে) ময়ি আবেশিত চেতসাম তেষাম্ (আমাতে মনবুদ্ধি অহংকার অর্পণ করেন যাঁরা তাঁদের) মৃত্যু সংসার সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে) ন চিরাৎ (অতি শীঘ্র) অহং (আমি) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (ত্রাণকর্ত্তা হই)।

কিন্তু আমার ভক্ত যাঁরা, সমস্ত কর্ম্মরাশি আমাতে সংন্যস্ত করে, একমাত্র আমাতেই মনবুদ্ধি অহঙ্কার একাগ্র করে, নিরন্তর ধ্যান নিরত থাকেন এবং আমার ভজনা করেন, হে পার্থ আমাতে অর্পিত বা যুক্তচিত্ত সেইসব ভক্তগণকে, আমি অনতিবিলম্বে মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে মুক্তিদান করে থাকি।৬।৭

যাঁরা মৎপরায়ণ ও আমাতে অর্থাৎ জগদীশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন বা সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করেন (অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন

করেন ) এবং আমাকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ জ্ঞানে বা পরম প্রাপনীয় বস্তুজ্ঞানে আমার ধ্যান করেন ও চিত্তকে বিষয়ান্তর হতে নিবৃত্ত করে, বিষয় চিন্তাশূন্য হয়ে, আসক্তিশূন্য হয়ে ঐকান্তিক সমাধি লাভ করেন বা উপাসনা করেন—ঈদৃশ যোগী বা ভক্তগণকে আমি অনতিবিলম্বেই দুরতিক্রম্য মৃত্যু সংসাররূপ সাগর থেকে মুক্তি দান করি।

( শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি )।

অনেকের ধারণা, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সমস্ত অপ্রমা দূরীভূত হয়না, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যবিশেষ প্রাপ্তি ঘটে; অপর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক, সাধনা সহায়ে সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হয় ও পরমানন্দ বোধ স্বরূপ ব্রহ্ম বিষয়ক প্রমা লাভ হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা ঠিক নয়। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় পরমানন্দ লাভ, নির্ব্বিকল্পত্ব লাভ ইত্যাদি সম্ভব, সে সাধনা খুবই দুষ্কর কিন্তু শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ব্যতীতই কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রসাদেই সবকিছু সম্ভব এবং অতি সহজেই, সে কথা এখানে ভগবান বলছেন।

সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করে, ভগবান বাসুদেবকেই একমাত্র প্রীতির বস্তু বলে গ্রহণ করে, বাসুদেব ব্যতীত সমস্ত অবলম্বন ত্যাগ করে, মাং অর্থাৎ সমস্ত সৌন্দর্য্যের ও গুণের আধার আনন্দঘন বিগ্রহ ভগবানকে চিন্তা করলে, ভগবান অচিরেই মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ সংসার হতে মুক্ত করে, নিজ ভক্তকে কৈবল্য লাভের অধিকারী করেন। ( মধুসূদন )

ভগবৎ উপাসকগণই যে যুক্ততম সে কথাই এখানে বলছেন। কর্ম্ম

লৌকিকাদি ভেদে বহুবিধ—শরীর কর্ম্ম, লৌকিক কর্ম্ম, নিঃশ্রেয়স লাভের নিমিত্ত পারলৌকিক কর্ম্ম ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্মের ফল ও প্রয়োজনীয়তা বোধ সমস্তই যারা ভগবানে সমর্পণ:পূর্ব্বক, একমাত্র পরমকাম্য বস্তুজ্ঞানে অনন্যচিত্ত হয়ে, ভগবানের অর্চ্চনা প্রণাম, স্তুতি, কীর্ত্তনাদি দ্বারা উপাসনা করেন, ভগবান তাতে প্রসন্ন হয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক জন্মমৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে, সেইসব যুক্ততম সাধকগণকে উদ্ধার করেন। (রামানুজ)

ভগবৎ নিষ্ঠ ভক্তগণ আত্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা না করে, কেবলমাত্র ভগবৎ লাভই পরম ধর্ম্ম ও সারমর্ম্মবোধে সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করে, এমনকি বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ভগবৎ বিশ্বাস টলে যায় বলে কুটতর্কাদিও ত্যাগ করে, একনিষ্ঠভাবে ভগবানের ভজনা, ধ্যান, ভগবৎ নাম, কীর্ত্তনাদি মহিমা শ্রবণপূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবৎ আবেশিত চিত্ত হয়ে উপাসনা করায়, ভগবান স্বয়ং অচিরেই তাঁদের সংসাররূপ মৃত্যু সাগরে বারংবার গতাগতি থেকে মুক্তিদান করেন। 'মর্য্যাবেশিত' অর্থাৎ ভগবৎ আবেশিত চিত্ত ভক্তগণকে মুক্তির জন্য বা তদ্ধাম প্রাপ্তির জন্য অর্চ্চিরাদি মার্গ ঘুরে ঘুরে বিলম্বে মুক্তিলাভ করতে হয় না—ভগবানের কৃপায় তাদের মুক্তি অতি শীঘ্রই হয়ে থাকে। (বলদেব)

আমাকে প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করে অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম তপঃ প্রভৃতি ত্যাগ করে, শুধুমাত্র ভক্তিযোগ দ্বারাই ভক্তগণ আমাকে লাভ করেন। (বিশ্বনাথ)

সমস্ত ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করে, একমাত্র ভগবৎ প্রসাদ প্রাপ্তিই

কাম্য মনে করে ও ভগবান ব্যতীত সমস্ত ভজনাদি ত্যাগ করে, নিশ্চল স্মৃতিরূপ চিত্তবৃত্তি ভগবানে নিবেশিত করে ভক্তগণ উপাসনা করেন। বাৎসল্য—কারুণ্যযুক্ত দয়ানিধি ভগবানও ভক্তগণকে অচিরেই মুক্তিদান করেন। ( কেশবাচার্য্য )

অক্ষর, অব্যক্তের উপাসনাকারীগণ অতীব কষ্টকরভাবে সাধনা করেন বলে তাঁরা নিশ্চয়ই অধিকতর ফললাভ করেন—অর্জ্জুনের মনে পাছে এই ভ্রম, এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় বলে কৃষ্ণ ভগবান এখানে অভয়দান পূর্ব্বক বলছেন যে, ময্যাবেশিত চিত্ত ভক্তগণ সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করে, কেবল আমার প্রীতির নিমিত্ত উদাসীনবৎ শুধু ভজনা করে যান—কিন্তু আমিই স্বয়ং কর্ণধার হয়ে মৃত্যুরূপ অজ্ঞান সাগর পার করে দিই। ( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

যাঁরা অনন্য চিত্ত হয়ে ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁরা প্রতি স্থানে প্রতি মূহুর্ত্তে, ভগবানের দিব্য উপস্থিতি উপলব্ধি করেন ও আনন্দ সাগরে সিনান করেন কিন্তু যাঁরা নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি অবলম্বন করে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তার চেষ্টা করেন, তাদেরই পন্থা খুব কঠিন, দেহধারী জীবের পক্ষে এটী অসম্ভব। কিন্তু ভগবৎ প্রীত্যর্থে, নিরন্তর ভগবৎ চিন্তায় ভগবান প্রীত হন এবং সুখময় আলিঙ্গন দিয়ে মৃত্যুরূপ সাগর থেকে উদ্ধার করেন, এজন্য ভক্তিপথ অনেক সহজসাধ্য।

( শ্রীঅরবিন্দ )

ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্মতভাবে সত্যলাভ বিশেষ কঠিন ও কঠোরতা সাপেক্ষ। এজন্য সাংখ্য, বৌদ্ধ, পাতঞ্জল ইত্যাদি মতে প্রচণ্ড পুরুষকারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু

যে ভক্তগণ অনন্য চিন্তা, ভজনা, সেবাপূজা ইত্যাদি দ্বারা ভগবৎ কৃপা লাভ করেন, তাঁরা কেবলমাত্র ভগবৎ কৃপাতেই জন্মমৃত্যু ও সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবৎ লাভ করেন। দেহস্থ মানুষের পক্ষে এই ভক্তিপথই সুকর। (যোগানন্দ)

যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করতে পারেন, সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ মনন রাখতে পারেন 'অনন্যেনৈব যোগেন'—নিরন্তর ভগবানে যুক্ত থেকে ধ্যান উপাসনা করেন, অর্থাৎ দেহে অবস্থান কালীন যা যা করণীয় করেন—মৃত্যুর পর বিদেহী হলে naturally তাঁর আত্মা ভগবৎ চরণে গিয়ে পৌঁছাবে। এখন এই যে দুটী শ্লোক—এ দুটির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য Psychology-র behaviorism এর কথা এসে পড়ছে, কিন্তু এগুলি হচ্ছে Ideal। সাধারণ মানুষের মন অনন্যচিন্ত হওয়া, সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা—এগুলো খুব কঠিন। এই Ideal সামনে রেখে যতটা পারা যায় মন, বুদ্ধি, ভগবৎ চিন্তায়, ইষ্টচিন্তায়, নিযুক্ত রাখতে হবে। তবেই ভগবানের কৃপা নেমে আসবে। ভগবান কৃপা না করলে, মৃত্যুর পর সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমার্থ লাভ হয়না।

সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা, মৎপরায়ণ হওয়া, অনন্যচিত্ত হয়ে ধ্যান উপাসনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি যে ভক্তগণ করেন তাঁকে ভগবান শুধুমাত্র মৃত্যু সংসার থেকে উদ্ধার করলেন—এখানে তো ভক্তেরই মহিমা বড় হল? উত্তরে বলা যায় এই যে, যতগুলি লক্ষণ বললেন এগুলি আদৌ ভগবৎ কৃপা ছাড়া হয় না—কাজেই কৃপা ষোল আনা প্রধান।

যে ভক্ত সমস্ত কর্ম্ম—নিজ নিজ ইষ্টের কর্ম্ম, ভগবানের কর্ম্ম বা পুরুযোত্তমের কর্ম্ম মনে করার চেষ্টা ও গুরুদত্ত নাম জপ করে সমস্ত কাজ করেন, তাঁর বাসনা কামনা সেজন্য ক্রমশঃ কমতে থাকে ; আর বাসনা বা তৃষ্ণাই এ জগতে জন্মানোর কারণ, সুতরাং এই রকম ভাবে কাজ করতে করতে বাসনা ক্ষয় হয় আর জন্ম নিতে হয়না—ঠাকুর তাদের ভববন্ধন মোচন করে দেন।

যে কথাগুলি ভগবান বললেন, সেগুলি সবচেয়ে বড় ভক্তের কথা। গীতার যুগ এখনকার যুগ অপেক্ষা অনেক তফাৎ—সে যুগের মানুষ অনেক বেশী ধর্ম্ম পরায়ণ, অনেক বেশী সংযত, তপস্বী, শাস্ত্রনিষ্ঠ ছিল। জীবনী শক্তিও বেশী ছিল—মনের জোরও ছিল বেশী, কাজেই তখনকার উপযোগী করে ভগবান সেই রকম কঠিন করে বললেন—সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করতে হবে, মৎপরায়ণ হতে হবে, অনন্য যোগের দ্বারা ধ্যান উপাসনা করতে হবে। কিন্তু এগুলির কোনটাই এ যুগে সম্ভব নয়—সহজসাধ্য নয়। তাই এ যুগের ঠাকুরের কৃপাও খুব বেশী—'এক টাং করলেই হয়ে যাবে'। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর স্বয়ং ভগবান হয়ে এত মাথা কাটা তপস্যা করেছিলেন যে আমাদের আর কারো কিছু করতে হবেনা—একটু আন্তরিকভাবে দুবেলা ডাকলেই কৃপা হয়ে যাবে, মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। এযুগে যত কর্ম্মচাপ বাড়ছে ভোগবিলাস বাড়ছে, রোগযন্ত্রণা সব বাড়ছে, তেমনি ভগবানের কৃপাও বাড়ছে। (বেদচ্ছন্দা)।

অনুরূপ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরণ্ মর্ত্ত্যো মৃত্যু জয়তি দুর্জ্জয়ম॥
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনৈকঃ স্মরণ।
মর্য্যার্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতি॥

ভগবান বললেন, মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে যা অনুষ্ঠান করে এই সংসার জয়ে সমর্থ হয়, সেই সুখময় মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পণে মদীয় ধর্ম্মে আত্মা ও মনের আসক্তি সঞ্চার হতে থাকবে (১১।২৯।৮-৯)।

ভগবৎ নামে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায় এসম্বন্ধে শ্রুতি মুখেও পাই—

'স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে'—হিরণ্য-গর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত উপাসকগণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যভোগ করে ক্রমে একমাত্র ভক্তি সহায়েই প্রত্যেকে অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন বা কৈবল্যমুক্তি লাভ করেন। (প্রশ্নোপনিষৎ ৫।৫)।

এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখেও পাই—ঈশ্বরকে পেতে গেলে তাঁর প্রেমে মগ্ন হতে হবে। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভেতর ছবি, কেমন ঝিল এইসব দেখেই অবাক, কিন্তু কই, বাগানের মালিককে খোঁজে কজন? বাবুকে খোঁজে দুএক জন। ঈশ্বরকে

ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে।

( শ্রীরামকৃষ্ণ কথাসার )।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮

ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (স্থাপন কর) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (নিবিষ্ট কর, একাগ্র কর) অতঃ ঊর্দ্ধং (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) ময়ি এব (আমাতেই) অবস্থান করবে সন্দেহ নাই।

আমাতেই মন নিবিষ্ট বা স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিযুক্ত কর, তাহলে মৃত্যুর পর— আমাতেই অবস্থান করবে এতে সন্দেহ নাই।৮

যেহেতু ভক্তিপথ সুগম সেই হেতু তুমি তোমার সঙ্কল্প বিকল্পময় অন্তঃকরণকে আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরে আহিত কর অর্থাৎ স্থাপন কর—অধ্যবসায় সহকারে আমাতে তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ আচরণ করলে তুমি তোমার দেহত্যাগের পর আমার স্বারূপ্য লাভ করবে বা আমার মধ্যে অবস্থান করবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি)।

ভক্তিপথে পরম পুরুষার্থ লাভ সুলভ হেতু, অচিরলভ্য হেতু ভগবানেই চিত্ত সমাহিত করার উপদেশ দিচ্ছেন। ভগবানকেই পরম প্রাপ্য স্থানে ভগবৎ লাভে অধ্যবসায় কর। ভগবানই পরম প্রাপ্য এই ধারণা যুক্ত হয়ে ভজনা করলে, মনোনিবেশ করলে, মৃত্যুর পর ভগবানেই বাস করবে। (রামানুজ)

ভক্তিপথে ভগবৎ লাভ সুলভ বলে হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতেই

মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। এবং এইভাবে ভজনার ফলে অন্তে আমার সন্নিধানেই বাস করবে।

( বলদেব )

অতএব তুমি সগুণ ব্রহ্মাতেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে স্থাপিত কর অর্থাৎ তোমার মনোবৃত্তিকে সমস্ত রকমে, সমস্ত ভাবে ভগবদ্ বিষয়াভিমুখী কর। তোমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি দেহান্তে নিঃসন্দেহভাবে শুদ্ধব্রহ্মাতেই অবস্থান করবে। ( মধুসূদন )

গীতায় ভগবান বলেছেন "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" —অতএব ভগবানই পরম প্রাপ্য বোধে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে নিবিষ্ট কর। এর ফলে ভগবানের আত্মস্বরূপে বাস করবে সংশয় নাই—

( শ্রীধরস্বামী )।

ঈশ্বরে যদি চিত্ত, স্মৃতি ও বুদ্ধিকে সর্ব্বক্ষণ ন্যস্ত করে এজগতে জীবন ধারণ করা যায়, তবে দেহান্তে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বক্ষণ যে সেই ঈশ্বরেই অবস্থিতি ঘটে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়!

মনবুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট করলেই তবে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ সাধিত হয় অর্থাৎ তিনি সাধকের মধ্যে ও সাধক তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন, নচেৎ সর্ব্বজীবে অবস্থান করেও করেন না। ( যোগানন্দ )

এখানে ভগবান পুরোপুরি ভক্তিযোগের কথা বলেছেন। এই অধ্যায়ই ভক্তিযোগ, কাজেই এখানে জ্ঞানের চেয়ে ভক্তিযোগের মাহাত্ম্যই বেশী বর্ণনা করে যাচ্ছেন। মনবুদ্ধি সব ভগবানে নিবিষ্ট করলে ভগবানকে পাবেই। ✓

যেমন বায়োস্কোপ তোলার সময় বা রেকর্ড করার সময়, ঠিক

যেমন ভাবে রিল ঘুরছে বা ঘোরে, play যখন করা হয় বা দেখানো হয় তখন ঠিক তেমনি ভাবেই রিলগুলি ঘোরে—আর যা যা তোলা হয়েছে বা রেকর্ড করা হয়েছে সেইগুলিই বাজে বা দেখা যায়। তেমনি মানুষের বেলাতেও কতকটা তাই—এ জগতে মানুষ যা কিছু করে সব কিছুরই ফল পরলোকে গিয়ে বা পরজন্মে ভোগ করে। কিন্তু যে মানুষ এই জগতেই নিজ নিজ ইষ্ট চিন্তায় মন নিবিষ্ট করে—ইষ্ট চিন্তায় যার বুদ্ধি নিশ্চয়তা লাভ করে, দেহান্তেও সেই ভক্ত ভগবৎ কৃপা লাভ করবে, ভগবৎ সান্নিধ্য, সালোক্য, সাযুজ্য সারূপ্য ইত্যাদি লাভ করবে—তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখানে Psychological গভীর তত্ত্ব সব নিহিত আছে। সমগ্র মন এবং মনের সংকল্প ও বিকল্প নিশ্চিত করে যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকেই যদি ভগবৎ চরণে নিযুক্ত করা যায়, তাহলে সাধক তো ভগবান লাভ করবেই—বিশেষ করে ভগবান যখন নিজমুখে অঙ্গীকার করছেন। এই অঙ্গীকার করার মধ্যে ভগবানের কৃপাটীও প্রকাশিত আছে।

মন বুদ্ধি সবই ভগবানে দিতে বললেন—আসল কথা এই বাণী সর্ব্বদা মনে রেখে চেষ্টা ও প্রার্থনা রেখে যেতে হবে, যতটা পারা যায় এইভাবে চলার। (বেদচ্ছন্দা)

অন্যান্য শ্রুতিমুখেও পাই একথা :—

"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে"

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করলে এ

লোকেই জীবন্মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের উপাসক গণও ক্রমমুক্তি লাভ করেন। উভয় পথই পরম কল্যাণকর।

( নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীউপঃ ১।৭ )

**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।**
**অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯**

হে ধনঞ্জয় অথ ( যদি ) ময়ি ( আমাতে ) চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ( চিত্তকে স্থির ভাবে সমাহিত করতে ) ন শক্নোষি ( সক্ষম না হও ) ততঃ অভ্যাস যোগেন (তবে নিরন্তর অভ্যাস সহায়ে) মাম্ আপ্তুং ( আমাকে লাভ করতে ) ইচ্ছ ( ইচ্ছা কর )।

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্তস্থির করতে না পার, তাহলে বারংবার অভ্যাস দ্বারা, মন, বুদ্ধি, অহংকার আমাতে স্থির করে, আমাকে লাভ করতে চেষ্টা কর।৯

আমি যেরূপভাবে বলেছি, সেভাবে যদি আমাতে চিত্তস্থির করতে না পার, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভের চেষ্টা রাখো। সমস্ত বিষয় থেকে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করে, যে কোন একটী বিষয় অবলম্বনে চিত্তস্থির করার যে অভ্যাস তারই নাম অভ্যাস যোগ। হে ধনঞ্জয় তুমি সেই অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভের চেষ্টা কর।

( শঙ্করাচার্য্য )।

যাঁরা ধ্যান করতে অসমর্থ অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ভগবানে একাগ্রচিত্ত হতে না পারেন, তাঁদের পক্ষে নিরন্তর অভ্যাস যোগই শ্রেষ্ঠ পথ বা উপায়। চিত্ত ধ্যেয় বস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত হলে

পুনঃ পুনঃ একাগ্র করবার চেষ্টাই হচ্ছে অভ্যাস। এই অভ্যাস যোগ সহায়ে অন্যান্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহৃত করে, প্রতিমাদি কোন একটী অবলম্বনে আমাকে লাভের চেষ্টা কর। অর্জ্জুনকে এখানে ধনঞ্জয় বলে সম্বোধন করার অর্থ হচ্ছে, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান কল্লে অর্জ্জুন বহু সৈন্যকে বশীভূত করছেন, অতএব মনোরূপী একটী শত্রুকে জয় করে তুমি তত্ত্বজ্ঞান আহরণ কর।৮( মধুসূদন )

যদি অল্পকাল মধ্যে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভ করতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ ভগবানকে সৌন্দর্য্য সুশীলতা, সৌহার্দ্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি অসংখ্য গুণের আধার জেনে, ভগবানে প্রেম পূর্ণ স্মৃতিরূপ অভ্যাস যোগ সহায়ে, চিত্তস্থির করতে যত্নবান হও। ( রামানুজ )

যাদের চিত্তে ভগবৎ অভিমুখী বেগবতী তৃষ্ণা নাই, তারা ভগবৎ বিষয়ে কি পদ্ধতিতে চিত্ত সমাধান করবে, এইখানে সেই বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। যাদের ভক্তির প্রাবল্য বেগবতী নয় তারা অভ্যাস যোগ দ্বারা ভগবানকে লাভের চেষ্টা করবে। ভগবৎ ব্যতীত বিষয়াস্তরে ধাবিত বা আসক্ত চিত্তকে সেই সেই বিষয় থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহৃত করে ভগবানে স্থাপনরূপ অভ্যাসযোগ অনুষ্ঠান কর।

( বলদেব )

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বারবার প্রত্যাহার করে ভগবানকে অনুস্মরণ লক্ষণ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসযোগে আমাকে বা ভগবানকে লাভ যত্ন কর। ( শ্রীধরস্বামী )

প্রথমে প্রতিমাদি কোন স্থূল ধ্যেয় বস্তু অবলম্বনে চিত্তের সমাধান, তৎপরে বিশ্বরূপে চিত্তকে একাগ্র করা—এই দ্বৈতাভিনিবেশ অভ্যাস-যোগ। (আনন্দগিরি)

শ্রবণাদি দ্বারা নিরন্তর অনুস্মরণরূপ অভ্যাসই যোগ। (বল্লভ)

দিব্যমূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ চিন্তা অথবা প্রিয় দিব্য স্তোত্রাদি পাঠ, নাম কীর্ত্তনাদিরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা। (কেশব ভারতী)

মন ও বুদ্ধিকে ঈশ্বরে স্থাপন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা ঐ অনুসারে মন সমাহিত করতে সক্ষম নয়, তাদের শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাসের কথা গীতাতেই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগে ১০, ১১, ১২, ১৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১ মন্ত্রে এই অভ্যাস যোগের উপায় বর্ণিত হয়েছে। (যোগানন্দ)

ভগবৎ চৈতন্যে মন বুদ্ধি নিবেশিত করার পথে, মানুষের নীচের প্রকৃতি বাধা দিচ্ছে। মূহুর্ত্তের জন্য ভগবৎ অনুভূতি লাভ হলেও ইচ্ছামত ধরে রাখা দুষ্কর, এজন্য চাই অভ্যাস যোগ। এই অভ্যাস যোগের ফলেই স্থায়ীভাবে আধ্যাত্মিক অধিকার জন্মে।

(শ্রীঅরবিন্দ)

ভগবৎ চিন্তায় একমুখীনতা যদি না থাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা ভগবৎ পিপাসা বাড়াতে হয়। (সন্তদাসজী)

**ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্**—ময়ি—নিজ ইষ্ট বা গীতামতে পুরুষোত্তম বাসুদেব—যোগীর পরমাত্মা ইত্যাদিতে।

কোনো জিনিষ একবার কৃতকার্য্য না হলে বার বার চেষ্টা করার নাম অভ্যাস যোগ।

প্রথমে ভগবান high pitch এ নিয়ে গিয়ে বলার পর সেই সুর নামিয়ে নিয়ে এলেন—নীচু সুরে। সর্ব্বদা মনবুদ্ধি ভগবানে যুক্ত রাখা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়—সেজন্য ভগবান বললেন, না পারলে অভ্যাস যোগ অবলম্বন কর। অর্থাৎ নিরন্তর অভ্যাস রেখে যাও—ভগবৎ লাভের জন্য।

অভ্যাস যোগ এটী হচ্ছে এযুগের মস্ত বড় আশ্বাসবাণী—চিত্ত সমাহিত করতে না পার, বারবার চেষ্টা রেখে যাও। অভ্যাস রেখে যাও, কালে দেখবে হয়ে যাবে। মনকে গুহায়িত করে, দেহকে গুহায়িত করে, ধ্যান সমাহিত হবার সুযোগও নাই, প্রয়োজনও নাই—শত্রুপক্ষের মিলিটারীরা তো এখন গুহাগুলোও সব নেবার ব্যবস্থা করছে—এই গুহা কি আর থাকছে? তাছাড়া দেখ, বড়লোকের ছেলে, বাবা ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে গেলে যেমন ভাবনা থাকেনা, তেমনি এযুগে ঠাকুর এত মাথা কাটা তপস্যা করে গেছেন যে, আমাদের সামান্য কিছু করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু অভ্যাসটা রেখে যেতে হবে, তখন স্মরণ চিন্তন চেষ্টা না করলেও আপনিই হবে। সাইকেল চালাতে গিয়ে—ট্রেনে চলতে গিয়ে জপ আপনিই হবে।

তাছাড়া মনোবিজ্ঞানে বলে habit is second nature. নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা মানুষের জাগতিক স্বভাব সংস্কারের উর্দ্ধে, একটী দিব্য স্বভাব, দিব্য habit, ভগবৎমুখী মন এটী তৈরী করতে হবে। আমাদের জীবনটা হচ্ছে—'bundle of habit.' অভ্যাসের সমষ্টি—ছোটবেলা থেকে যেটী অভ্যাস করবে, সেই অভ্যাসটী থেকে যাবে—brain-এ গিয়ে রাস্তা বা channel এর সৃষ্টি করবে এবং

দীর্ঘ দিন ধরে এগুলি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকবে। আমরা আমাদের কাজের প্রেরণাও প্রতি নিয়ত সেই অনুসারেই পাই—বা পাব। বিদ্যাসাগর, আশুতোষ সেই ছোট বেলা থেকেই বিদ্যাভ্যাস করলেন—মনটী সারাজীবন সেইখাতে বইতে থাকলো, সেইজন্য জীবনে বিশেষ উন্নতিও হল। এখন আমরা যদি সেই রকম আমাদের জীবনে প্রথমেই অভ্যাস যোগ সহায়ে, ভগবৎ চিন্তা করা সুরু করি, সেইটী brain এ গিয়ে এমন একটা গভীর রেখাপাত করবে যে, সেই অভ্যাস ছাড়া মুস্কিল হয়ে যাবে—কোনো পরিস্থিতিতেই তখন ভগবৎ স্মরণ ছাড়তে পারব না। যা কিছু শুভ, পবিত্র, মঙ্গলকর চিন্তা ছাড়া অন্য অসৎ চিন্তাধারা যদি ছাড়তেও পারি, তাহলে আমরা শিশুর মত সারল্য লাভ করব আর ভগবৎ চিন্তা করা তখন খুব সহজ হয়ে দাড়াবে। (বেদচ্ছন্দা)

এই অভ্যাসযোগ সম্বন্ধে গীতায় অন্যত্র অনেক কথা বলা আছে।

**অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।**
**মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০**

[যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (হও) [তবে] মৎকর্ম্ম পরমঃ (আমার কর্ম্মযোগে যুক্ত) ভব (হও)। মদর্থং (আমার প্রসন্নতার জন্য) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করলেও) সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি (মোক্ষ লাভ করবে)।

যদি অভ্যাসেও সমর্থ না হও, তবে আমারই প্রীতি লাভের জন্য, মন্নিমিত্ত কর্ম্ম শ্রেষ্টবোধে অনুষ্ঠান কর। আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করলেও মোক্ষলাভ করবে।১০

তুমি যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহলে 'মৎকর্ম্মপরম' হও। অর্থাৎ ভগবৎ লাভের জন্য যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মই যার কাছে শ্রেষ্ঠ বা পরম—সেই 'মৎকর্ম্মপরম' বর্ণিত হয়। অভ্যাস ব্যতিরেকেও কেবল ভগবান লাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যাম্ভাবী। এই কর্ম্মে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ও জ্ঞানলাভ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

( শঙ্করাচার্য্য )

প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে পুনঃ পুনঃ স্থাপিত করতঃ একাগ্র করার অভ্যাসে যারা অসমর্থ তাদের জন্য ভগবান আরও স্থূল সাধনের নিরিখ দিলেন—শ্রবণ, কীর্ত্তন, ব্রত উপবাস প্রভৃতি শ্রীভগবানের আরাধনারূপ অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে ফলবতী। এগুলিই 'মৎকর্ম্ম' অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম, এই কর্ম্মানুষ্ঠানেও সাধকের সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ ঘটে এবং শেষে ব্রহ্মভাবরূপ বা ব্রহ্মত্ব চরিতার্থত্ব লাভ হয়। ( মধুসূদন )

উক্তরূপ অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তাহলে মদীয় কর্ম্মে বা ভাগবতী কর্ম্মে নিযুক্ত হও। অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ, পুষ্পবাটিকা সেচনাদি পূর্ব্বকথিত রূপ কর্ম্ম সাধন কর। এরূপ সহজসাধ্য কর্ম্ম করতে করতে ক্রমশঃ ভগবৎভাবে মন বিভোর হবে এবং ভগবানের আনন্দময় রূপ-চিন্তনে সক্ষমতা আসার ফলে ভগবৎ লাভ রূপ সৌভাগ্য ঘটবে—সিদ্ধি এখানে মৎসামীপ্য লক্ষণ সিদ্ধি বুঝতে হবে।

( শ্রীবলদেব )

যদি উক্ত অভ্যাস যোগেও সমর্থ না হও তাহলে মন্দির নির্ম্মাণ, উদ্যান প্রস্তুত মার্জ্জন, অভ্যুক্ষণ, উপলেপন, ভগবৎ উদ্দেশ্যে পুষ্পাদি

চয়ন, পূজন, নাম কীর্ত্তন, উদ্বর্ত্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তুতি প্রভৃতি ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর, তাহলে অচিরেই চিত্ত ভগবৎ বিষয়ে স্থির হবে এবং ভগবৎ লাভরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করবে।

( রামানুজ, কেশবভারতী )

অভ্যাস যোগেও যদি অসমর্থ হও তাহলে একাদশীতে উপবাস, ব্রত ও পূজা, পরিচর্য্যা, নামকীর্ত্তনাদিরূপ পরম বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কর। ভগবৎ প্রীতি লাভের জন্য এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মদ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটবে।

( শ্রীধর, বিশ্বনাথ )

অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা, জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ধ্যান ইত্যাদিতে যদি অসমর্থ হও বা ফললাভ না হয়— অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তাহলে সে অভ্যাস অভ্যাসই নয়। এক্ষেত্রে ভগবৎ লাভের জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন করা উচিৎ।

( গান্ধীজী )

মনের বহির্মুখী গতিকে নিরোধ করার জন্য অভ্যাস যোগও যদি কঠিন লাগে, তাহলে অভ্যাস যোগ অপেক্ষাও সহজ পন্থা ভগবৎ প্রীতি লাভের নিমিত্ত কর্ম্ম করা। এই কর্ম্মসহায়ে সমস্ত জীবনই হবে ভগবানের অনুস্মরণ এবং এর ফলে পুরুষোত্তমের সঙ্গে যোগাযোগ সাধিত হয়ে ক্রমশঃ পূর্ণতার পথে এগিয়ে মানুষ দেবতায় পরিণত হয়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ঐশ্বরীয় ধ্যানের অভ্যাসে যারা অসমর্থ, তারা ঐশ্বরীয় কর্ম্ম সম্পাদন করবে অর্থাৎ সমস্ত জীবের, সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা ঈশ্বর এবং সর্ব্বকর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরেরই এবং এতে জীবের সাধন-

বিষয়ে জীবের যে কিছুমাত্র স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই সেকথা সত্যরূপে জেনে, সতত এক ঈশ্বরের কর্ম্মজ্ঞানেই যাবতীয় কর্ম্ম করতে হয়।

সিদ্ধিলাভ অর্থে গীতায় ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ বোঝায়। (যোগানন্দ)

সাধক যদি ধ্যানাদি যোগ অভ্যাস করতে সক্ষম্ না হয় তাহলে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা, পূজা, নাম, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন ইত্যাদি দিব্যকর্ম্ম দ্বারা ভগবৎ চরণে আত্মনিবেদন চেষ্টা করবে, ভগবান কৃপা করে এই সহজ উপায়ও বলে দিলেন। (কৃষ্ণানন্দ)

অভ্যাস যোগে যদি অসমর্থ হও তবে মৎকর্ম্মকৃৎ বা মৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও এবং এইভাবে সিদ্ধিলাভ করবে। কিন্তু একটু কি রকম খটকা লাগে—আমাদের তো অভ্যাস যোগই সহজ মনে হয়, একটু একটু করে অভ্যাস রেখে যাওয়া—এটাই তো সহজ। কিন্তু উল্টো-রকম কথা ভগবান বলছেন, অভ্যাসে অসমর্থ হলে 'মৎ কর্ম্মপরমোভব' —অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করে, ভগবানে তৎপর হও। কিন্তু এটাই তো কঠিন—কর্ম্মফল ভগবানে দেওয়া, অর্পণ করা; একজন মস্ত ধনী সওদাগর আমাকে প্রশ্ন করলো ৮০০০০ টাকার বিলে যদি ২০০০০ টাকা কম পাই তো কি সাঙ্ঘাত্মিক আঘাত লাগে, তাতে যদি সবটাই ভগবানে সমর্পন করতে হয়—সেটা আরও কত সাঙ্ঘাতিক! এঠা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা কেমন করে সম্ভব?

আসলে কথা কি জানো—ভগবান যে যুগে গীতা বলেছিলেন সে যুগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের যুগ—যে যার বর্ণাশ্রমীয় ধর্ম্মপালনে সুখী থাকতো, লোক সংখ্যাও কম ছিল, hard competition ও

ছিলনা, লোকের চাহিদাও এখনকার মত বেশী ছিলনা, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন—বেশী ভাবতে হতনা, কাজেই জীবনধারণের জন্য কর্ম্ম করেই ফলের হিসাব এখানকার মত তখন ছিলনা, কাজেই সহজ মানুষদের পক্ষে কর্ম্মফল অর্পণ কিছু এমন কঠিন হতনা। তখনকার দিনে তপস্যা, তিতিক্ষা, যোগ—এগুলোকে এখনকার মত কেউ হাল্কা করে নিতনা। খুব strictt ভাবে যোগাভ্যাস করতে হত। 'যথাদীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা'—ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়—কাজেই এত সবের থেকে কর্ম্মযোগ ভাল, কর্ম্মফল সমর্পণ তখনকার দিনে খানিকটা সহজ ছিল।

'মৎ কর্ম্ম' কথার অর্থ—এখানে বৈদিক কর্ম্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কর্ম্ম এযুগে বড় একটা কেউ করেনা। সুতরাং যে যা করে সেই কাজটাই ঠাকুরের কাজ মনে করে করে যাওয়ার চেষ্টা রাখতে হবে। মনে ঠাকুরের নাম করবে আর ভাববে, ঠাকুর যখন সংসারে রেখেছেন, তখন তো কাজ করতেই হবে, তবে যেন ঠাকুরকে ভুল না হয়। আর এখনকার সাধুদের কাজ হচ্ছে স্কুল, আর্ত্তদের, বিপন্নদের সেবা করা। এইসব কাজের মাঝে যাতে ইষ্টপদে মন থাকে আর ইষ্টনাম স্মরণ হয় —আর অহং প্রকাশ ও আসক্তি দিন দিন কমে যায় সেদিকে লক্ষ্য করা। আধুনিক যুগোপযোগীভাবে ব্যাখ্যা করলে—সংসারীরা যে কাজ করছে, সে কাজও যদি তারা ভাবে, ঠাকুর তুমি সংসারে রেখেছ —তোমার সংসারের জন্য যা করাচ্ছ তাই করে যাচ্ছি—এইরকম যদি চিন্তা করে যায়, তাহলে তাদের সেই সংসারের কর্ম্মও 'মদর্থমপি' হয়ে যাবে।

কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া চাই ভগবৎ লাভ। নিরন্তর অভ্যাসের চেষ্টা রাখাও যদি সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে সৎভাবে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করলে—নিত্যকর্ম্ম ভগবানের দান বলে এবং তিনিই করাচ্ছেন মনে করে—তাঁরি ইচ্ছায় করছি মনে করে এগোতে হবে। ফাঁকি খুঁজলে চলবেনা—ফাঁকি খুঁজলে ভাগ্যে ফাঁকি এসে যাবে—sincere হতে হবে। (বেদচ্ছন্দা)

মৎকর্ম্মপরমোভব এবং মদর্থমপিকর্ম্মাণি কুর্ব্বন সিদ্ধিমবাপ্স্যাসি—এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত মুখে পাই ঃ—

"কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে একবার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায়না—কর্ম্ম না করলে ভক্তিলাভ হয়না, ঈশ্বর দর্শন হয়না। ধ্যান, জপ এইসব কর্ম্ম, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তনও কর্ম্ম, আবার দান যজ্ঞ এসবও কর্ম্ম। ( কথামৃত ১।১৩।৩।২০১ )

'কর্ম্ম চাই, ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবেনা। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর, দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। কামিনীকাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও।……'শুধু তিনি আছেন বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার ফেল, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছটার খানিকটা একবার

দেখা গেল—মাছটা ধপাঙ করে উঠলো। যখন দেখা গেল তখন আনন্দ। ( কথামৃত ১।১৩।৩।২০২ )।

গীতায় অন্যত্র ঃ—সিদ্ধিমবাপ্স্যাসি—৪।৩, ২০।৩, ৩৭।৬, ৪৩।৬, ৩।৭, ১৫।৮, ১০।১২, ১।১৪, ৪৫।১৮, ৪৬।১৮, ৪৯। ৮, ৫০।১৮

**অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।**
**সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥১১**

অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম ( এও যদি করতে সক্ষম না হও ) অশক্তঃ অসি ( হও ) ততঃ ( তবে ) মৎযোগম্‌ ( আমাতে সমর্পণ রূপ যোগ ) আশ্রিতঃ ( আশ্রয় করে ) যতাত্মবান্‌ ( সংযত ইন্দ্রিয় হয়ে ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ( সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ কর )।

যদি এতেও সক্ষম না হও তাহলে ভগবানে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাতে ফল সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে নিয়ত ( সংযত ) আত্মা হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর।১১

যদি পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত 'মৎকর্ম্মপরম'ও না হতে পার, তাহলে তুমি যা কিছু কাজ করছ সেই সমস্ত কাজই ভগবানে সমর্পণ করে অনুষ্ঠিত কর—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের ফলই ভগবানে অর্পণ কর। এই প্রকার অনুষ্ঠানকে 'মদ্‌যোগ' বলা যায়। এই 'মদ্‌যোগ' আশ্রয় করে এবং সংযতচিত্ত হয়ে তুমি সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করে কর্ম্ম কর।

( শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন )

'মদ্‌যোগ' অর্থাৎ আমাকেই কেবল স্মরণ করে, আমার শরণ নিয়ে, বিবেকী হয়ে, সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাশক্তি আচরণ কর। দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মফল পরমেশ্বরের অধীন, এইভাব আরোপ করে কর্ম্মের

ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রসাদ লাভে যত্নশীল হও। (রামানুজ ও শ্রীধরস্বামী)

ফলাসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ও বিজিতমনা হয়ে অগ্নিহোত্রাদি, দশ পৌর্ণমাসাদি আমারই আরাধনারূপ কর্ম্মের দ্বারা ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হবে ও তৎপরে পরাভক্তি লাভ হবে। ( বলদেব )

সন্ধ্যাবন্দনাদি, যাগযজ্ঞাদি সব কিছুই স্বর্গ লাভের আশায় না করে ভগবানের আজ্ঞায় করছি এই বোধযুক্ত হয়ে কর্ম্ম করলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হবে ও মৎকর্ম্ম সিদ্ধি হবে। ( কেশবভারতী, বল্লভ )

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ( নীলকণ্ঠ )

নিষ্কাম কর্ম্মসাধনই ভগবৎ উপদেশের মূল অভিপ্রায়। ( কৃষ্ণানন্দ )

পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত সাধনাতেও যদি অক্ষমতা বোধ হয়, তাহলে ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করার চেষ্টা বা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এক বিরাট শক্তি বিশ্বকর্ম্ম পরিচালনা করছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করছেন, এই বোধ নিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করে গেলে, সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে, ভগবৎ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মুক্তি লাভ করবে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**অথৈতদপ্যশক্তোঽসি**—এতেও যদি অসমর্থ হও তাহলে 'মদ্‌যোগ' অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মার্পণ রূপ যোগ আশ্রয় করে, সংযতাত্মা হয়ে সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ কর। এখানেও যে কর্ম্মার্পণ বা ফল সমর্পণের কথা বলেছেন সেটাও এযুগে খুবই কঠিন হলেও, সে যুগে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক পরিস্থিতি সব রকমে, এই আদর্শ মেনে চলা অনেকটা সহজ ছিল।

এখানে একটা কথা মনে হয় যে, শ্রীভগবান লোকের স্তর অনুসারে উপদেশ দিচ্ছেন বা দিতেন। যে যে শ্রেণীর তাকে অন্য-শ্রেণীর প্রণালী কঠিন লাগলে ঠিক তার মত বেছে নেবে এমনভাবে বলে যাচ্ছেন, একটী যদি কঠিন লাগে আরেকটা এইরকম ভাবে। অবশ্য এর gradation এর ভাবও একটা আছে। তবে কিন্তু প্রত্যেক মানুষ এক কাজ করতে পারেনা। অর্জ্জুন ভারতের সেরা বীর যোদ্ধা ও রাজা। তার পক্ষে দিনের পরদিন মন্দির মার্জ্জনা, বৃক্ষবাটি-কারোপণ, ইত্যাদি কাজ মোটেই শ্রেয় বলে মনে হয়না। আর অর্জ্জুন পারতেন বলেও মনে হয়না। সেজন্য যে যে রকম আধার সে সেই রকম কর্ম্ম করবে, কিন্তু তার ফলটুকু যতদূর সাধ্য পারবে ভগবানের প্রীত্যর্থে অর্পণ করার চেষ্টা করবে। এটী উচিৎও অর্থাৎ কর্ম্মফলে অতিরিক্ত আসক্তি থাকলে লাভে খুব হৃষ্টচিত্ত হবে আর অ-লাভে খুব মন ভেঙ্গে যাবে, ভগবানে অবিশ্বাস পর্য্যন্ত এসে যাবে—কিন্তু যন্ত্রবৎ কাজ করে গেলে মনের সহ্য শক্তিও বাড়বে, লাভে-অলাভে মন মোহগ্রস্ত হবেনা। জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ প্রত্যেকের জীবনে আসেই, যন্ত্রবৎ কাজ করে গেলে অগ্রগতি রুদ্ধ হবেনা।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তো অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না—তৎকালীন সমাজে সবচেয়ে মহতী বুদ্ধি সম্পন্ন---তাতে ভগবান, কাজেই সকলের উপযুক্ত এক একটী উপায় বলছেন।

**মদর্থমপি**—অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছি; এর মধ্যে রয়েছে একটী practical দিক; বলা হয়েছে প্রত্যেকটী কাজ করে দেখতে হবে, তাতে ভগবৎ প্রীতি বাড়ছে, নাকি স্বার্থবুদ্ধি

বাড়ছে! আর একটী কথা যেটী বললেন, 'সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং', এটী কর্ম্মযোগের theoretical দিক—বলা হচ্ছে, যে কোন কাজই করা যাক্, ঠাকুর তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। বিবেক স্বামীজী যেমন বলেছেন, সারা দিনের পর শোবার আগে, 'ঠাকুর সারাদিনের কাজে লাভ ক্ষতি, ভুল-ভ্রান্তি সবই তোমার চরণে অর্পণ করলাম, ঠাকুর ক্ষমা করো'—এই বলে শুয়ে পড়বে।

আর একটী বিশেষ কথা যে ভগবৎ লাভ ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কাজেই ভগবৎ লাভ যে কোন উপায়েই করতে যাওয়া যাক্, সে উপায় তো কঠিন হবেই—তার জন্য মানুষকে উৎসর্গ করতে হবে নিজের অনেক কিছু। (বেদচ্ছন্দা)

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগের কথা, যা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও বলেছেন—'নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়, উদ্দেশ্য নয়।' (কথামৃত ১।১০।৬)

'নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয়না। (১।৮।৩)'

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে (৩।১।৬ ; পঃ ৫।১০)।

**শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।**
**ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২**

'অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞান যোগঃ শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে (জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অধিকতর শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ (শ্রেষ্ঠ) অনন্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগ হতে) শান্তিঃ (শান্তি লাভ হয়)।

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হতে ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হতে কর্ম্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ। এরপর এই ত্যাগ থেকেই শান্তি লাভ হয়ে থাকে।১২

এই মন্ত্রে ভগবান সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসা করে যাচ্ছেন। অভ্যাসযোগ অর্থাৎ অবিবেকযুক্ত অভ্যাস অপেক্ষা ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের সাধন শ্রেষ্ঠ। অভ্যাস সমস্ত মার্গেরই সাধনার প্রথমাবস্থা। অতএব অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয় এবং জ্ঞান অপেক্ষা ঈশ্বর ও আত্মায় অভেদ চিন্তনই শ্রেষ্ঠ। এরও পরে বললেন, অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান অপেক্ষাও কর্ম্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের এই বাণীটুকুর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। জ্ঞান হতেও ধ্যান প্রশস্ত এবং ধ্যান অপেক্ষাও কর্ম্মফলত্যাগ বিশিষ্ট—এই কারণে যে, কর্ম্মফলত্যাগের অব্যবহিত পরেই শান্তি অর্থাৎ সমস্ত সংসার অবিদ্যার নাশ হয় ও শান্তিলাভে মোটেই বিলম্ব হয়না। জ্ঞানীর পক্ষে শ্রৌত, স্মার্ত্ত ইত্যাদি সর্ব্ব কর্ম্মফল-সংন্যাস শান্তিলাভের প্রকৃষ্ট পথ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই কথার আরও একটী দিক আছে, আধার বা যোগ্যতা অনুযায়ী সাধকগণের কথাও এখানে বলেছেন—যে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তি, অভ্যাস তথা জ্ঞান, তথা ধ্যানে অসমর্থ, তাদের পক্ষে অজ্ঞতা প্রযুক্ত হলেও কর্ম্মফলত্যাগ প্রশস্ততর। জ্ঞান পূর্ব্বক না হয়েও অজ্ঞের কর্ম্মফল-সন্ন্যাসে সিদ্ধিলাভ বা শান্তিলাভ হয়। যেমন শাস্ত্রে অগস্ত্যমুনির অদ্ভূৎ অদ্ভুৎ শক্তির কথা বিবৃত আছে এবং তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেইহেতু, ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক প্রণম্য বলে কথিত আছে—তেমনি কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসা

ভগবান এই মন্ত্রে করলেন। জ্ঞানী বা অজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিরই কর্ম্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ শীঘ্রই হয়। (শঙ্করাচার্য্য)

সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগেই যখন চরম শান্তি এবং সেও দ্রুত লাভ হয় তখন জ্ঞান, ধ্যান ইত্যাদি অপেক্ষাও ফলত্যাগেরই প্রশংসা করছেন।

জ্ঞান অর্থে বেদান্তবাক্যদ্বারা আত্মনিশ্চয়। এখন এই জ্ঞান লাভের জন্য বেদান্তবাক্য শ্রবণের যে অভ্যাস, তদপেক্ষা জ্ঞান লাভ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বা প্রশস্ত এবং শ্রবণ-মনন-নিষ্পন্ন জ্ঞান অপেক্ষা পরমাত্ম-ধ্যান বা নিদিধ্যাসন নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। কেননা ইহা আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু। এইরূপে দেখালেন ধ্যানই সমস্ত সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ যারা এসবে অক্ষম তারা যদি কর্ম্মফলত্যাগ করে, তাহলে ধ্যানের চেয়েও প্রশস্ত ফল যে শান্তি, সেই শান্তি লাভ করে এবং খুব দ্রুতই লাভ করে—সময়ের অপেক্ষাও থাকেনা, এজন্য কর্ম্মফলত্যাগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফল ত্যাগে সংসার বন্ধন নিবৃত্তি হয়। মুক্তি লাভের যতগুলি পন্থা আছে তন্মধ্যে কামনাত্যাগ একটী বিশেষ পন্থা—'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্' ইত্যাদি কথা গীতাতেই বর্ণিত আছে। সেই হিসাবে কর্ম্মফল ত্যাগে কামনাত্যাগেরও প্রশংসা করা হল। পরশুরাম, অগস্ত্য ইত্যাদি পরাক্রমশালী শরীর, ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই বলে, ক্ষমতা না থাকলেও যেমন ব্রাহ্মণ শরীর মাত্রই শ্রদ্ধার পাত্র সেইরূপ কামনা ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে কর্ম্মফলত্যাগও শ্রেষ্ঠ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বুঝতে হবে।

অবিবেকযুক্ত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানযুক্ত অভ্যাস শ্রেষ্ঠ।

পরোক্ষজ্ঞান অপেক্ষা অপরোক্ষানুভূতিপ্রাপ্তকারী ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষাও অপরোক্ষানুভূতি প্রাপক পরবৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ—কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগে পরবৈরাগ্যের ক্ষীণতম আভাস আছে বলে কর্ম্মফল ত্যাগের সাধনাই প্রাথমিক সাধনা। ( মধুসূদন )

অভ্যাস অবিরত করা যদি অসম্ভব হয় তাহলে আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই জ্ঞান লাভেও যদি তুমি সমর্থ না হও তাহলে আত্মচিন্তন লক্ষণ ধ্যানই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এসবও যদি তোমার নিষ্পন্ন না হয় তাহলে কর্ম্মত্যাগই তোমার পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু ত্যাগেই শান্তি, সেইহেতু ফলকামনা ত্যাগেই শান্তি। ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত কর্ম্মে মনঃশুদ্ধি লাভ হয়। আর চিত্তশুদ্ধি হয়ে ধ্যানসিদ্ধ হয় এবং ধ্যানসিদ্ধ হলে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানও লাভ হয় ও তার ফলে পরাভক্তি লাভ হয়। 'আর পরাভক্তি লাভে ভগবৎ লাভ হয়। অতএব কর্ম্মফলত্যাগই প্রশস্ত পথ।

( বলদেব )

প্রথমে অভ্যাস, পরে জ্ঞান, তৎপরে ধ্যান এবং ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় বা সিদ্ধাবস্থার পর ভগবৎ লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু কর্ম্মফল সাধনায় সমস্ত পাপক্ষয় হয়ে শান্তি লাভ হয় ও ভগবৎ লাভ হয়। সেইহেতু কর্ম্মফলত্যাগপথই সহজসাধ্য ও শ্রেষ্ঠ।

( রামানুজ ও নীলকণ্ঠ )

অভ্যাস জ্ঞান ও ধ্যান ইত্যাদি দুষ্কর ও সময় সাপেক্ষ সাধনায় যে ভগবৎ লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ, ভগবৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্মফলত্যাগ সাধনায়

ভগবানের প্রসন্নতা হেতু সেই শান্তি লাভ বা ভগবৎ লাভ অতি সহজে হয়, সেজন্য ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্মফলত্যাগ সাধনাই শ্রেষ্ঠ।

( শ্রীধর ও বিশ্বনাথ )

অভ্যাসের পরিপাকে জ্ঞান, জ্ঞানের পরিপাকে ধ্যান কিন্তু ধ্যান করলেও কামনাবর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞান দূর হয়না। কিন্তু কর্ম্মফলকামনা ত্যাগ সাধনায় চিত্তশুদ্ধি দ্রুত হয় এবং বাসনা বীজ ক্ষয় হওয়ায় জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ শীঘ্র হয়, সেইহেতু কর্ম্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হল। ( কৃষ্ণানন্দ )

ত্যাগের অন্তেই শীঘ্র শান্তি লাভ হয় বলে সমস্ত সাধনার চেয়ে কর্ম্মফলত্যাগই প্রশস্ত পথ। ( গান্ধীজী )

গীতা এখানে শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রম নির্দ্দেশ করছেন—ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠস্থান নির্দ্দেশ করছেন। এই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অতি সহজেই আভ্যন্তরীণ স্থিতি ও শান্তি আনে ও পূর্ণতালাভ ঘটায়। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধ হলে বাসনা, সংশ্রব ও চিন্তাদি একেবারে তিরোহিত হওয়ায়, সাধক অনাসক্তভাবে বিচরণ করে ও কর্ম্মমুক্ত হয়ে পরাশান্তি লাভ করে। এই ত্যাগ সাধনা বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শন সম্মত, ঈশ্বর নিরপেক্ষ সাধনার ন্যায় স্বাধীন পন্থা। কিন্তু গীতার ত্যাগে অবশ্য ঈশ্বরে শরণ আবশ্যক। এই মন্ত্রে একরূপে সন্ন্যাস যোগেরই প্রাধান্য দেওয়া হল। ( যোগানন্দ )

**শ্রেয়োহি জ্ঞানম্**—জ্ঞান মানে এখানে শাস্ত্রজ্ঞান। পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে তো ধ্যানের চেয়েও অনেক

শান্তি। আর গীতার জ্ঞান তো জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ইত্যাদি মেশানো—পরাভক্তি, পরাজ্ঞান ইত্যাদি চরমে সব এক। সুতরাং জ্ঞান এখানে—শাস্ত্রজ্ঞান।

**জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে**—শাস্ত্রজ্ঞানের চেয়ে ধ্যানাভ্যাস, বারংবার ধ্যানের গভীরে ডুব দেবার চেষ্টা তো ভালো। অর্থাৎ এতে শান্তি বেশী। কিন্তু শেষে বলছেন 'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'—গীতামতে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি হচ্ছে কর্ম্মফলত্যাগে—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে। কারণ সেখানে তো নিজের স্বার্থ বলে কিছু রইলনা, সেজন্য শান্তি বেশী। আবার বাসনা কামনা এতটুকু থাকলে ধ্যানে মন বসেনা, শান্তিও লাভ হয়না—কিন্তু কর্ম্মফলাসক্তিত্যাগের কিছুমাত্র চেষ্টাতেও অনেক শান্তি পাওয়া যায়। আর তাছাড়া মনে একেবারে নৈষ্কর্ম্ম্য হয়ে বসে থাকতে কেউ পারেনা। কাজেই কর্ম্মযোগই সকলের পক্ষে ভালো। এর আগে ভগবান বলেছেন 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্ম পরিসমাপ্তি লাভ করে। 'জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মানং' ইত্যাদিতে বলছেন, জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের শেষ—তবে কেন এখানে জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্মফলত্যাগ বিশিষ্ট বললেন ? এটী সাধারণের জন্য বললেন, ধ্যানে মনে শান্তি যে প্রচুর আসে এটী সকলেই জানে কিন্তু এই বিশিষ্যতে কথার অর্থ এই নয় যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিশিষ্যতে অর্থ হচ্ছে—সাধারণের মন অভ্যাসযোগের চেয়ে জ্ঞানে, জ্ঞানের চেয়েও ধ্যানে, ধ্যানের চেয়েও কর্ম্মে এবং ফলত্যাগে অগ্রগতি লাভ করতে পারবে। সেজন্য এই কথা বললেন। ( বেদচ্ছন্দা )

গীতায় ভগবান ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ বলতে কামনা ত্যাগকেই

বুঝিয়েছেন। এই কামনাত্যাগেই সিদ্ধিলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা উপনিষদেও পাই ঃ—

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে।

মানব হৃদয়ে যে সমস্ত কামনা বাসনা সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত যখন দূর হয়, তখন মরণধর্ম্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে অনুভব করে। ( কঠোপনিষদ ২।৩।১৪ )

গীতায় অন্যত্র—

কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা—২।১৬, ২।১৮, ১১।১৮

**অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।**
**নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী ॥১৩**
**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।**
**ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪**

সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা ( সর্ব্বজীবে হিংসারহিত ) মৈত্রঃ করুণঃ এব চ ( মৈত্রীভাবযুক্ত এবং দয়াযুক্ত হয়ে ) নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ ( অথচ মমত্ব-বুদ্ধিহীন এবং অহঙ্কার শূণ্য) সমদুঃখসুখ ( সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ) ক্ষমী ( ক্ষমাশীল ) সততঃ সন্তুষ্টঃ ( সর্ব্বদা তুষ্ট ) যোগী ( ভগবৎযুক্ত পুরুষ ) যতাত্মা ( সংযত স্বভাব ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ( দৃঢ় বিশ্বাসী ) ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ ( যাঁর মন বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণের বৃত্তি আমাতে অর্পিত হয়েছে ) যঃ মদ্ভক্তঃ ( এরূপ আমার যে ভক্ত ) সঃ ( তিনি ) মে ( আমার ) প্রিয়ঃ।

যিনি কারোকে হিংসা করেননা, যিনি সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধু

বা মিত্রভাবে যুক্ত, দয়াবান, যিনি সুখদুঃখে সমজ্ঞানী, মমতা ও অহংকার যার চলে গেছে, যার বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হয়েছে, সদাতৃপ্তাত্মা যিনি, সমাহিত চিত্ত, স্বভাব যার বশীভূত, ঈশ্বর বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী, যাঁর মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।১৩।১৪

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যামুখে আচার্য্য শঙ্কর অভেদদর্শী অক্ষর উপাসকগণের প্রাধান্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন অক্ষরোপাসকগণের নির্ব্বাণ লাভে স্বতন্ত্রতা আছে, তাদের জন্য কর্ম্মযোগ নয়। শঙ্করমতে যাঁরা ভেদদর্শী উপাসক, তাদের জন্য ভগবান কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন এবং এই ভেদজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগিগণের মুক্তি ঈশ্বরাধীন; অপরপক্ষে অভেদদর্শী সন্ন্যাসিগণের বা অক্ষরোপাসকগণের ক্ষেত্রে ভগবান বলেছেন, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'। কিন্তু ভেদদর্শী কর্ম্মযোগিগণের ক্ষেত্রে ভগবান বলছেন, 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা'— কাজেই আচার্য্যশঙ্কর মতে অভেদদর্শী জ্ঞানিগণই শ্রেষ্ঠ এবং এই মন্ত্রগুলিতে তাদেরই গুণাবলী বলে যাচ্ছেন ভগবান।

অক্ষরোপাসকগণ সর্ব্বকামনাত্যাগী, জ্ঞানী, সম্যক দর্শননিষ্ঠ এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাদের সাক্ষাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ যে গুণরাশির উদয় হয় এক্ষণে সেই কথাই বলে যাচ্ছেন।

এই জ্ঞানী অক্ষরোপাসকগণ কেউ দুঃখ দিলে তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, কেননা তিনি স্ব আত্মায় সকল জীবকে সমভাবে বিদ্যমান দর্শন করেন, তিনি 'অদ্বেষ্টা'। এই অক্ষরোপাসকগণ সকলের সঙ্গে মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, দুঃখিতগণের প্রতি তিনি করুণাযুক্ত—যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতকে অভয়মন্ত্র দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ

করেছেন। আবার তিনি 'নির্ম্মম', অর্থাৎ মমতা বা মোহ বর্জ্জিত, এই জ্ঞানী 'নিরহঙ্কারঃ' অর্থাৎ অহংবোধহীন। তার কাছে সুখ-দুঃখ সমতুল্য—যিনি সুখে হৃদয়ে অনুরাগযুক্ত হননা এবং দুঃখে পরেও বিদ্বেষ ভাবাপন্নও হননা। তিনি 'ক্ষমী' অর্থাৎ ক্ষমাশীল, হাজার তাড়না করলেও তিনি বিকার রহিত এবং স্থিতধী।

এরূপ ব্যক্তি সদা 'সন্তুষ্ট'—দেহরক্ষার উপযুক্ত অন্নপানাদি লাভে বা বঞ্চিত হলেও সমভাবাপন্ন। তিনি 'যোগী' সমাহিত চিত্ত, আত্মতত্ত্বে স্থির অধ্যবসায়যুক্ত বলে 'দৃঢ় নিশ্চয়'। গীতামুখে তাঁকে 'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি' বলা হয়েছে। সঙ্কল্পময় অন্তঃকরণকে মন বলা হয়, অধ্যবসায়যুক্ত অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলে, সেই মন ও বুদ্ধি যে ভগবানে স্থাপিত করেছেন, তিনি 'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি'। যে ভক্ত এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন তিনি ভগবানের প্রিয়। "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ'—অতএব এই ভক্ত বলতে জ্ঞানীকেই বুঝিয়েছেন (শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন)।

এই মন্ত্র হতে আরম্ভ করে ভগবান পর পর সাতটী মন্ত্রে অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণগুলি বলে যাচ্ছেন এবং অর্জ্জুনকে সেইসব গুণাবলী অর্জ্জন করতে বলছেন। অক্ষরোপাসকগণ আত্মবৎ সর্ব্ব-ভূতকে দেখেন বলে, ভূতবর্গ তাঁদের কোন দুঃখ উৎপাদন ও মনোকষ্টের কারণ হলেও বিদ্বেষভাবযুক্ত হননা, যেহেতু তাঁরা 'মৈত্রীভাব যুক্ত' অর্থাৎ সিদ্ধস্বভাবের। এঁরা 'করুণঃ' অর্থাৎ দুঃখিতগণের উপর দয়াযুক্ত; পরমহংস সন্ন্যাসী বলে 'নির্ম্মমঃ' নিজদেহে আমার বোধহীন; নিরহঙ্কারঃ—আদি অহঙ্কার রহিত। অনুরাগ বা বিদ্বেষ

বশে কোন কাজ করেন না বলে সুখ, দুঃখে সমজ্ঞানী এবং এই কারণে তাদের আক্রোশও থাকেনা, সেজন্য তারা ক্ষমী অর্থাৎ ক্ষমাশীল।

অক্ষরোপাসকগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যোগী, যতাত্মা এবং সর্ব্বাবস্থায় আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি জ্ঞানে দৃঢ় নিশ্চয়শীল। ভগবান বাসুদেবরূপ শুদ্ধব্রহ্মে মন, বুদ্ধি অন্তঃকরণ অর্পিত বলে তাঁরা ভগবানের অতীব প্রিয় এবং এই কারণে মৎস্বরূপতা লাভ করেন। ( মধুসূদন )

শ্রেষ্ঠভক্তের লক্ষণাবলী—ভূতসমূহ দুঃখ উৎপাদনের কারণ হলেও সে সবই তাঁর প্রারব্ধবশে পরমেশ্বর প্রেরিত বলে যিনি গ্রহণ করেন তিনি অদ্বেষ্টা এবং সেই কারণে সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, কোন ভূতকে খেদযুক্ত দেখলে তিনি তার ক্ষোভ নিবারণে সচেষ্ট হন বলে তাকে 'করুণঃ' বলা হয়েছে। দেহাদি প্রকৃতির বিকারমাত্র বোধ তাঁর থাকায় মমতাহীন এবং সুখ, দুঃখে সমজ্ঞানী সহিষ্ণু বলে 'ক্ষমী' বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁর আয়ত্তাধীনে বলে তিনি সদা সন্তুষ্ট এবং আপনাকে শ্রীহরির দাসজ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়যুক্ত। তাঁর মন প্রাণ সবই ভগবানে সমর্পিত হওয়ায় তিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত বলে বর্ণিত হয়েছেন। ( রামানুজ, কেশবভারতী ও বলদেব )

শ্রেষ্ঠভক্ত 'অদ্বেষ্টা' অর্থাৎ শুভাশুভে উদাসীন থাকেন, বিদ্বেষ করেন না; কিন্তু উদাসীন হলেও দুঃখীজনে তিনি দয়াশীল বলে তিনি সর্ব্বভূতে মিত্রভাবাপন্ন; যেহেতু তিনি সর্ব্বজীবে অভয়প্রদানকারী সন্ন্যাসী। 'নিরহঙ্কার' কথাটিতে বোঝাচ্ছে তিনি নির্গুণ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ। অহংই তো সমস্ত অনর্থের মূল, কাজেই নির্গুণ ব্রহ্মে যার অহং বিলীন

হয়েছে সেই ব্যক্তি নিরহঙ্কার। ইনি প্রকৃতিস্থ চিত্ত বলে তাঁকে 'ক্ষমী' বলা হয়েছে—যদৃচ্ছালাভে তিনি তুষ্ট। এবং মন বুদ্ধি যাঁর নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়েছে এরূপ ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

( নীলকণ্ঠ )

শান্ত ভক্ত মিত্রভাবযুক্ত, সর্ব্বভূতে কৃপালু, পুত্র কলত্রাদিতে মমতাহীন, দেহেতে অহংবোধ হীন, সুখ-দুঃখ প্রারব্ধফল বলে উভয়েই তুল্যবোধযুক্ত এবং তিনি ক্ষমাশীল, দেহধারণের সর্ব্বনিম্নমান বস্তু প্রাপ্তিতেও যিনি তুষ্ট, যিনি ভক্তিযুক্ত, সংযতচিত্ত, অনন্যভক্তি লাভকেই যিনি দৃঢ়নিশ্চয় করেছেন, ভগবানে যিনি মনবুদ্ধি, অর্পণ করেছেন। ( বিশ্বনাথ )

পূর্ব্বে কয়েকটী শ্লোকে ভগবান নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন সেগুলি ঐ উপাসনার বিরুদ্ধ কথা নয়—সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা সহজসাধ্য—সেটী বোঝাবার জন্যই বলেছেন। তিনি নিজেই সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। ভক্ত বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে তাঁর আদর লাভ করেন। তাই ভগবান বলেছেন যে জগতের সমস্ত প্রাণীতে সমবুদ্ধিযুক্ত, প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিযুক্ত, অথচ কোন মমত্ববুদ্ধি যার নাই, দেহাদিতে অহংবুদ্ধিহীন, সুখে, দুঃখে হর্ষ ও বিষাদহীন, অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হলে যিনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করেন তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমতুষ্ট, সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত, শরীরেন্দ্রিয়াদি যাঁর বশে, ভগবৎ বস্তুতে যিনি দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধি লাভ

করেছেন, যিনি সঙ্কল্প বিকল্প ত্যাগ করে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানে অর্পণ করেছেন এরূপ ভক্ত বা জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয়।

( শ্রীধরস্বামী ও কৃষ্ণানন্দ )

গীতোক্ত ভক্তিমার্গে প্রথম থেকেই সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্ম-মুক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও অনুরাগে জীব মহত্তম সিদ্ধির মধ্যে পৌঁছে যাবে এবং শান্ত সমতাই গীতার উদার ভিত্তি। ( শ্রীঅরবিন্দ )

ভক্তির ভাবান্তর হেতু ভক্ত বহুপ্রকার হয়। 'অদ্বেষ্টা' অর্থাৎ নির্ব্বৈর, 'সততং যোগী,' অর্থাৎ যে ব্যক্তি সতত মনোমধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তাবৃত্তি সহায়ে ধারণা করে কর্ম্ম করেন, 'মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি' অর্থাৎ যিনি বাসনা এবং বিবেচনা ইত্যাদিকে ভগবানেই অর্পণ করেন। এই দুটী মন্ত্রে যে দ্বাদশটীগুণের কথা বলা হল, এইগুলি যাঁর আছে তিনিই ভগবানের প্রিয়। ( যোগানন্দ )

**অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং**—সর্ব্বজীবে একেবারে দ্বেষহীন হওয়া অসম্ভব, মানুষ বেঁচে থাকতে গেলেই কতকগুলি বিষয়ে হিংসা না করে সে পারেনা, নিঃশ্বাস নেওয়া চলাফেরা ইত্যাদি কোন কিছুই তাহলে সম্ভব নয়। তাই বলে কি এই বাণীর কোন সার্থকতা নাই, তা নয় এগুলি হচ্ছে Ideal। আর Ideal হচ্ছে এমন একটা জিনিষ যাতে কখনও পৌঁছানো যায়না—Ideal is such a thing which cannot be achieved but should be achieved. কিন্তু সেই Ideal সামনে রেখে চলতে হবে। অন্তত আট আনাও যদি পারি তাহলেও যথেষ্ট। এখানে তাহলে অদ্বেষ্টা মানে ইচ্ছা

করে কারো অনিষ্ট না করা। **নির্ব্বৈরঃ**—ইচ্ছা করে কারো অনিষ্ট না করে, কোনো প্রাণীকে অযথা হত্যা না করে—যতদূর পারা যায় নির্ব্বৈরঃ থাকাই গীতার শিক্ষা। কিন্তু মশা মারা, পাগলা কুকুর মারা, বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলে নিজের জন্য না মারলেও—অন্য মানুষের ক্ষতি করবে, এই ভেবে অনেক সময় মারতে হয়—এখানে কিন্তু উদ্দেশ্য যদি হয় greatest good of the greatest number তাহলে বৈরিভাবের মধ্যে পড়বে না।

**মৈত্রঃ**—সর্ব্বজীবে জীবভূত সনাতনরূপে তিনি বিরাজ করছেন ভেবে, যথাসম্ভব মৈত্রীভাব রেখে চলার চেষ্টা—না পারলে সরে আসা। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে বিঘ্নকারী মানুষকে কিছু ভয় দেখাতেও হয় প্রয়োজন হলে।

**করুণঃ**—দয়া প্রদর্শন, ভগবানের সৃষ্ট জীব যদি চোখের সামনে কেউ পড়ে, যার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা প্রয়োজন, তেমন ক্ষেত্রে নিজের দিকে না তাকিয়েও অনেক সময় দয়া প্রদর্শন করতে হয়—তখন 'উন্‌কো মরণে দো' মায়াবাদী সাধুর মত বললে হবে না।

**নির্ম্মমো**—যা কিছু মনের বন্ধনের সৃষ্টি করে বা হরি বিমুখ করে, তার থেকে দূরে সরে থাকা—আমার বোধ ত্যাগ করা।

**নিরহঙ্কারঃ**—সব ঠাকুরের, যা কিছু করছি সবই তিনি করাচ্ছেন—আমি খালি তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র এইরূপ চিন্তা যতদূর পারা যায় করলেই অহঙ্কার আপনা আপনিই চলে যায়।

**সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী**—এগুলিও তাই এক একটী Ideal উদাহরণ—এগুলি সম্পূর্ণ আচরণ করতে পারা যায়না। যতদূর পারা যায়

তার জন্য চেষ্টা রাখা দরকার। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে—ভগবৎ লাভে হানিকর কিছু ঘটলে দুঃখ আনবে—আর ভগবৎ দর্শন ইত্যাদি মনে সুখ আনবে—এগুলোর কথা এখানে বলা হয়নি।

**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী**—ভগবানে মন ষোল আনা নিবিষ্ট করতে গেলে, তাঁকে ষোল, আনা পেতে গেলে, সর্ব্বাবস্থায় সমতা, শান্তি, সন্তোষ দরকার। আত্মার সংযম দরকার। এগুলি না থাকলে ভগবানে মন নিবিষ্ট হয় না। সেজন্য যতদূর পারা যায়—এগুলি অভ্যাস করা দরকার। যা পেয়েছি তাতেই ভগবানের দান বলে সন্তুষ্ট থাকা দরকার।

**যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**—এর আগে যতগুলি বললেন সবগুলির জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম—যতাত্মা অর্থাৎ আত্মসংযম না হলে; সন্তোষ বা ভগবৎ বিশ্বাস কিছুই হয় না।

ভগবৎ তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে। শত সহস্র ঘাত প্রতিঘাতেও ভগবৎতত্ত্বে বা ভগবানে বিশ্বাস হারালে চলবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। Will to believe—জোর করে বিশ্বাস করতে হবে, belief এর মধ্যে যে কয়েকটি factor আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে personality এবং conative factor কে এখানে কাজে লাগাতে হবে।

**ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**—যাঁর মন বুদ্ধি ভগবানে গত হয়েছে অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব একমাত্র ভগবানই—দুনিয়া বয়ে গেলেও তার কিছু যায় আসে না। তাঁর মন আর অন্য কিছুতে আসক্ত হয় না। যাঁর বুদ্ধি তাঁতে নিশ্চিত হয় সেই ভক্তই ঠাকুরের প্রিয়।

এখানে গীতা religious sociology-র কথা বলছে। গীতার ভক্ত শুধু ভগবানকে চাইবে—জগতের সঙ্গে কি তার কোন সম্পর্ক থাকবে না? না, তা নয়—জগতের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে প্রীতি-যুক্ত। ভক্তের মধুর সম্পর্ক শুধু ভগবানের সঙ্গেই নয়, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে মধুর, কারো প্রতি দ্বেষযুক্ত হবে না। এখন এই যে 'সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা' এটি কত বড় শিক্ষার কথা! সমাজে দ্বেষ, হিংসা নিয়েই যত অশান্তি, কিন্তু গীতার ভক্তেরা হবে দ্বেষ-হিংসাহীন এবং সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্খী; এই আদর্শ যদি মানুষ নিতে পারে, অন্তত যতটা পারা যায় ততটাও যদি চেষ্টা রাখা যায় তবে সমাজের কত কল্যাণ হয়। 'মৈত্রঃ করুণ এব,'—শুধু দ্বেষহীন হয়ে কোন কোণায় neutral হয়ে বসে থাকলেই চলবে না। সর্ব্বজীবের সঙ্গে, সমাজের সকলের সঙ্গে, মিত্রতা রাখতে হবে এবং দয়া করতে হবে। এগুলোও সমাজের কতখানি হিতকর। 'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃক্ষমী' কিন্তু এই যে দয়াবান হলে বা প্রীতি সম্পর্ক রাখলে, এক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে আসক্ত বা অহঙ্কৃত হলে চলবে না এবং এসবের মাঝে চলতে গেলে অনেক আঘাত, অনেক অপমান, অসুবিধা সব আসবে কিন্তু তাতে বিচলিত হলে চলবে না—সুখ-দুঃখে সমান থাকতে হবে। গীতার এই শিক্ষা এতেই বোঝা যাচ্ছে গীতার ভক্তের religious sociology আছে। ( বেদচ্ছন্দা )

এই মন্ত্রগুলি মুখস্থ রাখতে হবে। নিত্য দিনের চলার পথে মিলিয়ে নিতে হবে ভগবানের কতখানি প্রিয় হতে পারছি।

( বেদচ্ছন্দা )

মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি—গীতার এই বাণীর অনুরূপ কথা আমরা পাই শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরণ।
ময্যর্পিত মনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥

আমাতে মন বুদ্ধি সমর্পণে মদীয় ধর্ম্মে আত্মা ও মনের আসক্তি সঞ্চার হতে থাকবে। এইরূপে আমাকে স্মরণ করতে করতে নিরুদ্বিগ্নভাবে মদীয় সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে হবে।

( ১১।২৯।৯ )

'অদ্বেষ্টা এবং মৈত্রঃ' কথার বুদ্ধবাণীতেও মিল পাই।

ন তেন অরিযো হোতি যেন পাণানি হিংসতি।
অহিংসা সব্বপাণানং অরিযোতি পবুচ্চতি॥

যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, সে আর্য্য হয় না। যিনি সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাবাপন্ন তিনি আর্য্যনামে কথিত হন।

( ধম্মপদং ধম্মটঠ্‌বগগো ২৭০ )

**নির্ম্মমো**—কথার সঙ্গেও আমরা মিল পাই যথা ঃ—

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স নত্থি মমাযিতং
অসতা চ ন সোচতি স রে ভিক্‌খুতি বুচ্চতি॥

সর্ব্বপ্রকারে নামরূপে যাঁর মমত্ব ( আসক্তি ) নাই, নামরূপের অবিদ্যমানে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্ষু নামে অভিহিত হন। ( ধম্মপদং ভিকখুবগগো—৩৬৭ )

অহঙ্কার বিহীনতা ও নিরভিমানিতা সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত মুখে—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

( চৈতন্য চরিতামৃত )

**যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।**
**হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫**

যস্মাৎ ( যাঁর থেকে ) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে ( উদ্বিগ্ন হননা ) যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ ন উদ্বিজতে ( লোক হতেও উদ্বিগ্ন হয়েন না ) যঃ চ ( এবং যিনি ) হর্ষামর্ষভয়োদবেগৈর্ম্মুক্তোঃ ( যিনি আনন্দ, সুখ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ সব থেকে মুক্ত ) সঃ মে প্রিয়ঃ ( তিনি আমার প্রিয় )।

যে মানুষ নিজে অন্য কোন লোকের উদ্বেগের কারণ হন না এবং কোন কারো দ্বারাও নিজে উদ্বিগ্ন হননা বা উত্যক্ত হননা এবং যিনি আনন্দ, বিপদ, ভয় ও উদ্বেগ সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত তিনিই আমার প্রিয়।১৫

যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথনে বা ব্যবহারে কোন জীব সন্তাপ অনুভব করেন না, বা সংক্ষুব্ধ হননা এবং যে সন্ন্যাসী অপর যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে নিজেও উদ্বিগ্ন হননা ; যিনি ইপ্সিত বস্তুলাভে রোমাঞ্চ বা অশ্রুপাতরূপ উচ্ছসিত ভাব প্রকাশ করেন না, যিনি এর ব্যতিক্রমেও ক্রোধ প্রকাশ করেন না এবং সমস্ত রকম মানসিক উদ্বেগ হতে যিনি মুক্ত, সেই রূপ ভক্ত, ভগবানের প্রিয়।

( শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি )

সর্ব্বভূতকে অভয় মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন,

কোন লোকই তার দ্বারা উদ্বেগ পান না। আবার অতি নিরপরাধ শান্ত মানুষকেও উদ্বিগ্ন করা যে খল ব্যক্তির কাজ, সেরূপ খল ব্যক্তির ব্যবহারেও সন্ন্যাসী উদ্বিগ্ন হননা—কেননা তিনি অদ্বৈতদর্শী করুণাযুক্ত ও ক্ষমাশীল। এবং এরূপ ব্যক্তি নিজের প্রিয়বস্তু লাভে রোমাঞ্চ আদি কোন আনন্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন না। অপরের উন্নতি সহ্য করতে না পারা রূপ যে চিত্তের বিকার সেই 'অমর্ষভাব'ও তাঁর থাকে না। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ইত্যাদিতেও যার 'ভয়' নাই, একাকী নির্জ্জন স্থানে থাকার জন্য দুশ্চিন্তারূপ 'উদ্বেগ'ও তাঁর নাই, তিনি অদ্বৈতদর্শী হওয়ায় তাঁর হর্ষ-অমর্ষ-উদ্বেগ-ভয় কিছুই থাকে না, এইসব কারণে এরূপ ঈশ্বরের ভক্ত বা ব্রহ্মভূত ব্যক্তিই গীতার ভগবানের প্রিয়। ( মধুসূদন )

নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কোন ব্যক্তি দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা, কেননা তিনি অপরের উদ্বেগ সৃষ্টিকারী কোন কর্ম্মানুষ্ঠানই করেন না। তাঁর অন্তরে সকলের প্রতি এমন প্রীতি থাকে, যার ফলে তিনি মনে করেন সকলেই তাঁর অবিরোধী। এ জন্য এরূপ পুরুষ কারো প্রতি হর্ষ, কারো প্রতি অমর্ষ, কারো প্রতি ভয়, কারো জন্য উদ্বেগ অনুভব করেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত পুরুষ। এরূপ সাধক ভগবানের প্রিয়। ( রামানুজ )

যাঁর সাক্ষাতে কোন ব্যক্তি ভয়, শঙ্কা, ক্ষোভ কোন কিছুই প্রাপ্ত হননা এবং যিনি নিজ ইষ্টলাভে উৎসাহ প্রকাশ করেন না, পরের লাভেও অসহনশীল হননা, ভয়, ত্রাস ও উদ্বেগজনিত চিত্তক্ষোভ যাঁর নাই, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। ( শ্রীধর স্বামী )

জ্ঞানবান ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, একথা তো গীতামুখে আগেই বলেছেন, এখন জ্ঞানীর বিশেষণ দিচ্ছেন। ( আনন্দগিরি )

অতি গভীর আত্মরতিতে মগ্ন থাকায় বাহ্য বিষয় সংস্পর্শে—হর্ষ-অমর্ষ-ভয় ও উদ্বেগ ইত্যাদি চিত্তের বিকার যাদের হয় না এইরূপ ভক্ত, ভগবানের অতি প্রিয়। ( বলদেব )

তিনি নিজের প্রকৃতিজাত হর্ষ, ভয় ইত্যাদি সব রকম বিক্ষোভ থেকে মুক্ত—তিনি নিজে শান্ত, তাই তাঁর কাছে সকলেই শান্ত।

( শ্রীঅরবিন্দ )

যে ভক্ত কায়মনোবাক্যাদি দ্বারা অপরকে আঘাত করেন না, যাঁর প্রেমী স্বভাবের দ্বারা হিংস্র ব্যাঘ্রাদিও অভিভূত হয়ে হিংসা ভুলে যায়, যিনি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সুখ-দুঃখ এমনকি মৃত্যু স্মরণেও ভীত, দুঃখিত বা উল্লসিত হননা, সমভাবে অবস্থান করেন, তিনি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত। ( কৃষ্ণানন্দ )

এখানেও religious sociology-র কথা বেশ ভালো করে বলা হয়েছে। তাছাড়া মনের ওপর অসীম দখল রাখার কথা বলা হয়েছে। গীতার ভক্ত এমন উদার হবে, এমন সহনশীল হবে, যার ফলে কোন লোকের তিনি উদ্বেগের কারণ হবেন না। কারোকে তিনি পীড়া দেবেন না। কিন্তু সর্ব্বজীব তো সিদ্ধ মহাপুরুষ নয়—তারা তো ভক্তের অনিষ্ট সাধন করতে, হিংসাপরায়ণ হতে ছাড়বে না, হয়তো তারা উদ্বেগের কারণও হতে পারে—কিন্তু সে ক্ষেত্রে গীতার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উত্যক্ত হবেন না, ভগবানের দান বলে বোধ হবে তাঁর—হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগশূন্য হবেন তিনি—জাগতিক সুখে আনন্দ

প্রকাশ এবং স্বার্থ সংঘাতে দুঃখ প্রকাশ, আর কোন বস্তুর জন্য উদ্বেগ, ভয় থাকবে না। এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভগবান শ্রেষ্ঠ ভক্তের Ideal গুলি তুলে ধরছেন—যতগুলি আগে বললেন বা পরে বলবেন সেগুলি সবই Ideal। দেহ ধারণ করে বাঁচতে গেলে, প্রত্যেকটী পূরো মানা হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠেনা—কিন্তু আদর্শ সামনে রেখে নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে গীতাব উপদেশ অনুসারে চলার, নিত্যদিন যতটা সম্ভব।

কারো উদ্বেগ সৃষ্টি করবে না, এ কথায় কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোন কোন জায়গায়, কিছু কিছু উদ্বেগ সৃষ্টি সময় সময় প্রয়োজন হয়ে পরে, যেমন ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষক মাঝে মাঝে কিছু কিছু শাসন করেন, এক্ষেত্রে ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই মাঝে মাঝে তাদের মনে ভয়, উদ্বেগ সৃষ্টি করতে হয়, শিক্ষার উন্নতির জন্য। তাছাড়া শিশুদের শাসন করার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে শাসন করা, ভয় দেখানো প্রয়োজন হয়। এছাড়া শাস্ত্র সদাচার লঙ্ঘন করেছে বা করছে এমন ব্যক্তিকে উপায় থাকলে কিছু কিছু শাসন করতে হয়, তারই কল্যাণের প্রয়োজনে; সেগুলো কিন্তু ওই কথার মধ্যে পড়েনা, তবে শাসন করার সময় মন সংযত রাখতে হবে। আত্মীয় স্বজনের জন্য, বন্ধু ইত্যাদি জন্য, মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করবে না—কিন্তু ইষ্টবস্তু লাভ হল না বলে, ভগবৎ বস্তু লাভ হলনা বলে, উদ্বেগ আকুলতা রাখতে হবে। ইষ্টের কৃপা লাভ—ভগবৎ লাভ এসব ক্ষেত্রে যেগুলি সহায়ক বা পরিপুষ্টি আনে সেগুলিতে আনন্দ বোধ থাকবে, আর সেই ভগবৎ পথে হানিকর যা কিছু তাতে নিরানন্দ

থাকবে। ভয়শূন্য, অর্থাৎ, দুঃখ লাভের ভয়, মৃত্যু ভয়, আত্মীয় স্বজনের ক্ষতিভয়, এগুলি ছাড়তে হবে। কিন্তু ভগবৎ পথে বাধা আনে, পদস্খলন আনে যাতে, তাতে ভয় রাখতে হবে, গুরু, ইষ্ট, শাস্ত্র, সদাচার, সাধু, ভক্ত এদের কাছে অপরাধের ভয় রাখতে হবে।

Psychology--র বেশীর ভাগ instinct গুলি এই অধ্যায়ে উল্লেখ করে, যতটা পারা যায় তার ঊর্দ্ধে মনকে তুলে ভগবানের নাম করে নির্ভর করতে বলেছেন। (বেদচ্ছন্দা)

অনুরূপ কথাও আমরা ভগবান বুদ্ধের বাণীমুখেও পাই—

নহি পব্বজিতো পরূপঘাতী
সমণো হোতি পরং বিহেঠযন্তো।
অনূপবাদো অনূপঘাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো

মত্তঞ্ঞ্‌ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থ চ সযনাসনং
অধিচিত্তে চ আযোগো, এতং বুদ্ধানসাসনং

পরপঘাতী প্রবর্জিত হয় না, পরনিপীড়ক শ্রমণ হতে পারে না। উপবাদ বিহীনতা, উপঘাতহীনতা, প্রতিমোক্ষ বর্ণিত শীলাচরণ, আহারে পরিমিত জ্ঞান, নির্জন বিহার এবং অধিচিত্তে উদ্যম—এগুলি বুদ্ধের অনুশাসন (ধম্মপদং বুদ্ধবগ্‌গো ১৮৪-১৮৫ )

**অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।**
**সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬**

অনপেক্ষঃ ( নিস্পৃহ ) শুচিঃ (শৌচাচার সম্পন্ন) দক্ষঃ ( আলস্য-হীন ) উদাসীনঃ ( পক্ষপাতিত্বহীন ) গতব্যথঃ ( বিগতব্যথা ) সর্ব্বারম্ভ

পরিত্যাগী (সমস্ত রকম সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগী) যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ (এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয়)।

যিনি সর্ব্ব বিষয়ে আকাঙ্খারহিত, শুচিতাযুক্ত, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনলস, পক্ষপাতিত্বহীন, কোন কিছুতেই যাতে মনকে ব্যথিত করতে পারে না এবং কোন রকম ফল কামনা করে যে নতুন কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।১৬

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় সমূহে সাধারণ লোকে নির্ভর করে, কিন্তু এ সমস্ত কিছুতেই যাঁর স্পৃহা নাই তিনিই 'অনপেক্ষ'। যার বাহ্য ও আন্তর দ্বিবিধ শুচিই আছে তিনি 'শুচি'। যে কোন কাজই সামনে আসুক না কেন, যিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকভাবে বুঝে চলতে সক্ষম তিনি 'দক্ষ'। মিত্রের পক্ষ পর্য্যন্ত অবলম্বন যারা করেন না তারা 'উদাসীন'। যিনি নির্ভয় তিনি 'গতব্যথ' হতে পারেন। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ফলভোগের উপায় স্বরূপ যা কিছু কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্যোগ, সে সমস্তকে যিনি পরিত্যাগ করতে সক্ষম তিনি 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী'। উপরিউক্ত সমস্ত গুণাবলী যাদের আছে তারা ভগবানের প্রিয়।

(শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও নীলকণ্ঠ)

ভোগ্যবস্তু সমূহে, এমন কি আপনি থেকে আগত বস্তু সমূহেও যিনি নিস্পৃহ, তিনি 'অনপেক্ষ'। দৈহিক ও মানসিক শুচিতা যার আছে তিনি 'শুচিঃ'। জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য যা কিছু বিষয়ই উপস্থিত হোক তৎ সমস্ত যিনি সব বুঝে নিতে পারেন তিনিই 'দক্ষ' বন্ধুর পক্ষও গ্রহণ করেন না যিনি তিনি 'উদাসীন'। অন্যের কাছে

আঘাত পেলেও যিনি বেদনা বোধ করেন না তিনি 'গতব্যথঃ। সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ যিনি ত্যাগ করেছেন, তিমি 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী'। ঈদৃশ গুণাবলী যাঁর মধ্যে আছে সেই ভক্ত ভগবানের প্রিয়।

( মধুসূদন, কেশবভারতী )

আত্মা ব্যতীত সংসারের সমস্ত বিষয়ে যিনি অনাসক্ত বা অপেক্ষাহীন তিনিই 'অনপেক্ষ'। যথাশাস্ত্র বিহিত ভাবে যিনি বর্দ্ধিতকায় তিনি 'শুচি'। শাস্ত্র সম্মত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনিই 'উদাসীন'। শাস্ত্র বিহিত কার্য্য করতে গিয়ে সমস্ত কষ্ট যিনি সহ্য করেন তিনি 'গতব্যথ'। শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মব্যতীত সমস্ত যিনি ত্যাগ করেছেন তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী'।

( রামানুজ )

আপনি হতে উপস্থিত বিষয়েও যিনি নিস্পৃহ, যিনি অনলস, যিনি পক্ষপাত রহিত, দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠানও যিনি ত্যাগ করেন তিনি 'সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী'।

( শ্রীধরস্বামী )

'শুচি' অর্থাৎ ভগবৎ স্মরণ করা হেতু যিনি শুচি। যিনি মানসিক ক্লেশরহিত, যিনি দৃষ্টশ্রুত ফলদ কর্ম্মে উদ্যমহীন, তিনি ভগবানের প্রিয়। ( বল্লভাচার্য্য )

স্পৃহাশূন্য, শৌচসম্পন্ন, সমস্ত কর্ম্মে পটু, পক্ষপাতশূন্য প্রসন্নাত্মা, সমস্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টা ত্যাগী ভগবানের ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

( সন্তদাসজী )

ভগবানের প্রিয় ভক্ত নিজের অহংকার, বাসনা ইত্যাদি ত্যাগ

করে যন্ত্রবৎ কাজ করেন ও ভগবৎ ইচ্ছা পরিপূর্ণ হতে দেন—সেজন্য তাঁর কর্ম্ম নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইটিই কর্ম্মের কৌশল।

( শ্রীঅরবিন্দ )

যে ব্যক্তি নানা বিষয়ে লোকের ওপর নির্ভর করে অবস্থান করে সেরূপ ব্যক্তির চিত্ত দুর্ব্বল ও তার ভক্তি দৃঢ় হতে পারেনা পরন্তু ভঙ্গ প্রবণতাযুক্ত। দেহ ও মনের পবিত্রতাই ভক্তির পরিপোষক। বিষয়ে বৈরাগ্য বা উদাসীনভাব ব্যতীতও ভক্তির বিকাশ হয় না। মনের অবসাদ ও ক্ষেদও ভক্তির হানিকর, এজন্য গত ব্যথ হতে বললেন। এবং নিত্য নতুন সমারোহযুক্ত ব্যাপারেও চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে, এসব কারণে ভক্তিরাজ্যে ভগবান ওই উপদেশ দিলেন। (যোগানন্দ)

**অনপেক্ষঃ**—অর্থাৎ কামনাত্মক কোন বস্তু লাভের জন্য কারো অপেক্ষা যিনি করেন না। করলে জ্ঞান বা ভক্তি কিছুই লাভ হবেনা। কোন উন্নতিই সম্ভব নয়।

**শুচিঃ**—ভক্ত দেহ মন ভগবানের দেবমন্দির মনে করে সর্ব্বদা শুচি-শুদ্ধ-পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে। শুচিতা ধর্ম্মরাজ্যে একটি মস্তবড় অঙ্গ।

**উদাসীনঃ**—শত্রু, মিত্র, ভাল মন্দ সর্ব্ববিষয়ে যার মন ভগবানে যুক্ত হয়েছে এবং জাগতিক সুখ বা উন্নতি লাভের বিষয়ে যার মন নাই তিনিই উদাসীন অর্থাৎ যার মন সব কিছু transcend করে চলে গেছে; এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে মনে, যে জ্ঞানী না হয়তো—সর্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করতে পারে—কিন্তু ভক্তের সাধারণতঃ একটু পক্ষপাতিত্ব থেকেই যায়, একজন ভক্ত অন্য আর একজন ভক্তের পক্ষ অবলম্বন

করতে ভালবাসে, পছন্দ করে—তাহলে তো গীতার বাণী তাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। উত্তরে বলা যায় যে, এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে জাগতিক ব্যাপারে ভক্ত নিরপেক্ষ থাকবে কিন্তু ধর্ম্ম ব্যাপারে যেমন সেবা, পূজাদি সাধন, ভজন বিষয়ে interest থাকবে তেমনি ভক্ত, অভক্ত ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে। ভক্তের সঙ্গ করলে ভক্তি বাড়ে আর অভক্তের সঙ্গ করলে অবিশ্বাস আসে, হরিভক্তি নষ্ট হয়ে যায়—কাজেই ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপারে ছাড়া আর সব বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকবে।

**গতব্যথঃ**—ব্যথা পেলে চলবেনা। যিনি শ্রেষ্ঠভক্ত তিনি দেখেন সমস্ত কিছু তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে। কোন দুঃখে বা আঘাতের জন্য মানুষকে দায়ী করেন না। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে মনে করে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করেন।

**সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী**—যার মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা তাঁতে গত হয়েছে, তিনি সকাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন না, যে কর্ম্ম সুরু হয়ে গেছে, সেটা কর্ত্তব্যবোধে করে যান কিংবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যান, কিন্তু নতুন কোনো কাম্য কর্ম্ম আরম্ভ করে বন্ধনের সৃষ্টি করেন না। আরম্ভ মানে কাম্য কর্ম্মের আরম্ভ। এই সমস্ত গুণাবলী যুক্ত ভক্ত ভগবানের প্রিয়; (বেদচ্ছন্দা)

'শুচি' সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—শুচি অশুচি এটা ভক্তের পক্ষে—জ্ঞানীর পক্ষে নয়।

***যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।***
***শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭***

যঃ ন হৃষ্যতি ( যিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে আনন্দিত হননা ) ন দ্বেষ্টি ( অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না ) ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ( যিনি প্রিয় বস্তুর বিনাশে শোক করেন না, যিনি কোন বস্তুলাভের বাসনাও করেন না ) শুভাশুভ পরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ ( শুভ ও অশুভ বিষয়েই যার সমজ্ঞান এসে গেছে এমন ভক্ত আমার প্রিয় )।

যিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে আনন্দ ও অপ্রিয় বস্তুলাভে যিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তু বা কাম্যবস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি অশুভ ও শুভ দুটীকেই বর্জ্জন করেছেন সেরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।১৭

যিনি অভীপ্সিত বস্তুলাভে হৃষ্ট হন না এবং অনিষ্ট হলেও বিদ্বেষ-যুক্ত হননা—যাঁর কোন অলভ্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও নাই এবং প্রিয় বিয়োগেও যাঁর শোক বা দুঃখ নাই মঙ্গল ও অমঙ্গল যাঁর কাছে সমান এবং উভয়ই ত্যাগ করেছেন ও তৎসঙ্গে যিনি ভক্তিমান এরূপ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

( শঙ্করাচার্য্য, কেশবভারতী, শ্রীধর, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ )

স্ত্রীপুত্র ধনাদি ক্ষয়েও যিনি শোক করেন না এবং অতিরিক্ত উৎফুল্ল হওয়ার কারণ ঘটলেও যিনি আনন্দ প্রকাশ করেন না বা সে সব আকাঙ্ক্ষাও করেন না—পাপের ন্যায় পুণ্যও বন্ধনের হেতু জেনে সর্ব্বান্তঃকরণে যিনি সে সমস্তই ত্যাগ করেন, সেরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। ( রামানুজ )

এই মন্ত্রে ভগবান বললেন ঠিক ঠিক জ্ঞানীর কোন বৈষম্যবুদ্ধি থাকেনা। (আনন্দগিরি)

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী কথাটী বলা হয়েছে, শুভাশুভ পরিত্যাগী কথাটী তারই বিশেষণ। সুখ সাধন শুভকর্ম্ম এবং দুঃখ সাধন অশুভ কর্ম্ম—উভয়ই যিনি ত্যাগ করেছেন, অর্থাৎ ভগবান এই মন্ত্রে জ্ঞানীর যে সুখ দুঃখে সমবোধ লাভ হয় সেটি দেখাচ্ছেন।

(মধুসূদন)

যিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করে দিয়েছেন, কেননা গভীর ভক্তিতে তিনি সুখ-দুঃখ সবই মঙ্গলময় ভগবানের দান বলে গ্রহণ করেছেন, এরূপ শরণাগত ভক্ত ভগবানের প্রিয়।

(শ্রীঅরবিন্দ)

এখানে ভগবান সুখ, দুঃখে সমবোধের কথা বলে যাচ্ছেন। পুণ্যাদি কর্ম্ম স্বর্গলাভের হেতু এবং পাপকার্য্যাদি নরকাদি গমনের কারণ এবং এতে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ঘটে—এসবও যিনি গ্রাহ্য করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান ভগবানের প্রিয়। (কৃষ্ণানন্দ)

**যঃ ন হৃষ্যতি**—অর্থাৎ যে ভক্ত কাম্য কোন বস্তু লাভে আনন্দিত হননা।

**ন দ্বেষ্টি**—অপর কোন লোকের যে কোন প্রকার উন্নতিতেই যিনি ক্ষুব্ধ হননা। অথবা ইন্দ্রিয় সুখকর নয় এরূপ বস্তু প্রাপ্তিতে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না।

**ন শোচতি**—অর্থাৎ ভগবৎ বিষয় ব্যতিরেকে যিনি কোন প্রিয় বস্তুর অভাবে মুহ্যমান হননা, শোক করেন না। এই তিনটী

কথার মধ্যে মনোবিজ্ঞান বর্ণিত feelling তত্ত্বটীকে সংযত করা বা আয়ত্তে রাখার কথা বললেন, willing তত্ত্বটীকে প্রয়োগ করে।

**ন কাঙ্ক্ষতি**—মানে ভক্তি ও ভগবান ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না, কেননা দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলতেন, ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়। এখানেও ভগবান মনোবিজ্ঞান বর্ণিত willing তত্ত্বটীকে প্রয়োগ করার কথা বললেন।

**শুভাশুভ পরিত্যাগী**—অর্থাৎ যিনি সংসার বিষয়ক শুভ ও অশুভ দুই পরিত্যাগ করেছেন—তাই বলে কি সর্ব্ব কল্যাণ বাদ দেওয়া যায়?

এই সব গুলিই Ideal. এগুলি পুরো আয়ত্তে আনা কোন মানুষের সম্ভব নয়—এগুলি সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আদর্শে পৌছানোর নিরন্তর চেষ্টাও রাখতে হবে। এগুলি তো সবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়ভক্তের লক্ষণ; দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জগৎ থেকে মনকে দ্বন্দ্বাতীত করতে পারলেই সেই মুক্তিদাতা ভগবান জন্মমৃত্যুর পারে চিরশান্তির রাজ্যে নিয়ে যাবেন। সেজন্য প্রতিটী বিপরীত বস্তু পাশাপাশি বলে সমজ্ঞান লাভের সাধনা করতে বলছেন; সমজ্ঞান করা মানেই দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। (বেদচ্ছন্দা)

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।**
**শীতোষ্ণসুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ।১৮**

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে** ( শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান ) **তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ** ( সম্মানে ও অপমানে সমজ্ঞান ) **শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখেষু সমঃ** (শীত

ও গ্রীষ্মবোধে সমান বোধযুক্ত এবং সুখে দুঃখেও যিনি অবিচল) সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ (সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে যিনি অবস্থান করেন)।

যিনি শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান যুক্ত, মান ও অপমান বোধে যিনি স্থির, অবিচল, শীত-গ্রীষ্ম-সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বোধেও যিনি সমত্ববুদ্ধি-যুক্ত এবং সর্ব্বাবস্থায় যিনি অসঙ্গ থাকার চেষ্টা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত।১৮

**তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।**
**অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯**

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনি (নিন্দা ও প্রশংসায় সমতা বোধযুক্ত ও সংযত বাক) সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ (যা কিছু অনায়াসে লাভ হয় তাতে যিনি সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ (নিকেতনে মোহহীন বা গৃহে অনাসক্ত) স্থির মতিঃ ভক্তিমান মে প্রিয়ঃ নরঃ (এবং স্থিরচিত্ত ও ভক্তিমান মানুষই আমার প্রিয়)।

নিন্দা ও প্রশংসায় যিনি সমজ্ঞানী, যিনি সংযতবাক, যদৃচ্ছা-লাভে তুষ্ট, গৃহাদিতে আসক্তি হীন, স্থিরচিত্ত ও ভক্তিমান—এরূপ ভক্তই মনুষ্য মধ্যে ভগবানের প্রিয়।১৯

যাঁরা শত্রু মিত্রে সমবোধযুক্ত, মান অপমানে সমজ্ঞানী অর্থাৎ সৎকার এবং তিরস্কারেও সমজ্ঞানী, শীত, উষ্ণ সমবোধযুক্ত এবং সুখেও উৎফল্ল নন আবার দুঃখেও বিচলিত হননা এরূপ পুরুষ সর্ব্বত্র আসক্তিবর্জ্জিত হয়ে বিচরণ করেন। এরূপ পুরুষের কাছে নিন্দাস্তুতি সমান, বাগিন্দ্রীয় যাঁর সংযত হয়েছে, তাঁকে মৌনী বলা হয়। ইনি যা

কিছু অনায়াসে পাওয়া যায় সেইরূপ খাদ্যবস্তুতেই প্রসন্ন হয়ে শরীর ধারণ করেন, এই কারণে তাঁকে 'সন্তুষ্ট' বলা হয়।

যার নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই তিনি অনিকেত, সর্ব্বদা পরমার্থ বস্তু চিন্তনের ফলে যাঁর চিত্ত স্থির হয়ে গেছে, এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। (শঙ্করাচার্য্য)

'অদ্বেষ্টা' অর্থাৎ দ্বেষরহিত বলে যার শত্রুমিত্র বোধ থাকে না, মান-অপমানে হর্ষ-বিষাদশূন্য; শীতোষ্ণাদিতে যাঁর সুখ বা দুঃখ কিছুই সৃষ্টি করে না; অর্থাৎ যিনি সমচিত্তত্ব হেতু গৃহাদিতে অনাসক্ত, স্থিরচিত্ত এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। (রামানুজ)

যিনি কুসঙ্গত্যাগী, যিনি প্রশংসায় সুখী হন না, নিন্দাতেও দুঃখ অনুভব করেন না, যিনি সংযত বাক হয়ে ইষ্ট মননশীল বলে মৌনী, যিনি স্নেহযুক্ত অথবা রুক্ষ যে কোন আহার্য্যাই সমজ্ঞান করে আহার করেন; যিনি গৃহাদিতে মোহহীন, এবং যিনি নিশ্চিত জ্ঞানযুক্ত এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। (বলদেব)

এখানে ভগবান তাঁর প্রিয়জ্ঞানী ভক্তের সর্ব্বত্র অবিকৃত চিত্তের কতকগুলি বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। (আনন্দগিরি)

যিনি চেতন ও অচেতন সকল বিষয়েই শোভনাধ্যাস বিহীন অর্থাৎ সকল রকমেই হর্ষ-বিষাদ বিরহিত, তিনিই একমাত্র 'সঙ্গ বিবর্জ্জিত' হতে পারেন। এবং সঙ্গবিবর্জ্জিত বলেই তাঁর মানে অপমানে তুল্য জ্ঞান, নিন্দা প্রশংসায় সমজ্ঞান। নিজ প্রযত্ন বিনা আপনি এসে জোটে যে আহার তাতেই যিনি তৃপ্ত হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন, যিনি নিয়ত নিবাস রহিত এবং পরমার্থ বিষয়ে যাঁর মতি

স্থির হয়েছে এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়। এইসব মন্ত্রের অর্থ হচ্ছে যে ভক্তিই অপবর্গ বা মোক্ষের পুষ্কল বা পর্য্যাপ্ত কারণ।

(মধুসূদন)

প্রারব্ধ কর্ম্মফলের হেতু কোন ব্যক্তি শত্রু হয়েছে বা কোন ব্যক্তি মিত্র হয়েছে এই বোধে যিনি শত্রু মিত্র সমজ্ঞান করেন, প্রকৃতিজাত দোষগুণেরই নিন্দা প্রশংসা হয় মনে করে, আপনাকে যিনি তৎসঙ্গে নিন্দিত বা প্রশংসিত মনে করেন না, শীত-গ্রীষ্মে কষ্টবোধ করেন না, সুখ-দুঃখ প্রারব্ধ বশে সৃষ্ট বলে যিনি তৎসমূহকে সমভাবে গ্রহণ করেন, এবং যিনি চেতন, অচেতন উভয় বস্তুর রমণীয়তাতে আসক্ত হননা এবং মৌন ও অনায়াস লব্ধ অন্নবস্ত্রে যিনি তুষ্ট, নিয়মিত কোন বাসস্থানে আসক্ত হননা ও সর্ব্বদা ভগবানে চিত্ত তদ্‌গত রাখেন এরূপ ভক্ত ভগবানের প্রিয়।

(শ্রীধর স্বামী ও কৃষ্ণানন্দ)

নীচের প্রকৃতির অহংভাব, আসক্তি, বাসনা এসব থেকে মুক্ত হয়ে সাধনা যিনি করেছেন—তিনিই গীতামতে মুক্ত। যাঁদের এই ভিত্তি আছে তাঁরা ভগবানের প্রিয় ভক্ত। কিন্তু তাঁর অতি প্রিয় নিকটতম ভক্ত হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের পুরুষোত্তম লাভই একমাত্র লক্ষ্য। (শ্রীঅরবিন্দ)

জাগতিক সুখ, সুবিধা লাভ, সম্মান, জয় ও আরোগ্যাদি লাভে আনন্দই হর্ষ। রাগদ্বেষবর্জ্জিত চিত্ত না হলে ভক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। শোক, আকাঙ্ক্ষা, কামনা প্রভৃতির দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হয়—এজন্য ভক্তিলাভে পরিত্যাজ্য। (যোগানন্দ)

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে,** সর্ব্বদা শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান করতে হবে—এটা খুবই কঠিন। এই শত্রু মিত্র কিন্তু জাগতিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে—জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক বলে তাকে মিত্র বলে ভগবৎ বস্তু থেকে মন বিচ্যুত হয়ে তাতে আসক্ত হবে না ; আবার জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী, জাগতিক উন্নতিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলে তাকে শত্রু ভেবে হিংসা পরায়ণ হওয়া চলবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রলোভন দেখায়—কুশিক্ষা দেয়, ধর্ম্মবিষয় ও নৈতিকতার রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে শত্রুবৎ পরিত্যাগ করতে হবে বৈকি।

**তথা মানাপমানয়োঃ**—যশ লাভের ইচ্ছা, সম্মান লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে বৈকি। আর অপমান বোধও বিসর্জ্জন দিতে হবে। তবেই হরির করুণা লাভ হবে। তবে ধর্ম্মরাজ্যে, নৈতিকতার রাজ্যে পতনে অপমান বোধ ভয়—এসব রাখতে হবে, নচেৎ জীবনে কোন উন্নতিই হবে না। এগুলি সবই মনের ওপর ক্রিয়া করছে—এগুলি সম্বন্ধে সমজ্ঞান হচ্ছে মানসিক দিক।

**শীতোষ্ণ**—দৈহিক বোধেও অবিচল থাকতে হবে। শীত বোধ, গ্রীষ্ম বোধ শরীরের ধর্ম্ম। এগুলির অনুভূতি সিদ্ধ পুরুষেরও হয় কিন্তু তাতে বিচলিত হলে চলবেনা। ভগবানের জন্য যখন কায়িক সাধনা করতে হবে, তখন এগুলো অভ্যাস করতে হবে। প্রচণ্ড শীতেও সাধুরা জলধারা করে এবং সেই অনুভূতিকে জয় করে ভগবানের তীব্র নামের সহায়তায়। আর গ্রীষ্মে, প্রচণ্ড রৌদ্র তাপেও সাধুরা রৌদ্রে বসে তপস্যা করে ভগবানে মনস্থির রাখেন।

এগুলো অভ্যাস করার ফলে মনের ওপর যথেষ্ট দখল আসে, মনের জোর বাড়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৪শ মন্ত্রে একথা আগে বলা হয়েছে 'মাত্রাস্পার্শস্তু' ইত্যাদি ভাষায় ; ইন্দ্রিয় বৃত্তির সঙ্গে বিষয়-সংযোগেই এগুলির সৃষ্টি এবং বিনাশশীলও বটে, অতএব সহ্য করার কথা আগে বলা হয়েছে।

**সুখ-দুঃখ**—এগুলির উদ্বোধক যদিও দৈহিক ভাবেই বেশী আসে তবুও এগুলি সমানভাবে ঠাকুরের দান বলে গ্রহণ করতে হবে। জাগতিক সুখে তৃপ্তি লাভ করলে ভগবানেব দিকে মন এগোতে চায় না—সেজন্য দুঃখই জগতে বেশী, এর জন্য মনকে তৈরী রাখতে হবে। সম্পূর্ণ সমান বোধ করা অতীব দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা তো রাখতে হবে। বিখ্যাত সাধক 'নির্ব্বাক নল' নামে যিনি খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁর বাণীটি খুব সুন্দর—'যে কোন কিছুতে সুখ বোধ করে না, তাঁর দুঃখও আসে না।'

সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান না আনলে brain এর আর দুটী function thinking ও willing কোনটীই কাজে লাগবার সময়ও সুযোগ পাবে না। feeling এর প্রভাবে যদি মন অভিভূত হয়ে থাকে তাহলে thinking ও willing এর সাহায্যে মনকে শান্ত ও সমাহিত কি করে করবে ?

সুখে-দুঃখে সমজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সম্ভব।

Stability of equilibrium—এটী একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যে জিনিষ যত Stable হবে তার তত Swing কম, অবশ্য এর অনেকগুলি condition আছে। ধর্ম্মরাজ্যেও যে যত স্থিতধী

তার মনের swing তত কম। সুখ-দুঃখের চাঞ্চল্য তত কম। Centre place এ অর্থাৎ ভগবৎবস্তুতে সে তত আশ্রয় লাভ করবে।

মনোবিজ্ঞানে বলে মনের তিনটী বিভাগ, thinking, feeling ও willing—এই বাণীতে যে উপদেশ দিলেন তাতে এখানে মনের thinking ও willing power কে কাজে লাগিয়ে মনকে সাম্যাবস্থায় আনতে বললেন। সাধনরাজ্যের খুব গভীর কথা এগুলি।

( বেদচ্ছন্দা )

**সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ**—গীতায় ভগবান বহু আগেই একথা বলেছেন, 'ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে', সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ' ২।৩২ শ্লোকে—কাজেই ভগবৎ কামনা ছাড়া অন্য কামনা জয় করতে গেলে, যতদূর পারা যায় ভোগ বাসনা উদ্রেককারী উদ্বোধক বা বিষয়ের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে Laws of Association এর অধ্যায়ে Convergent suggestions and divergent suggestions, conditions of memory ইত্যাদি আলোচনায় আমরা নানা কথা পাই—এবং তার থেকে জানতে পারি যে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বহির্জগতের বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে মনে নানা অনুভূতি, নানা তরঙ্গ, Interest অর্থাৎ বাসনা বা চাহিদা ইত্যাদি নানা স্রোত সৃষ্টি করে, কাজেই মনকে যত নিরাবলম্ব করা যাবে, তত মন শান্ত হবে ভগবৎ বস্তুতে। এর জন্য ভোগ বাসনা উদ্রেককারী বিষয় থেকে সরে থাকতে হবে, সঙ্গ বিবর্জিত হয়ে।

এখনকার বড় বড় চিন্তাশীল Psychologist-রা বলেছেন association-ই মানুষ তৈরী করে দেবে। তারা সমাজকে ভালো করার জন্য, বিশেষ করে দুষ্ট ছাত্রদের ভালো করার জন্য, এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা চালিয়ে বলেছেন দুষ্ট ছেলেকে এনে good association এর মাঝে রেখে দাও, সে শিষ্ট না হয়ে পারবেনা—সব কয়টী শিষ্টের মাঝে সে কতকক্ষণ দুষ্টুমী করবে? আপনিই তার সব দুষ্টুমী চলে যাবে। আর বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছেও তাই। আমাদের ধর্ম্ম প্রধান দেশে association প্রভাবে মানুষ কেমন হয়ে যাচ্ছে, social association এখন এমন ভোগমুখী যে প্রতিটী মানুষের মনকে বহির্মুখী করে তুলেছে, এখন মিষ্টির দোকান, পাদুকা সদন, cinema house ইত্যাদি নানান অসংখ্য ভোগ্যবস্তু এত বাড়ছে, মানুষ এখন ভালো হব মনে করলেও ভালো হতে পারবে না বা পারছেনা, বর্ত্তমান সামাজিক associationই তাকে বাসনার তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে বা চলবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বহুযুগ আগে গীতামুখে ভগবান যে সঙ্গবিবর্জ্জিত হওয়ার কথা বলেছেন, সেটীর খুব প্রয়োজন আছে ; কাজেই মনকে বাসনা বর্জ্জিত করতে আর হরিমুখী করতে গেলে, যতদূর পারা যায় association বাঁচিয়ে চলতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

**তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী**—নিন্দা ও স্তুতি অর্থাৎ নিন্দা প্রশংসায় মনকে স্থির রাখতে হবে। নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসা এটা প্রত্যেক মানুষের স্বভাব, আর অন্যের নিন্দা মানুষ যতই করুক নিজের নিন্দা মানুষ সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে

সমস্ত স্বভাবকে অতিক্রম করতে হবে—প্রথমত নিন্দা শুনলে বিরক্ত হলে চলবেনা, কেননা কবীরজী বলেছেন 'নিন্দুক বিচারা বহুৎ ভালা হ্যায়, নিত নিত মলা ধোয়,' নিন্দাকারীরা আছে বলেই আমাদের নিন্দা করে তারা আমাদের মলিনতা ধুয়ে দেয় অর্থাৎ, আমাদের চলাফেরা সংযত কবে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তার 'পরনিন্দা' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—'পরনিন্দারূপ লোনাজল মনুষ্য সমাজের প্রায় তিন ভাগ ঘিরে আছে বলে সমাজ পচে উঠে না, নচেৎ সমাজ পচে উঠত।' কাজেই আত্মনিন্দা শুনে উত্তেজিত না হয়ে, নিজের ভুল সংশোধন করাই বড় কথা। আর আত্ম প্রশংসা শুনতে নেনই--সরে আসতে হয়, বৃথা অহংঙ্কার বাড়ে।

**মৌনীঃ**—মৌন সাধনা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক সাধুর অন্তত কিছুটা সময় নিয়ম করে, মৌন থেকে জপধ্যান করা উচিৎ। মৌন অর্থাৎ শুধু বাক্যেরই সংযম নয়—মনেরও সংযম এটী মনে রাখতে হবে।

**সন্তুষ্টঃ**--এটীও মনেব দিক থেকে সাধনা, সর্ব্বাবস্থায় মনকে ভগবৎ চিন্তা, প্রার্থনা, নাম ইত্যাদি সহায়ে সন্তুষ্ট রাখা আর জীবন ধারণে যেটুকু জোটে ভগবানের দান বলে মাথায় করে নিয়ে চলাই সন্তোষ। আর তৃষ্ণা, অতৃপ্তি এই নিয়ে বারংবার জন্মমৃত্যু ভবচক্র চলছে, কাজেই মুক্তি লাভের জন্য চাই সন্তোষ।

**অনিকেতঃ**—আগেকার সন্ন্যাসীর আদর্শ ছিল বা নিয়ম ছিল সন্ন্যাসগ্রহণের পর বৃক্ষতলায় শয়ন, একেবারে আকাশের তলায়—গৃহে বাস নিষিদ্ধ ছিল। তাই তাদের 'অনিকেত' বলা হত। কিন্তু

এযুগে সে নিয়ম চলবেনা। সাধুদেরই সে নিয়ম শরীরে সইবে না তো গৃহীদের কথা তো আরো স্বতন্ত্র। তবে এখানে 'অনিকেত' অর্থাৎ গৃহাদিতে আসক্তি রহিত বুঝতে হবে। ( বেদচ্ছন্দা )

**স্থিরমতিঃ**—সবশেষে বললেন মন স্থির করতে হবে অর্থাৎ ইষ্টের বা পুরুষোত্তমের চিন্তায় জপে, নামে, প্রার্থনায় চিত্তস্থির করতে হবে। তবেই সে ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে পারবে। ( বেদচ্ছন্দা)

অনুরূপ কথা বুদ্ধবাণীতে পাই ঃ—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ মানো মক্‌খো চ পাতিতো।
সাসপোরি'ব আরগ্‌গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

যার রাগ, দ্বেষ, মান কপটতা সূচ্যগ্র হতে সর্ষপের ন্যায় পতিত হয়েছে তাকে ব্রাহ্মণ বলি।

( ধম্মপদং ব্রাহ্মণ বগগো ৪০৭ )

সঙ্গ বিবর্জিত সম্বন্ধেও বুদ্ধবাণীতেও পাই ঃ—

যস্‌সাসবা পরিক্‌খীণা আহারে চ অনিস্‌সিতো,
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্‌স গোচরো,
আকাসে'ব সকুন্তানং পদং তস্‌স দুরন্নয়ং।

যারা তৃষ্ণাবিহীন, আহারে অনাসক্ত, শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও বিমুক্তি যাদের গোচরীভূত, তাদের গতি আকাশে বিচরণকারী মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়। ( ধম্মপদং অহরন্তবগগো ৯৩ )।

তুল্যনিন্দাস্তুস্তি হবার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই ঃ—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

এক পরমাত্মাই সকলের আত্মা এই জ্ঞানে বিশ্বের প্রকৃতিকে পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন দর্শন করতঃ পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে না। ( শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৮।১ )

**সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ**—শব্দের অনুরূপ কথা আমরা মহাভারতেও পাই ঃ—

যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশ্রিতঃ
যত্র কচ্চন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

যে ব্যক্তি কোন রকমে শরীরের লজ্জা নিবারণ করে ; যে কোন রকমে ভোজনকার্য্য সম্পন্ন করে আর যে কোন স্থানে শয়ন করে দিন কাটাতে পারে অর্থাৎ কোন কিছুর জন্যই বৃথা চেষ্টা বা আসক্তি যার নাই এরূপ মানুষকে দেবগণও ব্রাহ্মণ বলেন।

( মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২৪৫।১২)

**যেতু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।**
**শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০**

যে তু যথোক্তং ইদং ধর্ম্মামৃতং ( যারা পূর্ব্বোক্ত অমৃত তুল্য ধর্ম্মের কথা ) শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ ( শ্রদ্ধাশীল ও মৎপরায়ণ হয়ে ) পর্য্যুপাসতে তে ভক্তাঃ ( সেই উপাসনারত ভক্ত ) মে অতীব প্রিয়াঃ ( আমার অতি প্রিয় )।

শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হয়ে পূর্ব্বে কথিত অমৃত স্বরূপ ধর্ম্মের আচরণ করেন যাঁরা তারা আমার অতি প্রিয়।২০

'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং'—ইত্যাদি শ্লোক থেকে আরম্ভ করে অক্ষরোপাসক নিষ্কাম জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের যে সমস্ত গুণাবলী বলতে আরম্ভ করেছেন এখানে তার উপসংহার করছেন। এতক্ষণ সন্ন্যাসিগণ উপাসনা করেন বলে অর্থাৎ বলার পর এক্ষণে কিরূপ ভাবে উপাসনা করেন সেকথা বলছেন অর্থাৎ তাঁরা পরম শ্রদ্ধাবান হয়ে উপাসনা করেন এবং আমি অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাই যাদের শ্রেষ্ঠগতি তারাই 'মৎপরম'। এইভাবে উপাসকগণ যথোক্ত ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করতে করতে ভগবান বিষ্ণুর বা পরমেশ্বরের অতীব প্রিয়ভক্ত হয়ে যান। ( শঙ্করাচার্য্য )

উক্তপ্রকারে ধর্ম্ম হতে অভিন্ন ও অমৃতত্ব লাভের উপায় স্বরূপ এই ভক্তিযোগ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সাধনা করার জন্য সেই ভক্ত ভগবানের অধিকতর প্রিয় হয়ে যান। ( কেশবভারতী )

এই মন্ত্রে বা এই অধ্যায়ে ভগবান ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করছেন। ( শ্রীধরস্বামী, বলদেব ও বল্লভাচার্য্য )।

এই অধ্যায়ে অমৃতত্বের সাধন বলে যাচ্ছেন, সেজন্য 'ধর্ম্মামৃতম্' কথাটা ব্যবহার করলেন। অক্ষর স্বরূপ ভগবান বাসুদেবই যাদের পরম প্রাপ্তব্য সেই ভক্তই 'মৎপরম'। ভক্তগণ প্রযত্ন সহকারে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। পূর্ব্বে জ্ঞানী অত্যন্ত প্রিয় বলা হয়েছে, এখানে ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় বলে উপসংহার করছেন—সেই সূত্রে এই ভক্ত শব্দে নিরূপাধিক ব্রহ্ম ভজনাকারীকেই বুঝিয়েছেন।

এতক্ষণ যে নৈতিক গুণাবলীর কথা বললেন, শুধু সেই গুণাবলী থাকলেই হবেনা। ভগবান বাসুদেবকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানে, ভগবানেরই

আশ্রয় নিয়ে এই গুণগুলি অর্জ্জন করলে ভগবানের অতীব প্রিয় হওয়া যায়। ( মধুসূদন )

যাঁরা মুমুক্ষু তাঁরা যদি শ্রদ্ধাবান হয়ে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ে অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত গুণাবলী লাভ করেন তাহলে 'তৎ' পদার্থস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন। ( কৃষ্ণানন্দ )

যে আমাতে একনিষ্ঠ থেকে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এই পবিত্র অমৃত স্বরূপ জ্ঞানের সেবা করে সে আমার অতি প্রিয়। ( গান্ধীজী )

মানবত্বের মধ্যে যা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম বা গুণ তাই 'ধর্ম্মামৃতং'। 'অদ্বেষ্টা' প্রভৃতি গুণে মানুষ সচ্চিদানন্দ আত্মা লাভ করে মুক্ত হন বলে ঐগুলি ধর্ম্মামৃত বলা হল। উপাসনার অর্থ সমীপে সমাগত হওয়া। ধর্ম্মের উপাসনা করা অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্ম-বা গুণাবলী অর্জ্জন করা এবং এই সবের লক্ষ্য কিন্তু হবে ঈশ্বর লাভ। 'মৎপরমা, অর্থাৎ ঈশ্বরই যাদের শ্রেষ্ঠগতি। ( যোগানন্দ )

যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পরমপদ বলে আমাকেই আশ্রয় করেন আমারই উপদিষ্ট ধর্ম্মপ্রদ অমৃতস্বরূপ এই বাক্যের নিত্য আস্বাদন ও অনুসরণ করেন সেই সমস্ত ভক্তই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

( সন্তদাসজী )

গীতায় ধর্ম্মশব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম। মন প্রাণ ও দেহের যে নিম্নতম অজ্ঞান চৈতন্য আছে তাতে বহু ধর্ম্ম, বহুনীতি বহু আদর্শ ও বিধি নিষেধ। কারণ মন, প্রাণ ও দৈহিক প্রকৃতির মধ্যে বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ শৈলী। কিন্তু অমৃত ধর্ম্ম এক, তা হচ্ছে উর্দ্ধতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্যের ধর্ম্ম। এবং সেই ধর্ম্ম

লাভের জন্য ওই নীচের প্রকৃতিজাত ধর্ম্মত্যাগ করতেই হবে—সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য। গীতার অবশিষ্ট ওই অংশে অমৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। ( শ্রীঅরবিন্দ )

**যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং**—ধর্ম্মকে অমৃত স্বরূপ বলা হয়েছে—ধর্ম্ম ইহ পরকালে অমৃতের সেতু রচনা করে। ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ভাবধারা আচার অনুষ্ঠান মনকে ভগবৎ বস্তুতে ধরে রাখে তাই ধর্ম্ম, কাজেই ভগবান যদি অমৃত স্বরূপ তাতে ধৃতি এনে দেয় যে ধর্ম্ম, সেটাও অমৃত তুল্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ( বেদচ্ছন্দা )

**শ্রদ্দধানা মৎপরমা**--শ্রদ্ধাসম্বন্ধে বিশদভাবে আগের শ্লোকগুলি বলা হয়েছে—এখানে শুধু এটুকু জানতে হবে এতক্ষণ ধরে ভগবান শ্রেষ্ঠ ভক্তের যে যে লক্ষণগুলি বলে গেলেন, সে বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, যতদূর সম্ভব সেই বাণীর সাধনা করা। এটাই এখানে শ্রদ্ধা বলতে বুঝিয়েছেন। এবং ভগবৎ-বস্তুই সব কিছুর মধ্যে পরমতত্ত্ব সেকথাও ভগবান গীতামুখে বহুবার বলেছেন। কাজেই জগতে সব পাওয়ার আশা ছেড়ে একমাত্র ভগবানকে পরমবস্তু বলে ধরে নিয়ে সাধনার গভীরে ডুব দিতে হবে। কেননা প্রত্যেকটা মানুষের চোখ থেকে একদিন না একদিন এ জগতের আলো নিভে যাবে। যাত্রা করতে হবে সেই অনির্দ্দেশের পথে—তখন আত্মীয়-স্বজন, ভোগবিলাস, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, নেশার জিনিষ, আনন্দের জিনিষ, যশ মান, এক কথায় জগতের কিছুই সঙ্গে যাবে না, সেই চরম যাত্রার পাথেয় স্বরূপ তখন থাকবে শুধু ভগবানের নাম ও চিন্তা। কাজেই যত বিরক্তিই লাগুক, যত

কঠিনই মনে হোক, সব ছেড়ে প্রতিদিন আমাদের সকলকে সেই যাত্রার জন্য তৈরী হতে হবে। (বেদচ্ছন্দা)

অনুরূপ কথা পাই শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মণ যেষাং গতিরহং পরা॥

আমি ভক্তাধীন, স্বতন্ত্র হলেও স্বভাবতই ভক্তের বশীভূত হয়ে থাকি। ভক্তগণ আমার হৃদয়কে অধিকার করে রেখেছেন। হে ব্রহ্মণ আমিই যাদের শ্রেষ্ঠগতি, আমার সেই সমস্ত সাধু ভক্ত ব্যতিরেকে আমি মদীয় স্বরূপানন্দ ও নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিও স্পৃহা করিনা। (ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৪)

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম্
মদন্যতে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়; তাঁরা আমা ব্যতীত অন্য জানেন না এবং আমিও তাদের ব্যতীত অন্য জানিনা।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।৬৮)

**শ্রদ্দধানামৎপরমা**—অর্থাৎ ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়ার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই ঃ—

**ভক্তি দ্বারাই তাঁর দর্শন হয়, ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়— তখন অহং, নাম রূপ থাকে না। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন**

মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালোবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে। এ ভালবাসা এ রাগভক্তি এলে স্ত্রীপুত্র আত্মীয়দের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার একটী কর্ম্মভূমি বলে বোধ-হয়। যেন বিদেশ। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারে আসক্তি বিষয় বুদ্ধি, একবারে যাবে।

তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকেনা, ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। ( কথাসার )

ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ—এই ধরণের কথার দ্যোতনা শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীমুখেও পাই ঃ—ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারেনা, ভগবানও তেমনি ভক্ত না হলে থাকতে পারেননা।

( কথামৃত ৫।১০।২ )

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

# শুদ্ধিপত্র

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| অথিকাংশ | অধিকাংশ | ৪ | ৩ |
| অসম্ভবনা | অসম্ভাবনা | ৬ | ১৬ |
| পরে | পড়ে | ৯ | ৪ |
| তস্মাং | তস্মাৎ | ১৩ | ১৪ |
| মহতত্ত্ব | মহৎ তত্ত্ব | ১৫ | ৫ |
| অথ্যায় | অধ্যায় | ১৬ | ১৯ |
| বিদ্ধৃত | বিধৃত | এই একই ভুল ১৭, ২৯, ৩২, ৫১, ১০৪, ২৪৭, ২৫০, ২৫২, ৩৫০, ৪৭৯, ৪৮৫, ইত্যাদি পৃষ্ঠায়— | |
| জড় প্রকৃতির | ভূত প্রকৃতির | ১৮ | ৪ |
| তম্মাদ্বা | তস্মাদ্বা | ১৮ | ১৮ |
| ভাবগত | ভাগবত | ২৮ | ১৫ |
| অতুলনীয় | অপর | ২৯ | ১৫ |
| পরমার্থত: | পরমার্থতঃ সৃষ্টি | ৩০ | ২ |
| স্বপ্নের | স্বপ্নের যেমন | ৩০ | ৪ |
| সাচ্ছন্দ | স্বাচ্ছন্দ্য | ৩১ | ৫ |
| অর্জ্জুন | অর্জ্জুন, আমি | ৩৩ | ১৬ |
| জীপন | জীবন | ৩৮ | ৬ |
| Massage | Message | ৩৮ | ৯ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| Panontheos | Panentheos | ৩৯ | ৪ |
| সম্ভবনা | সম্ভাবনা | ৪০ | ১৪ |
| Jems jins | James Jeans | ৪৩ | ১৫ |
| কামরাগ বিহীণ | কামরাগবিহীন | ৪৫ | ১০ |
| প্রতিবন্ধকহীণ | প্রতিবন্ধকহীন | ৪৫ | ১২ |
| অব্যার | আবার | ৪৭ | ৫ |
| তদাধীন | তদধীন | ৫০ | ১২ |
| শান্ত | সান্ত | ৫১, ৩৫০ | ২২, ৩ |
| ক্ষণপরিনামী | ক্ষণ-পরিণামী | ৫৫ | ১০ |
| স্মরণ | শরণ | ৬২ | ১৯ |
| পূণ্য | পুণ্য | ৬৯ | ১০ |
| আকৃতি | আকুতি | ৬৯ | ১৯ |
| সার্থসিদ্ধি | স্বার্থসিদ্ধি | ৯১ | ১৪ |
| সিজেকভাং | সিজেকড্যাং | ৯৫ | ২০ |
| এই ক্ষণে বা | এইক্ষণে | ১০২ | ৯ |
| বাসুদেবাত্মজ | বসুদেবাত্মজ | ১০৭ | ১৫ |
| ধীরব্রতাঃ | দৃঢ়ব্রতাঃ | ১১৭ | ৫ |
| দন্দ্বহীন | দ্বন্দ্বহীন | ১১৭ | ৫ |
| ধীর | দৃঢ় | ১১৭ | ৫ |
| দ্বন্দ্বমোহহীণ | দ্বন্দ্বমোহহীন | ১১৭ | ৮ |
| অযার্থতা | অযর্থাতা | ১২০ | ২ |
| বিষয়ের | বিষয় | ১২১ | ৪ |
| অধিজ্ঞের | অধিযজ্ঞের | ১২৪ | ৪ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| যস্ত্রণা | যন্ত্রণা | ১২৫ | ৬ |
| পরে | পড়ে | ১২৫ | ৭ |
| পরিণামের | পরিমাণের | ১২৫ | ১৮ |
| অভ্যস্থ | অভ্যস্ত | ১৫০ | ৫ |
| অভ্যস্থ | অভ্যস্ত | ১৫১ | ১২ |
| সর্ব্বেস্কালেষু | সর্ব্বেষু কালেষু | ১৫১ | ৫ |
| মদ বিষয়ক | মৎবিষয়ক | ১৫৪ | ১৫ |
| স্বাধর্ম্ম | সাধর্ম্ম্য | ১৯৭, ১৫২ | ২০ |
| জিনগণ | জীবগণ | ১৯০, ৪৩৯ | ৫, ১২ |
| ক্রটি | এটি | ২০১, ২০৪, ২১৫ | ১৭ |
| জ্যাতির্ম্ময় | জ্যোতির্ম্ময় | ২১৫ | ১১ |
| দক্ষিনায়ন | দক্ষিণায়ন | ২২০ | ২১ |
| জোড | জোব | ২২৮ | ২ |
| পূণ্য | পুণ্য | ২৩১ | ১৩ |
| প্রসত্ত মানস্থ | প্রপদ্যমানস্য | ২৪০ | ১১ |
| নির্গুন | নির্গুণ | ২৪৭ | ১৬ |
| মৎস্থানি | ন মৎস্থানি | ২৫০ | ২ |
| করছেন | করেনা | ২৫০ | ৬ |
| ভূত্রবৎ | ভূতভৃৎ | ২৫০ | ১৮ |
| সমস্থ | সমস্ত | ২৫২ | ১৫ |
| হচ্ছে, | হচ্ছে, কারণ | ২৫২ | ২০ |
| জগৎ | জগৎ আমাতে | ২৫৫ | ৬ |
| মদাত্তয়ভূত | মদায়ত্তভূত | ২৫৬ | ১ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| Latter | Later | ২৭০ | ২২ |
| হীণ | হীন | ২৭৬ | ৬ |
| লীলাশ্বরুপ | লীলাস্বরূপ | ২৮১ | ২১ |
| বিষেশ | বিশেষ | ২৮৩ | ১২ |
| নামাভাবে | নানাভাবে | ২৮৫ | ১৪ |
| Absorved | Absorbed | ৩০৯ | ৫ |
| leble | level | ৩৩২ | ৭ |
| ভুক্ত্যপহৃতম | ভক্ত্যুপহৃতম | ৩৩২ | ১২, ১৫ |
| প্রেয়া ভুর্য্যেব | প্রেম্নাভূর্য্যেব | ৩৩৬ | ২ |
| ভুর্য্যপ্যভক্তেপহৃতং | ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং | ৩৩৬ | ৩ |
| বল্লব | বল্লভ | ৩৩৭ | ১৫ |
| পাঠ | পাট | ৩৪৫ | ৪ |
| Nutral | Neutral | ৩৫০ | ১৫ |
| কৌন্তেয মে | কৌন্তেয় ন মে | ৩৫৫ | ২১ |
| তমুতপ্ত | অনুতপ্ত | ৩৫৬ | ১৪ |
| প্রায়শিত্ত্য | প্রায়শ্চিত্তাবলী | ৩৫৬ | ১৬ |
| লক্ষ | লক্ষ্য | ৩৫৮ | ১৬ |
| রাজায় | রাজার | ৩৬০ | ১৯ |
| দাড়িটাকে | দড়িটাকে | ৩৬১ | ১৭ |
| imotion | emotion | ৩৭০ | ১৭ |
| যাষ্টাঙ্গে | সাষ্টাঙ্গে | ৩৭০ | ২২ |
| বাসুদেব | বসুদেব | ৩৭৮ | ৮ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| বয়েস্কগণ | বয়স্কগণ | ৩৭৮ | ৩'৭৭ |
| চারজন | চৌদ্দজন | ৩৯০ | ১৮ |
| শ্রীসৃক্ষায় | সিসৃক্ষায় | ৩৯৩ | ৬ |
| সংস্পর্ক | সম্পর্ক | ৪১৪ | ৬ |
| স্বর্ব্বপ্রকাশক | সর্ব্বপ্রকাশক | ৪১৯ | ৬ |
| ঋষিরা | ঋষিরা | ৪১৯ | ৬ |
| তুনি | তুমি | ৪২১ | ১২ |
| কারন | কারণ | ৪২১ | ২২ |
| সূর্য্য) | রবি (সূর্য্য) | ৪৩৩ | ১২ |
| তিথ্যাদি | তিথ্যাদি | ৪৪১ | ১৫ |
| প্রকৃষ্ঠ | প্রকৃষ্ট | ৪৪৮ | ২১ |
| অন্তঃকরণস্ত | অন্তঃকরণস্থ | ৪৩৭ | ৪ |
| ক্রমে | ক্রমে | ৪৬৪ | ২ |
| Thermodynemics | Thermodynamics | ৪৬৪ | ৬ |
| ঋষিরা | ঋষিরা | ৩৮৩, ৫০৫ | ১৩ |
| শ্বেদজ | স্বেদজ | ৫০৫ | ১৯ |
| শঙ্করাচার্য্য | শঙ্করাচার্য্য | ৫০৯ | ৪ |
| হেভু | হেতু | ৫০৯ | ৬ |
| কুমের | কুবের | ৫১৫ | ৬ |
| ব্রহ্মাণি | ব্রহ্মাণি | ৫১৮ | ১৪ |
| তোমাদের | আমাদের | ৫১৮ | ১৮ |
| ভীম্ম | ভীষ্ম | ৫১৯ | ৪ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | লাইন |
|---|---|---|---|
| প্রদীপ্তং | প্রদীপ্তং | ৫২০ | ১৭ |
| হেলিহ্যসে | লেলিহ্যসে | ৫২১ | ১২ |
| বাপনশীল | তাপনশীল | ৫২১ | ২২ |
| ভোক্ষণ | ভক্ষণ | ৫২২ | ৮ |
| ধারন | ধারণ | ৫২৭ | ১৬ |
| সংসহারের | সংহারের | ৫২৫ | ১৫ |
| বিনটি | বিনষ্টি | ৫২৫ | ১৯ |
| নমঃপরস্তাদথ | নমঃ পুরস্তাদথ | ৫৩৭ | |
| উপবেসন | উপবেশন | ৫৪০ | ১৬, ২০ |
| অধ্যায়ণ | অধ্যয়ন | ৫৫০ | ৭ |
| অধ্যয়ণ | অধ্যয়ন | ৫৫০ | ১৩ |
| কল্যানেচ্ছা | কল্যাণেচ্ছা | ৫৫২ | ১০ |
| সুদুৰ্দ্দশ | সুদুৰ্দ্দর্শ | ৫৫৫ | ১৩ |
| সক্রুরও | শক্রুরও | ৫১৯ | ৮ |
| Objeetive | Objective | ৫৬৬ | ১৭ |
| Trancendental | Transcendental ঠিক একই ভুল ৪১, ২৪৭, ২৫৬ পাতায়। | | |
| গ্রস্থ | গ্রন্থ ঠিক একই ভুল ৫৫, ৬৯, ৭০, ১১৭, ২৫১, ২৫১, ২৭০ পাতায়। | | |
| Strictt | Strict | ৬০৭ | |